রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সূচী।

২ পর্ব্ব, ১৩ খণ্ড।

কলিকাতা স্কুলবুক এণ্ড বর্ণাকুলর লিটরেচর
সোসাইটীর আদেশানুসারে
বাপ্তিস্ত মিষন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

LIST OF BOOKS PUBLISHED BY THE VERNACULAR LITERATURE DEPARTMENT.

Discount 30 *per cent. for cash.*

BENGALI.

	R.	A.	P.
Lamb's Tales, Dr. Roer's, ...	0	3	0
Matsya-Nárí, ...	0	2	3
China-deshiyá Bulbul, ...	0	1	0
Sushilá Upakhyan, Part I.	0	3	0
——— Part II.	0	4	0
——— Part III.	0	5	0
Jibrahasya, Part I	0	3	6
——— Part II.	0	7	0
Life of Lord Clive, ...	0	3	0
Ganges Canal, ...	0	1	6
Silpic Darsan, ...	0	6	0
Robinson Crusoe, ...	0	6	0
Kutsit Hangsa-Shábak, ...	0	2	0
Monaramya Páth, ...	0	3	0
History of Rája Pratápádítya, ...	0	2	0
Brihat Kathá, Part I.	0	4	0
——— Part II.	0	5	0
Khagola Bibaran, ...	0	5	0
Sibaji Charitra, ...	0	3	0
Abodha, ...	0	1	0
Paul and Virginia, ...	0	6	0
Dukbini Mátá, ...	0	1	0
Life of Noorjahan, ...	0	5	0
Ahalyá Haddikár Jiban Bríttántá, ...	0	3	3
Mujáhid Shaw, ...	0	1	6
Báyu-Chatusṭayer Akhyáyika, ...	0	1	6
Chakmaki Báksa, ...	0	1	0
Baḍa Kailás, &c., ...	0	1	0
Bichár, ...	0	1	0
Elizabeth, ...	0	9	0
Hita-Kathábali, ...	0	6	0
Jahánirá Cháritra, ...	0	5	0
Wild Swans, ...	0	1	9
"Japan opened."	0	4	0

IN THE PRESS.

"The Rise and Progress of the Saracens," compiled by Hemango Chunder Bose.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [১৩ খণ্ড।

নৃত্য।

কোন সময়ে এক জন মিসর দেশীয় ধনাঢ্য মান্য মুসলমান বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ভদ্র সমাজে সর্ব্বত্র তাঁহার আহ্বান হয়, এবং তত্রত্য সকল রীতি-নীতির পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে ইংরাজদিগের সভ্যতা-বিষয়ে দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। সে ভক্তি হইবার আশ্চর্য্যও কিছুই ছিল না, যেহেতু বিবেচক ব্যক্তিরা পারসদেশীয় স্ত্রীদিগের দুরবস্থা দর্শনানন্তর ভদ্র ইংরাজদিগের মহিলাগণের বিমুগ্ধ-কর পবিত্র আচার ও ব্যবহার দেখিয়া কে না তাহার প্রসংশায় গদ্‌গদ চিত্ত হইবেন? অপর সেই আচার-ব্যবহারের সহায়তায় অপূর্ব্ব অট্টালিকা, অমর-ভবনের উপযুক্ত গৃহসজ্জা, অপ্সরো-গঞ্জন বেশ ও দেবদুর্লভ রূপলাবণ্য মিসর দেশীয় ভ্রমণ-কর্ত্তাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিল, তত্রাপি বাল্য সংস্কারের ভ্রমকে তাঁহার মনহইতে সম্যগ্‌রূপে দূরীকৃত করিতে পারে নাই। অতএব তিনি এক দিন কোন নৃত্য গৃহে ভদ্র ইংরাজি স্ত্রীপুরুষে আপনারা নৃত্য করিতেছে দেখিয়া কহিলেন; "আপনা আপনি এত কষ্ট কেন? আমাদিগের দেশে আমরা ব্যবসায়িকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া নৃত্য করাই—কখন আপনারা বৃথা পরিশ্রম করি না।" গ্রীষ্ম-দেশনিবাসীদিগের পক্ষে এ কথা কোন মতে আশ্চর্য্য নহে। কোন বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলে তেঁহও মিসর-দেশীয়ের ন্যায় প্রত্যুত্তর দিবেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু আমাদিগের বোধে হাস্য রোদনাদির ন্যায় নর্ত্তন মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এবং সকল মনুষ্যেই তাহা বর্ত্তমান আছে;—কেবল দেশাচারে তাহার লাঘব বা বৃদ্ধি দেখা যায়। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে ইংরাজী সীমন্তিনীদিগের পুত্র বা স্বামী মৃত হইলেও তাঁহারা কোন শব্দ করিয়া ক্রন্দন করেন না। বঙ্গদেশীয় ভদ্র পুরুষেরাও মহা শোকে অভিভূত হইলেও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন না; কেবল ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীরাই উচ্চৈঃস্বরে "বিনাইয়া" ক্রন্দন করেন। পরন্তু তদ্দৃষ্টে কেহই এমত মনে করেন না যে কেবল ভারতাঙ্গনাদিগের মানসিক ধর্ম্মে ক্রন্দন আছে—তত্রত্য পুরুষ ও বিলাতের স্ত্রী পুরুষের ক্রন্দন নাই। সেই রূপ ভারতবর্ষে ভদ্র পরিবারে নৃত্য করিবার নিয়ম নাই বলিয়া নৃত্য যে তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে ইহা বলা যায় না; প্রত্যুত

আরবী নৃত্য।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দুঃখ জ্ঞানার্থে ক্রন্দন যে প্রকার মনুষ্যমাত্রের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রতীত হয়, অত্যন্ত আহ্লাদ জ্ঞাপনার্থে নৃত্য সেই প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে পুনঃ পুনঃ হস্তসঞ্চালন, কি পদ সঞ্চালন, কি মুহুর্মুহুঃ ঘূর্ণনাদি নৃত্য-কার্য্যে কি প্রকারে আনন্দ উদ্ভূত হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। পরন্তু সেই পদসঞ্চালনাদি যে আনন্দের চিহ্ন ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। অল্পবয়স্ক শিশু ঈষৎ আনন্দ লাভ করিলে স্মিতমুখ হয়, ও ঐ আনন্দের আধিক্য হইলে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নৃত্যদ্বারা তাহার বিজ্ঞাপন করে। নৃত্য যে আনন্দের চিহ্ন তাহা কেহই তাহাকে জ্ঞাত করে নাই, অথচ তাহার মনে আনন্দ ও নৃত্যের নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায়। মনুষ্যের আদিম রূঢ় অবস্থায় তরুণ ও প্রৌঢ় স্ত্রীপুরুষে আনন্দোৎসবে সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া থাকে। সুসভ্য ইউরোপ-খণ্ডে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে নৃত্য করে। অধিকন্তু প্রাচীন হিন্দুরাও যে নৃত্যানুরাগী ছিল তাহার প্রভৃত প্রমাণ আছে; তন্মধ্যে এক বলবৎ প্রমাণ তাহাদিগের নাট্য শাস্ত্র। ঐ শাস্ত্রে নৃত্যের নানাবিধ লক্ষণ ও বিভাগ দেখা যায়; নৃত্য প্রশস্ত না হইলে তাহার সম্ভব হইত না। "সঙ্গীত দামোদর" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে নৃত্য দুই জাতীয়, "তাণ্ডব" ও "লাস্য;" তন্মধ্যে তাণ্ডব নামক নৃত্য "পেবলী" ও "বহুরূপ" এই দুই প্রকারে এবং লাস্য নামক নৃত্য "ছুরিত" এবং "যৌবত" এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। শেষ দুয়ের লক্ষণে লিখিত আছে যে, যে স্থলে অভিনয়ের পূর্ব্বে ভাব রস আশ্লেষ ও চুম্বনের সহকারে যুবক যুবতী রঙ্গে নৃত্য করে তাহা ছুরিত; এবং যেখানে বন্ধলীলা হইয়া নটীরা নৃত্য করে সেই লাস্যের নাম বশীকরণ বিদ্যানুজ্ঞদিগের মতে যৌবত। বরাহ পুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি বিষ্ণুগৃহে নৃত্য করে সে রূপবান্ গুণবান্ শূর শীলবান্ ও সৎপথে স্থিত ও বিষ্ণুভক্ত হইয়া ৩৩০০০ বৎসর পুষ্করদ্বীপ সংভোগ করত সংসার

যাতনাহইতে মুক্ত হয়। ভাগবতে লিখিত আছে যে, "যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়া প্রহৃষ্টভাবে হরির মন্দিরে নৃত্য করে সে এক শত জন্মের পাপ দগ্ধ করে।" বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে যে বিষ্ণু গৃহে নৃত্য দিলে রুদ্র লোক প্রাপ্তি হয়, আর স্বয়ং নৃত্যদ্বারা পূজা করিলে তাঁহার অনুচর হয়। এ প্রকার অনেক প্রমাণ সঙ্গ্রহ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার প্রয়োজন বিরহ।*

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দেবদেব মহাদেব সর্ব্বদা বিহ্বল হইয়া তাণ্ডব নামে প্রসিদ্ধ অঘোর নৃত্যে কালযাপন করেন। বিষ্ণুও নর্ত্তনে বিমুখ নহেন। অপর দেবতারা সকলেই কখন না কখন নৃত্য করিয়াছেন। মনুষ্যদিগের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু রাজারা অনেকে নৃত্য শিক্ষা করিতেন। মহাভারতে দৃষ্ট হইতেছে বিরাট রাজার কন্যা অর্জ্জুনের নিকট নৃত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন; এবং ঐ অর্জ্জুন পাণ্ডব-রমণীগণের নৃত্য-শিক্ষক ছিলেন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে পাণ্ডবরমণীরা নৃত্য শিক্ষা করিতেন। ঐ নৃত্য স্বয়ং পরিজন ও বন্ধুবর্গের আনন্দার্থে প্রয়োজনীয় না হইলে কেহই শিক্ষা করিত না। অপর হিন্দুদিগের মধ্যে ধীর পণ্ডিত প্রৌঢ় মনুষ্যেরাও ভক্তি-রসে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইলে নৃত্য করিতে বিমুখ হয়েন না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ত্তন ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ; তদ্দৃষ্টে সকলকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মনোমধ্যে অত্যন্ত আনন্দের আবির্ভাব হইলে সকলে নৃত্য করিয়া থাকে, সুতরাং সেই নৃত্য মনুষ্যের সভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

অধুনা নৃত্য স্বভাবসিদ্ধ হইলে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত কি না? বিশ্বস্রষ্টা আমাদিগের মনে যে সকল সংস্কার বদ্ধমূল করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়; তাহার কোন এক ধর্ম্মের একেবারে বিনাশ করিলে সংসার যাত্রার হানি হয়। অবশ্য, সকলকে বিবেকের শাসনে রাখা কর্ত্তব্য; কিন্তু কোন একের সমূলোৎপাটন বিহিত নহে; তাহা সর্ব্বদা সাধ্য হয় কি না এবিষয়ে আমাদিগের সম্যক্ সন্দেহ আছে।

আমাদিগের এই উক্তিতে পাঠকবৃন্দের মনে অবশ্য অনুভব হইবে যে আমরা ভারতবর্ষীয় সভ্যেরা স্বয়ং সময়ে২ নৃত্য করেন তাহার পোষকতা করিতেছি, এবং অনেকের মুখে এ কথায় হাস্য আসিতে পারে। পরন্তু বিবেচনা করিলে ইহাতে উপহাসের পদার্থ কিছুই নাই। যে অঙ্গভঙ্গীতে কর্ত্তা ও দর্শক উভয়ের আনন্দের অনুভব হয়; যাহা আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; যাহা

* যত্রাভিনয়াদ্যৈর্ভাবৈ রসৈরাশ্লেষচুম্বনৈঃ।
নায়িকা-নায়কে রঙ্গে নৃত্যতঃ ছুরিতং হি তৎ॥
মধুরং বন্ধলীলাভি র্নটীভি র্যত্র নৃত্যতে।
বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতং॥
সঙ্গীতদামোদর।

নৃত্যমানস্য বক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
মনুজা যেন গচ্ছন্তি তর্ত্ত্বা সংসারসাগরং॥
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ।
পুষ্করং দ্বীপমাসাদ্য মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া॥
পুষ্করাচ্চ পরিভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
ফলং প্রাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ॥
রূপবান্ গুণবান্ শূরঃ শীলবান্ সুপথে স্থিতঃ।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত সংসারপরিমোচিতঃ॥
বরাহপুরাণ।

দৃষ্ট্বা সংপূজিতং দেবং নৃত্যমানোঽনুমোদয়েৎ।
অসংশয়মতিঃ শুদ্ধঃ পরং ব্রহ্ম স গচ্ছতি॥
অগ্নিপুরাণ।

যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈ র্বহুসুভক্তিতঃ।
স নির্দ্দহতি পাপানি জন্মান্তরশতেষ্বপি॥
হরিভক্তিসুধোদয়।

নৃত্যং দত্ত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ং।
স্বয়ং নৃত্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ॥
হরিভক্তিবিলাস।

আনন্দবিজ্ঞাপনের নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টা আমাদিগের স্বভাবে সংস্থাপিত করিয়াছেন; যাহাদ্বারা আমরা স্বভাবতঃ আনন্দ জ্ঞাপন করি;—তাহা কদাপি নিন্দনীয় হইতে পারে না। অপর যদ্যপি বিলাতে অশীতিপর বৃদ্ধ রাজপুরুষ, পণ্ডিত, সচিবাদি নৃত্য করিয়া নিন্দনীয় না হয়, তাহা হইলে এতদ্দেশে তাঁহাদের নিন্দনীয় হইবার কারণ নাই। সত্য বটে, দেশাচারে ভারতবর্ষে ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে নৃত্য বিহিত নহে; পরন্তু যে নিষেধের কোন প্রকৃত কারণ দেখা যায় না, এবং যাহার অবহেলায় উপকার হইতে পারে তাহা মান্য করিবার প্রয়োজন নাই।

নৃত্য স্বভাবসিদ্ধ হওয়াতে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নৃত্য দেখিতে বাসনা রাখেন, এবং দেখিয়াও থাকেন। এই ক্ষণে বাঙ্গালীরা সেই নৃত্য দুশ্চরিত্রা বেশ্যাদ্বারা নিষ্পন্ন করাইয়া থাকেন। ঐ নর্ত্তকীদিগকে গৃহে আগমন করিতে দেওয়া, ও ভদ্রমহিলাদিগের পক্ষে তাহাদিগের দর্শন, দূষণাবহ মানিতে হইবে। তন্নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাহার নিবারণ করিলে সুতরাং ভদ্রদিগকে আপনা আপনি নৃত্য করা প্রয়োজনীয় হয়। সেই নৃত্য আনন্দের পরিবর্দ্ধক, স্বাস্থ্যের পোষক,বলের উত্তেজক, এবং হৃদ্যতার সংসাধক। অতএব তাহা বঙ্গীয় সমাজে প্রচারিত হইলে অবশ্য উপকারজনক হইবে। মহারাষ্ট্রীয়া রাজপুত্রী ও হিন্দুস্থানীয়া স্ত্রীরা সকলেই নৃত্য গীত বাদ্য করিয়া থাকে, তাহাতে তাহারা কোন মতে দূষণীয়া হয় না; বঙ্গাঙ্গনারা তদনুরূপ করিলে যে নিন্দনীয়া হইবে ইহা কদাপি সম্ভাব্য নহে; প্রত্যুত ইহাতে তাহারা আপন স্বামী ও পরিজনের বিশেষ মনোমোহিণী হইবে, সন্দেহ নাই; এবং যে সকল ভদ্র সন্তানেরা সঙ্গীত রসের লোভে কুপথ-গামী হইয়া থাকে, তাহাদিগের মন্দ হইবার এক কারণ সমুলোৎপাটিত হইবে; কারণ গৃহে প্রিয় পরিজনের মুখে সঙ্গীত শুনিলে তন্নিমিত্ত অন্যত্র গমন করিবে না। ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে ভদ্র গৃহে নৃত্যের প্রচার করিবার অনেক ব্যাঘাত আছে, কিন্তু তাহার অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে, অতএব তাহা অখণ্ডনীয় আপত্তি নহে।

পুণ্যপুঞ্জের পরিভ্রমণ।

আমাদিগের যাত্রিকেরা ধর্ম্মারণ্যে প্রত্যাবৃত হইয়া বহুক্ষণ নীরব এবং বিমর্ষ থাকিলেন। পরিশেষে সাবধানতা সচিন্তিতভাবে কহিতে লাগিলেন, “প্রিয় সখিগণ, আমি এই ভাবনা করিতেছি যে যত কাল আমরা লোক-সমাজে মিশ্রিত না হইয়া কেবল পরস্পর সহবাসে কালযাপন করিব, তত কাল শুদ্ধ বিবাদ-বিসংবাদে আমাদিগের আয়ুঃশেষ হইবে। চরমে আমরা এক্ষণকার অপেক্ষা অধিকতর অনাদৃত এবং উপেক্ষিত হইতেই থাকিব। তোমরা সকলেই জান আমরা জনসমাজের প্রিয় নহি; কাব্য নাটক বা নীতি প্রবন্ধে আমাদিগের বর্ণনা পাঠ করিয়াই লোক সকল ক্ষান্ত হয়। বদান্যতার নামটি বাজার-জারী আছে বটে, ধনীগণ তাঁহাকে যত বিশ্বাস করুন না করুন, আপনাদিগের কীর্ত্তি ঘোষণাতেই অতিমাত্র ব্যস্ত, আর কৃপণের ঘরেই আমার আদর। দ্বারহইতে ভিক্ষুক তাড়াইবার সময়ে এবং ওড়ম্বা পৌত্রদিগকে কারাগারে পাঠাইবার সময়েই কৃপণ আমার নামে দোহাই পাড়ে; ফলতঃ আমরা অরণ্যচর ভয়াবহ হিংস্র জন্তুর সদৃশ, যেহেতু সকল লোকে আমাদিগকে দেখিতে ভাল বাসে,

কিন্তু কেহই আমাদিগকে স্বস্থানে রাখিতে ইচ্ছুক নহে। অতএব আমার প্রস্তাব এই, আমরা পরস্পর বিদায় লইয়া এক এক জন মনুষ্যকে বৎসরৈকের জন্য আশ্রয় করিয়া দেখি। যদ্যপি ইহার মধ্যে কোন স্থানে কাহার না পোষায়, তবে তিনি অন্যের সহিত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। এক বৎসর পূর্ণ হইলে সকলেই ধর্ম্মারণ্য-স্থিত বহু-বিস্তার ন্যগ্রোধ-বৃক্ষ-মূলে সমবেত হইয়া আপন আপন আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিব।”

সাবধানতা এতাবন্মাত্র বলিয়া মৌন হইলেন। কারণ মৌনী-ভাবাবলম্বন করা সাবধানতার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পুণ্যগণ তাঁহার প্রস্তাবে সানন্দচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। একাকী যাত্রা করণে সকলেই অতিমাত্র ব্যগ্র,—সকলেই মনে মনে ভাবিলেন আমিই কৃত-কৃতার্থ হইয়া প্রত্যাগমন করিব; যেহেতু মিত-ব্যয়িতার স্থির মীমাংসা এই ছিল যে উদারতা পুণ্য-মধ্যেই গণ্য নহেন; আর শীলতা সাহসকে পাষণ্ডস্বরূপ জ্ঞান করিতেন।

পুণ্যগণ-মধ্যে উদারতা সর্ব্বাপেক্ষা সমুৎসুক এবং কার্য্যচতুর বিধায়ে সকলের অগ্রে যাত্রা করিলেন। সাবধানতা পশ্চাতে যাত্রা করিয়া প্রায় উদারতার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরণ-চালনা অল্প পরিমিত এবং সুস্থিরতর। বদান্যতা পথিমধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস শ্রবণ বা ক্ষুধার্ত্ত বিশুষ্ক মুখ দর্শনমাত্রে তৎক্ষণাৎ সান্ত্বনা-বিধানে প্রবৃত্ত হইতে থাকিলেন, সুতরাং আর আর সকলের অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

সাহস এক খানি বলীবর্দ্দ-যোজিত রথ-মধ্যে দেখিলেন, এক জন মথুরার চোবে স্বীয় দয়িতার সহিত বাক্-কলহে প্রবৃত্ত, অতএব উক্ত রমণীর সাহায্যার্থে তাহার পার্শ্বে বসিলেন। ঐ বসিবা-মাত্র তিনি চোবেজীর শ্মশ্রু ধরিয়া এক চপেটা-ঘাত করিলেন। মিতব্যয়িতা নিতান্ত শেষে পড়িয়াছিলেন, যেহেতু সমধিক সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি না পাইলে তিনি কোন পান্থশালায় প্রবেশ না করিয়া পথ-পার্শ্ববর্ত্তি বৃক্ষ-তলে বিশ্রাম করিয়া চলিলেন। লজ্জাদেবী বারাণসীর নিকটে আসিয়া ইতস্ততঃ অবলোকনানন্তর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, যেহেতু উক্ত স্থানে তাঁহার পরিচিত স্ত্রী কিংবা পুরুষ এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলেন না, তথাচ দুইটি কারণ বশতঃ তথায় গমন করণে ইচ্ছুক হইলেন; প্রথমতঃ উক্ত স্থানে তিনি কখন পদার্পণ করেন নাই, সুতরাং কৌতূহল নিবারণে অবশ্যই বাসনা জন্মিতে পারে;—দ্বিতীয়তঃ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমনে তাঁহার সাহস হইল না, যেহেতু তথায় লজ্জাদেবীকে অনেক সঙ্কটে পড়িবার আশঙ্কা আছে।

যদিও পুনর্ভ্রমণের কল্পনাটি সাবধানতাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল বটে, তথাপি তিনি দিবা ব্যতীত রজনীতে কদাচ পাদচার করিতেন না।

সংবৎসর শেষ হইল, পুণ্যগণের অঙ্গীকার অচলবৎ অবিচল, অতএব যথা-সময়ে তাঁহারা মহা-ন্যগ্রোধ-বৃক্ষতলে আসিয়া সমবেত হইলেন। কেবল মিতব্যয়িতা এক খানি ফেরতা একা ভাড়া লইবাতে ঘোড়াটী প্রাতঃকালে ২০ ক্রোশ চলিয়াছিল বিধায় পথিমধ্যে চারি পা তুলিয়া যেমন পড়িল অমনি কৃতান্ত-দূত আসিয়া তাহাকে সংযমনীপুরস্থ অশ্বশালায় লইয়া গেল, সুতরাং মিত-ব্যয়িতা সে দিবস আর পৌঁছিতে পারেন নাই। পুণ্যগণ সকলেই বিষণ্ণত্ব ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, ফলে যে সকল লোক বিফলে সুদীর্ঘ ভ্রমণান্তে প্রত্যাবৃত হয়, তাহাদিগের ভাব এই রূপই ঘটিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহারা মানবসমাজে বৎসরৈক থাকিবাতে নিতান্ত ক্ষীণ এবং ক্ষুদ্রদেহ হইয়া গিয়াছিলেন।

সাবধানতা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়সখি উদারতে, তুমি সকলের অগ্রে যাত্রা করিয়াছিলে; কহ, কহ; তোমার বৃত্তান্ত প্রথমতঃ শ্রবণ করা যাউক।"

উদারতা কহিলেন, "প্রাণের ভগিনীগণ, তবে শুন। আমি কিয়দ্দিবস পরিভ্রমণানন্তর পরে একটি ক্ষুদ্র নগরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উক্ত নগরে মহম্মদ গজনবীর অধীনস্থ আফগান সেনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থপতি পৃথু রাজা যে বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারই এক দল পদাতিক প্রবাস করিতেছিল। একটি গৃহমধ্যে দেখিলাম, জনৈক ক্ষত্রিয় সেনা নায়কের পার্শ্বে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী নারী দণ্ডায়মানা। আহা তাহার দুইটি নেত্র-কমল এমত প্রফুল্ল, যেন প্রমোদ রূপ দিনকর-যুগল উক্ত আতপত্র-যুগ্মে অহরহ বিভাসিত রহিয়াছে। বামানেত্রা দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন সুশীলতা মানবীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন! যে পুরুষের পার্শ্বে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, ঐ পুরুষ তাঁহার পতি। দেড় মাস পূর্ব্বে তাঁহারা পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। পুরুষটি শত-সেনাপতি; মাসিক এক স্বর্ণ মুদ্রা বেতন পান। আমি এই দম্পতীর অপ্রচুর আয় সংস্থান দেখিয়া অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইলাম, অতএব আর তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব না করিয়া উক্ত মনোমোহিনী চারুশীলার হৃদয়ে উদিত হইলাম। প্রথমে এক ঘণ্টা এই বিবেচনা করিতে লাগিলাম, দাম্পত্য-প্রণয় যদ্যপি দীনতার সহিত সংমিলিত হয়, তবেই সুখের আর ইয়ত্তা থাকে না। বৌদ্ধাশ্রমিরা যে অবিবাহিতাবস্থার প্রশংসা করে, সে তাহাদিগের ঘোরতর ভ্রান্তিমাত্র। আমরা সকলেই কুমারী। পুণ্য-শক্তি-মাত্রে সকলে বিবাহ-সুখে এ পর্য্যন্ত বঞ্চিত রহিয়াছি। কে বলে পুরুষেরা দয়িতাদিগকে অবহেলন করিয়া থাকে? আহা দেড় মাসমাত্র এই দম্পতী বিবাহিত, ইহাদিগের প্রণয়ের তুল্য জগতে কি আর কিছু প্রগাঢ় এবং বিশুদ্ধ পদার্থ আছে?

"পর দিন প্রভাতে মনোমোহিনী স্বামির নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছেন, শতসেনাপতি স্নানার্থ যমুনাতে গিয়াছেন, এমত সময়ে মোহিনী দেখিলেন, এক অনাথা অশ্রুমুখী তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। সে ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ে করাঘাত করিতেছে; এক একবার কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক গুচ্ছ গুচ্ছ ছিন্ন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতেছে, "হা হতাস্মি" রবে দিক্ পরিব্যাপ্ত করিতেছে; সেই দিন প্রত্যূষে উক্ত দীনহীনার পতি কারাবাসে প্রেরিত হইয়াছে। তাহার ৭ টি পুত্র-কন্যা এক খণ্ড রুটি লইয়া গৃহে মারামারি করিতেছে। আমার আবির্ভাব মতে মোহিনী তদ্বিষয়ের আর অনুসন্ধান না করিয়া স্বীয় মঞ্জূষা-হইতে একটি স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া ভিখারিণীর হস্তে দিলেন। অনাথা আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়া বিদায় হইল। কিঞ্চিৎকাল পরে শতসেনাপতি গৃহে আসিয়া দ্বারসমীপে জনৈক উত্তমর্ণের মুখ দেখিয়া বিরক্ত-চিত্তে কহিয়া উঠিলেন, 'আবার দেনা? ও এখনি তোমাকে চুকাইয়া দিতেছি। মোহিনি, এই চর্ম্মকারের দেনা এখনি দিতে হইবেক, কএক মাস হইল ঘোড়ার সাজ দিয়াছে। মোহিনি, লক্ষ্মি আমার, আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দেয়।'

"মোহিনী লজ্জায় প্রভাতকালের কুমুদিনীবৎ মলীন-বদনে গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "প্রাণেশ্বর, পঞ্চাশ টাকা!" সেনাপতি, "হাঁ প্রিয়তমে, যে পঞ্চাশ টাকা আমি তোমাকে গত দিবস দিয়াছিলাম।" মোহিনী, ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "আমার নিকট দুটি মোহর আর দুটি টাকা আছে এই মাত্র এক জন এমনি নিরুপায় অনাথা দুঃখিনী আসিয়াছিল, যে আমি

তাহাকে একটি মোহর না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।”

আশ্চর্য্যাভিভূত সেনাপতি উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, “কি? এক মোহর? হা বিধাতঃ! আমি ৩। ৪ মাস এখন বেতন পাইব না।” এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তোৎপলের ন্যায় আরক্ত হইয়া উঠিল। দশনাঘাতে অধর নবপল্লববৎ অরুণিত হইয়া গেল। ধৈর্য্যধারণে অশক্ত হইয়া করে করাঘাত করত গৃহের এক পার্শ্বহইতে অপর পার্শ্বে গতায়াত করিতে লাগিলেন। অবিনয়ের আর অবশেষ থাকিল না, যেহেতু পুনর্ব্বার কহিয়া উঠিলেন, “ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তুমি যুদ্ধে ধাবিত সেনার সামান্য পদধারক এক ব্যক্তির গলায় যখন বরমালা দিয়াছিলে, তখন কি এমন মনে করিয়াছিলে, যে ভিক্ষুকেরা তোমার নিকট যখনি হাত পাতিবে, তখনি তাহাদিগকে এক মোহর ইচ্ছামত দান করিতে তোমার ক্ষমতা হইল? তুমি কখন এমন মনে কর নাই—” কিন্তু নববিবাহিত পুরুষকে আর কহিতে হইল না, তাঁহার বাক্য মোহিনীর রোদন ধ্বনিতে স্থগিত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের এই প্রথম ঝগড়া; দেড় মাস বৈ বিবাহ হয় নাই। পুরুষ ক্ষণকালের নিমিত্ত কটু কটাক্ষ করিয়া পরক্ষণেই গললগ্নীকৃত বাসে মোহিনীর পদতলে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “প্রাণেশ্বরি, প্রাণাধিকে, মোহিনি আমার, আমাকে তুমি ক্ষমা কর, কেননা আমি আত্মদোষ জন্য আপনাকে কখনই ক্ষমা করিতে পারিব না। আমি তোমাকে যে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি, তাহাতে আমার অপেক্ষা নরাধম পাষণ্ড আর ভূভারতে নাই। সত্য বটে, আমি তোমার এরূপ পুণ্যশীলতা চরিতার্থ করণে সক্ষম নহি; কিন্তু তোমার এই সুমহৎ, পরহিতৈষী, স্বার্থহীন উদারতায় আমার অন্তঃকরণ কি রূপ আনন্দিত হইয়াছে, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অসমর্থ।” স্বীয় প্রেয়সী ভার্য্যার প্রতি এই অনুপম স্বামীর প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া আমার আর আনন্দের সীমা থাকিল না, বিশেষতঃ আমার প্রভাবেই উক্ত অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। মোহিনীর তদ্রূপ উদারতা প্রদর্শন করাতেই পতির সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। তৎপরে তাহার মনে প্রণয় প্রাদুর্ভাবেই সেনাপতি তাদৃশ সুগভীর অনুরাগ রক্ত উক্তি করিতে থাকিলেন, সুতরাং আমিই তাহার পরোক্ষ কারণ, এই রূপ চিন্তা করত উক্ত দরিদ্র দম্পতীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা আমার সার্থক হইয়াছে, এই বিবেচনায় অতিশয় সুখানুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রিয় ভগিনীগণ, তোমাদিগকে বাহুল্য বর্ণনপুর্ব্বক শ্রান্ত না করিয়া সঙ্ক্ষেপে কহিতেছি যে বহুকাল জন্য উক্ত আনন্দময় দাম্পত্য প্রণয় সংস্থিত থাকে নাই। কারণ কিয়ন্মাস পরেই মোহিনীকে স্বীয় স্বামির ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ক্রোধানলের আহুতি-স্বরূপ হইতে হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ক্রোধপরে যে রূপ সুধাকর কিরণের ন্যায় সুশীতল এবং বাসন্তীয় পবনের ন্যায় সুমধুর সান্ত্বনা এবং সোহাগের সঞ্চার ছিল, পরে আর সে রূপ থাকিল না। আমার প্ররোচনায় মোহিনী টাকা পাইলেই দীন দুঃখিকে দান করিতে লাগিলেন। যখন টাকা শেষ হইল, তখন আপন অলঙ্কার ও পশ্চাৎ পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণদ্বারা পরদুঃখ মোচনে প্রবৃত্তা হইলেন। সেনাপতি ক্রমে ক্রমে পশুবৎ নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন। রসনা আর ধৈর্য্য-রশনায় আবদ্ধ থাকিল না। ভগিনীগণ, তোমাদিগকে আর কি বলিব, আমি যে উদারতা পরম ধর্ম্ম, আমার প্রতিও সেনাপতি “নিদারুণ অপব্যয়” প্রভৃতি কটু কাটব্য

প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নীচবুদ্ধি সমব্যবসায়ীগণ এবং তাহাদিগের বাক্‌পরায়ণা বনিতাবৃন্দ মোহিনীর উদারতাকে "বড় মানুষী" "জাঁক্ জমক" প্রভৃতি দুরভিধানে বিখ্যাত করিতে থাকিল। দুঃখিনী মোহিনীর যাবতীয় যন্ত্রণার আমিই একমাত্র কারণ, আমি যখন ইহা বুঝিতে পারিলাম, তখন আমার অন্তর্বেদনার আর অবশেষ থাকিল না। অতএব ইহাও স্থির করিলাম যে বৎসরশেষে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। মনে মনে ইহাও ধ্রুব জানিলাম, যে আমি স্বয়ং হাজার প্রশংসারও প্রিয়তম পদার্থ হই না কেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে গামি বাহিনী সঙ্ক্রান্ত মাসিক এক স্বর্ণ মুদ্রায় নির্ভর শতসেনাপতি মহিলার সুহৃদ্‌সহচরী এবং উপদেশকর্ত্ত্রী হওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় নাই।"

দুর্ভগা মোহিনীর কাহিনী শ্রবণ করিয়া পুণ্যগণের নয়নে করুণাশ্রু বিগলিত হইল। তদনন্তর সাবধানতা সমদৃষ্টির সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন, "ভগিনি সমদৃষ্টি, কহ, তুমি কি রূপে কালাতিপাত করিলে? আমার ধ্রুব জ্ঞান আছে, তোমাদ্বারা কাহার ক্ষতি সম্ভাবিত হয় নাই।"

সমদৃষ্টি শিরশ্চালন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আহা! এমন দেশ ও কালের সঙ্ঘটন হয়, যে তথায় এবং তৎসময়ে আমার উপস্থিত থাকাও বিহিত নহে। অল্পাক্ষরে আত্মবিবরণ কহিতেছি, ইহাতেই তোমরা তাহার প্রমাণ পাইবে। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবার পরেই বাঙ্গলা দেশে গিয়াছিলাম। তথায় এক ব্রাহ্মণের নিকটে বসতি করিতে লাগিলাম। ভিন্ন ভিন্ন জাতিমণ্ডলে অবস্থার তারতম্য এবং ভয়ানক অভিমানের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমি নিতান্ত পরিতাপিত হইলাম। অন্তেবাসী, সকলের হেয়, চণ্ডাল জাতির কি উপায়ে ঘোরতর দুরদৃষ্টের অপহার হয়, কিসেই বা লোক সকল বৃথা জাত্যভিমান-পরিহার-পূর্ব্বক সমদৃষ্টি সুখে সুখী হয়, তজ্জন্য আমি সামাজিক অবস্থার সংশোধনে সবিশেষ-প্রযত্ন-সহকারে প্রবর্ত্ত হইলাম। আমি যুক্তিপটে চিত্র করিয়া দেখাইতে লাগিলাম; যে কোন মনুষ্যকে আজন্ম নীচ জ্ঞান করা ঐশিক নিয়মের বিপরীত কার্য্য, আর মানব-মাত্রেরই ধর্ম্মেই শ্রেষ্ঠতা ঘটে, আর কোন পদার্থেই নহে; তবে ইতর জাতিতে জন্ম বলিয়া কোন ব্যক্তি যে ধর্ম্ম-বলে উচ্চতা প্রাপ্ত না হয় এ বড় দুঃখের কথা। উচ্চ জাতিতে জন্মিয়া যে সকল ব্যক্তি পাপপঙ্কে বিলীন, তাহার অপেক্ষা প্রথমোক্ত ব্যক্তি কি জন্য উচ্চতা লব্ধ না হয়? আমার প্রাদুর্ভাবে ব্রাহ্মণ এই সকল উক্তি করাতে দেশীয় লোকেরা বিশেষতঃ কোন কোন পতিত ব্রাহ্মণ এবং সামান্য বংশীয় কায়স্থেরাও তৎপ্রতি ভ্রষ্টাচারী প্রভৃতি দুর্বাক্য এবং দুর্বিনীত প্রয়োগ করিতে লাগিল। তাহারা আমাকে মহাপাতক-নিকর-মধ্যে মহাধম পাতক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাদিগের মতে সমদৃষ্টি এবং নাস্তিকতায় বিভিন্নতা নাই। আমি তাহাদিগের সমাজ বিচল করিয়া দিবাতে আমার প্রতি তাহাদিগের দ্বেষের পরিসীমা থাকিল না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে আমি যাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত এত চেষ্টা পাইতেছিলাম, সেই সকল নীচ জাতিও আমার প্রতি সন্দিগ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহাদিগের মতে নীচ জাতির পরিত্রাণার্থ উদ্যোগ পাওয়া ব্রাহ্মণদিগের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম নহে। তাহারা কেহ আমাকে বাতুলতা, কেহ বা প্রতিপত্তি-লালসা, এবং কেহ বা নবমত-প্রচার-বাসনার অনুরাগী বলিয়া বিখ্যাত করিতে থাকিল। আমার ভক্ত ব্রাহ্মণ নিরুপায়ে মহাখেদে কালহরণ করিতে লাগিলেন। কেহই প্রায় তাঁহার সাহচর্য্য স্বীকার করিল না। তিনি নগরের

প্রান্তে কিছু কাল বাস করিয়া পশ্চাৎ গো-অপেক্ষা চণ্ডালের প্রাণ অধিকতর যত্নে রক্ষণীয় ইত্যাদি সাহসিক বাক্য বিনিয়োগ করাতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে স্বদেশহইতে দূরীভূত করিয়াছিল। তিনি ম্লেচ্ছদেশে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি তাঁহার মৃত্যুর পরে রোরুদ্যমানা হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলাম যে কোন কোন দেশে, আমি যে সমদৃষ্টি, আমাদ্বারাও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।”

অনন্তর বদান্যতা কহিতে লাগিলেন, “শোন গো দিদীরা, তবে শোন, আমি অবিবেচনাপূর্ব্বক পূর্ব্বদেশে গিয়া বারেন্দ্রভূমিতে এক বৃদ্ধা বিধবা ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে বাসা লইয়াছিলাম। দুঃখের কথা বলিব কি, ব্রাহ্মণী আমার প্রভাবে একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গেলেন। দিবা রাত্রি দান-ভাণ্ডার খোলা; দানে দানে তাঁহার মৃত পতির কুবেরের তুল্য ধন এবং লক্ষ্মীমন্দিরস্বরূপ ভূম্যধিকার সকল ছারখার হইয়া গেল। তাঁহার বংশে যাঁহারা অতঃপর জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের মহাকষ্টে কালযাপন করিতে হইবেক।”

আতিথ্যশ্রদ্ধা কহিলেন, “আমি জনৈক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকে স্বাশ্রয় করিয়াছিলাম। কায়স্থবর আমার এমনি বশবর্ত্তী হইলেন যে তিনি গৃহত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া স্বয়ং পরের আতিথ্যে উদর পোষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে আমি নিরাশ্রয় দেখিয়া চলিয়া আসিলাম।”

সংযমিতা কহিলেন, “আমি মাদক সেবা-করণ-নিমিত্ত কোন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক স্মার্ত্তের হৃদয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার ব্যবস্থাবলে মদ্যপান কথঞ্চিৎ লাঘব পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আফিং, গাঞ্জা, গুলী, চরস, তামাকু প্রভৃতি অশেষবিধ বিষময় মাদকের সৃষ্টি হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ অনিষ্ট বৃদ্ধি করিল, আর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তন্ত্র মতানুসারে মদ্যপানের স্রোতঃ অবরুদ্ধ থাকা দূরে থাকুক, তাহা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎকাল অন্তঃসলিলা নদীবৎ প্রবাহিত ছিল, পশ্চাৎ বর্দ্ধিষ্ণুবেগে সর্ব্ব দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরদার প্রভৃতি পাতকের আবর্ত্ত ভয়ানকভাবে ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতে থাকিল। আমি এতাবৎ দর্শনে ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া নিয়মিত কাল পরে ধর্ম্মারণ্যে ফিরিয়া আসিলাম।”

সাহস চিরকালই উন্নতশীর্ষ, কিন্তু দেশ-পর্য্যটনের পরে নত-মস্তক হইয়াছিলেন। অধোবদনে ভগিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “আমার কথা কি কহিব, আমি এক চৌবের বনিতার হৃদয়ে আশ্রয় লইয়াছিলাম। দম্পতী এক রথারোহণে স্বদেশে যাইতেছিলেন, আমার উদয়ে চৌবাইন ক্রমশঃ এ রূপ বাক্‌পটুতা লাভ করিলেন, যে চৌবেজীকে কথায় কথায় পরাভব মানিতে হইল। ক্রমে উত্তম মধ্যম চলিল। তাহাতে চৌবের এক দিগের শ্মশ্রু পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া গিয়াছিল। গৃহে প্রত্যাগত হইলে পর দয়িতার সাহস-প্রাখর্য্য চৌবেজীর অসহ্য হইবাতে চিন্তা-জ্বরবশতঃ তাঁহাকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইল। আমি ব্যাপিকা চৌবাইনের এই দুষ্কার্য্যে অনুতাপিত হইয়া চলিয়া আসিলাম। ভাবিলাম, স্থানবিশেষে আমার প্রভাবও অহিতের কারণ হইয়া উঠে।”

তদনন্তর শীলতা বসন্ত-প্রদোষ-সাময়িক ধীর সমীরবৎ নম্র স্বরে কহিতে লাগিলেন, “আমিও বাঙ্গালা দেশে গিয়াছিলাম। সে প্রদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইয়াছে। শুনিলাম মুসলমানেরা বাঙ্গালীদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছে। গর্ব্ভিণীর গর্ব্ভ চিরিয়া সন্তান দেখে;—নৌকা ডুবাইয়া দিয়া জল-মগ্নোন্মুখ আরোহিদি-

গের মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগের আনন্দ-সঞ্চার হয়। হিন্দু-অবলাকে যুবতী বা সুন্দরী দেখিলেই তাহার প্রতি অত্যাচার করে। এই সকল সদ্ব্যবহারে বাঙ্গালিরা এক বার বিদ্রোহ এবং ষড়-যন্ত্র করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। আমি দেখি-লাম তাহাতে রক্তারক্তির কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইবে; বিস্তর লোকের প্রাণসংহার হইবে; পরিশেষে তা-হাদিগের জয়লাভেরও সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালীমাত্রের হৃদয়ে হৃদয়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম; অত্যল্পকাল-মধ্যে বাঙ্গালীমাত্রেই আমার প্রভাবে শান্ত ভাবা-পন্ন হইল;—আর গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ-মাত্র থাকিল না। মুসলমানেরা পূর্ব্বাপেক্ষা তাহা-দিগের উপরে অধিকতর দৌরাত্ম্য করিতে লা-গিল, কিন্তু বাঙ্গালীরা তাহাতে বাঙ্নিষ্পত্তি করণেও ক্ষান্ত থাকিল। দেখ, দিদী, তোমরা কে-হই কিছু করিয়া উঠিতে পার নাই, কিন্তু আমি স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।”

নম্রতার এই সগর্ব্ব উক্তি শ্রবণান্তে পুণ্যমাত্রে টিটকারি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা কহিলেন, “তুমি বাঙ্গালিদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছ।”

অনন্তর পুণ্যগণের জিজ্ঞাসামতে লজ্জাদেবী আত্মবিবরণ কহিতে লাগিলেন। “তোমরা সকলেই জান, আমি দাসীবৃত্তি স্বীকারচ্ছলে বারাণসী-দর্শ-নার্থ গমন করিয়াছিলাম। আমি প্রথম তিন মাস বাঙ্গালী-টোলায় প্রতি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু কেহই আমাকে গ্রহণ করিল না। তদনন্তর অন্যান্য পল্লীতে বড় বড় বণিক্-পরিবারে যাইয়া এবং গোপালমন্দিরে দাঁড়াইয়া মান্য মহিলা-দিগকে সম্বোধন করিতে লাগিলাম;—কহিলাম, ‘আমাকে সৈরিন্ধ্রী-পদে নিযুক্ত করুন,’ কিন্তু সকলেই উপহাস করিলেন। কেহ কেহ বা কহিলেন, ‘তুমি আমাদিগের উপযুক্ত নহ, আমাদিগের দাসীগণের দাসীত্ব করহ।’ দাসীদিগের নিকট গমন করিলে তাহারা কহিল, ‘পাচিকাদিগের সেবা করহ।’ পাচিকারা কহিল, ‘হেদে, এ আবার কোথা-হইতে আসিল? কৈ, আমরা তো কখন লজ্জার নামও শুনি নাই? মর, লো মর! ঠাক্‌রুণদের কাছে জায়গা পেলি না, আমাদের কাছে মত্তে এলি? তুই কোন্ দেশী মানুষ লা? আমরা এই আনন্দ-কানন শিবধামে বড় বড় মানুষের গৃহে থাকি, কখন তোর মত আকার প্রকার নাম গন্ধ দেখি নাই, শুনি নাই, টেরও পাই নাই।’ আমি তদনন্তর পল্লীগ্রামহইতে আগত এক দাসীর নিকট আ-দর পাইয়াছিলাম, কিন্তু সেও কিঞ্চিৎকাল পরে চাকরদিগের সহিত মিলিয়া আমাকে তাড়া-ইয়া দিল।”

তৎপরে পুণ্যগণ সাবধানতার প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সকলেই বৈ-ফল্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন,—কেহই কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। সাবধানতা সকলের অগ্রজা, অতএব তিনি অবশ্যই লব্ধকামা হইয়া থাকিবেন।

সাবধানতা কহিলেন, “আমি যেখানকার সেই খানেই আছি, আমাদ্বারা হিত বা অহিত কিছুই সংসাধিত হয় নাই। আমি লোভের শৃঙ্খলহইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত নিকটস্থ এক ঋষ্যাশ্রমে যাইয়া আশ্রম লইয়াছিলাম। আমার প্রভাবে ঋষি নিয়মাতিরিক্ত হরীতকী ভক্ষণ করিতেন না। প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে কুটীরদ্বার রুদ্ধ করিতেন। পিপাসা হইলে নির্ঝরের সলিল সমধিক পান করিতেন না। তোমাদিগের ন্যায় কেবল আমা-দ্বারাই কোন অহিত সঙ্ঘটিত হয় নাই। ফলতঃ তদ্রূপ দেশ কাল পাত্রের সংযোজন মতে আ-মাদ্বারা অপকার ঘটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল।

কেবল সংযোজন না হওয়াতে রক্ষা।” সাবধানতা তদনন্তর চিন্তাম্লান-মুখে কহিতে লাগিলেন, “হে ভগিনীগণ, দেশ কাল পাত্রে সুযোগ নিরহে পুণ্যদিগদ্বারা জগতের উপকার সিদ্ধ হওয়া দুরূহ,—আমরা সকলেই সুযোগের বশবর্ত্তী,—দেখ,—উদারতার পরিবর্ত্তে যদ্যপি মিতব্যয়িতা যাইয়া শত-সেনাপতি-পত্নীর হৃদয়ে বাস করিতেন,—তবে কত অনিষ্টের অপহার হইত? আর আতিথ্য-শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে আমি যদ্যপি যাইয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণীর চিত্তে সমুদিতা হইতাম,—তাহা হইলে এক কালে সর্ব্বনাশ না হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তদ্ধনে বহুলোকের উপকার সাধিত হইত। হায় হায়! আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, আমরা অযোগ্য স্থানে স্থাপিত হইলে আমাদিগদ্বারা হিত সাধন হওয়া দূরে থাকুক, আমরা তখন পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ আখ্যায় কুকীর্ত্তির কারণ হইয়া উঠি। আমরা যে পুণ্য যে প্রকৃতি রক্ষা করি,—আমাদিগের আবির্ভাবের আস্পদ দেশ কাল পাত্রও তদনুসারী হইবেক,—আমরা দেব কুলোদ্ভবা বটি, কিন্তু যে গৃহে আমরা প্রবেশ করিব, তথায় বিবেক যদ্যপি আমাদিগের উপদেশ কর্ত্তা না হন, তবে আমাদিগের সেই দেবত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হয়,—আমাদিগের ভক্তগণের চিত্ত সংযমিত করণার্থ বিবেকের উপদেশ সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়, তাহার আর সন্দেহ নাই।”

ভোঁদড়।

পর পৃষ্ঠায় যে জীবের চিত্র মুদ্রিত হইল, তাহা কাহারও অগোচর নহে। বঙ্গদেশীয় পুষ্করিণীর ইহা এক প্রধান শত্রু। যে তড়াগে ইহা এক বার প্রবেশ করে, তাহার সমস্ত বৃহৎ রোহিত মৃগাল নষ্ট না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে না, এবং তড়াগে মৎস্য না পাইলে নদী বা সমুদ্রে অনায়াসে আপন উপদ্রব প্রচার করে। জলমধ্যে ইহার বেগ কৌশল ও চতুরতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অনেক মৎস্য আছে যাহার গতি শরহইতেও দ্রুত; কিন্তু ভোঁদড় এ প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তৎপর হইয়া ঐ মৎস্যের পশ্চাতে ধাবমান হয় যে তাহাকে অবশেষে ইহার মুখে অবশ্যই নিপতিত হইতে হয়। ফলে ইহার লক্ষ্য অব্যর্থ, এবং যে মৎস্য এক বার ইহার লক্ষ্য হয়, তাহার আর কোন মতে অব্যাহতি নাই। অধিকন্তু মৎস্য-বিনাশে এই জীবের এতাদৃশ উৎসাহ যে ইহার উদর পূর্ণ হইলেও ইহা মৎস্য-সংহারে বিরত হয় না, আপন আহ্লাদের নিমিত্ত অনেক মৎস্য বিনষ্ট করিতে থাকে। অপর ইহারা মৎস্য ভক্ষণে বিশেষ ‘সৌকীন’ বলিলে বলা যায়, কারণ ইহারা মুড়া ও পেটী ভিন্ন মৎসের অন্য অংশ ভক্ষণ করে না। লেজা ইহাদিগের অপমানের দ্রব্য। তাহা তাহারা কদাপি স্পর্শও করে না, সুতরাং তাহা ফেলিয়া দিলে অনেক মৎস্য না বধ করিলে কেবল মুড়ায় উদর পূর্ত্তি হওয়া দুষ্কর। পায়রা ইহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় পদার্থ, কিন্তু ইহা পায়রার কেবল স্কন্ধের শোণিতমাত্র পান করে, মাংস গ্রহণ করে না, এবং যেহেতু পায়রার দেহে শোণিতের পরিমান অধিক নহে, সুতরাং অনেক পায়রা নষ্ট না করিলে ইহার শোণিত-তৃষ্ণা তৃপ্ত হয় না। আমরা স্বয়ং ইহার একটাকে এক রাত্রি মধ্যে ৪০ টা পায়রাকে মারিতে দেখিয়াছি। এই মৎস্য-লোলুপতা ও নিষ্ঠুরতা ও শোণিত-পিপাসুতা প্রযুক্ত ভোঁদড় সর্ব্বত্রই অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়াছে। মৎস্যেরা ইহার ভয়ে জল ত্যাগ করিয়া কখন কখন কোন স্থলে পলায়ন করে। বিলাতে ভদ্রলোকেরা ডালকুক্কুর-

দ্বারা ভোঁদড়শিকারে যাত্রা করিতেন। ইহার সংহারার্থে তড়াগস্বামীমাত্রেই অত্যন্ত ব্যগ্র, কিন্তু ইহা সুচতুর এবং নক্তঞ্চর বলিয়া ইহার সংহারে সকলে শীঘ্র সিদ্ধকাম হইতে পারে না। পরন্তু ভোঁদড় এই প্রকার নিষ্ঠুর হইলেও ইহার অপত্যের প্রতি ইহারা অত্যন্ত স্নেহানুরক্ত, এবং তাহার রক্ষণার্থে অকাতরে আপন প্রাণদানে স্বীকৃত হয়। ষ্টেলার নামক এক জন ভ্রমণকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে তিনি এক সময়ে একটা ভোঁদড়ের শাবক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় ঐ ভোঁদড় বহুদূর পর্য্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাতে গিয়াছিল; এবং তিনি যেখানহইতে ঐ শাবক লইয়াছিলেন তথায় এক সপ্তাহ পরে আসিয়া দেখিলেন যে ধাড়ী ভোঁদড় আপন বাসার নিকট অত্যন্ত বিষণ্নভাবে বসিয়া রহিয়াছে, এবং তাহাকে বধ করিয়া দেখিলেন যে ঐ ভোঁদড় অত্যন্ত শোকে দীর্ঘ কাল আহার না করাতে তাহার উদর শূন্য রহিয়াছে, এবং সমস্ত দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভোঁদড়ের ক্রন্দনস্বর মনুষ্যের ন্যায় এবং তাহাদের শাবকের ক্রন্দন শিশুর ক্রন্দনের সদৃশ।

যদিচ ভোঁদড় অনেকের ঘৃণিত এবং সর্ব্বত্র হানিকর বটে, তত্রাপি ইহাদ্বারা মনুষ্যের অনেক উপকার হইয়া থাকে। চীন দেশে ধীবরেরা সর্ব্বদা স্বয়ং জলে জাল লইয়া পরিশ্রম না করিয়া এক একটি ভোঁদড় পুষিয়া রাখে। নৌকায় বা ভেলায় সেই ভোঁদড় লইয়া গিয়া কোন মনোনীত স্থানে ভোঁদড়ের কটিদেশে এক রজ্জু বাঁধিয়া জল মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অতি অল্পকালমধ্যে ভোঁদড় এক বৃহৎ মৎস্য লইয়া উপরে আইসে। তখন সেই মৎস্য ভোঁদড়ের নিকট হইতে লওয়া কঠিন নহে। এই প্রকারে দুই ঘণ্টা কাল ভোঁদড়কে পুনঃ পুনঃ জলে পাঠাইলে বিনাশ্রমে অনেক মৎস্য সঙ্গ্রহ হইয়া থাকে। কথিত আছে, যে চীন-দেশে বহু সহস্র ভোঁদড় এই প্রকারে মনুষ্যের নিমিত্ত মৎস্য ধরিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় ধীবরেরা এই প্রথা অবলম্বন করিলে অনেক পরিশ্রমের লাঘব করি-

তে পারে, এবং রাত্রি কালে জল সন্তরণহইতে রক্ষা পায়।

এই জীবকে বঙ্গদেশীয় মাত্রেই দেখিয়াছেন, অতএব ইহার দেহের বিবরণ লেখা বাহুল্য। পরন্তু ইহা বক্তব্য যে ভোঁদড়ের লোম অতি সুকোমল হইয়া থাকে; এবং শীত-নিবারক উত্তম পরিচ্ছদ বানাইবার নিমিত্ত উত্তর আমেরিকার উত্তর ভাগে অনেক ভোঁদড় শীকার করা হইয়া থাকে। কথিত আছে যে ঐ ভোঁদড়ের চর্ম্মে প্রতি বর্ষে দশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জিত হয়।

অশ্বত্থ বৃক্ষের রোদন।

রহ রহ রহ ওরে ক্ষণেক রহ রে।
তুমি কি কাঠুরে সুত মানব নহ রে।।
মানব হইলে তুমি থাকিত রে জ্ঞান।
কখন হানিয়ে মোর না বধিতে প্রাণ।।
হের হের হানিয়াছ যেই সব স্থলে।
স্রবিছে রুধির-ধারা, লোকে ক্ষীর বলে।।
বহিলে লোহিত লহু করুণা উদয়।
শ্বেত হেরি নাহি গলে তোমার হৃদয়।।
হায় হায় মজিয়াছ ঘোরতর ভ্রমে।
স্থাবরেতে বহে শ্বেত, লোহিত জঙ্গমে।।
স্বভাবে জঙ্গম-রক্ত, রক্তবর্ণ নহে।
দেহে শ্বেত হয়, বাহিরেতে রক্ত বহে।।
দেখহ এ ক্ষীর মম শ্বেত নিভা ধরে।
বাহিরে লোহিত হবে কিছু দিন পরে।।
জান না অবোধ ওরে আমার রুধির।
আলতা-রঞ্জন নারীচরণে রুচির।।
আমারে অসার তুমি করিয়াছ জ্ঞান।
অকাতরে তাই মম লইতেছ প্রাণ।।
না ধরি মধুর ফল অমৃত সোদর।
না ধরি মন্দার-সম পুষ্প মনোহর।।
নহে দেহগত রস ইক্ষুর সমান।
নহে পত্র রোগহর ঔষধ-প্রমাণ।।
কিন্তু মম ফল নহে নিতান্ত অসার।
শত শত বিহঙ্গের বিনোদ আহার।।
পারিজাত সম মম ফুল নাহি বটে।
কিন্তু কিবা রম্য মম ছায়ার নিকটে।।
মনে কর্য়ে দেখ দেখি বসন্ত সময়।
প্ররোহিত হয় যবে নবপত্র চয়।।
হরিত লোহিত পীত বর্ণ নানা জাতি।
কেমন কোমল কায় অপরূপ ভাঁতি।।
সুধীর সমীরে যবে দুলে উভরায়।
শ্রান্ত পান্থ জনে যেন ডাকে আয়২।।
মনে কর নিরদয় নিদাঘের তাপে।
হোম-হুতাশন-সম দিনকর তাপে।।
তাপিত ধরণী-রেণু-অনলের কণা।
ভেকের আশ্রয় যবে ভুজঙ্গের ফণা।।
সে সময়ে মম ছায়া কি সুখ আধার।
প্রান্তরে তাহার সম বন্ধু কেবা আর।।
একেবারে শ্রম ক্লম ভ্রম সব যায়।
না থাকে তাপের ক্রম নিবিড় ছায়ায়।।
পথ-প্রান্তে থাকি পিই পরিখার জল।
পথশ্রান্তে সাধ্যমতে করি সুশীতল।।
কেনরে আমারে হান, ক্ষুধা-তাপ-তরে।
বহু তাপে হিত আমি করি বহু নরে।।
তাই বলি রহ রহ ক্ষণেক রহ রে।
তুমি কি কাঠুরে সুত মানব নহ রে।।
আমারে ছেদিয়ে তব মঙ্গল কহ রে।
মোরে বধি অভিশাপ কেনই বহ রে।।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

ছন্দঃকুসুম। সংস্কৃত ছন্দঃসমূহ ভাষাতে প্রচলিত করণের নিয়মযুক্ত ভাষা-ছন্দোগ্রন্থ। অথচ কাব্যচ্ছলে কৃষ্ণলীলা মানভিক্ষোপ-ন্যাস। শ্রীভুবন মোহন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক রচিত।
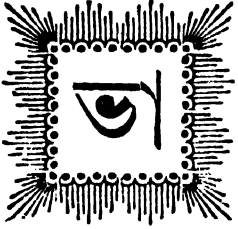
ভাষা প্রথমে ছন্দে কি গদ্যে বিন্যস্ত হইয়াছিল এই বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, এবং অদ্যাপিও ঐ বিবাদের সমাধা হয় নাই। ছন্দের সপক্ষীয়েরা কহেন যে মনুষ্য-সমাজে যে কোন অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ প্রচরিত আছে, তৎসমুদায়ই পদ্যে রচিত; কিছুই গদ্যে বিন্যস্ত হয় নাই; যদ্যপি সর্ব্বাদৌ গদ্যের ব্যবহার প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে অবশ্য তাহার কোন না কোন চিহ্ন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাইত। গদ্যবাদিরা কহেন যে অগ্রে গদ্য না হইলে পদ্যের সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি গদ্যকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, সে একেবারে পদ্য লিখিতে সক্ষম হইবে ইহা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে। উহা যুক্তি যুক্ত মনে করিলে শিশুর পক্ষে গদ্যে "বাবা" ও "মা" বলিবার পূর্ব্বে অনুষ্টুপাদি ছন্দে পিতামাতার আহ্বান অনুপযুক্ত বোধ হয় না। ফলে সর্ব্বাদৌ গদ্যেরই প্রচার হয় ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ঐ গদ্যহইতে ক্রমশঃ পদ্যের সৃষ্টি হয়, এবং ঐ পদ্য সৃষ্ট হইলে তাহা মনোহর শ্রবণ-সুখকর ও অনায়াস-স্মর্ত্তব্য বলিয়া তাহাই আদরণীয় হয়, এবং পূর্ব্বাপর স্মৃতি-পথে রক্ষা পাওয়াতে অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে পদ্যই প্রধান দেখা যায়।

এই পদ্যের প্রধান অঙ্গ তিন, মাত্রা, বৃত্ত, ও যতি। গুরু লঘুর ভেদকে মাত্রা কহে, এবং নিরূপিত কএকটি গুরু ও লঘু বা কেবল গুরু বর্ণ বা কেবল লঘু কিম্বা অনিরূপিত লঘুগুরু শব্দ একত্র মিলাইয়া দুই তিন চারি বা ততোধিক চরণ বিন্যস্ত করার নাম বৃত্ত; তথা ঐ পদমধ্যে যে বিশ্রাম স্থান থাকে তাহাকে 'যতি' কহে। এই তিন পদ্যের শরীর প্রাণ ও আত্মা; এতদ্ভিন্ন কদাপি পদ্য হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন যে বাঙ্গালীতে মাত্রা নাই; কেবল বৃত্ত এবং যতি আছে, এবং তদ্দৃষ্টান্তস্বরূপ পয়ার দর্শাইয়া থাকেন, কারণ তাহাতে চতুর্দ্দশ অক্ষরে পদ, এবং অষ্টম অক্ষরে যতির নিয়ম আছে, কুত্রাপি মাত্রার নিয়ম নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতীত হয় যে পয়ারের নিমিত্ত অক্ষর-সঙ্খ্যা ও যতি যেরূপ প্রয়োজনীয়, মাত্রাও সেই রূপ আবশ্যক; তদভাবে কদাপি পয়ার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কেবল বাঙ্গালীতে গুরু লঘু উচ্চারণের তাদৃশ সাবধানতা না থাকায় গুরু স্থানে লঘু ও লঘুস্থানে গুরু করিয়া পড়াতে অনেক মাত্রা বিহীন পদের মাত্রার অভাব অনুভব করাযায় না। পরন্তু তাহাতে সে আপত্তি অক্ষর গণনার সম্বন্ধেও কহা যাইতে পারে, যেহেতু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে অনেক প্রাচীন পয়ারে চতুর্দ্দশের অতিরিক্তি পঞ্চদশ বা ষোড়শ অক্ষর আছে, তাহা কেবল দ্রুত উচ্চারণদ্বারা চতুর্দ্দশ সঙ্খ্যা মান্য করা যায়। ঐ অতিরিক্ত বর্ণদৃষ্টে যেমন পয়ারের বর্ণ সঙ্খ্যার অস্থিরতা আছে বলা যায় না, সেই রূপ লঘু গুরুর অপলাপ করিয়া পয়ারের মাত্রা সিদ্ধ করা যায় বলিয়া পয়ারের মাত্রা নাই বলা উপযুক্ত নহে। ইহা স্বীকর্ত্তব্য যে আমাদিগের কবিরা কেহ অদ্যাপি পরিশ্রম করিয়া পয়ারের মাত্রার প্রকৃত লক্ষণ নিরূপিত করেন নাই, কিন্তু তাহাতে পয়ারে মাত্রার আবশ্যক নাই

বলা হইতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে পয়ারের মাত্রা ভ্রষ্ট করিলে তাহা আর পদ্য বলিয়া জ্ঞান হয় না।/

যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জ্ঞাত আছেন তাঁহাদের অগোচর নাই যে সমসঙ্খ্যক অক্ষর রাখিয়া কেবল মাত্রার ভেদে অতিবিভিন্ন প্রকার পদ্য প্রস্তুত হইতে পারে, সেই পদ্যসকলের এ প্রকার বিভিন্নতা বোধ হয় যে তাহা এক সমসঙ্খ্যক বর্ণে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা অঙ্গুলির পর্ব্বে গণনা না করিলে বিশ্বাস হয় না। ঐ সকল পদ্যের সুশ্রাব্যতা ও চমৎকারিতা ও লাবণ্য যেরূপ অপূর্ব্ব হইয়া থাকে প্রচলিত বাঙ্গালী পদ্যে তাহা কদাপি লব্ধ হয় না। অপর বাঙ্গালী পদ্যমাত্রের প্রত্যেক চরণের শেষে অনুপ্রাস থাকাতে তাহা অনেক সহৃদয় মহাশয়দিগের পক্ষে যাতনা-জনক বোধ হয়। ঐ দোষের অপহরণার্থে শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত তিলোত্তমাদি কাব্যে অমিত্রাক্ষর পয়ায়ের প্রচার করিয়াছেন; তাহা অনেকের পক্ষে অতি রম্য বোধ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মাত্রার বিশেষ নিয়ম না থাকায়, তথা তাহার প্রাচীনত্বাভাব প্রযুক্ত, কেহ কেহ তাহার অনুরাগী হয়েন নাই। তাঁহাদিগের অনুমোদনার্থে তথা বঙ্গভাষায় সংস্কৃত-ছন্দঃ-সকলের প্রচার-করণার্থে শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় এক খানি অভিনব গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার নাম প্রস্তাব শিরোভাগে মুদ্রিত করা হইল। ঐ গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরী ও বৃত্তরত্নাবলী গ্রন্থ, তাহার ভাষানুবাদ, ও ভাষায় ঐ সকল ছন্দের দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত গুলিই নূতন পদার্থ; কারণ এতৎপূর্ব্বে কেহ তোটক-প্রভৃতি তিন চারিটা ছন্দো ভিন্ন অন্য কোন ছন্দের বাঙ্গালী অনুবাদ করিয়া সিদ্ধকাম হয়েন নাই। এই ক্ষণে চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা সম্যক্ সফল হইয়াছে, এবং তদর্থে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে সমস্ত সংস্কৃত বৃত্তছন্দ ও মাত্রাছন্দ বাঙ্গালীতে রচিত হইতে পারে, এবং লঘু ও গুরুর প্রকৃত উচ্চারণ করিলে তাহাতে তাহাদের কান্তির হানি হয় না। অধিকন্তু যাঁহারা কহেন যে মিত্রাক্ষর ভিন্ন বাঙ্গালীতে ছন্দ হয় না, তাঁহারা স্পষ্ট দেখিবেন যে ছন্দের অনন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ মিত্রাক্ষর নহে; তাহা অলঙ্কার মাত্র, এবং তাহার ত্যাগে ছন্দের কিছুমাত্র হানি হয় না।

আমাদিগের এই বাক্য সপ্রমাণার্থে আমরা এ স্থলে চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থহইতে দুই চারিটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি; বোধ করি তাহাতে পাঠকবৃন্দ তৃপ্ত হইবেন। আমাদিগের প্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপে বসন্ততিলক ছন্দঃ গৃহীত হইল, কারণ ইহার প্রতেক পাদে চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকে, এবং তাহার অষ্টম ও চতুর্দ্দশ অক্ষরে যতি থাকে, সুতরাং ইহা আমাদিগের পয়ারের প্রতিরূপ বলিলে বলা যায়; বোধ হয় এই বসন্ততিলকের অপভ্রংশেই পয়ার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা।

১ ২ ০ ৪ ০ ০ ০ ৮ ০ ০ ১১ ০ ১৩ ১৪

কুঞ্জে বিহার বিপিনে যত গোপবালা,
আশান্বিতা সচকিতা ছিল বাসসজ্জা।
যত্নে নিশীথ সময়ে হরিদর্শনার্থে,
জাগে সুদীর্ঘ রজনী বঁধুবাক্য লক্ষ্যে॥১৩০॥

এই পদ্যের সহিত আমরা প্রহরণ-কলিকা নামক ছন্দের তুলনা করিতে মানস করি, যেহেতু ঐ ছন্দে বসন্ততিলকের ন্যায় চতুর্দ্দশটি অক্ষর আছে, কিন্তু সপ্তম ও শেষ ভিন্ন অপর সকল বর্ণ লঘু হওয়াতে তথা সপ্তম ও চতুর্দ্দশ বর্ণে যতি রাখাতে তাহা বসন্ততিলকের অতি বিপরীত বোধ হয়, এবং তদ্দৃষ্টে মাত্রা ও যতি ভেদে যে ছন্দের কি

পর্য্যন্ত ভেদ হয় তাহা পাঠক বৃন্দের মনে বিশিষ্ট-রূপে অনুভূত হইতে পারিবে।

০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১৪

মুদিত কুমুদিনী বিকশিত নলিনী,
অলিকুল বিহরে পিকবর কুহরে।
মলয়জ পবনে মৃদু মৃদু বহিছে,
সুকুসুম সুরভি প্রচরিত বিপিনে॥

কবি কুলতিলক কালিদাসের ভুবন-বিখ্যাত মেঘ দূত মন্দাক্রান্তানামক ছন্দে রচিত। তাহা অতি চমৎকার লালিত্য -রসে পরিপূর্ণ। তাহার অক্ষর সঙ্খ্যা সপ্তদশ, তন্মধ্যে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১২ এবং ১৫ অক্ষর লঘু, অপর সকল গুরু। এবং চতুর্থ ও দশম অক্ষরে যতি। চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থে বাঙ্গালীতে এই ছন্দের অবিকল অনুকরণ হইয়াছে। তদ্যথা,

কামে ক্রোধে মদ কি মমতা বাসনা লোভ মোহে,
এ সংসারে ছয় রিপু বশে যাতনা লোকসর্ব্বে॥
কামোৎসাহে বিষম বিষয়ধ্যান চিন্তা প্রভাবে,
একাভ্যাসে অপর জনমে সঙ্গ কামাদি বৈরী॥
সামান্যে সম্পদ-পরিজনে নাহি কিঞ্চিৎ সুখাশা,
মিথ্যা লোকে হরষিত রহে নশ্বরে নিত্য বোধে।
নাশে শেষে জড়মতি হয়ে সর্ব্বদা শোক দুঃখে,
হাহা শব্দে কলরব করে কান্দয়ে উচ্চনাদে॥

পরন্ত এতদপেক্ষা গীতিকা বাঙ্গালী ভাষায় অধিক সুমধুর হয়, তদ্যথা।—

যদি চিত্ত পঙ্কজকেসরে মকরন্দ ভক্তি সদা রহে,
হয় মুগ্ধ সে রস ভুঞ্জিতে হরি ভৃঙ্গ আকৃতি ধারণে।
কভু না করে গতি বিভ্রমে হরিভক্তি বর্জ্জিত মানসে
শুত দৃশ্য চম্পক তাদৃশী অলিসঙ্গমে রসবঞ্চিতা॥

ইহার অক্ষরসঙ্খ্যা ২০; যতি স্থান ১০ ও ১৬ অক্ষর হইলে গুরু অক্ষর ৩, ৫, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৮, এবং ২০; অপর সকল লঘু।

সংস্কৃতে স্রগ্ধরা অতি বিখ্যাত ছন্দ; তাহার প্রত্যেক চরণ আমাদিগের ত্রিপদীর ন্যায় তিন পদে বিভক্ত, এবং ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, এবং ১৯ অক্ষর লঘু, অপর গুরু। তদ্যথা—

১ ২ ৩ ৪ ০ ৬ ৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১৪ ১৫ ০ ১৭ ১৮ ০ ২০ ২১

ক্ষৌণীরক্ষার্থ ধাতা সৃজিল উপলকে পূর্ব্বকালে সুযত্নে
ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবে করিল নিবসতিস্থান শৈলের শৃঙ্গে
পৃথ্বীভারে ধরে সে দৃঢ়তর হৃদয়ে রত্ন মাণিক্য রাখে
যৎসাহায্যে প্রযত্নে জলনিধি মথনে শ্রী লভে সর্ব্ব লোকে॥

অতিকৃতি পঞ্চ বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি; তাহার ৫, ১০, ১৮ এবং ২৫ অক্ষরে যতি, তদ্যথা,

১ ০ ০ ৪ ৫ ৬ ০ ০ ৯ ১০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ২৫

নাগর কৃষ্ণে না কর নিন্দা তিনি নিখিল ভুবন
পতি গতি চরমে,
ভক্ত সমাজে পালন জন্যে জনম লভিল নরবপু
ধরি জগতে।
যাদৃশ ভাবে ভাবুক ভাবে প্রণয় ভকতি রিপু মতি
যুত ভজনে,
তাদৃশ বেশে মাধব তারে হিতকর হয় ভবজল-
নিধি তরণে॥

গ্রন্থ প্রশংসায় এতাবন্মাত্র লিখিয়া অপক্ষপাতিতার অনুরোধে বক্তব্য হইয়াছে যে গ্রন্থকারের অনুষ্টুপ শ্লোকগুলী সুমিষ্ট হয় নাই; এবং স্বপ্নে বাগদেবীর অধিষ্ঠান ও গ্রন্থ প্রণয়ণে অনুরোধ তথা ফলশ্রুতি প্রভৃতি রূপকগুলি উপহাসাস্পদ মনে হয়। তাহা না থাকিলে গ্রন্থের অনেক গৌরব বৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই।

Vol. 2. No. 13.

A

MONTHLY MAGAZINE

OF LITERATURE, SCIENCE AND ART.

CONTENTS.

PUBLISHED BY ORDER OF THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK AND VERNACULAR LITERATURE SOCIETY, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 12, LALL BAZAR.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1864.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সূচী।

---

২ পর্ব্ব, ১৪ খণ্ড। 2

কলিকাতা স্কুলবুক এণ্ড বর্ণাকুলর লিটরেচর

সোসাইটীর আদেশানুসারে

বাপ্তিস্ত মিষন যন্ত্রে

মুদ্রিত।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

LIST OF BOOKS PUBLISHED BY THE VERNACULAR LITERATURE DEPARTMENT.

Discount 30 *per cent. for cash.*

BENGALI.

	R.	A.	P.
Lamb's Tales, Dr. Roer's,	0	3	0
Matsya-Nárí,	0	2	3
China-deshiyá Bulbul,	0	1	0
Sushilá Upakhyan, Part I.	0	3	0
——— Part II.	0	4	0
——— Part III.	0	5	0
Jibrahasya, Part I.	0	3	6
——— Part II.	0	7	0
Life of Lord Clive,	0	3	0
Ganges Canal,	0	1	6
Silpic Darsan,	0	6	0
Robinson Crusoe,	0	6	0
Kutsit Hangsa-Shábak,	0	2	0
Manoramya Páth,	0	3	0
History of Rája Pratápáditya,	0	2	0
Brihat Kathá, Part I.	0	4	0
——— Part II.	0	5	0
Khagola Bibaran,	0	5	0
Sibaji Charitra,	0	3	0
Abodha,	0	1	0
Paul and Virginia,	0	6	0
Dukhini Mátá,	0	1	0
Life of Noorjahan,	0	5	0
Ahalyá Haddikár Jiban Bríttántá,	0	3	3
Mujáhid Shaw,	0	1	6
Báyu-Chatustayer Akhyáyíka,	0	1	6
Chakmaki Báksa,	0	1	0
Bada Kailás, &c.,	0	1	0
Bichár,	0	1	0
Elizabeth,	0	9	0
Hita-Kathábali,	0	6	0
Jahánirá Cháritra,	0	5	0
Wild Swans,	0	1	9
"Japan opened."	0	4	0

IN THE PRESS.

"The Rise and Progress of the Saracens," compiled by Hemango Chunder Bose.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব]   প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।   বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।   [১৪ খণ্ড।

গৃহ সংস্কার।
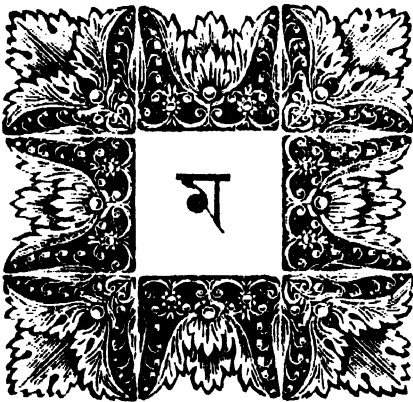
মনুষ্যের সকল সুখের আধার গৃহ। সেই গৃহের সংস্কারার্থে মনুষ্য যে কত প্রকার প্রযত্ন স্বীকার করে, তাহার সম্যগ্ বর্ণন করা ভার। মনে করুন পল্লীগ্রাম-বাসিরা সমস্ত বৎসর বিদেশে বহুকষ্টে যাপন করেন, এবং বর্ষে এক বার শারদীয়া পূজার সময় সেই পল্লীগ্রামস্থ কুটীরটী তিন দিবসের জন্য দেখিতে পাইলে কৃতার্থ হন। অনেকে সমুদ্রপারে সহস্র সহস্র ক্রোশ অন্তরে বহু বৎসর নিবাস করিয়া অবশেষে দুই সপ্তাহের নিমিত্ত জন্মভূমি দেখিতে দুই চারি বৎসরের উপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। ভাগলপুরের সাঁওতালেরা যে যৎসামান্য কুটীরে নিবাস করে তাহাতে ভদ্র লোকে শূকরও রাখিতে ইচ্ছা করেন না। সেই ঝুপড়ীতে খট্টা নাই, পালঙ্ক নাই, তৈজস নাই, আসন নাই, দুলিচা গালিচা

কিছুই নাই; তাহার সজ্জার মধ্যে পাঁক কাদা শুষ্ক পত্র ও দুই একটা মাটির হাঁড়ী ও লাউর তুম্বা। পরন্তু সেই ঝুপড়ীর সুখ ও গৃহসজ্জার সম্ভোগের লালসায় সাঁওতালেরা বিংশতি বৎসর মরিচ বা ডেমারারা দ্বীপে উত্তম লৌহ বা কাষ্ঠ-গৃহে বাস করিয়া, ও অপেক্ষাকৃত অনেক শ্রেষ্ঠ তৈজসাদি সম্ভোগ করত অবশেষে ভাগলপুরের জঙ্গলে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দৃষ্ট হইয়াছে যে অনেক চিরদেশান্তরে প্রেরিত ও নরহত্যায় দোষী প্রযুক্ত প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধিরা কারাহইতে পলায়ন করিয়া বহু কাল নির্ব্বিঘ্নে বিদেশে বাস করত অবশেষে প্রাচীন গৃহদর্শনে লোভী হইয়া স্বগ্রামে আসিয়া জানত পুনর্দণ্ডিত হইয়াছে। গৃহের কোন বিশেষ আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি না থাকিলে ঐ লোভ বা স্নেহ কদাপি ঘটিত না। তাহা যে কেবল স্বজনানুরোধে ঘটে এমত বোধ হয় না, কারণ যাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা সকল মরিয়া গিয়াছে তা-হারও মনে ইহা বর্ত্তমান দেখা যায়। এই স্নে-হের জ্ঞাপনার্থেই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" এই শ্লোকটীর উদ্ভব হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

যে গৃহের প্রতি এ প্রকার স্নেহ, তাহার নির্ম্মাণ সংস্কার ও সুবিন্যাসার্থে মনুষ্য যে অপর্য্যাপ্ত ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পরন্তু কুসংস্কার ও কুপ্রথার প্রভাবে ঐ ব্যয় ও শ্রম সর্ব্বত্র বি-হিত বিবেচনার সহিত করা হয় না, এই প্রযুক্ত অনেক গৃহ বহুব্যয়ে প্রস্তুত হইলেও কোন মতে সুখকর হয় না; প্রত্যুত অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া থাকে।

গৃহের নির্ম্মাণ-বিষয়ে এতদ্দেশে একটা প্রাচীন পদ্য আছে, তাহা লোকে খনার বচন বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। যদিচ তাহার বাক্যাবলী তাদৃশ শ্লীল নহে, তত্রাপি তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। তদ্ যথা—

"পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে, ঘর করগে ভেড়ের ভেড়ে।"

ইহার অভিপ্রায় এই যে গৃহের পূর্ব্বদিগে হংস চরিবার যোগ্য স্থান অর্থাৎ পুষ্করিণী রাখা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে গৃহ সর্ব্বদা শীতল থাকে, অথচ তাহার বাষ্পে গৃহ তাদৃশ আর্দ্র হয় না। দক্ষিণে পুষ্করিণী হইলে অনেক বাষ্প মলয়মারুত সহ-কারে গৃহে আসিয়া তাহার স্বাস্থ্যের হানি করে। তাহা উত্তরে হইলে শীতকালে শীতল বায়ু আর্দ্র হইবার উপায় হয়, কিন্তু তাহাতে গৃহস্থের কোন উপকার করে না। গৃহের পশ্চিমে বাঁশ কল্পিত হইয়াছে; তাহার অভিপ্রায় এই যে পশ্চিমে উচ্চ বৃক্ষরাজী রাখা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে অপরাহ্নে সূর্য্যের প্রখর কিরণ গৃহের গ্রীষ্ম বর্দ্ধিত করিতে পারে না, ও বায়ুকোণের ঝড়ও তাহার ধ্বংস সাধিতে সক্ষম হয় না। ঐ বৃক্ষরাজী পশ্চিমহইতে পূর্ব্বে আনিলে প্রাতঃকালের সুখকর রৌদ্রে গৃহ শুষ্ক ও প্রজ্বলিত ও স্বাস্থ্যপূর্ণ করা হয় না, অথচ পূর্ব্বের পুষ্করিণী পশ্চিমে গিয়া না অপরা-হ্নের রৌদ্রই আচ্ছাদিত করে, না বায়ুকোণের কা-লবৈশাখী ঝড়ের আপদ নিবারণ করে। ভার-তবর্ষে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণাগত মলয় সমীরণের অপেক্ষা উপাদেয় পদার্থ আর নাই; তাহার সমা-গমের নিমিত্ত বাটীর দক্ষিণ পরিষ্কার খোলা রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়, ইহা অনায়াসেই সকলের মনে উদিত হইবে। তন্নিমিত্তই আমাদিগের উদ্ধৃত বচনে দক্ষিণ ছাড়িবার পরামর্শ দিয়াছে। অবশিষ্ট উত্তর; তদ্দিগে কিছুই উত্তম সম্ভবে না। এই নিমিত্ত তদ্দিক্ বেড়িয়া দক্ষিণের আধিক্য করা হইয়াছে। এই সদুপদেশপূর্ণ পদ্যটির মানরক্ষা অতি অল্প লোকে করিয়া থাকেন। সমৃদ্ধ নগরে—যথায় ভূমির

মূল্য অত্যন্ত অধিক তথায় ইহার আদর হইবার ত কথাই নাই। যথায় প্রত্যেক কাঠা ভূমির মূল্য সহস্র মুদ্রা তথায় মনুষ্য-বাসের উপযুক্ত স্থান পাওয়াই ভার, তথা হাঁস ও বাঁশের তত্ত্ব কে করিবে? পরন্তু পল্লীগ্রামে স্থানের প্রাচুর্য্য সত্ত্বে প্রায় সকলেই ইহার অনাদর করিয়াছেন। বাটীর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ স্থান খোলা মাঠ রাখা অত্যন্ত আবশ্যক ইহা অতি অল্প লোকের মনে উদিত হইয়াছে। আমরা পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বাটীনির্ম্মাণে স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, এমত চিহ্ন অতি অল্প স্থানে দেখিয়াছি। পল্লীগ্রামস্থ বাটীর নিকট এক একটী খিড়কীর পুষ্করিণী প্রায় সর্ব্বত্র আছে বটে, কিন্তু তাহার অবস্থিতি উত্তরেই অধিক, সুতরাং তাহার সন্নিকট দক্ষিণে উচ্চ বাটী থাকায় তাহার উপর দক্ষিণহইতে রৌদ্র পড়িতে পারে না। অপর তাহার পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর আম্র বংশাদি বৃক্ষে আকীর্ণ থাকায় তাহা প্রায় দুর্য্যোধনের মহিলার ন্যায় এমত অন্তঃপুরবাসিনী হয়, যে চন্দ্র-সূর্য্যেও তাহার মুখাবলোকন করিতে পারে না, সুতরাং তাহার "অন্ধ পুষ্করিণী" বা "এঁধো পুকুর" উপাধিটি অব্যর্থ হইয়া উঠে। অপর পানা ঝাঁজী প্রভৃতি জল কণ্টকেরা অন্ধকার-প্রিয়, সুতরাং খিড়কীর পুকুর তাহাদের মহানন্দের আবাস হইয়া থাকে। অধিকন্তু তাহার পার্শ্বস্থ নিবিড় বেণু-বনের গলিত পত্রে তাহার জল উদরাময় কম্পজ্বর প্লীহাদি রোগের অব্যর্থ বীজ-স্বরূপ হয়। তাহার সেবনে স্বাস্থ্য আর তদ্দিগে তিষ্ঠে না দূরে পলায়ন করে। খনার বচনের অনুরোধে লোকে হাঁস পুষিলে ঐ পানার কথঞ্চিত লাঘব হইত, কিন্তু হিন্দুদিগের গৃহে হাঁস প্রিয়পদার্থ নহে, সুতরাং পানা অবাধে পুষ্করিণীর জল আচ্ছন্ন রাখিয়া মধ্যাহ্নেও তাহার সহিত কোন মতে সূর্য্যদেবের সন্দর্শন হইতে দেয় না। অনেক বাটীর পশ্চিমে পুষ্করিণী আছে, তাহার গৃহ সকল অপরাহ্নে রন্ধনশালার ন্যায় উত্তপ্ত হয়, এবং তৎকালের রৌদ্রের প্রভাবে "জননী জন্মভূমিশ্চ" শ্লোকের উচ্চারণ করাও ভার হইয়া উঠে।

অপর বাটীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ খোলা রাখিবার বিধি কেবল আমাদিগের উদ্ধৃত বচনেই দেখা যায়, বাটীর চতুর্দ্দিগে অসঙ্খ্য আম্র তেঁতুল কদলীতে এমত নিকুঞ্জকানন হইয়া থাকে, যে তথাকার ভূমিতে এক বর্ষার জল অন্য বর্ষায় ধৌত হয়, তন্মধ্যে আর শুষ্ক হইবার উপায় পায় না। সেই আর্দ্র ভূমিতে অন্য শস্য প্রচুর যে পরিমাণে উৎপন্ন হউক বা না হউক, তাহাতে রোগের ফসল প্রকৃষ্টরূপে জন্মিয়া থাকে। পরন্তু তাহাতেও স্বদেশীয় ভায়াদিগের বৃক্ষে স্পৃহার শান্তি হয় না, অতএব বাটীর প্রাচীর ও ছাতে অলাবুর লতায় ইষ্টক পত্রাদি সকল আচ্ছন্ন রাখেন। ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে দরিদ্রের পক্ষে এ সকল বৃক্ষের ফল উপকারজনক বটে, কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণে রোগ ও শরীরের দৌর্ব্বল্য সাধন করে, তাহার সহিত তুলনা করিলে ফলের উপকার অতিশয় সামান্য বোধ হয়। অপর বাটীর চতুঃপার্শ্বে কেবল ঐ সকল বৃক্ষ থাকে এমত নহে; তাহার মধ্যে২ বিশেষতঃ বাটীর পশ্চাদ্ভাগে উচ্ছিষ্ট পাত গোময় ও বাটীর সকল মলা সঙ্গৃহীত হয়, এবং তন্নিমিত্ত "কাণাচ" শব্দ মলার প্রতিশব্দ রূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহা কাহার অবিদিত নাই, যে মলাই সকল রোগের আকর, অথচ পল্লীগ্রামস্থ কি ধনী কি দরিদ্র সকলের বাটীই মলায় পরিবৃত বোধ হয়। অধিকন্তু বাটীর বহির্দ্দেশই যে কেবল

মলায় আবৃত এমত নহে। এতদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেক বিবেচনার পর বাটীর অপরাপর অবশ্য প্রয়োজনীয়ের মধ্যে প্রাঙ্গণ বা উঠান মুখ্য বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সকল গৃহে পবিত্র বায়ুর সঞ্চারের নিমিত্ত তদপেক্ষা উত্তম উপায় আর নাই। সেই প্রাঙ্গণ এইক্ষণকার লোকের অবহেলায় বাটীর অর্দ্ধেক জঞ্জালের আধার হইয়াছে। তাহা পার্শ্বস্থ সকল গৃহস্থের মূত্র ত্যাগের স্থান, গৃহ-হস্ত-পদাদি প্রক্ষালিত জলের আধার; ভুক্ত-নারিকেল-খোলের আস্পদ, এবং ওঁচলার বিহার ভূমি। বর্ষাকালে সেই সকল দ্রব্য গলিত হইয়া যে প্রকার ভয়াবহ দুর্গন্ধ উৎপন্ন করে তাহার বর্ণনেও এ সন্দর্ভের হানির সম্ভাবনা। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন নিরয়ের মলাপূর্ণতা লক্ষণ ইহলোকেই সিদ্ধ করা হইয়াছে। আমাদিগের পল্লীগ্রামস্থ পাঠক মহাশয়েরা অনেকে আমাদিগের এই উক্তিতে বিরক্ত হইতে পারেন, এতন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জ্ঞাত করাইতেছি, যে আমরা ইহা কাহার গ্লানির নিমিত্ত লিখি নাই। সাধারণের মঙ্গলই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য; তাহার সাধনেই আমরা বাটী সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান কুসংস্কারের প্রতি কটাক্ষ করিতেছি। ঐ কুসংস্কারের দোষে সম্প্রতি কলিকাতার সন্নিকটস্থ অনেক গ্রামে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে; কতকগুলী গ্রাম একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে, এবং লক্ষাধিক ব্যক্তি অকালে সমন সদনে প্রেরিত হইয়াছে; অতএব ঐ সকল কুরীতির অচিরে সংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তন্নিমিত্তই আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম। ইহা বলা বাহুল্য যে নির্ম্মলতা সর্ব্বত্রই আদরণীয়; তাহা আন্তরিক পবিত্রতার চিহ্ন; একের অভাবে উভয়ের অভাব বোধ হয়। অধিকন্তু সুখ সৌভাগ্যও সেই নির্ম্মলতার নিত্য ফলস্বরূপ; তদভাবে সুখ সৌভাগ্য সম্ভব হয় না। এই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন, লক্ষ্মী শব্দে সৌভাগ্য এবং সেই লক্ষ্মী প্রত্যহ সম্মার্জ্জিত নির্ম্মল গৃহ ভিন্ন অন্যত্র বাস করেন না। ফলে যাহার গৃহ অপরিষ্কৃত তাহার কদাপি সুস্থতা থাকিতে পারে না, এবং অসুস্থ শরীরে প্রচুর শ্রমস্বীকার করিয়া অধিক অর্থ উপার্জ্জন করাও ভার, সুতরাং নির্মলতাভাবে ধন মান শরীর সকলই ব্যর্থ হয়।

অযোধ্যায় মুসলমানদিগের রাজ্যের বিবরণ।
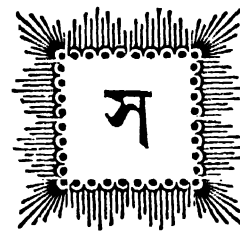
সফদর জঙ্গের পরলোক পরে তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি পিতা বর্ত্তমানেই রাজকার্য্যে সুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং এই ক্ষণে উক্ত সিংহাসন সাদৎ খাঁর বংশজাত রাজন্যদিগের পুরুষ-পরম্পরা-সম্পত্তি হইয়া উঠিল। পরন্তু ইলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা মুহম্মদ কুলী খাঁ তাঁহার প্রতিযোগী-পদে দণ্ডায়মান হইলেন, মুহম্মদ কুলী খাঁ সুজাউদ্দৌলার খুল্লতাতপুত্র, বিশেষতঃ সফদর জঙ্গের তৎকালের প্রধান সেনানী ইস্মাইল খাঁ কাবুলী কুলী খাঁর পোষকতা করিতে লাগিল, কিন্তু এই প্রতিযোগিতা বিফলীকৃত হইয়া যায়। ইং ১৭৫৩ শকে অহমদ শাহ আবদালী তৃতীয় বার ভারতবর্ষ আক্রমণপূর্ব্বক দিল্লী হস্তগত করিয়া সংজ্ঞামাত্র অবশিষ্ট দিল্লীশ্বরের সচিব গাজিউদ্দীনকে অযোধ্যাপতির স্থানে অর্থাকর্ষণ নিমিত্ত প্রেরণ করত স্বদেশে যাত্রা করেন। আব-

দালীর প্রস্থান পরেই উক্ত সচিব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আহ্বান করিয়া অহমদ শাহের সমুদায় নির্দ্ধারণ বিপর্য্যয় করিয়া ফেলিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া দিল্লী ও পঞ্জাবের বহুলভাগ করতলস্থ করণানন্তর অযোধ্যাধিকারে উদ্যত হইল। আসন্ন বিপদে ভয়ার্ত্ত হইয়া সুজাউদ্দৌলা স্বীয় পরিবারের চিরন্তন বৈরী রোহিলাদিগের সহিত অগত্যা প্রীতি-সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা রোহিলখণ্ডে সমুদায় দেশ ছারখার করিতে লাগিল, ও তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে এক মাসের মধ্যে ১৩০০ গ্রাম বিধ্বংসিত হইল। তখন সুজাউদ্দৌলা স্বরাজ্যের পরিত্রাণার্থ কালবিলম্ব না করিয়া একদা সহসা মহারাষ্ট্রীয় সেনার অধ্যক্ষ সিন্ধিয়ার শিবির আক্রমণ করাতে তাহারা অস্থির হইয়া গঙ্গাপারে পলায়ন করিল। অহমদ শাহ আবদালী এই সময়ে ভারতবর্ষের আক্রমণার্থ চতুর্থ বার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় যাবদীয় প্রধান মুসলমানবর্গকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে সমবেত হওনার্থ আদেশ বিধান করিলেন। রোহিলাগণ অচিরাৎ তাঁহার সহিত সংমিলিত হইল। কিন্তু সুজাউদ্দৌলা আফগান এবং মহারাষ্ট্রীয় এতদুভয় মধ্যে কোন পক্ষের পক্ষতা করিলে একের অবশ্যই প্রচণ্ড কোপে পতিত হইবেন, এই আশঙ্কায় সহসা আহমদের দলস্থ না হইয়া ইতস্ততো বিচরণ করিতে লাগিলেন। আবদালী তাঁহার কপটভাব দেখিয়া অযোধ্যাভিমুখস্থ অনূপশহর আক্রমণ করিবামাত্র সুজাউদ্দৌলা তদ্ভাব পরিহারপূর্ব্বক প্রকাশ্যে তাঁহার সহযোগিতায় সংবদ্ধ হইলেন, কিন্তু গোপনে২ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিতও সংশ্রব রাখিয়াছিলেন।

ইং ১৭৬১ শকের জানুয়ারি মাসে পাণিপতের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ যুদ্ধের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত অযোধ্যাপতি অহমদ শাহের যৎসামান্য সহায়তা করিয়া আপনার অধিকার সুদৃঢ়রূপে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে কোন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিজয় লব্ধ না হয়, দুই পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ জয় লাভ করিলে, হয় হিন্দু, না হয় মুসলমান, ভারতবর্ষে নিখিল সাম্রাজ্য-বিধানে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা হইলে তাঁহার সম্যক্ অনিষ্ট আছে; অতএব উভয় দল যাহাতে তুল্য-বল থাকে, ইহাই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। আমরা এই স্থলে ইতঃপূর্ব্বের কিয়দ্বিবরণ বিবৃত করণে বাধিত হইলাম। ইং ১৭৫৮ অব্দে দিল্লীর অভাগা সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর তদীয় সচিব গাজীউদ্দীনের হস্তে নিহত হওনের আশঙ্কায় প্রতিক্ষণ কম্পান্বিত থাকিতেন; অতএব কৌশলক্রমে স্বীয় পুত্র আলীগৌহরকে দিল্লীহইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। এই আলীগৌহর পশ্চাৎ শাহ আলম নামে বিখ্যাত হন। ইনি নানা স্থানে আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে সুজাউদ্দৌলা ও তাঁহার খুল্লতাতপুত্র ইলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা মুহম্মদ কুলী খাঁর নিকটে যথাসমাদরে আতিথ্য প্রাপ্ত হন। এইরূপ সাহায্য লাভ করিয়া এবং স্বীয় পিতাকর্তৃক বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্যার নবাবীপদে অভিষিক্ত হইয়া তিনি ইংরাজদিগকে দূরীভূত করণার্থ অগ্রসর হইলেন। ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেই তাঁহাদিগের নিযুক্ত ছায়াবাজীর পুত্তলিকাবৎ নবাব জাফর-আলীকেও সহজে নিপাতিত করা হইবেক। এই রূপ নানা দেশীয় নানারূপ পরিচ্ছদধারী অর্থান্বেষী সেনাদল লইয়া উক্ত রাজপুত্র পাটনা-নগরের নিকট উপনীত হইলেন। এই সময়ে পাটনা-নগরের রক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত সৈন্য ছিল না। আলীগৌহর তাহা অনায়াসে হস্তগত করিতে পারিতেন; কিন্তু দৌর্ভাগ্যবশতঃ মুহম্মদ কুলী খা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয়

অধিকারের পুনরুদ্ধার নিমিত্ত ইলাহাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন, যেহেতু তাঁহার জ্ঞাতি সুজাউদ্দৌলা সুসময় পাইয়া দুর্নীতিবলে তত্রত্য দুর্গ অধিকৃত করিয়া বসিয়াছিলেন। ইহাতে আলীগৌহর স্বীয়-সঙ্কল্প-পরিহার-করণে অগত্যা বাধিত হইলেন।

দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ইং ১৭৬০ বর্ষে যদিও তিনি নিতান্ত দীনদশায় পতিত হইয়াছিলেন, তথাপি বাঙ্গালা-দেশ পুনরাক্রমণ-করণার্থ উদ্যত হন। এমত সময়ে শুনিলেন, রক্তপিপাসু দুরন্ত গাজীউদ্দীন তাঁহার পিতার প্রাণ সংহার করিয়াছে। ঐ দুষ্টের রাজবধরূপ মহাপাতকের অপর বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। আলীগৌহর সারহীন সম্রাট্ উপাধিমাত্র ধারণপূর্ব্বক আপনার বলপোষণার্থ সুজাউদ্দৌলাকে সচিবত্বে অভিষিক্ত করিলেন, এবং শাহআলম নাম গ্রহণ করণানন্তর দ্বিতীয় বার পাটনাতে উপস্থিত হইয়া এক ক্ষুদ্র দল ইংরাজসৈন্য নিহত করেন। যদ্যপি তিনি কিঞ্চিৎ অধ্যবসায়-পরায়ণ হইতেন, তবে ঐ নগর সহজেই তাঁহার আয়ত্তাধীন হইত, কিন্তু ফলতঃ তাহার বিপরীত হইল, কারণ ইংরাজেরাই জয় লাভ করিলেন। এই পরাভব প্রাপ্তিপরে শাহআলম তাঁহাদিগের নিযুক্ত নবাব কাসিম আলীকে বাঙ্গালাদেশের সুবাদার বলিয়া স্বীকার করণে বাধিত হইলেন। তদনন্তর নতমস্তক সম্রাট্ তদীয় নূতন উজীর সুজাউদ্দৌলা ও নজীবউদ্দৌলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সাহসে সাহসী হইয়া দিল্লীতে যাত্রা করেন। তাঁহার নিতান্ত মানস ছিল, তদীয়-শরীর-রক্ষার্থ এক দল ইংরাজ-সৈন্য সমভিব্যাহারে যায়, সে বিষয়ে যদিও ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত ছিল, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই, কেবল মেজর কার্ণাক্ সাহেব বেহারের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।

ইং ১৭৬৩ শকে ইংরাজদিগের অত্যাচারে কাসিম আলী নবাবীপদহইতে দূরীভূত হইলেন। ইহার প্রধান হেতু প্রদেশীয় বাণিজ্যদ্রব্যের উপর যে সকল শুল্ক ছিল তাহা রহিত করণার্থ নবাবের প্রতি পুনঃপুনঃ অনুরোধ করাতেও তদনুরোধ রক্ষা হয় নাই। সেই সময়ের ইংরাজরাজপুরুষেরা অত্যন্ত-নিদারুণ-আচরণ-পরায়ণ ছিলেন। এলিস সাহেব পাটনাতে যথেচ্ছাচার করিতে লাগিলেন। তিনি কাসিম আলীকে পদচ্যুত করিয়া জাফের আলীকে বাঙ্গলা দেশের নবাবীতে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করিলেন। কাসিম আলীর সে সময়েও লোক-বল ছিল। তিনি সৈন্যসংগ্রহ-পরে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু পরাভূত হইয়া পলায়ন কালে ইংরাজবন্দীদিগকে বালকবৎ নিহত করিয়া স্বীয় নামে চিরকলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। নির্দয় লোকেরা যেরূপ ক্রূর, আবার সেই রূপ ভীরু হইয়া থাকে। কাসিম আলী খাঁ উক্ত-দুষ্কার্য্য-করণান্তে সভয়ে সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সহিত ধনভারে ভারাক্রান্ত ৩৮৫ সঙ্খ্যক হস্তী ছিল। তিনি সুজার প্রতি এই নিয়ম জানাইয়া পাঠাইলেন যে যদ্যপি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সুজা তাঁহার সহিত সমবেত হন, তবে যুদ্ধ কালীন যত দিন সৈন্য সঞ্চালিত হইবেক, তৎপ্রত্যেক দিবসের নিমিত্তে এক লক্ষ টাকা ও প্রতি বিশ্রামদিবসের নিমিত্ত ৫০ হাজার টাকা ব্যয় দিবেন; তদ্ব্যতীত যুদ্ধ শেষে কৃতকার্য্য হইলে তিন কোটি টাকা এবং পাটনা প্রদেশ অযোধ্যাপতিকে প্রদান করিবেন। কিন্তু কাসিম আলী স্বীয় ধনুতে এককালে দ্বিগুণ সংযোগ করিয়াছিলেন। তিনি সুজার সহিত সন্ধি-স্থাপন-করণ সময়ে পক্ষান্তরে সঙ্গোপনে দিল্লীশ্বরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, যদ্যপি সুজাউদ্দৌলার পরিবর্ত্তে সম্রাট্ তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত

করেন, তবে সুবিস্তর অর্থদানে প্রস্তুত আছেন। সুজার হস্তে সেই পত্র পড়িবাতে তিনি কাসিম আলীর সেনাপতি সমরু প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া ধূর্ত্তরাজ কাসিম আলীকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। ঐ সময়ে ইংরাজ সৈন্যের সহিত এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহাতে ইংরাজ-সেনাপতি কিঞ্চিৎকাল কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরন্তু ইং ১৭৬৪ শকের ২২ অকটোবরে বকসরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বাঙ্গালা বেহার এবং অযোধ্যার ভাবী দশা অবধারিত হইল।

ঐ যুদ্ধে ইংরাজসৈন্যের জয় লাভ হইলে তৎকর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে দিল্লীশ্বরকে আপনাদিগের হস্তগত করিলেন। উক্ত অভাগা সম্রাট্ একালপর্য্যন্ত দিল্লীতে স্বপদ প্রাপ্ত না হইয়া স্বীয় উজীর সুজাউদ্দৌলাকর্ত্তৃক কারাবদ্ধ অবস্থায় অযোধ্যায় আটক ছিলেন। সুজা ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের নিকট কহিয়া পাঠাইলেন, যে স্বীয় পরাভবের স্বীকৃতিসূচক ৫৮ লক্ষ টাকা প্রদানে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহারা তদুত্তরে কহিলেন, অযোধ্যাপতি যেপর্য্যন্ত কাসিম আলী এবং সমরুকে তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ না করিবেন, সেপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সন্ধিবিষয়ক কোন নিয়ম হইতে পারিবেক না। কাসিম আলীর সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে কারাবদ্ধ রাখাতে উজীর তাঁহাকে সমর্পণ-করণে সংশয়াবিষ্ট হইলেন। অতএব এই প্রস্তাব করিলেন যে কাসিম আলীর প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি না রাখিলেই তিনি পলাইয়া যাইবেন, আর যাহাতে সমরুর প্রাণহনন হয় এমত কৌশল করা যাইবেক।

ইংরাজ-সেনাপতি তৎপ্রস্তাবে সম্মত না হইবাতে উজীরের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইল না। অনন্তর দিল্লীশ্বরের সহিত এই সন্ধি হইল, যে সুজাউদ্দৌলার নিখিল অধিকার এবং ইলাহাবাদ তাঁহার অধীন করিয়া দেওয়া যাইবেক, তিনি তদুপকার-স্বীকার-চ্ছলে ইংরাজদিগকে বারাণসী এবং গাজিপুর প্রদেশ প্রদান করিবেন। এই রূপ নির্দ্ধারণ পরে ইংরাজসৈন্য অযোধ্যায় প্রবেশপূর্ব্বক অত্যল্পকাল মধ্যে লখনৌ পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়া বসিল। সুজাউদ্দৌলা বরেলীতে স্বীয় পরিবারদিগকে আশ্রয়ার্থ রাখিয়া নানাদিগ্‌হইতে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেন। পরন্তু এই সমাচার বিলাতে পৌঁছিলে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত-বিরক্ত-চিত্তে লিখিয়া পাঠাইলেন, রটনীয় অধিকার এরূপে বৃদ্ধি করা নিতান্ত বিগর্হিত; অত্রত্য ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের দিল্লীসঙ্ক্রান্ত গোলযোগে হস্তক্ষেপ করণের কোন আবশ্যকতা নাই। যে সময়ে এই অনুজ্ঞা লিপি আগত হয়, সেই সময়ে অর্থাৎ ইং ১৭৬৫ শকের ৩ রা মে দিবসে কোরা নামক স্থানে সুজাউদ্দৌলা ইংরাজসৈন্যকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া উৎসন্ন দশায় পতিত ছিলেন, অতএব বিলাতস্থ কর্ত্তৃপক্ষের উক্ত অনুজ্ঞালিপি তাঁহার পরিত্রাণের পন্থাস্বরূপ হইল। রোহিলা এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগ্দ্বারা সুজা পরিত্যক্ত হইয়া উক্ত মাসের ১৯ দিবসে জেনরল কার্ণাকের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষদিগের নিকট করুণা ভিক্ষা করিতেছিলেন। বিলাতের পত্রের মর্ম্ম অবগত না থাকাতে সুজাউদ্দৌলা সন্ধি সূচক নিয়মাবলীর সুখসাধ্যতা অবগত হইয়া নিরতিশয় চমৎকার এবং আনন্দ অনুভব করিলেন। যে ব্যক্তির রাজ্যাদি পুনঃপ্রাপণে কিঞ্চিন্মাত্র প্রত্যাশা ছিল না, সে ব্যক্তির প্রতি বিজয়ী ইংরাজ-রাজপুরুষেরা এতাবন্মাত্র নিয়ম নির্দ্দেশ করিলেন, তিনি ইংরাজ-রাজকোষে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র দিবেন; বারাণসীর জমীদার বলবন্ত সিংহের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবেন না; আর দিল্লীশ্বরের প্রতি ইলাহাবাদ

এবং কোরা প্রদেশ প্রদান করিবেন। ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত শিষ্টাচার-পরবশ হইয়াছিলেন, যে ইংরাজ-বণিকেরা অযোধ্যা-প্রদেশীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহকালে যে শুল্কপ্রদানে দায়ী ছিলেন, তাহাও ঐ সন্ধিপত্রে রহিত হয় নাই।

পরবৎসর অর্থাৎ ইং ১৭৬৩ শকে দিল্লীশ্বর এবং নবাব উজীরের সহিত লর্ড ক্লাইব ছাপরাতে সাক্ষাৎ করেন। উজীর তাহাতে স্বীয়-সন্তোষ বিজ্ঞাপন-পুরঃসর সন্ধির লিখিত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিলেন। দিল্লীশ্বর ইংরাজ-সৈন্য-সাহায্যে দিল্লী-প্রবেশার্থ অনেক অনুনয় করেন।

স্রোতস্বতী এবং শৈবলিনীর * কথোপকথন।

স্রোতস্বতী। শিখরে আমার জন্ম হইল যখন,
হয়েছিল ঘর্ ঘর্ দুন্দুভি ঘোষণ।
মম পিতা কুলাচলে দেবে দেয় সেবা।
কুলীন কুমারী মম সম আছে কেবা ?

শৈবলিনী। শিলাতলে সুবিরলে আমার জনম,
হয় নিক কোন রূপ বাজনা বাজন।
ঝরণা জননী মম দুঃখিনীর শেষ,
ভরণ-পোষণে মোর পান কত ক্লেশ।

স্রোতস্বতী। সাগর আমার স্বামী প্রবল প্রতাপ,
ভীষণ নিনাদে যার তরঙ্গ কলাপ ;
অসঙ্খ্যেয় রত্নরাজি যাঁহার ভাণ্ডারে,
আচ্ছাদিত সদাকাল প্রবাল কাণ্ডারে।

শৈবলিনী। মম পতি সরোবর শীতল সুধীর,
চিনির সমান তাঁর সুমধুর নীর।
আছে কত গুলী ফুল ফুটে কূলে কূলে,
কমল কুমুদ সুখে লোকে লয় তুলে।

স্রোতস্বতী। বাপের আকাশ-স্পর্শী অট্টালিকাচয়,
পরিত্যাগ করি আমি আসি যে সময়,
আমার তেজের কথা কি কহিব আর,
পলাইল জীব জন্তু করি হাহাকার।

শৈবলিনী। মায়ে পরিহরি আমি অতিশয় খেদে,
আঁখিজলে ভাসিলাম আসিলাম কেঁদে।
ফুকুরে কাঁদিতে নারি মনে এই ভয়,
পাছে তাহে বিদরয় মায়ের হৃদয়।

স্রোতস্বতী। কত শত গ্রাম গোষ্ঠ ধ্বংস ভ্রংস করি,
এক কূলে ধাই আর কূল পরিহরি।
আমার আবর্ত্তে গর্ত্তে বর্ত্তে যমালয়,
কত লোক তরীসুদ্ধ পাইয়াছে লয়।

শৈবলিনী। মৃদু২ মাঠে২ আমার পয়াণ,
কিবা যথা উপবন সুখেতে শয়ান।
তরুলতা তৃণ-তলে আমি অকিঞ্চন,
জীবন সিঞ্চনে করি জীবন সিঞ্চন।

স্রোতস্বতী। ধিক্ ধিক্ তটিনী লো তোমার জীবন,
কি সৌভাগ্য, মরি কিসে দেখাও বদন !
নাহিক তরঙ্গ-রঙ্গ গরিমা গৌরব,
তেজোহীন হয়ে থাক কেবল রৌরব !

শৈবলিনী। কি ফল তরঙ্গ-রঙ্গে বুঝিতে না পারি,
বিভুর কৃপায় পাইয়াছি মিষ্ট বারি।
পর-হিতে তাহা যদি কোন রূপে লাগে,
তাহাতেই মানি সুখ গরিমার আগে।

---

* শৈবলিনী শব্দে ক্ষুদ্র নদী, যাহার মৃদু স্রোতে তটে শৈবাল ঝাঁঝরের হানি করে না।

টাপোয়া পশু।

নিগর্ভপরিশ্রবী জীব।

ক জন বিলাতী নাবিক বহু-দেশে ভ্রমণ-করণানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করত মাতৃ-সন্নিধানে আপন দৃষ্ট আশ্চর্য্য পদার্থ সকলের বর্ণন করিতেছিল; ইতোমধ্যে কহিল, "মাতঃ, বহু সহস্র ক্রোশ অন্তরে সমুদ্রপারে অষ্ট্রেলিয়া নামে এক দ্বীপ আছে; তাহাতে এক অতি অদ্ভুত জীব দেখিয়াছি; উহা দেখিতে একটা বৃহৎ কুক্কুরের সদৃশ হইবে; তাহার উদরের পুরোভাগে একটা গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্তে ঐ জীব আপন শাবক রাখিয়া থাকে।" বৃদ্ধা মাতা অপর সকল কথা তূষ্ণীম্ভাবে শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু "পেটের সামনে একটা গর্ত্তের" কথা কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারিলেক না, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রের প্রতি কহিল, "আমি বৃদ্ধা বলিয়া কি আমাকে উপহাস করিতেছ? পেটের সামনে কখন গর্ত্ত হয়?" আমরাও সেই "পেটের সামনে গর্ত্ত" বিশিষ্ট জীবের বর্ণনে উদ্যত হইয়াছি; কিন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তন্নিমিত্ত আমাদিগের নবীনা কি বৃদ্ধা কোন পাঠিকারা আমাদিগের প্রতি উপহাস

করিবার অভিযোগ করিবেন না। তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন, যে সত্যের অনুরোধ আমাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান; যাহাতে সত্যের সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত হয়,—যাহাতে অলীক প্রবাদ, মিথ্যা জ্ঞান, ও ভ্রমান্ধকার ভূমণ্ডলহইতে একেবারে তিরোহিত হইতে পারে—যাহাতে মানব জাতি সকল বিষয়ের পরিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়—যাহাতে রহস্য-সন্দর্ভের পাঠক পাঠিকারা সকল বিষয়ে বিজ্ঞতম হয়েন—ইহাই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য; অতএব আমরা যে তাঁহাদিগকে মিথ্যা গল্পে মুগ্ধ করিব, ইহার সন্দেহ করাই নিতান্ত অমূলক। পরন্তু যে বিষয়ের প্রস্তাব করা যাইতেছে, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক, প্রস্তাব লেখকের প্রতি সম্যক্ বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহার উক্তিতে হঠাৎ অশ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা; তন্নিমিত্ত এই ভূমিকা কল্পিত হইল।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, যে সকল জীব একেবারে শাবক প্রসব করে, তাহাদিগের শাবক মাতৃগর্ভমধ্যে একটা শুক্রত্বচের থলির মধ্যে জলবৎ রসে আবৃত থাকে; এবং যত কাল ঐ থলিতে বাস করে, তত কাল কএকটা শিরা মাতৃগর্ত্তহইতে নিঃসৃত হইয়া ঐ থলির মধ্যে প্রবেশ করত শাবকের নাভি দিয়া তাহার দেহ মধ্যে মাতৃ-শরীরের রস আনয়ন করে। সেই রসে শাবক প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রসবের পর ঐ থলিতে আর কোন প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং তাহা শাবকের সহিত নির্গত হয়; ঐ থলির নাম "গর্ত্তপরিশ্রব।" যে সকল জীব অণ্ডজ তাহাদিগের গর্ত্তে ঐ রস বা থলি বা শিরা কিছুরই প্রয়োজন হয় না, কারণ বৃক্ষের বীজের পোষণের উপায় যেমন ঐ বীজ-মধ্যেই থাকে, তাহার বাহিরহইতে কিছু লইতে হয় না, সেই রূপ অণ্ডমধ্যেই অণ্ডপোষণের উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্নিমিত্ত কোন বাহ্য উপায়ের প্রয়োজন নাই; সুতরাং তাহার প্রসব সময়েও কোন ফুল পড়ে না। আমাদিগের প্রস্তাবিত জীব এতদুভয় নিয়মের বিপরীত। ইহাদিগের ভ্রূণ না অণ্ড রূপে না শাবক রূপে পোষণ প্রাপ্ত হয়। গর্ত্ত-মধ্যে তাহা ঈষৎ অবয়ব বিশিষ্ট মাংস-পিণ্ড-রূপে আবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহার নিমিত্ত কোন বিশেষ থলি হয় না, এবং মাতৃগর্ত্তের সহিত কোন শিরাদ্বারা তাহার সংযোগও হয় না। অপর তৎকালে ইহাদিগের মুখও হয় না, সুতরাং ভোজন পান করিবার উপায় থাকে না; কেবল মাতৃগর্ত্ত এক প্রকার রসে পূর্ণ থাকে, সেই রসে ভাসমান থাকায় কথিত মাংস-পিণ্ড-বৎ ভ্রূণ তাহাতে ভিজিয়া ভিজিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু তাহাতে তাহার শরীর কোন মতে প্রকৃত অবয়ব বিশিষ্ট হয় না, প্রায় মাংস-পিণ্ডের ন্যায় থাকে, কেবল হস্ত পাদ ও মুখের কথঞ্চিৎ অবয়ব হয়। সেই অবস্থায় প্রস্তাবিত পশুর স্ত্রী শাবক প্রসব করে। ঐ প্রসূত শাবক কোন মতে স্বয়ং দেহযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত নহে, এবং তন্নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টা এক আশ্চর্য্য উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সে উপায় এই যে ইহাদিগের স্ত্রীদিগের উদরের পুরোভাগে যে স্থানে অন্য পশুর নাভি হয়, সেই স্থানে এক গর্ত্ত হয়, ঐ গর্ত্তমধ্যে ইহাদিগের স্তন থাকে। শাবক ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র প্রসূতি তাহাকে ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট করায়, এবং ঐ শাবক জড়বৎ হইলেও তন্মধ্যে নীত হইলেই স্তন কামড়াইয়া ধরে। এই প্রকারে যে কএকটি শাবক প্রসূত হয় তৎসমুদায় ঐ গর্ত্তমধ্যে নিহিত করা হয়, এবং তথায় তাহা জোঁকের ন্যায় মাতৃস্তনে সংলগ্ন থাকিয়া যে দুগ্ধ স্তনহইতে স্বয়ং নিসৃত হয়, তাহাই পান করিতে থাকে। মাসাধিক কাল গত হইলে ঐ মাংস-পিণ্ড

বৎ শাবক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া স্বীয় প্রকৃত অবয়ব প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপরে ঐ স্তনহইতে অসংলগ্ন হইয়া ভূমিতে পড়ে। পরন্তু তৎপরেও শৈশবাবস্থায় কিছু কাল প্রয়োজন মতে ঐ গর্ত্ত মধ্যে গিয়া দুগ্ধ পান করে,ও ভয় পাইলে পলায়ন করত তথায় লুক্কায়িত হয়। প্রস্তাবিত জীবদিগের জন্ম বিষয়ে এই আশ্চর্য্য স্বাতন্ত্র্য থাকা প্রযুক্ত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদিগকে অপর সকল পশুহইতে পৃথক্ করিয়া এক স্বতন্ত্র বর্গ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং সেই বর্গকে "অগর্ভপরিশ্রবী" নামে বিখ্যাত করেন। এই বর্গীয় কোন জীবের জন্ম সময়ে গর্ভপরিশ্রব নির্গত হয় না। পরন্তু কতক জীবের অপর এক লক্ষণ আছে,তাহাদিগের মূত্র বিষ্ঠা ও শাবক সকলই এক দ্বারদিয়া নির্গত হয়, ঐ জীবদিগকে "সহবিমূত্রোৎসর্গী" নামে নির্দ্দেশ করা যায়। ইহাদিগের উদর-সম্মুখে গর্ত্ত হয় না। যাহাদিগের উদর-সম্মুখে গর্ত্ত থাকে তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্রাদি পৃথক্ দ্বার দিয়া নির্গত হয়, তাহাদিগের নাম "দ্বিগর্ভ" পশু, কারণ তাহাদিগের উদরপুরোভাগের গর্ত্ত দ্বিতীয় গর্ভ বলিয়া কল্পিত করা যায়।

এই উভয় শ্রেণী-মধ্যে নানা জাতীয় পশু আছে, তৎসমুদায়ের বিবরণ এক প্রস্তাবে প্রকটিত হইতে পারে না। ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পশুর নাম কঙ্গারু; তাহার বিবরণ এস্থলে লেখিতব্য নহে। প্রস্তাব-শিরোভাগে যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তদুদ্দিষ্ট পশুর নাম টাপোয়া। ইহা মধ্যমকায় কুক্কুরের সদৃশ বৃহৎ হইবে। স্বভাবতঃ ইহারা নক্তঞ্চর; দিবসে বৃক্ষকোটরে বা মৃত্তিকার কুহরে লুক্কায়িত থাকিয়া রজনীযোগে আহার অন্বেষণ করে। ইহারা অত্যন্ত বৃক্ষপ্রিয়, সর্ব্বদা বৃক্ষে বিচরণ করে, এবং তথায় প্রধানতঃ ফল ভোজনেই কালযাপন করে। পরন্তু সময়ে২ ক্ষুদ্র পক্ষী, অণ্ড ও কীট ভক্ষণ করিয়া থাকে। পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিলে ইহারা দিবসে পিঞ্জর-তলে কিঞ্চিৎ খড় বা শুষ্ক তৃণে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রা যায়; রাত্রি হইলে পিঞ্জর-মধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করে। ইহাদের গতি তাদৃশ সুন্দর বা চঞ্চল নহে, পরন্তু ইহাদের দেহ সুদৃশ্য, এবং লোম চমৎকার কোমল; তাহাতে ইহাদের শরীর অত্যন্ত মনোহর দেখায়। ইহাদের জন্ম-ভূমি অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ; তত্রত্য আদিম বাসিরা ইহাদের ধ্বংস করিয়া সুকোমল লোমশ চর্ম্মে দেহাবরণ প্রস্তুত করে। তত্রত্য ইংরাজ বাসিরাও ইহার সলোম চর্ম্মে সুচারু পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে, এবং তদর্থ প্রতি বর্ষে অনেক সহস্র টাপোয়া বিনষ্ট করিয়া থাকে। যদিচ অপর দ্বিগর্ভ পশুর ন্যায় টাপোয়ার শরীরে এক প্রকার দুর্গন্ধ আছে, কিন্তু রন্ধন করিলে সে গন্ধ তাহার মাংসে থাকে না; এবং ঐ মাংস অত্যন্ত কোমল ও সুস্বাদু বোধ হয়; এই প্রযুক্তও অনেক টাপোয়া প্রতি বর্ষে বিনষ্ট হয়। দ্বিগর্ভ পশু মাত্রের লাঙ্গুল অতি দৃঢ়, নমনীয়, বলবিশিষ্ট এবং ইচ্ছানুসারে হস্তের ন্যায় বস্তু ধৃত করণের যোগ্য হয়; ঐ পশুরা তাহাদ্বারা বৃক্ষে বিচরণে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ প্রখর নহে, পরন্তু কথিত আছে, যে টাপোয়া পশু নিতান্ত অবোধ নহে। মনুষ্য দেখিলে ইহারা বৃক্ষ শাখায় লাঙ্গুল জড়াইয়া ঝুলিতে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত মনুষ্য তথাহইতে না সরিয়া যায়, সে কালপর্য্যন্ত স্পন্দহীন হইয়া থাকে। এতদবস্থায় যদ্যপি ক্রমিক তাহাদিগের প্রতি কেহ চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে দুই তিন দণ্ড পরে তাহাদিগের লাঙ্গুল অবসন্ন হইয়া পড়ে, আর শাখা ধরিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং টাপোয়া ভূমিতে পড়িয়া বিনষ্ট হয়, পরন্তু সে পারত-পক্ষে ঝুলিত অবস্থায় নড়ে না।

সুখ দুঃখের বিচিত্র ইতিহাস।

প্রেরিত প্রস্তাব।

আমাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতা যে কেবল এক পরমকারুণিক পরমাত্মাদ্বারা নিরন্তর প্রতিবিধান করা হইতেছে তাহাতে সংশয়ারোপ করা অপেক্ষা অধিক নাস্তিকতা আর কি আছে? তিনি যে কিরূপ অদৃষ্টচর ও অসম্ভাবিত উপায়দ্বারা মনুজ পুঞ্জকে সুখসন্নিধানে লইয়া যান তাহা নিম্নবর্ণিত এক সত্যনিষ্ঠ ও গম্ভীরপ্রকৃতি ইতিহাসবেত্তার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ হইয়াছে। তদ্যথা—ইটালীদেশে মেটিল্‌ডা নাম্নী এক কন্যা অতি অল্পবয়সেই সদ্‌গুণসম্পন্ন কোন নিয়াপলিটন্ বর্দ্ধিষ্ণু কুলীনের সহিত বিবাহিতা হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রমঃকালেই তাঁহার পতিবিয়োগ হইল; কিন্তু সুখের বিষয় কেবল যে এই অল্পবয়সের মধ্যেই তিনি পুত্র-মুখ-সন্দর্শন সুখে সুখী হইয়াছিলেন। এক দিবস বণ্টণা নদীর অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তিনী অট্টালিকার বারাণ্ডার উপর মেটিল্‌ডা প্রিয় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন জন্য যেমন শূন্যে উত্তোলন করিবেন, শিশু স্বীয় স্বভাবসুলভ চঞ্চলতাপূর্ব্বক হঠাৎ লম্ফ দিয়া নিম্নবাহিনী নদীনীরে নিপতিত হইল। এতদ্দর্শনে শোকাকুলা জননী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের রক্ষার্থে ঝটিতি বণ্টণাজীবনে জীবন-সমর্পণ করিলেন। বালকের সহায়তা করা দূরে থাকুক বহুল কষ্টের পর তিনি নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ সময়ে ইটালীয় ও ফরাসিস জাতিদ্বয়মধ্যে প্রবল সমরানল প্রজ্বলিত হইতেছিল। তৎক্ষণে অপর পারস্থিত ফরাসি সৈন্যেরা মেটিল্‌ডাকে একাকিনী পাইয়া তাহার প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের সহৃদয় যুবা সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাদিগকে এই নৃশংস উদ্যমহইতে নিরস্ত করিয়া প্রস্থানকালে তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে যুবতীর রূপলাবণ্যে তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইল, দ্বিতীয় রমণীর কমনীয় গুণগ্রামে তাঁহার হৃদয় একেবারে মোহিত হইল। এই রূপে তাঁহারা প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে বিবাহিত হইলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ক্রমে উচ্চপদারূঢ় হইতে লাগিলেন, ও নবদম্পতী অতি সুখে কিছু কাল দিনযাপন করিলেন। কিন্তু সৈনিক-পুরুষের সুখ অবিকল গ্রীষ্মকালীয় সমুদ্রস্থিরতার স্বরূপ। তাহার উপর নির্ভর করা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিছু কাল গত হইলে পর তাঁহার আজ্ঞাধীনস্থ সেনাগণ পরাজয় প্রাপ্ত হওনানন্তর নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্রয় গ্রহণে বাধিত হইল। বিপক্ষদল অবিলম্বে আসিয়া নগরাবরোধপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাভূত করিল।

এই কালে ইটালীয় ও ফরাসিস জাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, তদ্রূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসমধ্যে অতি বিরল। যুদ্ধের সমস্ত বন্দিদিগকে বিশেষতঃ মেটিল্‌ডার স্বামিকে সর্ব্বাগ্রে একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য তাহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইল। আজ্ঞাদাতা সমাসীন হইলেন; বন্দি সৈন্যাধ্যক্ষ শ্মশানে আনীত হইল; বধকারী নিষ্কোষিত অসি ধারণপূর্ব্বক প্রস্তুত হইল, এবং দর্শকেরা এই ভয়াবহ দৃষ্টিতে নিস্তব্ধ হইয়া কেবল দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল। এই অবকাশ-মধ্যে শোকার্ণবে নিমগ্না মেটিল্‌ডা স্বীয় ভর্ত্তা ও ভ্রাতার সহিত চরম সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া হা, হা, রবে শ্মশান ভূমিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিল, "হে জগ-

ত্তারণ! অভাগিনীকে এই দুর্দ্ধর্ষ ব্যাপার দৃষ্ট করাইবার জন্যই কি বণ্টনাগর্ব্বে অকাল মৃত্যুর হস্তহইতে পরিত্রাণ করিয়া অনাথিনীর নয়নান্দ-দায়ী শিশুকে হরণ করিলে! প্রভু তোমার অনন্ত মায়া!” দণ্ডাজ্ঞাদাতা যুবা সৈন্যাধ্যক্ষ রমণীর অলৌকিক রূপলাবণ্যে চমৎকৃত ও আর্ত্তনাদে দয়ার্দ্র হইলেন; অধিকন্তু বণ্টনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার স্নেহরস একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। তিনি নিতান্ত অধৈর্য্য পরবশ হইয়া পড়িলেন। তিনিই মেটিল্ডার পুত্র; তাঁহার নিমিত্তই মেটিলডাকে এত দূর পর্য্যন্ত হতভাগিনী ও দুঃখিনী হইতে হইয়াছিল। তিনি লোকারণ্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও বারংবার তাঁহাকে “মাতা মাতা” সম্বোধন করিয়া একেবারে তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ইহার পরিশিষ্ট অংশ ভাবগ্রাহী পাঠক মহাশয়দিগের অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। তদনন্তর বদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। পরিশেষে এই সংসারে সত্য প্রেম, বন্ধুতা, ও কর্ত্তব্য সাধনতা একত্র মিলিত হইয়া মনুষ্য পরিবারকে যত দূর সুখী করিতে পারে সেনানায়ক সপরিবারে তাহার অধিকারী হইয়া সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সাং খীরপাই রাধানগর।

খোন্দদিগের নরবলি।

রতবর্ষের স্থানে ২ অনেক অসভ্য প্রাচীন জাতীয় মনুষ্য আছে, যাহারা হিন্দুহইতে সর্ব্ব প্রকারে পৃথক্ বোধ হয়। তাহাদিগের আকৃতি হিন্দুহইতে স্বতন্ত্র, তাহাদিগের আচার ব্যবহার অস্মদাদির আচার ব্যবহারহইতে বিভিন্ন, এবং তাহাদিগের দেবোপাসনা শাস্ত্র-নিয়মের বিরুদ্ধ। অনেকে মনে করেন যে বেদে যে সকল দস্যুর উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐ অসভ্য জাতি সকলকেই লক্ষ করা হইয়াছে; পরন্তু দস্যু এক জাতীয় ছিল। কথিত অসভ্যেরা পূর্ব্বে এক জাতীয় ছিল কি না, তাহা অধুনা নিরূপিত করা দুষ্কর, কারণ এই ক্ষণে ঐ সকল জাতির ভাষা ও ধর্ম্ম-প্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেখা যায়। তাহাতে তাহাদের আদিম একতা কোন মতে সপ্রমাণ হয় না।

কোচবেহার ও রঙ্গপুরের কোচ, রাজমহলের সাঁওতাল, মেদিনীপুরের ধাঙ্গড়, সেরগুজার কোল, মালবের ভিল্ল, তৎপশ্চিমের মিওয়াতি প্রভৃতি জাতিরা আমাদিগের উদ্দেশ্য অসভ্য জাতির মধ্যে গণ্য। বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ প্রদেশে এই প্রকার অসভ্য জাতি আছে, তাহারা শাস্ত্রে গোণ্ড নামে বিখ্যাত, এবং তদ্ধেতুক লোকে তাহাদের দেশকে “গোণ্ডবান” শব্দে কহে। অধুনা গোণ্ড শব্দের অপভ্রংশে “গোঁড়” শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

এই গোঁড়-জাতীয় মনুষ্যেরা অত্যন্ত অসভ্য। ইহাদিগের কায়িক সৌষ্ঠব সাঁওতালের প্রতিরূপ, এবং আচার ব্যবহার ধাঙ্গড়দিগের আচার ব্যবহারহইতে শ্রেষ্ঠ নহে। ইহাদিগের প্রিয় খাদ্য শূকর মাংস, এবং পরিচ্ছদ কৌপীন মাত্র। ধনুর্ব্বাণ-চালনে ইহারা অপর অসভ্যের ন্যায় অত্যন্ত পটু, এবং তদ্দ্বারা অর্জ্জিত জীবেই ইহাদিগের উদর পূর্ত্তি হয়। গৃহাদি-নির্ম্মাণে ইহারা অপটু, কিন্তু স্থানে স্থানে ইহাদের অনেক গ্রাম আছে। ইহারা কথঞ্চিৎ শস্যও উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাদিগের এক শাখা উড়িষ্যার পশ্চিম প্রদেশে খুন্দগিরি পর্ব্বতে ও গুমসুর প্রদেশে নিবাস করে; তাহাদিগের প্রচলিত নাম খোন্দ; কিন্তু তাহারা

স্বয়ং আপনাদিগকে "কুই" নামে বিখ্যাত করে। অপর সকল বিষয়ে তাহারা গোণ্ডদিগের তুল্য, কেবল উপাসনা-বিষয়ে স্বতন্ত্র। তাহাদিগের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম "তোডো পেন্নোর।" ইহার অবয়ব ময়ূর সদৃশ, এবং ইহা ভূমিদেবতা এবং শস্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া মান্য। গ্রামের প্রান্তভাগে "জাকারী পেন্নো" নামক গ্রাম্য দেবের নিকট এক উচ্চ যূপের উপর এই দেবতার মূর্ত্তি সংলগ্ন রাখা যায়, কিন্তু তাহার সমাদরার্থে কোন মন্দির কি গৃহ নির্ম্মিত হয় না। জাকারী পেন্নো দেবতা সিন্দূর লিপ্ত তিন প্রস্তর একত্র স্থাপিত করিলেই সিদ্ধ হয়, তাহার কোন বিশেষ অবয়ব নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহার পুরোহিতের নাম "জানী;" সে যে কোন বর্ণের মনুষ্যহইতে পারে। সে স্বয়ং পূজার ও বলির সকল আয়োজন ও মন্ত্রপাঠাদি কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু দেবতাকে ফল পুষ্পাদি নৈবেদ্য স্বয়ং দিতে পারে না। তদর্থে অপর এক পুরোহিতের সাহায্য প্রয়োজন হয়; তাহার নাম "জুম্বা।" সে সপ্ত-বর্ষীয় খোন্দ-বংশীয় বালক না হইলে পৌরহিত্যের যোগ্য হয় না। প্রত্যেক গ্রামে এই প্রকার এক একটি বালক অতি সাবধানে সাধারণের ব্যয়ে প্রতিপালিত হয়, এবং যাহাতে সে অপবিত্র না হইতে পারে তদর্থে সম্যক্ সতর্ক হইতে হয়।

কথিত দেবতার পূজা বর্ষে এক বার মাত্র হইয়া থাকে। ঐ পূজায় নরবলি বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং তদর্থে খোন্দেরা উড়িষ্যার পানো ও হাড়ী জাতীয়দিগের নিকটহইতে হিন্দু জাতীয় কোন সুলক্ষণ ব্যক্তিকে ৬০—৭০—৮০—১০০ বা ১২৫ টাকায় ক্রয় করে। পানো ও হাড়ীরা এই ব্যবসায়ের নিমিত্ত উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ছেলে ধরার ন্যায় অবোধ বা অসাবধান স্ত্রী ও পুরুষ ধরিবার নিমিত্ত ভ্রমণ করিত, এবং তদ্রূপ ব্যক্তি পাইলেই লইয়া প্রস্থান করিত। খোন্দ-জাতীয় ব্যক্তি বলির উপযুক্ত নহে ও ব্রাহ্মণও নিষিদ্ধ। কিন্তু অপর সকল জাতিই প্রশস্ত, এবং হৃষ্টপুষ্ট যুবাই বিশেষ অভিলষিত। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বলিতে গ্রাহ্য, পরন্তু শীর্ণা বৃদ্ধারা উপাদেয় বলিয়া গণ্য নহে। এই বলির উপযুক্ত মনুষ্যকে খোন্দেরা দীর্ঘকাল আপন গ্রামে প্রতিপালিত করে। এবং তাহাকে "মেরিয়া" নামে বিধান করে। পূজার এক মাস পূর্ব্বহইতে প্রত্যহ মেরিয়াকে মাল্য চন্দনাদিতে সুশোভিত করিয়া গ্রামস্থ সকলে মহা ভোজ করত মদ্য পানে মত্ত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিগে নৃত্য গীত মহোৎসব করে। পূজার পূর্ব্ব দিবস খোন্দেরা মেরিয়াকে প্রচুর তাড়ী পান করাইয়া উন্মত্ত করে, এবং পরে ময়ূর রূপী তোডো পেন্নোর দেবতার যূপকাষ্ঠের নিকট বসাইয়া রাখে, কিন্তু মাদক-প্রভাবে কি ভয়-প্রকোপে মেরিয়া তাহাতে অশক্ত বা অনিচ্ছুক হইলে তাহাকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিতে হয়। তদনন্তর উপাসকেরা স্বয়ং মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে দেবতাকে সম্বোধন করিয়া কহে, "প্রভো, আমরা আপনাকে এই বলি প্রদান করিতেছি। আমাদিগের দেহ স্বাস্থ্যে রাখ, ক্ষেত্র সকল উর্ব্বরা কর, এবং ঋতু সকল মঙ্গলদায়ী কর।" পরে দেয় বলির প্রতি সম্বোধন করিয়া কহে, "আমরা তোমাকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, বলপূর্ব্বক ধৃত করি নাই; এই ক্ষণে দেশাচারে বলি দিতেছি, অতএব আমাদিগের অপরাধ হইবে না।"

পর দিবস প্রাতে বলির নিমিত্ত আনীত মনুষ্যকে পুনরায় তাড়ী পান করাইয়া বিহ্বল করিতে হয়। পরে তাহার দেহে আভাং করিয়া তৈল লেপন করা যায়। গ্রামস্থ সকলে আসিয়া ঐ তৈল স্পর্শ করত তাহা আপন মস্তকে

লেপন করে। এই পবিত্র তৈল-সংস্পর্শের কিয়ৎ কাল পরে সকলে ঐ মেরিয়াকে স্কন্ধে লইয়া নৃত্য গীত বাদ্য সমারোহে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। এই ব্যাপার অত্যন্ত আহ্লাদ সূচক, এবং আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ইহাতে প্রমত্ত হয়। প্রদক্ষিণ-কার্য্য সমাধা হইলে সকলে গ্রাম্য দেবতার সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করত এক শূকরবলি দিয়া তাহার শোণিতে একটা গর্ত্ত পরিপূর্ণ করে। এই গর্ত্ত প্রস্তুত হইলে তিন চারি জন বলিষ্ঠ ব্যক্তি বল্যর্হ মনুষ্যকে ধরিয়া তাহার মুখ ঐ গর্ত্তের শোণিত মধ্যে চাপিয়া ধরে, এবং যে পর্য্যন্ত সে শ্বাস রোধে না মৃত হয়, তত ক্ষণ ছাড়িয়া দেয় না। এই প্রকারে বলি প্রদত্ত হইলে জানী-নামক পুরোহিত তাহার দেহহইতে এক খণ্ড মাংস কাটিয়া লয়, এবং গ্রাম্য দেব জাকারী পেন্নোর সন্নিধানে ভূমিতে প্রোথিত করে। অতঃপর অপর উপাসকেরা সকলেই এক এক খণ্ড মাংস লইয়া কিঞ্চিৎ আপন আপন গ্রামের দেবতার নিকট, অপর কিঞ্চিৎ গ্রামপ্রান্তে প্রোথিত করিয়া থাকে। বলির মস্তক স্পর্শ করিতে নাই; অতএব সকলে বলির মাংস কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইলে অবশিষ্ট অস্থি ও মস্তক পূর্ব্বোক্ত শূকর-শোণিত-পূর্ণ গর্ত্তে প্রোথিত করিতে হয়।

এই নৃশংস কার্য্য সমাধা হইলে পুরোহিত একটা মহিষ-বৎস আনিয়া যূপকাষ্ঠে বন্ধন করত তাহার চারিটা পা কাটিয়া লয়, এবং জীবিত ধড় সে দিবা-রাত্রির নিমিত্ত তথায় ফেলিয়া রাখে। পর দিবস প্রাতে নিকটস্থ সকল গ্রামের রমণীরা সমবেত হইয়া পুংবেশে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করত মদ্যপানে উন্মত্তা হইয়া যূপের চতুর্দ্দিগে নৃত্য গীত করিতে থাকে; এবং অবশেষে ঐ মহিষবৎসের মাংসে সমারোহে ভোজ সমাধান করত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই মহাঘৃণিত পূজার দক্ষিণা একটি বৎস, একটি শূকর, এবং কিঞ্চিৎ তণ্ডুল। জানী তাহাই লইয়া আলয়ে প্রস্থান করেন।

কোন২ জাতীয় খোন্দেরা ময়ূররূপী দেবতার উপাসনা না করিয়া হস্তিরূপী দেবতার সেবা করে। তাহারা বলির যোগ্য মনুষ্যকে তাড়ী পান করাইয়া বিহ্বল না করিয়া হস্তিরূপ দেবতার শুণ্ডে বদ্ধ করত কিয়ৎক্ষণ ঘূর্ণন করায়, এবং তৎপরে ঐ শ্রান্ত মনুষ্য যে অবধি চীৎকার করিতে থাকে, তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার দেহহইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাংস কাটিয়া লয়। বলির মনুষ্য চেতন শূন্য বা মৃত না হইলে মাংস কাটিতে নিরস্ত হয় না। পরন্তু ইহাতেও সকলে ক্ষান্ত হয় না। অপর এক জাতীয় খোন্দেরা বল্যর্হ মনুষ্যের মস্তক ও গলদেশ একটা চেরা বাঁশের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার দেহহইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাংস কাটিয়া লয়।

এই ভয়াবহ দুর্ব্বিনীত ঘৃণিত ব্যাপার-সাধনে খোন্দেরা কোন মতে লজ্জিত হয় না। তাহারা কহে, যে ঐ বলি প্রদান না করিলে, বসুধা কোন মতে শস্যশালিনী হইবে না, এবং তাহারা স্বয়ং দেবতার কোপে পড়িয়া অশেষ ক্লেশের ভাজন হইবে। হরিদ্রা চাসের নিমিত্ত এই নর-বলি অত্যন্ত আবশ্যক; তদভাবে সুন্দর-বর্ণ-বিশিষ্ট হরিদ্রা কদাপি জন্মিতে পারে না। পরন্তু পীত বর্ণ হরিদ্রা কি প্রকারে রক্ত বর্ণ মনুষ্য-শোণিতে উৎপন্ন হয় খোন্দেরা তাহার অনুসন্ধান অদ্যাপি করে নাই।

পরন্তু এই ঘৃণিত ব্যাপারের আর অধিক বিবরণ কোন মতে পাঠকদিগের গ্রাহ্য হইবে না, অতএব এই স্থলে ইহার নিবারণের প্রসঙ্গে প্রস্তাব সমাহার করা কর্ত্তব্য। ইংরাজেরা ১৮৩৩ সালের পূর্ব্বে ইহার কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। উক্ত সালে গুমসুরের রাজা ইংরাজদিগকে কর দিতে অস্বা-

ক্রুদ্ধ হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং সেই যুদ্ধের সময় প্রকাশিত হয় যে, খোন্দেরা উড়িষ্যার ইংরাজ প্রজা ধরিয়া বলি দিয়া থাকে। তাহার নিবারণার্থে কাপ্তেন কেম্বেল সাহেব প্রেরিত হন; এবং তাঁহারই পরিশ্রমে এই নৃশংস ব্যাপারের বিবরণ প্রকটিত হয়। উক্ত সাহেব গুমসুরের যুদ্ধ শেষ হইলে এক মহাসভা আহ্বান করেন; তাহাতে সমস্ত খোন্দ-প্রধানেরা একত্রিত হয়, এবং তথায় সকলেই ইংরাজ রাজপুরুষের নিকট উষ্ণীযাদি খেলত পাইবার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কথিত সভা বোদিয়াগড়ী দুর্গের সম্মুখে এক প্রশস্ত ক্ষেত্রে আহূত হইয়াছিল। তথায় এক বৃক্ষের ছায়াতে কেম্বেল সাহেব ও তাঁহার সঙ্গী দুই চারি ব্যক্তি উপবিষ্ট হইলেন। খোন্দ-প্রধানেরা তাহাদের সম্মুখে ভূমিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শ্রেণীতে আসন-পীড়ী হইয়া বসিল; অপর খোন্দেরা তৎপশ্চাতে তামাকু সেবনে ব্যগ্র রহিল। এই অবস্থায় কেম্বেল সাহেব এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিলেন যে, ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা নরবলির কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন, এবং যাহাতে তাহা একেবারে নিবারিত হয়, ইহার নিমিত্ত খোন্দ-প্রধানদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রধানেরা এই অনুরোধ রক্ষা করিলে সভ্যতা, ভদ্রতা, দয়া, ধর্ম্ম—সকলেরই উন্নতি হইতে পারে। অতঃপর দুই তিন সভাতে এই বিষয়ের অনেক আন্দোলন হয়; তাহাতে খোন্দেরা কহে, যে নরবলি না দিলে বসুন্ধরা দুষ্ট শস্য উৎপন্ন করিবে, অকালে বৃষ্টি হইবে, বায়ু সম্পূর্ণ হানিকর হইবে, প্রজা সকল রোগগ্রস্ত হইবে, অতএব একান্ত পক্ষে সমস্ত গুমসুরে প্রতিবর্ষে এক একটি নরবলি দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কাপ্তান্ কেম্বেল তাহাতে কোন মতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে প্রত্যেক খোন্দ-প্রধান এক এক ব্যাঘ্র চর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া হস্তে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তণ্ডুল ও বারি ধারণ করত এই বলিয়া শপথ করিলেক, যে "যদ্যপি আমি অদ্যকার শপথ লঙ্ঘন করিয়া পুনরায় নরবলি দিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে পৃথিবী যেন আমাকে আর শস্য না দেয়; ধান্য যেন আমার গলরোধ করে; বারি যেন আমার দেহ নিমগ্ন করে, এবং ব্যাঘ্রে যেন আমাকে ও আমার পরিবারকে ভক্ষণ করে।" অতঃপর সকলে কাপ্তান্ কেম্বেল সাহেবের অসি স্পর্শ করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেক, এবং এক শত পাঁচ ব্যক্তি বন্দি, যাহারা বলির নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেক। কেম্বেল সাহেব তাহাদিগকে উপযুক্ত খেলত ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন, এবং তদবধি ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের দয়া ও ধর্ম্মে প্রায় এই নৃশংস ব্যাপার প্রায় রহিত হইয়াছে। কদাচিৎ দুই একটা বলির কথা শুনা যায়, কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক আর মেরিয়া বলি কুত্রাপি হয় না। সেই মহাত্মাদিগকে "ধন্য" যাঁহাদিগের উৎসাহে ও একান্ত চেষ্টায় এই পিশাচ-প্রণালী দেশহইতে দূরীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে এতদপেক্ষায় অধিক নিষ্ঠুর ব্যাপার আর নাই; ইহা নৃশংসতার চরম দৃষ্টান্ত। মনুষ্য-শরীরে দয়া ধর্ম্ম সত্ত্বে যে এ প্রকার ব্যাপারে নিবিষ্ট হইয়া মনে করে যে ঈশ্বরের প্রীতি সাধন করিতেছি, এতদপেক্ষায় আশ্চর্য্য ব্যাপার অনুভব করা কঠিন। ফলপুষ্পাদি-উপাহারদ্বারা মনুষ্য-স্বয়ং পরিতৃপ্ত হয়; এবং ঈশ্বরকে সেই উপায়ে সন্তোষিত করিতে মানস করিতে পারে। ছুরিদিয়া জীবিত মনুষ্যের মাংস কাটিলে সে অভিপ্রায় কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহা বুদ্ধির অগম্য, মূর্খতাই ইহার বিধান করিতে পারে।

VOL. 2. No. 14.

RAHASYA SANDARBHA:

A

MONTHLY MAGAZINE

OF LITERATURE, SCIENCE AND ART.

CONTENTS.

PUBLISHED BY ORDER OF THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK AND VERNACULAR LITERATURE SOCIETY, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 12, LALL BAZAR.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1864.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সূচী।

---

২ পর্ব্ব, ১৫ খণ্ড।

কলিকাতা স্কুলবুক এণ্ড বর্ণাকুলর লিটরেচর
সোসাইটীর আদেশানুসারে
বাপ্টিষ্ট মিষন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

LIST OF BOOKS PUBLISHED BY THE VERNACULAR LITERATURE DEPARTMENT.

Discount 30 *per cent. for cash.*

BENGALI.

Title	R.	A.	P.
Lamb's Tales, Dr. Roer's,	0	8	0
Matsya-Nárí,	0	2	8
China-deshiyá Bulbul,	0	1	0
Sushilá Upakhyan, Part I.	0	8	0
——— Part II.	0	4	0
——— Part III.	0	5	0
Jibrahasya, Part I.	0	3	6
——— Part II.	0	7	0
Life of Lord Clive,	0	3	0
Ganges Canal,	0	1	6
Silpic Darsan,	0	6	0
Robinson Crusoe,	0	6	0
Kutsit Hangsa-Shábak,	0	2	0
Manoramya Páth,	0	3	0
History of Rája Pratápádítya,	0	2	0
Brihat Kathá, Part I.	0	4	0
——— Part II.	0	5	0
Khagola Bibaran,	0	5	0
Sibaji Charitra,	0	8	0
Abodha,	0	1	0
Paul and Virginia,	0	6	0
Dukhini Mátá,	0	1	0
Life of Noorjahan,	0	5	0
Ahalyá Haddikár Jiban Bríttántá,	0	3	3
Mujáhid Shaw,	0	1	6
Báyu-Chatusṭayer Akhyáyika,	0	1	6
Chakmaki Báksa,	0	1	0
Baḍa Kailás, &c.,	0	1	0
Bichár,	0	1	0
Elizabeth,	0	9	0
Hita-Kathábali,	0	6	0
Jahánirá Cháritra,	0	5	0
Wild Swans,	0	1	9
"Japan opened."	0	4	0
"The Rise and Progress of the Saracens,"	0	2	6

IN THE PRESS.

Tales from Sandford and Merton.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৴০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [১৫ খণ্ড।

কাচের বাসন।
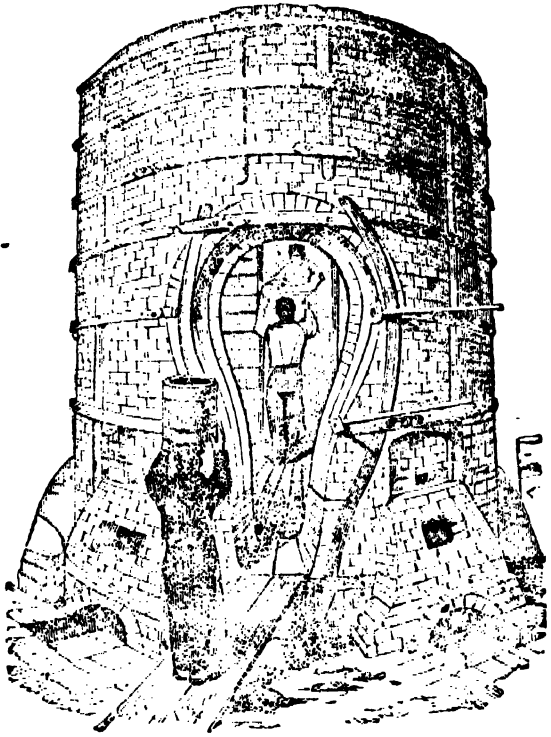
কাচের পোয়ান।
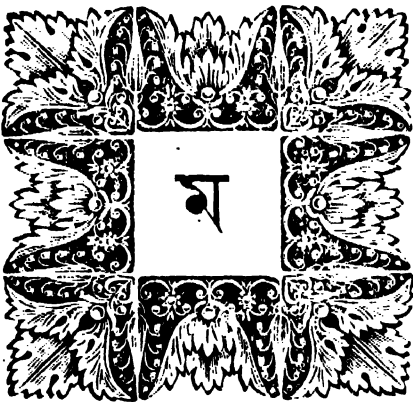
নুষ্য আদিম রূঢ় অসভ্য অবস্থায় মৃৎপাত্র—নির্ম্মাণে সক্ষম হয় না। তৎকালে তাহাদের পক্ষে বৃক্ষের পত্রই একমাত্র পাত্র,এবং তন্নিমিত্তই, বোধ হয়, ভোজন ও পানের আধার "পাত্র" নামে বিখ্যাত হইয়াছে *। তদনন্তর বা তৎসহ নারিকেলের খোল অলাবুর তুম্বা ও বৃক্ষের বল্কলাদি ঐ পাত্রের কার্য্য সিদ্ধ করে। সমুদ্রতটে বৃহৎ শম্বুক ও পশুর করোটীও অনেকের জলপাত্রের প্রতিনিধি হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলের অনেক স্থানে অদ্যাপি কোন কোন অসভ্য জাতি আছে, যাহারা এই অবস্থাহইতে উত্তীর্ণ হয় নাই। ইহার পর অগ্নিতে মৃত্তিকা দগ্ধ হইলে জলদ্বারা অক্লেদ্য হয়, এই জ্ঞান উপলব্ধ হইলেই মৃৎপাত্রের সৃষ্টি হইল; এবং উক্ত জ্ঞান মনুষ্য অতি ত্বরায়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলে অসভ্য জাতীয় মনুষ্যেরা অনেকেই মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছে। অতএব মৃত্তিকার হাঁড়ী কলশ ও কাষ্ঠের তুম্বা ও ডেও ঢাকনা প্রায় তাহাদিগের সকলেরই আছে। অতঃপর সভ্যতার যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, তত মনুষ্য প্রথম তাম্র, তৎপর পিত্তল কাংস্যের পাত্র নির্ম্মাণ করিতে থাকে। তদনন্তর রৌপ্য স্বর্ণ ও গিল্টীর বাসন প্রস্তুত করে। কোন কোন পাঠক মহাশয় মনে করিতে পারেন, যে গিল্টীর বাসনকে স্বর্ণহইতেও উৎকৃষ্ট বলায় আমাদিগের ভ্রম হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্যক্ত হইবে যে স্বর্ণপাত্র-নির্ম্মাণ করার অপেক্ষায় গিল্টী করা অনেক অংশে কঠিন। তাহাতে রসায়ন বিদ্যার জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়; সেই জ্ঞান বিরহে গিল্টী হইতে পারে না। স্বর্ণপাত্র-নির্ম্মাণে তাদৃশ জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, সুতরাং

* ব্যাকরণকারেরা রক্ষাবাচক "পা" ধাতুর উত্তর "ত্রন্" প্রত্যয় যোগে "পাত্র" শব্দ সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

তাহা তাদৃশ কঠিন নহে। ইহার সপ্রমাণার্থে আমরা স্বজাতীয়দিগের উদাহরণ দিতে পারি। পূর্ব্বকালে হিন্দুরা যে পর্য্যন্ত সভ্য হইয়াছিল,তাহাতে সুবর্ণ পাত্র অনায়াসে নির্ম্মিত হইত,কিন্তু তৎকালে কেহ গিল্‌টীর ব্যাপার সৃষ্ট করিতে পারে নাই, এবং তন্নিমিত্ত হিন্দুদিগের ভাষায় ঐ প্রক্রিয়ার প্রতিশব্দ নাই। গিল্‌টী শব্দ ইংরাজী, এবং ইংরাজদিগের নিকটহইতে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

পরন্তু মৃত্তিকার পর যে প্রকার ধাতুপাত্রের সংস্কার হইয়াছে, সেইরূপ স্থানে স্থানে মৃৎপাত্রেরও যথেষ্ট সংস্কার হইয়াছে। সেই সংস্কারের শেষ দৃষ্টান্ত কাচ। পান ভোজন ব্যবহারের নিমিত্ত তাহার সদৃশ উত্তম পাত্র আর নাই; সুবর্ণও উত্তম কাচের নিকট খর্ব্বতা স্বীকার করে। তাহার সদৃশ নির্ম্মল কোন ধাতুই হইতে পারে না। তাম্র-পিত্তলাদি সকল ধাতুই ত্বরায় কলঙ্কিত হয়, সুতরাং তাহাতে ভোজন পবিত্র হইতে পারে না। অপর তাহাতে অম্বলের স্পর্শ হইলে বিষ উৎপন্ন হয়। রজত ও স্বর্ণ কলঙ্কপ্রবণ নহে; পরন্তু তাহাও সর্ব্বদা কাচের সদৃশ নির্ম্মল থাকে না, ও তাহার উপর ছুরিকাদ্বারা কোন দ্রব্য কাটিলে ঐ পাত্র অঙ্কিত হয় বা কাটিয়া যায়। অধিকন্তু তদুভয়ের মূল্য অধিক; অত্যন্ত ধনীভিন্ন সাধারণের পক্ষে তাহার ব্যবহার দুর্ঘট; তৎসম্বন্ধে দস্যু ও চৌর্য্যের ভয়ও প্রধান। কাচের সম্বন্ধে ইহার কোন আপত্তিই সম্ভবে না। কাচ এতাদৃশ কঠিন যে তাহার উপর ছুরিকাদ্বারা দ্রব্য কাটিলে তাহাতে কোন চিহ্ন লাগে না। এমত কোন দ্রাবক নাই, যাহা মনুষ্য ব্যবহারে নিযুক্ত হয় যদ্দ্বারা কাচ জীর্ণ হইতে পারে; ও উত্তম কাচ সুচিত্রিত হইলে দেখিতে এতাদৃশ সুন্দর যে সুবর্ণহইতে কনিষ্ঠ বোধ হয় না। অধিকন্তু তাহার মূল্য এতাদৃশ স্বল্প যে অনেকেই তাহা ব্যবহার করিতে পারে। পবিত্রতা বিষয়েও শাস্ত্রে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মাধবকর আপন গ্রন্থে পানপাত্র-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে

"পবিত্রং শীতলং পাত্রং ঘটিতং স্ফটিকেন যৎ।
কাচেন রচিতং তদ্বৎ তথা বৈদুর্য্যসম্ভবং॥"

পরন্তু ইহা বলা কর্ত্তব্য যে মৎস্যশূক্তত্রে কাচপাত্রে ভোজনের নিষেধ আছে, কারণ তাহাতে দরিদ্রতা হয়।

"ক্ষয়ী ভবতি তাম্রে চ কাচপাত্রে দরিদ্রতা।"

কাচের বিরুদ্ধে এক আপত্তি আছে, যে তাহা এতদ্দেশের পদার্থ নহে; চীন দেশহইতে আনীত না হইলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু কাচ যে পদার্থে নির্ম্মিত হয় তাহা এতদ্দেশে অপ্রাপ্য নহে; এবং উদ্যোগ করিলে কাচ-নির্ম্মাণ করাও কোনমতে কঠিন নহে; কেবল যে কারণে হিন্দুরা নানা প্রকারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই কারণেই কাচ প্রস্তুত হইতেছে না; তাহার অপনয়ন হইলেই কাচ প্রস্তুত হইতে পারে। সেই কারণের নাম "অনুৎসাহিতা।" ঐ অনুৎসাহিতা সকল উদ্যমের প্রতিদ্বন্দ্বী—সকল সৎসঙ্কল্পের সংহারক। যে কোন ভদ্র কর্ম্মে হিন্দুরা উদ্যত হয় তাহাতেই অলসতা ও বৈরাগ্য আসিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করে; তন্নিমিত্তই তাহারা সকল কর্ম্মে অক্ষম হইয়াছে, এবং তাহার নিরাকরণ হইলেই, প্রচুর কাচ প্রস্তুত অল্প কথা, বঙ্গদেশে সকল মঙ্গল সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রাচীন হিন্দুরা কাচনির্ম্মাণে সক্ষম ছিলেন কি না, ইহার প্রমাণ নাই; প্রত্যুত কাচ শব্দই সংস্কৃত মূলক কি না, তাহা সন্দেহনীয়। অভিধানে কাচ শব্দে এক প্রকার মৃত্তিকাকে লক্ষ করে, এবং তাহার পর্য্যায়ে ক্ষার শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্তু ক্ষার মৃত্তিকাকেই কাচ কহে, বা তাহা অন্য কোন মৃত্তিকা,তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। সামান্য

ব্যবহারে কাচশব্দে কেহ কেহ গেলাস, কেহ বা চীনের বাসনের নির্দ্দেশ করেন। পরন্তু নেত্রে এক প্রকার রোগ হয় তাহাতে চক্ষুর বর্ণ অণ্ডের শ্লেষ্মার সদৃশ হয়,; সেই রোগের নাম 'কাচ,' এবং তদ্দৃষ্টে আমাদিগের বোধ হয়, প্রাচীন হিন্দুরা ঐ শ্লেষ্মা-সদৃশ- বর্ণ-বিশিষ্ট চীনের বাসনকে বর্ণ-সাদৃশ্য-প্রযুক্ত কাচ কহিতেন; এই ক্ষণে ভ্রমবশতঃ গেলাসও কাচ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বোধের সহায়তায় দৃষ্ট হইতেছে, যে হিন্দী ভাষায় কাচ শব্দে চীনের বাসনকে লক্ষ্য করে, এবং গেলাস বিজ্ঞাপনার্থে "শীশা" শব্দ ব্যবহৃত হয়।

কাচের আদিম জন্মস্থান চীনদেশ। পরন্তু এই ক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের অনেক স্থানে উহা উত্তমরূপে প্রস্তুত হইতেছে; এবং ফরাসিস দেশের সেবর্স্-নামক নগরে যে কাচ হয়, তাহা কোন২ ধর্ম্মে চীনের কাচহইতে উৎকৃষ্ট বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কাচ সেবর্স্ ও বর্লিন্ নগরের কাচ অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট ছিল; এইক্ষণে তাহার অনেক উত্তমতা সিদ্ধ করা হইতেছে। পরন্তু এবিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানের নিমিত্ত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কাচ শব্দ এইক্ষণে জাতিবাচকরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং শুক্লবর্ণ মৃৎপাত্র মাত্রকে ঐ শব্দে লক্ষ করা যায়,অথচ পদার্থ ও প্রক্রিয়া ভেদে শুক্ল মৃৎপাত্রের নানাজাতি হইতে পারে; অতএব সমস্ত মৃৎপাত্রের শ্রেণীভেদ না করিলে কাচের প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধ হয় না। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করিয়া মৃৎপাত্রের পদার্থেরও অবস্থার ভেদে তৎসমুদয়কে পঞ্চ শ্রেণীতে বিভাগ করেন।

১। যে সকল পাত্রের পদার্থ সর্ব্বত্র সমঘন নহে, অর্থাৎ যাহার গাত্রের স্থানে২ গাঁইটের ন্যায় মৃত্তিকার ডালা থাকে; যাহার লাল কি কোন ঘোর বর্ণ থাকে; যাহা অত্যন্ত কোমল অর্থাৎ ছুরিকাদিদ্বারা অনায়াসে ছেদ করা যায়; যাহা সচ্ছিদ্র ও শোষক; যাহা আহত হইলে ধাতুবৎ শব্দ হয় না, বা অত্যল্প হয়; যাহাতে বর্ণক লাগে না; এবং যাহা অস্বচ্ছ, তাহা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হয়। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ইট ও টাইলের উল্লেখ করিতে পারি; কারণ তৎসকলের মৃত্তিকা এপ্রকারে ছানা যায় না, যে তাহার সর্ব্বত্র সম-ঘনতা প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা মৃদু ও অনায়াসেই কাটা যাইতে পারে, তাহা ছিদ্রে পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত শোষক; সুতরাং ইহাতে জল রাখা যাইতে পারে না।

২। পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা উত্তমরূপে ছানিয়া তাহার সর্ব্বত্র সমঘন করিয়া পাত্র বানাইলে তাহার শোষকতার কিয়দংশের লাঘব হয়, এবং ইহার উপর বর্ণকও লাগিতে পারে; সেই বর্ণক দিলে শোষকতার নিবারণ হয়। ঐ পাত্রে জল রাখিলে তাহা উহার দেহ ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে নির্গত হয় না। পরন্তু ইহা তাপসহ নহে; তাপের ঈষদ্ আধিক্য হইলেই ইহা গলিয়া ঝামা হইয়া যায়; এবং ঘনতার অভাবপ্রযুক্ত ইহা অত্যন্ত ভঙ্গুর হয়, ও অনায়াসেই ভাঙ্গিয়া যায়; এবং সচ্ছিদ্রতা প্রযুক্ত ইহাতে সস্নেহ পদার্থ রাখিলে তাহা ঐ ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাত্রকে মলিন করে, এবং সে মলা আর ধৌত করা যায় না। ভারতবর্ষে এইরূপ পাত্রই প্রচুর প্রস্তুত হয়, এবং তন্নিমিত্তই তাহাতে এক বারের অধিক ভোজন করিবার নিষেধ হইয়াছে। এই জাতীয় পাত্রের বর্ণ প্রায় গৈরিক হইয়া থাকে, পরন্তু কোন অঙ্গার-বিশিষ্ট মৃত্তিকায় কৃষ্ণাভাও দেখা যায়। ঐ গৈরিক বর্ণের কারণ এই যে সামান্য মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে লৌহের কলঙ্ক অর্থাৎ মরিচা আছে; সেই মরিচা মৃত্তিকার ফুট, অর্থাৎ সুবর্ণে যে প্রকারে সোহাগা দিলে শীঘ্র গলিয়া যায়, সেইরূপ মৃত্তিকায় মরিচা দিলে তাহা শীঘ্র গলিয়া যায়। অপর ঐ মরিচার বর্ণেই প্রস্তুত পাত্রের বর্ণ গৈরিক হইয়া থাকে।

৩। যে মৃত্তিকায় লৌহ-মরিচার ভাগ অল্প তাহা শীঘ্র গলে না; তথা উগ্রতাপে দীর্ঘকাল থাকিলে অত্যন্ত দৃঢ় হয়। পরন্তু তাহা নির্ম্মল না হওয়া প্রযুক্ত, তাহাদ্বারা উৎপন্ন পাত্র কোন না কোন বর্ণ বিশিষ্ট হয়। ইহার পদার্থ ঘন, শব্দন বা শব্দকর, শার্কর অর্থাৎ দানাবিশিষ্ট, এবং এ প্রকার দৃঢ় যে ছুরিকায় ইহার গাত্রে চিহ্ন হয় না। এ প্রকার পাত্রে যে বর্ণক দেওয়া যায় তাহা লবণদ্বারা সিদ্ধ হয়। মগাই জালা, জুতার কালীর বোতল, চীনের মোড়া প্রভৃতি পদার্থ এই জাতীয় মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত।

৪।৫। পূর্ব্বোক্ত তিন জাতীয় দ্রব্য 'মৃৎপাত্র' নামে বিখ্যাত। এইক্ষণে বক্তব্য জাতিদ্বয়ের নাম কাচ। ইহরা উভয়ে এক প্রকার শাদা তীলক-মাটির সদৃশ 'কায়োলিন' নামক শুক্ল মৃত্তিকায় প্রস্তুত হয়। ঐ পাত্রসকলের সর্ব্বাঙ্গ এক প্রকার ঘন এবং এতাদৃশ দৃঢ় যে ইস্পাতদ্বারা আহত হইলে তাহাহইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। পরন্তু ইহার এক জাতীয় পদার্থ অস্বচ্ছ; অপর জাতীয় পদার্থ গোমেদমণির ন্যায় স্বচ্ছ; একের মধ্য দিয়া অপর পার্শ্বের কিছুই দেখা যায় না; অপরের মধ্য দিয়া অপর পার্শ্বের আলোক ও ছায়া দৃষ্ট হয়; কিন্তু কোন পদার্থের অঙ্গ স্পষ্ট অনুভূত হয় না। এই শেষোক্ত পদার্থই প্রকৃত "কাচ।" চীনদেশে ইহাই প্রথম উৎপন্ন হয়, এবং ইহারই নিমিত্ত উক্ত কাচমাত্রই "চীনের বাসন" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইংরাজী সামান্য ভোজনপাত্র-সকল প্রথম-প্রকার কাচে নির্ম্মিত হয়। গত শতাব্দীতে উহা প্রথম প্রস্তুত হয়, এবং মহারাণী শার্লোট্ তাহার অত্যন্ত সমাদর করেন বলিয়া তাহা "কুইন্স্ ওয়্যার" অর্থাৎ "রাণীর পাত্র" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অপর প্রকার অর্থাৎ ঈষৎস্বচ্ছ কাচ "পোর্সিলেন" নামে বিদিত। শঙ্খ যে প্রকার ঈষৎ স্বচ্ছ, শুক্ল ও চিক্কণ, ইহাও অবিকল তদ্রূপ; এবং স্পানীয়দিগের ভাষায় এক প্রকার শঙ্খের নাম "পোর্সেলা" তাহাহইতে এই কাচের নাম পোর্সিলেন হইয়াছে। প্রক্রিয়াভেদে এই দুই-প্রকার কাচের অনেক জাতিভেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার নির্দ্দেশ করা এই প্রস্তাবের অভিসন্ধেয় নহে। অতএব আমরা এস্থলে কেবল প্রধান দুই জাতীয় কাচকে "সামান্য কাচ" ও "প্রকৃত কাচ" বা "পোর্সিলেন কাচ" নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদের প্রস্তুত করিবার প্রকরণ প্রস্তাব-নিবদ্ধ করিব।

কথিত দুই প্রকার কাচই একজাতীয় মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়; তাহার নাম কায়োলিন। পরন্তু পোর্সিলেন কাচের কায়োলিন সামান্য কাচের কায়োলিনহইতে অনেক অংশে পরিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। এই কায়োলিন গুলিয়া কাদা করিলে তাহাতে আঠা হয় না, এই প্রযুক্ত তাহার সহিত অপর এক প্রকার মৃত্তিকা মিশ্রিত করিতে হয়। ঐ মৃত্তিকা দেখিতে ঈষৎনীল বর্ণ এবং অত্যন্ত আঠাবিশিষ্ট; আমরা তাহাকে "আঠাল মৃত্তিকা" বলিয়া নিরূপিত করিব। এই মৃত্তিকা কেবল ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হয়, ইউরোপের অপর খণ্ডে ইহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। ইংলণ্ডে করণ্ওয়াল-প্রদেশীয় এক-প্রকার প্রস্তরও পোর্সিলেন প্রস্তুত করণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যত্র তাহারও ব্যবহার প্রচলিত নাই। অতএব এতদ্দ্বয় অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ নহে। পরন্তু সর্ব্বত্রই নির্ম্মল চকমকির পাথর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তদ্ভিন্ন কাচ হইতে পারে না। এই প্রস্তর লইয়া প্রথমতঃ এক পাঁজায় দগ্ধ করিতে হয়। তাহাতে তাহা শুক্লবর্ণ ও চূর্ণনীয় হয়। তদনন্তর তাহা চূর্ণ করা আবশ্যক; তাহা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম, যেহেতু চকমকীর পাথর দগ্ধ হইলেও অত্যন্ত কঠিন থাকে। এই কর্ম্মের নিমিত্ত এক প্রকার প্রবল ঢেঁকী আছে; যন্ত্রদ্বারা তাহা সঞ্চালিত হইলে তদ্দ্বারা কথিত

প্রস্তর ভগ্ন হইয়া ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড হয়। অতঃপর তাহা লইয়া অপর এক যন্ত্রে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়। ঐ যন্ত্রের অবয়ব নিম্নে মুদ্রিত হইল। তাহার প্রধান অঙ্গ এক বৃহৎ প্রস্তরচক্র; তাহা অপর এক প্রস্তরের উপর চালিত হইলে তাহার ভারে নিম্নস্থ প্রস্তরের উপর যে পদার্থ থাকে তাহা একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়।
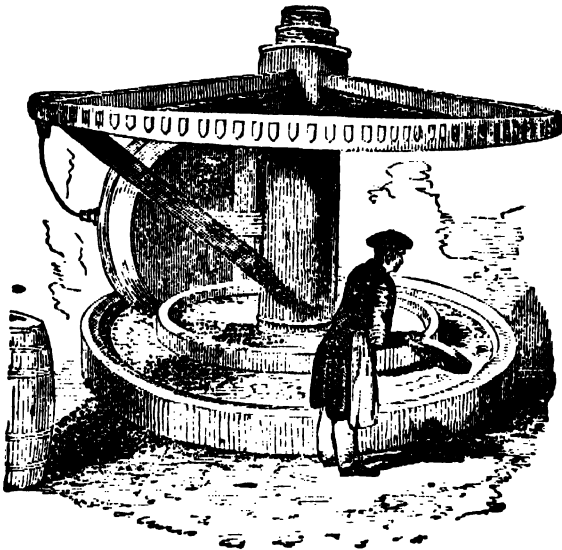
চকমকীর প্রস্তর চূর্ণ করিবার যন্ত্র।

এই যন্ত্র মধ্যে ভগ্ন চকমকীর পাথর দিয়া যন্ত্র ঘূর্ণিত করিলে ঐ প্রস্তর একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়; কেবল যে সকল প্রস্তর খণ্ড এক পার্শ্বে পতিত হয়, তাহা রক্ষা পায়; ঐ খণ্ডসকল সরাইয়া দিবার নিমিত্ত এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ হাতা লইয়া তাহা সরাইয়া দিতে থাকে। এই প্রকারে প্রস্তর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধূলিবৎ হইলে তাহা এক কুণ্ডে ফেলিয়া জলে গুলিতে হয়। তাহাতে ঐ ধূলি মধ্যে যে সকল কর্কর রেণু থাকে, তাহা কুণ্ডতলে পড়িয়া যায়, এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধূলি জলে মিশ্রিত হইয়া জলকে দুগ্ধবৎ শুক্ল করে। এই জল অপর কুণ্ডে ফেলিয়া রাখিলে ক্রমশঃ ঐ প্রস্তর ধূলি কুণ্ডতলে জমিয়া যায়। এই জমা পদার্থ কাচ বানাইবার যোগ্য।

চকমকীর পাথরের চূর্ণ প্রস্তুত হইলে কায়োলিন মৃত্তিকাকেও পূর্ব্ববৎপ্রকারে ধৌত করিতে হয়। উভয় মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে চকমকী প্রস্তরের ৩৩ ভাগ, কায়োলিন মৃত্তিকা ৪০ ভাগ, আঠাল মৃত্তিকা ১০ ভাগ, এবং ফেলস্‌পার নামক প্রস্তরের চূর্ণ বা দগ্ধাস্থি চূর্ণ ১৭ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্দ্দম প্রস্তুত করিতে হয়। পরে ঐ কর্দ্দমে প্রচুর জল দিয়া তাহাকে ঘোলের ন্যায় পাতলা করিতে হয়। সকল কায়োলিন মৃত্তিকা তুল্য হয় না, এই প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের অনেক তারতম্য হইয়া থাকে; অধিকন্তু দেশভেদে প্রাগুক্ত দ্রব্যেরও ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার বিশেষ এস্থলে লেখা বাহুল্য। বস্তুতঃ চকমকীর পাথর ও কায়োলিন সর্ব্বত্রই প্রয়োজনীয়, এবং সর্ব্বত্রই মৃত্তিকা সকল মিশ্রিত করিয়া ঘোলের ন্যায় পাতলা করিতে হয়; তদ্ভিন্ন সকল প্রকার মৃত্তিকা উত্তম রূপে একত্র মিশ্রিত হয় না। ঐ মিশ্রণ কার্য্য সিদ্ধ হইলে এক উত্তপ্ত কুণ্ডে ঐ ঘোলবৎ পদার্থ দীর্ঘকাল রাখিতে হয়; তাহাতে তাহা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া দৃঢ় কর্দ্দম সদৃশ হয়। ইহাই পাত্রাদি নির্ম্মাণের উপযুক্ত।

কর্দ্দমহইতে ঘটাদি গোলাকার পাত্র নির্ম্মাণার্থে কুমারের চাক প্রসিদ্ধ যন্ত্র; কি ভারতবর্ষ কি ইউরোপ-খণ্ড সর্ব্বত্রই ইহা পূর্ব্বাপর বিখ্যাত আছে। ঐ চক্রদ্বারা কি প্রকারে স্থূল মৃৎপিণ্ডহইতে কুম্ভকারের কৌশলে নানা-অবয়ব-বিশিষ্ট পাত্রসকল উৎপন্ন হয় তাহা সকলেই দেখিয়াছেন, অতএব তাহার বিবরণে-প্রস্তাব বাহুল্য করা বিধেয় নহে। পরন্তু চাকে যে সকল পাত্র হয় তাহার আয়তন গোলাকার হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার অবয়ব-বিশিষ্ট পাত্র প্রয়োজন হইলে চাকের সাহায্য বিফল হয়। গোল পাত্রের হাতল বানাইতে ও তাহার অঙ্গে কোন অলঙ্কার সংযোগ করিতে হইলেও চাক নিষ্ফল। তদর্থে ছাঁচের প্রয়োজন; তাহা বিলাতে প্লাষ্টরপারিস্ নামক

এক প্রকার খড়ী মাটিতে নির্ম্মিত হয়। ঐ ছাচে পূর্ব্বোক্ত কাচের মৃত্তিকা দধির ন্যায় ঘন করিয়া ঢালিয়া দিলে ক্রমশঃ জমিয়া ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়; তন্নিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। হাতল বা অলঙ্কার এই প্রকারে ছাঁচে প্রস্তুত হইলে তাহা-দ্রব মৃত্তিকা দিয়া গোল পাত্রের গায়ে সংলগ্ন করিতে হয়। নিম্নে ছাঁচ ও হাতল সংলগ্ন-করণ প্রক্রিয়ার চিত্র মুদ্রিত হইল; তদ্দৃষ্টে এতদুভয় কার্য্যের স্পষ্ট জ্ঞান অনুভূত হইবে।

কাচেরপাত্রে হাতল সংযোগ করণ।
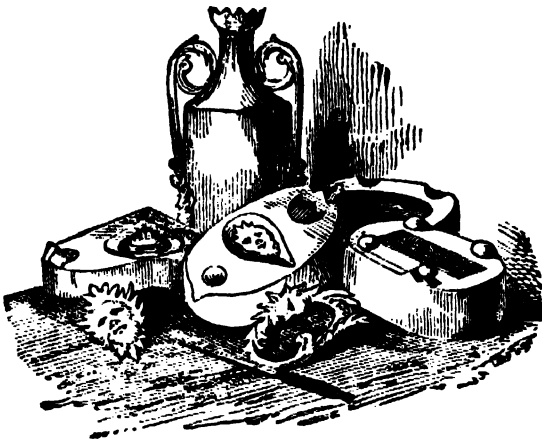
কাচের ছাঁচ।

পূর্ব্ব বর্ণিত প্রকারে কাচ পাত্র প্রস্তুত হইলে তাহা দগ্ধ করা আবশ্যক; এবং তন্নিমিত্ত সুদৃঢ় পোয়ানের প্রয়োজন। এতদ্দেশে যে প্রকারে মৃৎপাত্র দগ্ধ করিবার পোয়ান প্রস্তুত করা হয়, তাহা কোনমতে প্রশস্ত নহে। তাহাতে যে উত্তাপ হয় তাহাতে কাচ সুতপ্ত হইতে পারে না, এবং তাহা অনায়াসে ভগ্ন হইতে পারে। ইউরোপীয় কুম্ভকারেরা তন্নিমিত্ত সুদৃঢ় ইষ্টকের প্রাচীর দিয়া পোয়ান নির্ম্মিত করে, এবং তদুপরি লৌহের বেড় দিয়া প্রচুর দৃঢ়ত্ব সিদ্ধ করে। এই প্রকার পোয়ানের প্রতিরূপ প্রস্তাব প্রারম্ভে মুদ্রিত হইয়াছে; তদ্দৃষ্টে উহার অবয়ব অনুভূত হইবে। এই পোয়ানের চতুর্দ্দিগে ছয় বা সাতটি চুল্লী থাকে, তাহার অগ্নিশিখা পৃথক্ পৃথক্ ছিদ্রদ্বারা পোয়ান মধ্যে আনীত হয়। ঐ পৃথক্ ছিদ্র করিবার অভিপ্রায় এই যে পোয়ান-মধ্যে অগ্নির তাপ তুল্যরূপে বিস্তারিত হইতে পারে। নিম্নস্থ চিত্রে পোয়ানের তল কি প্রকারে নির্ম্মিত করিতে হয়, তাহার অবয়ব দৃষ্ট হইবে।
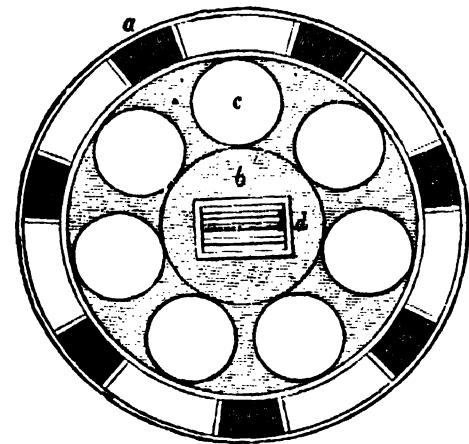
কাচের পোয়ানের তলা।

যদিচ কথিত শিখাদ্বারা মৃৎপাত্র সকল দগ্ধ হয়, তত্রাপি ঐ শিখা পাত্রে স্পর্শ করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ, যেহেতু তাহা হইলে শিখার ধূমে কাচপাত্রের শুক্ল বর্ণের হানি করিতে পারে। অপর

ঐ ধূমের সহিত যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে তাহা পাত্রের গলিত অঙ্গে সংলগ্ন হইলে তাহার মশৃণত্বের বিনাশ করিবে।

এই বিঘ্নের নিবারণার্থে আঠাল মৃত্তিকায় এক-প্রকার গোল বৃহৎ মুচী বানাইতে হয়; তন্মধ্যে অভিপ্রেত পাত্রসকল আবৃত করত তাহা পোয়ান মধ্যে স্তম্ভাকারে সাজাইয়া দগ্ধ করিলে পাত্র-সকলে কেবল মাত্র উত্তাপ লাগে, ধূম, ভস্ম, কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। এই গোল মুচী ও তাহাতে কি প্রকারে পাত্র সাজাইতে হয়, তাহার আদর্শ নিম্নস্থ চিত্রে দৃষ্ট হইবে।

মুচীমধ্যে কাচপাত্র সংস্থাপন।

কাচের পোয়ান জ্বালাইতে কাষ্ঠই প্রসিদ্ধ ইন্ধন। তদর্থে পাথরিয়া কয়লা অপ্রশস্ত, যেহেতু তাহার দগ্ধ-হওন-সময়ে প্রচুর ধূম ও আলকাতরার বাষ্প নির্গত হয়, তাহাতে সমস্ত পাত্র মলিন হইবার সম্ভাবনা। অপর ঐ কাষ্ঠ দেবদারুর ন্যায় লঘু হইলে বিশেষ প্রশস্ত হয়। ইহাতে যে উত্তাপ হয়, তাহা প্রথম সামান্য বোধ হয়, কিন্তু পোয়ানের গড়নের সাহায্যে ও ধূঁয়াঘরের আকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে পোয়ান-মধ্যে এতাদৃশ উত্তাপ হয়, যে তাহাতে এতদ্দেশীয় মৃৎপাত্র রাখিলে তাহা গলিয়া জলের ন্যায় বহিয়া যায়। ঐ উত্তাপে কাচপাত্র দেড় দিবসকাল থাকিলে সুদগ্ধ হয়। তৎপরে দুই দিবসকাল স্নিগ্ধ হইলে কাচপাত্র দেখিতে শুক্ল পাষাণের ন্যায় বোধ হয়, এবং কুম্ভকারেরা তাহাকে "বিস্কিট্" নামে বিধান করে, যেহেতু তৎকালে তাহার বর্ণ ও প্রকৃতি বিস্কিট নামক ইংরাজী খাদ্যের সদৃশ থাকে।

কাচপাত্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিস্কিটরূপে পরিণত হইলে পর তদুপরি অভিপ্রায়ানুসারে বিবিধ বর্ণে চিত্র করা হইয়া থাকে। ঐ চিত্র যৎসামান্য হইলে স্থূল তুলীদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। চিত্রসকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিতে হইলেও উত্তম চিত্রকরে তাহা হস্ত ও তুলিদ্বারা সিদ্ধ করে। পরন্তু অল্প ব্যয়ে সাধারণ সূক্ষ্ম করিতে হইলে প্রথমতঃ কোমল কাগজে এক পুরু সাবান মাখাইয়া শুষ্ক করিতে হয়। তৎপরে অভিপ্রেত চিত্রসকল মুদ্রাযন্ত্র-সহকারে তৈলবর্ণে ঐ কাগজের উপর ছাপিয়া সেই কাগজ বিস্কিট-পাত্রে হস্ত ও বস্ত্রের সাহায্যে চাপিয়া দিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত শোষক বিস্কিট পাত্র সমস্ত বর্ণ শুষিয়া লয়। তদনন্তর এপাত্র জলে ধৌত করিলে কাগজের সাবান ভিজিয়া কাগজ পৃথক্ হইয়া যায়, কিন্তু চিত্রের সমস্ত বর্ণ পাত্রোপরি লিপ্ত থাকে। এই সকল চিত্রের বর্ণ নানাপ্রকার ধাতুর ভস্মেই সিদ্ধ হয়। তন্মধ্যে লৌহ-ভস্মে লাল কটা কাল এবং হরিদ্রা বর্ণ, তাম্র-ভস্মে সবুজ এবং লাল, রজত-ভস্মে গোলাবী, ও স্বর্ণ ভস্মে বেগুনিয়া বর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল ভস্ম তৈলে মিশ্রিত করিলেই বর্ণ প্রস্তুত হয়।

অতঃপর বিস্কিট পাত্রে বর্ণক মাখান আবশ্যক

ঐ বর্ণকের উৎপাদনার্থে প্রথমতঃ কায়োলিন মৃত্তিকা স্ফটিক বা কোয়ার্টজ্ প্রস্তর ও ফেলস্পার নামক প্রস্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চূর্ণ ও ধৌত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়; এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণে তাহা গুলিয়া ঘোলের সদৃশ পাতলা করিলে তাহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। কিঞ্চিট অবস্থায় কাচ পাত্র ঐ বর্ণকে নিমজ্জিত করিলে কিঞ্চিৎ বর্ণক ঐ পাত্রের শোষকগুণে তাহাতে লাগিয়া যায়, এবং পরে তাহা গলিয়াই বর্ণক সিদ্ধ করে। সকল পাত্র এই রূপে বর্ণকাবৃত হইলে তাহা এক উত্তপ্ত গৃহে রাখিয়া তিন চারি দিন শুষ্ক করিতে হয়। অবশেষে তাহা উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পাত্র সকল পুনরায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মুচীর মধ্যে আবৃত করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ দীর্ঘকাল অপর এক পোয়ান মধ্যে দগ্ধ করিতে হয়। ঐ পোয়ান পূর্ব্বপ্রদর্শিত পোয়ানহইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্, তাহার অবয়ব নিম্নে দৃষ্ট হইবে। তাহাতে বর্ণক দ্রব হইয়া পাত্র সকলকে এক প্রকার নির্ম্মল দ্রব গেলাসে আবৃত করে; এবং তাহাতেই কাচ পাত্রের অসাধারণ চিক্কণত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ গেলাশ ইস্পাতহইতেও কঠিন, সুতরাং ছুরিকাদ্বারা তাহা চিহ্নিত হয় না, অথচ স্বচ্ছ হওয়া প্রযুক্ত তাহার নিম্নে যে সকল চিত্র থাকে তাহা উজ্জ্বল ও মনোহর বোধ হয়।

অস্বচ্ছ কাচ পূর্ব্ববৎ প্রকারে নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহার কায়োলিন মৃত্তিকা পরিশুদ্ধ নহে, এবং তাহাতে দগ্ধাস্থি বা কোন প্রকার খারবিশিষ্ট দ্রব্য দেওয়া যায় না। এই প্রযুক্ত তাহা স্বচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয় না। অপর তাহার বর্ণক অনায়াসে গলনীয় শীশক বা অন্য ধাতুভস্মে প্রস্তুত হয়; অতএব তাহার দগ্ধ করণে তাপেরও আধিক্য লাগে না। স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ কাচ প্রস্তুত করণে এতদ্ভিন্ন অপর কএক প্রক্রিয়া-ভেদ আছে; কিন্তু তাহার বিস্তার বর্ণনার্থে এ প্রস্তাবে স্থানের অভাব, অতএব এই স্থলেই ইহার উপসংহার করা গেল।

দীনকৃষ্ণদাস।

আমাদিগের পাঠকেরা পাছে "উড়িয়া কবিতা" এই শিরোভূষণ দৃষ্টে বিরক্ত হন, এজন্য আমরা উপস্থিত প্রস্তাবের শিরোভাগে "দীন কৃষ্ণ দাস" ইতি নামাক্ষর প্রদান করিলাম। একথা বলা বাহুল্য, উড়িয়া দেশের কোন কথা এই ক্ষণে জনসমাজে উপস্থিত করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়; উড়িয়া শব্দ বীভৎস-রসের উদ্দীপক হইয়াছে! ফলে বাঙ্গলাদেশের অপেক্ষা উৎকল দেশের এক সময়ে প্রভূত পরাক্রম ছিল; এক

সময়ে উৎকলীয় লোকেরা বাঙ্গলাদেশের উত্তমাংশকে স্বকরতলে আনিয়াছিল, এবং বাঙ্গলা, দেশের সহিত তুলনায় উৎকলদেশ স্বল্পকালমাত্র পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে।

নীতিবেত্তাগণ নির্ণয় করিয়াছেন, যে জাতি যে সময়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, সেই সময়ে তদ্দেশে শরীর ও মানসের সুখ বিধানকারি কলাকলাপ উৎকর্ষ লব্ধ হইতে থাকে। পরাধীনতায় শরীর এবং মনের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে, সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহে কোন সুখকর বিষয়ের উন্নতি-সাধন হইতে পারে না। অতএব উৎকলদেশে স্বাধীনতার সংস্থাপন যদ্যপি বহুকাল ব্যাপি এমত সপ্রমাণ হয়, তবে তদ্দেশে কলাকলাপের সমুন্নতি হওয়া অবশ্যই প্রতীক্ষণীয়। ফলতঃ উক্ত দেশের বিবরণ প্রতিদিন যত সুগোচর হইতেছে, ততই তদ্দেশের পূর্ব্বতন প্রতিভা প্রকাশ পাইতেছে। বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা উৎকল দেশে পরিভ্রমণ করিলে বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। উৎকলে অদ্যাপি যে সকল পর্ব্বতপ্রমাণ দেবমন্দিরাদি আছে, তাহাতে তদ্দেশীয় লোকের স্থাপত্য-বিদ্যা-সম্বন্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। পুরুষার্থ-বিধায়ক কলাকলাপের মধ্যে গৃহনির্ম্মাণবিদ্যা যেরূপ গরিমাভাজন কবিতা তদিতর নহে, বরং কোন কোন মহাশয়ের মতে তদপেক্ষা উচ্চতর পদবীতে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে পূর্ব্বতন কালের উৎকলীয়েরা যদ্যপি স্থাপত্য বিদ্যায় বিচক্ষণতা লাভ করিয়া থাকে, তবে কবিতাকলায় যে নিতান্ত অপটু ছিল ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। আমরা এই বিষয়ের অনুসন্ধানে এইক্ষণে প্রবৃত্ত আছি, তন্মধ্যে যত দূর প্রবিষ্ট হইতেছি, ততই ইহা নিঃসন্দেহে প্রতীত হইতেছে যে বাঙ্গলা-কবিতা-জননের অনেক পূর্ব্বে উৎকলীয় ভাষায় কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বাঙ্গালী পূর্ব্বতন কাব্যকারদিগের অপেক্ষা উৎকলীয় কবিরা হীনকল্প নহেন, বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের প্রাধান্য দেখা যায়। উৎকল কবিদিগের মধ্যে কেহ কেহ ৩০—৪০ খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত মহাভারত রামায়ণ এবং ভাগবতাদি গ্রন্থ বহুকাল পূর্ব্বে উৎকলীয় গদ্যে বিন্যস্ত হইয়াছে। আমরা উৎলীয়-কবিতা-বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া দীনকৃষ্ণদাসের চরিত্র এবং কবিতা-শক্তি-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি।

প্রবাদ আছে, দীনকৃষ্ণদাস রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অসাধারণ ক্ষমতা-বিশিষ্ট পূর্ব্বতন ব্যক্তিদিগের জন্মপ্রকরণ কস্মিন্‌কালেই প্রায় যথাবৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লোকসকল তাঁহাদিগের দৈবশক্তির অর্চ্চনাছলে তাঁহাদিগের জন্ম মৃত্যু প্রভিতিও দৈবী সঙ্ঘটিত করিয়া দেয়। দীনকৃষ্ণদাসের জন্মকাণ্ডও অলৌকিক ঘটনায় আচ্ছন্ন। ইনি কুলস্ত্রীর গর্ব্ভজাত নহেন। অপ্রকাশ নাই, ভারতবর্ষে পুরাকালে দেবমন্দিরাদিতে এক জাতি বারাঙ্গনা নাট্যক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিত। এই ক্ষণেও দক্ষিণ দেশে এই রীতি প্রবাহিত আছে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথমন্দিরে নিযুক্ত নর্ত্তকীরা "মাহারী" আখ্যায় বিখ্যাত। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, তাহারা কৌমারাবস্থায় প্রত্যহ যামিনীযোগে জগন্নাথের সেবা পরিচর্য্যায় যথাপর্য্যায়ে নিবেশিত হইত। কেহ জগন্নাথের অঙ্গে চন্দনলেপন করিত, কেহ চামর-ব্যজনে, কেহ বাদ্য বাদনে, কেহ কেহ জগন্নাথের সুখনিদ্রা-কর্ষণার্থ গীতগাথনি নৃত্য-রঙ্গে নিশীথ অতিবাহিত করিত। উক্ত কর্ম্মে অদ্যাপি মাহারীগণ নিযুক্ত আছে, কিন্তু উল্লিখিত কৌমারাবস্থার নিয়ম নাই। বলা বাহুল্য, দীনকৃষ্ণদাস এবম্প্রকার এক দুর্ভাগার পুত্র। কথিত

আছে, দীনকৃষ্ণদাসের মাতার নাম রত্নকলা। রত্নকলা কৌমার-বিগতে নিশাযোগে জগন্নাথ-সেবায় প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইলে দিবা-যামিনী জগন্নাথের চরণে চিত্তার্পণ করিয়া কালযাপন করিতে থাকিল; কহিল, "যে স্থলে তচ্চরণে কৌমারসমর্পণ করিয়াছি, সেস্থলে আমার যৌবনে তদ্ভিন্ন অন্যের স্বামিত্ব অর্হিতে পারে না।" এই রূপে কিছুকাল গত হইলে তাহার গর্ভে দীনকৃষ্ণদাসের জন্ম হয়; এই নিমিত্ত দীনকৃষ্ণকে জগন্নাথের পুত্র বলিয়া প্রবাদ হয়। তিনি স্বীয় বামনমূর্ত্তি পিতার ন্যায় হস্ত পদাদি কুণ্ঠিত এবং মূক ছিলেন। রত্নকলা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া জগন্নাথ মন্দিরে লইয়া গিয়া এক পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া স্বয়ং সজলনয়নে জগন্নাথের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, এবং সন্তানের দুরদৃষ্ট জন্য আর্ত্তনাদ করিত। একদা জগন্নাথ যোগীরূপে সহসা তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বালকের হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিবামাত্র তাহার হস্তপাদাদির বিকলতা একেবারে দূরীভূত হইল, এবং তাহার রসনায় জগন্নাথের স্তোত্র সুমধুরস্বরে প্রস্ফুটিত হইতে থাকিল। রত্নকলা যোগিবরের চরণে পড়িয়া কৃতজ্ঞতাশ্রুসেচন করিতে লাগিল, এবং প্রার্থনা করিল "হে দেব, যেন এই দীন দীনকৃষ্ণ তোমার চরিত্রগানে কৃতার্থ হয়" যোগী "তথাস্তু।" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দীনকৃষ্ণ সেই অবধি শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত কাব্যসাগর মন্থন করিয়া জনসমাজে তাহার সার বিতরণ করিতে থাকিলেন। তাঁহার সেই কাব্যের নাম "রসকল্লোল" তদ্বিরচিত আরও কতিপয় গ্রন্থ আছে, কিন্তু রসকল্লোল সর্ব্বোপরিস্থ। জনশ্রুতি আছে, প্রতাপরুদ্রদেব জারজ দীনকৃষ্ণের কবিত্ব-কথা শুনিয়া একদা তাঁহাকে সন্নিধানে ডাকাইয়া উপহাসচ্ছলে কহিয়াছিলেন, "কেমন তোমার রস কল্লোলদ্বারা প্রস্তরে রস নিঃসৃত হইতে পারে কি না?" তাহাতে দীনকৃষ্ণ দাস উত্তর করিয়াছিলেন, "যদ্যপি আমার ভক্তি থাকে, তবে পাষাণহইতে রস নির্গত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।" এই কথা বলিয়া খণ্ডেক উপলোপরি স্বীয় গ্রন্থ স্থাপন করিবামাত্র ঐ প্রস্তরের কিয়দংশ তৎক্ষণাৎ দ্রবীভূত হইতে থাকিল। লোকে কহে ঐ শিলাখণ্ড অদ্যাপি খুর্দ্দার রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে।

আমরা দীনকৃষ্ণ দাসের অলৌকিক জন্ম বিবরণাদি-বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া তাঁহার কবিতাশক্তির কিঞ্চিৎ অনুমোদন করিতেছি।

দীনকৃষ্ণ দাসের কবিত্বের অসাধারণ-শক্তি বিষয়ে আমাদিগের তাদৃশ বিশ্বাস সংস্থিত হয় নাই। রসকল্লোল-কাব্যে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, এবং প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনে যথেষ্ট শক্তির স্ফূর্ত্তি দেখা যায়; পরন্তু আদিরসের প্রাধান্যে মার্জ্জিতরুচি সহৃদয়বর্গের মধ্যে মধ্যে চিত্তবিকার জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। উৎকলীয়েরা বাঙ্গলা কবিদিগের অপেক্ষা বহুপ্রকার ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের সাহিত্যে সাহসের প্রচুরতা লক্ষিত হয়। বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র পারস্য ভাষায় সুপ্রবিষ্ট থাকাতে প্রসাদ গুণ এবং যমক বা মিত্রাক্ষরের পারিপাট্য লাভ করিয়াছিলেন। উৎকল কবিরা তদ্বিষয়ে নিকৃষ্ট, তাঁহাদিগের মীল-সকল প্রায় একাক্ষরী। এবিষয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখনের বাসনা আছে। আমাদিগের পাঠকেরা দীনকৃষ্ণদাসের কবিতা রচনার আদর্শ প্রতীক্ষা করিতে পারেন, অতএব তাঁহাদিগের কৌতূহল-প্রশমনার্থ আমরা রসকল্লোলহইতে বর্ষাবর্ণনার কিয়ৎ অংশ নিম্নভাগে প্রকটিত করিলাম। উৎকলীয় অক্ষরে সকলের পরিচয় না থাকিতে পারে,অতএব আমরা বঙ্গভাষার তত্তৎপদের মর্ম্মানুবাদও দিতেছি। যথা,

পাহাড়িয়া কেদার।

ক্রমে গ্রীষ্ম হল্যো শেষ, আষাঢ়ের সুপ্রবেশ,
করাল কালিকা * কাল ছাইল গগণে।
গরজিয়া সুগভীর, গ্রাসিল গিরির শির,
প্রলয় তিমিরে লুপ্ত করে দিক্‌গণে॥
প্রকাশিয়া নিজবল, ভাসাইল ধরাতল,
হরষিত কৃষিদল পাইয়ে বরষা।
যাহার যে অভিলাষ, মনোমত করে চাস,
কেদারে কেদারে ভরে গীতিকা সরসা॥
কমলে কমলবংশ, ডুবিয়া হইল ধ্বংস,
মানস-সরসে হংস করিল গমন।
কূর্ম্ম মীন ভেক দল, প্রেমানন্দে ঢল ঢল,
সরস সারদ ক্রৌঞ্চ আর বকগণ॥
ভূধর কানন শোভা, জনগণ-মনো-লোভা,
নির্ব্বাণ পাইল বনে দাবানল-প্রভা।
কদম্ব কেতকী জাতি, মল্লিকা মালতী ভাতি,
কুটজ চম্পক যুই মোহে অলি-সভা॥
বিয়োগী নীরদে কয়, এ যে মেঘ মেঘ নয়,
কাল নাগ প্রকাশিছে রসনা বিজলী।
কাল জাঙ্গলীর † করে, খেলে ভীম বেশ ধরে,
বৃষ্টিরূপে গরল পড়িছে তায় জ্বলি।
কেহ কয় তাহা নয়, ও যে বনমালী ‡ হয়,
কিবা অপরূপ রূপ কাল কলেবর।
শিরে শিখি পুচ্ছদাম, কি বা শোভা অভিরাম,
উঠিয়াছে ইন্দ্রধনু জন মনোহর॥
সৌদামিনী পীতধড়া, বলাকা মুকুতা ছড়া,
মন্দ মন্দ মধুধ্বনি মুরলী-নির্ঘোষ।
করুণা অমৃত বৃষ্টি, তাহে রক্ষা পায় সৃষ্টি,
কোন্ ভক্ত জন চিত্তে না দেয় সন্তোষ॥

* শ্রীকৃষ্ণ, পক্ষান্তরে জলমালা বিশিষ্ট অর্থাৎ মেঘ।
† নবমেঘ।

‡ ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର।

କ୍ରମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୋଇଲା ଶେଷ, ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଷାଢ଼ ମାସ,
କାଳ କରାଳ କାଳିକା, ଉଦେ ହେଲେ ଆକାଶ ।
କଲେ ନବଘନ କରି ନିର୍ଘୋଷ, ଗିଳିଲା ଗିରିବର ଶିରସ,
ମହାପ୍ରଳୟ ଅନ୍ଧରେ, ନ ଦେଖାଇଲା ଦିଶ ॥
କରାଇଲା ଆପଣା ବଳ ପ୍ରକାଶ, କ୍ରମେ ସଜଳ କଲା ଅବନୀଦେଶ,
କୃଷିକାରକେ ହୋଇ ହରଷ, କଲେ ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଷ ।
କେଦାର ମାନଙ୍କରେ ପୂରିଲା ଗୀତ ଅଶେଷ ॥
କମଳରେ ବୁଡିଲେ କମଳ ବଂଶ, କଲେ ଗମନ ମାନସ-ସରକୁ ହଂସ,
କଚ୍ଛପ ମଚ୍ଛ ମଣ୍ଡୂକ ମତ୍ତ, ହୋଇ ସୁଖରେ ରଞ୍ଜିଲେ ରତ,
କ୍ରୌଞ୍ଚ ସାରସ, ବଳାକା ବଂଶ, ହେଲେ ଉଲ୍ଲାସ ॥
ଭୂଧର ବନ ଦିଶିଲେ ଶୋଭା, ନିଭିଲା ବନ-ଅନଳ-ପ୍ରଭା,
କଲା ଜନମାନଙ୍କ ନୟନ-ଲୋଭା ।
କଦମ୍ବ ଜାତି ମଲ୍ଲିକା ମାଲତୀ, କେତକୀ ଚମ୍ପା କୁଟଜ ଯୂଥୀ,
କୁସୁମ ବାସେ ବଶ କରିଲେ ମଧୁପ-ସଭା ॥
କେବଳେ କାଳୀ କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାୟେ, କଲା ନାଗକୁ କରୁଣା ଭୟେ,
ବିଜୁଳୀ କପଟରେ ଅନାଓ ରସନା ଚଳେ ।
କାମଜାଙ୍ଗଲୀ ଦେବାର ଛଳ, ଆସୁଚି ମହା ପ୍ରଖର ଖେଳ,
ବିଷବୃଷ୍ଟିରେ ଦେଉଛି ଜ୍ୱାଳ ଅତି ପ୍ରବଳେ ॥
କେବଳେ ଓ ବନମାଳୀ ପରାୟେ, କଲା କଳେବରରେ କି ଶୋଭା ପାୟେ
କେକୀ କଳାପ, ମଘବା ଚାପ ଜନନୟନ ଆନନ୍ଦ ରୂପ,
ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦାବନ ଲାଭେ ଗମନ କରେ ଉଦୟେ ॥
କଟି ହରିତ ବାସ ବିଜୁଳୀ, ମୁକୁତା ମାଳୀ ବକମଣ୍ଡଳୀ,
ମନ୍ଦ ମଧୁର ଧ୍ୱନି କା କଲ ମୁରଲୀଘୋଷ ।
କରି କରୁଣା ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି, ରକ୍ଷା କରଇ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି,
କେଉଁ ଭକତ, ଜନଙ୍କ ଚିତ, ନ କରେ ତୋଷ ॥

ঠাকুর দাদার বাল্যদশা॥
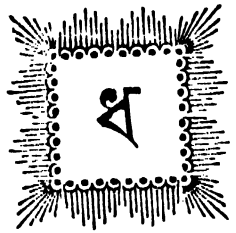
ধর্ম্মপুর জেলার অন্তঃপাতি বিনয়-নগর গ্রাম আমার জন্মভূমি। খড়দহ মেলবদ্ধ ভরদ্বাজ গোত্রে আমি সম্ভূত হইয়াছি; নাম মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পিতা আমার যদিও বিশিষ্ট শিষ্ট সুবিদ্বান্ ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন, কর্ম্ম করিলে উচ্চপদ পাইতে পারিতেন, তথাপি পরাধীন হইয়া ভৃত্য কর্ম্ম স্বীকার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই, এজন্য কৃষিকার্য্য অবলম্বনদ্বারা তিনি সমস্ত পরিবারের ভরণ পোষণ করিতেন। মনে২ তাঁহার একটি দৃঢ় সংস্কার ছিল, যে আমাদিগের বঙ্গরাজ্য সাতিশয় উর্ব্বরা বলিয়া প্রসিদ্ধ; বুদ্ধিমান্ ভদ্র লোকে ইহার কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনে যদি যত্ন করেন, তাহাহইলে অবশ্য সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন; ফলে এই কর্ম্মে তাঁহার যথেষ্ট আয় হইত। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় করিয়াও বৎসরে শতাধিক টাকা উদ্বৃত্ত হইত। চারি পাঁচ জন কৃষাণ ভৃত্য বাটীতে থাকিত; তাঁহারা কৃষিকার্য্য ব্যতিরেকে গোমহিষাদি গৃহ পালিত জন্তুদিগকে প্রতিপালন ও সমস্ত পরিবার এবং অভ্যাগত লোকদিগের পরিচর্য্যা করণ, গৃহপরিষ্কার এবং মধ্যে২ সংশোধনকরণ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম করিত। পিতাকে স্বহস্তে কিছুই করিতে হইত না; কেবল নিরালস্য হইয়া তিনি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাহাতে সকলই যথানিয়মে সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পাদিত হইত। আমাদিগের বাহির বাটী প্রায় পাঁচ বিঘা ভূমি বিস্তারিত ছিল। চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালা, প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বস্থিত দুই প্রশস্ত বৈঠকখানা, মরাই গোলা, পালুই, গোয়াল প্রভৃতি আলয়ের সুন্দর ভাব দেখিলে আমাদিগকে হঠাৎ কেহ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলিতে পারিত না, এক জন সম্ভ্রান্ত জমীদার মনে করিত।

আমি এইক্ষণে বৃদ্ধ, বৃদ্ধাবস্থার বাচালতা-প্রযুক্ত মূলকথা-প্রসঙ্গে অনেক উপকথা লিখিয়া ফেলিলাম। ইহা পাঠ করিয়া বোধ করি আমার অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকাগণ কিছু অসন্তুষ্ট হইবেন; কিন্তু ভাল কথা পাঠ করিলে, উপকার বই অনুপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক, কতকগুলি বালককে আমি বিশেষ প্রিয়জ্ঞান করি; সন্ধ্যা হইলেই তাহারা আমার কাছে আসিয়া, কেহ গলা, কেহ কেহ বা হাত ধরিয়া বলিতে থাকে, “ঠাকুরদাদা মহাশয়! তোমার ছেলেবেলার কথা আমাদিগকে শুনাও।” আমি শত শত বার তাহাদিগকে বলিয়াছি, তথাপি তাহারা সন্তুষ্ট হয় না, এজন্য ছাপাইয়া তাহাদিগকে এক এক খানি কাগজ দিব মনে করিয়া ইহা লিখিতে প্রণোদিত হইলাম। কিন্তু পাছে সাধারণে ইহা পাঠ করিয়া অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে আদৌ আমি এই নিবেদন করিতেছি, কৌতূহল জন্মে আমার জীবনে এমন কোন বিশেষ কর্ম্ম নাই, তবে প্রকৃত ভদ্র কিসে হওয়া যায়? এমন প্রস্তাব ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে আছে।

পিতা আমার পঞ্চম-বর্ষ-বয়স-কালে পল্লীস্থ এক গুরু মহাশয়কে ডাকাইয়া আমার হাতে খড়ি দিলেন। দিন কয়েক প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠশালায় যাই, ভূমিতে বসিয়া খড়িদ্বারা ক, খ, লিখি; আর আর বালকেরা পড়িতে উঠিলে তাহাদের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে শটকের কে ও গণ্ডার ও এণ্ডার

গোলে হরিবোল দি, কিন্তু কি পড়ি কি লিখি কিছুই বুঝিতে পারি না। গুরু মহাশয় যে বালককে আমাকে খড়ি বুলান শিখাইতে দেন, সেও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয় না, সুতরাং লেখা পড়া আমার পক্ষে ভার বোধ হইল। পাঠশালার বালকদিগের সহিত আমি "হুমু বুড়ো," "জুজু," "কান কাটা" "একানড়ে" প্রভৃতির গল্প করিতে পাইলে আর কিছুই করিতে চাহিতাম না। পড়িতে যাইতে হইবে বলিয়া মার কাছে আজি আমার মাথা ধরিয়াছে, আজি এ ব্যামোহ হইয়াছে, কাল ও ব্যামোহ হইয়াছে, আজি মাসীর বাড়ী কাল পিসীর বাড়ী যাইব, ইত্যাদি নানাবিধ ওজর করিয়া কান্দিতাম। স্নেহবশতঃ তিনি আবদার শুনিয়া আস্কারা দিতেন, সুতরাং আর পাঠশালা যাইতে হইত না।

আমার জননীর এক বিধবা ভগিনী আমাদের বাটীতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যা ছিল না বলিয়া আমাকে এবং আমার দুটি ভগিনীকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। আমার লালন পালন তাঁহাদ্বারা হইত; মাতা কেবল আমার ক্ষুদ্র শিশু ভাইটির প্রতিপালন এবং সাংসারিক আর আর কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। মাসী অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন; বাঙ্গালা পুস্তক সকল উত্তমরূপে পড়িতে পারিতেন; মহাভারত এবং রামায়ণের কথা সকল তাঁহার মুখস্থ ছিল। পাঠশালায় যাই নাই বলিয়া পিতা এক দিন আমাকে কঠিন তাড়ন করিলে আমি মাসীর গলা জড়িয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছি। ইহাতে মাসী বিরক্তা হইয়া, "মুখুর্য্যে মহাশয়, পঞ্চম বর্ষীয় ক্ষুদ্র বালককে মারিয়া ধরিয়া ধমকাইয়া পাঠশালায় পাঠান কিরূপ যুক্তিযুক্ত হয়? যাহারা মা মাসীর সঙ্গ পরিত্যাগ এক দণ্ড করিতে পারে না, তাহাদিগকে হোঁৎকা এঁড়ে গুরুমহাশয়েরা বেতের ভয় দেখাইয়া কি লেখা পড়া শিখাইতে পারে? সুবিদ্বান্ পুরুষ হইয়া তুমি আমার মনোরঞ্জনকে কোন্ বিবেচনায় তাড়না করিতেছ? এরূপ করিলে লেখা পড়া বালকদিগের যে বাঘ জ্ঞান হয়। উহাকে পড়াইতে তোমার নিজের অবকাশ যদি না থাকে, বর্ণপরিচয় পুস্তক দুই খানি আমাকে আনাইয়া দেও, আমি মনোরথাকে যেরূপ পড়িতে শিখাইয়াছি, উহাকেও তেমনি শিখাইব।"

মাসীর এই রূপ মিষ্ট ভর্ৎসনাতে পিতা অপ্রতিভ হইলেন; সেই দিনেই বর্ণপরিচয় পুস্তক দুই খানি কিনিয়া আনিয়া দিলেন। স্নেহময় মিষ্ট বাক্য প্রয়োগদ্বারা মাসী এমনি করিয়া আমাকে পড়াইতে লাগিলেন, যে দুই মাসের মধ্যে আমি পুস্তক দুই খানি শিখিয়া ফেলিলাম। ছোট ছোট বই অনায়াসে পড়িয়া অর্থ করিতে পারিলাম। পূর্ব্বে পিতা মনে করিয়াছিলেন, আমি নির্বুদ্ধি অনাবিষ্ট বালক, লেখা পড়া কখনই আমার ভালরূপ হইবে না। সে আশঙ্কা এখন তাঁহার সম্পূর্ণ দূর হইল। জননী অথবা জননী-সদৃশা মাসী পিসীর কাছে অল্পবয়স্ক বালকদিগের যে উত্তমরূপ শিক্ষা বিধান হয়, ইহা তাঁহার স্থির উপলব্ধি হইল। তিনি আর আমাকে প্রহার বা ধমক দিতেন না, স্বয়ং উৎসাহী হইয়া প্রতিদিন এক এক ঘণ্টা আমাকে নিজে পড়াইতে লাগিলেন। নয়-বৎসর-বয়স্কা আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মনোরমা, এবং সাত-বৎসর-বয়স্কা মধ্যমা ভগিনী আমার সঙ্গে২ পড়িত, ইহাতে আমার পাঠের অনুরাগ ও উৎসাহ যে কত হইত, তাহা বলিতে পারি না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাতিশয় ভাল বাসিতাম; পড়িবার সময় পরস্পরে সাহায্য করিয়া পড়া বলিয়া দিতাম; কোন উত্তম খাদ্য সামগ্রী পাইলে তিন

জনে ভাগ না করিয়া একলা খাইতাম না। তিন জনে একত্রে থাকিতাম, একত্র ভোজন করিতাম, এক সঙ্গে খেলা করিতাম ও বেড়াইতাম; কেহ কাহারও কাছ ছাড়া হইতাম না। আহা, বাল্যকালের দিন কি সুখের দিন! এত যে বৃদ্ধ হইয়াছি, সে দিন মনে হইলে যুবা কালের কোন সুখ আমাকে তৃপ্তকর বোধ হয় না। পুনর্ব্বার বালক হইতে ইচ্ছা হয়। খেলাঘরে আমার ভগিনীরা রাঁধাবাড়া খেলিত, আমি তাহাদের ক্রীড়ার সামগ্রী ভাঁড়, শাদী এবং বুনো ঘাস ও ফল সকল কুড়িয়া আনিয়া দিতাম। তাহারা রাঁধিয়া ধুলার ভাত এবং ঘাসের তরকারি আমাকে খাইতে দিত; অমৃতের ন্যায় সেই মিথ্যা অন্ন ব্যঞ্জন যেন আমি যথার্থই খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতাম। বন্ধুদিগের সহিত পোলাউ কালিয়া কোফ্‌তা কাবাব এখন আমি প্রায় নিত্য ভোজন করি, কিন্তু তেমন সুখের ভাত ব্যঞ্জন আর আমি চক্ষেও দেখিতে পাই না। এক এক দিন ভগিনীরা পুতুলের বিবাহ দিয়া এক খান ক্ষুদ্র মাটীর পালকীতে বর-কন্যাকে বসাইত, আমি এবং আমার মধ্যমা ভগিনী বেহারা হইয়া নাচিতে২ হাসিতে২ বহিয়া লইয়া যাইতাম, তাহাতে আমাদের যে কত আনন্দ হইত, তাহা বলিতে পারি না। ঈশ্বরের কৃপায় এখন পালকী করিয়া আমি হেথা হোথা যাই, বন্ধুদিগের সহিত বড় বড় গাড়িতেও চড়িয়া থাকি, কিন্তু বাল্যভাব উদয় হইলে, সে রকমের বেহারা হইতে আমার এইক্ষণেও ইচ্ছা করে।

যে দিন সন্ধ্যাকালে পিতা মহাশয় কোন বিষয়-কর্ম্মে আরত না থাকিতেন, সে দিন তিনি অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে ডাকিতেন। আমরা তাঁহার কাছে গিয়া বসিতাম। মাসী শিল্প কর্ম্মের সামগ্রী গুলি লইয়া আমাদের সঙ্গে বসিতেন। আমাদের ছোট২ আঙরাখা ও ছেঁড়া ধুতি ও সাড়ীগুলি সেলাই করিতেন; মা আমার ক্ষুদ্র শিশু ভাইটিকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্যপান করাইতেন। পিতা কোন পশু, পক্ষী, অথবা অন্য কোন বস্তুর ছবি লইয়া তাহা দেখাইতে দেখাইতে গল্পচ্ছলে তদ্বৃত্তান্ত আমাদিগকে এমনি করিয়া বলিতেন, যে, আমরা মনঃ সংযোগপূর্ব্বক তাহার পর আরও কি বলেন, শুনিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইতাম। আমি তাহা শুনিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইতাম। পিতাকে অনুরোধ করিলেই তিনি এক একটি গল্প আমাদিগকে শুনাইতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপাখ্যান ব্যতিরেকে রূপক কথা কখন কহিতেন না। ইহাতে না পড়িয়াও ইতিহাস জ্ঞান আমাদের এমনি হইয়াছিল, যে ছয় বৎসর বয়সকালে আমি বঙ্গদেশীয় প্রধান২ রাজা এবং তাহাদের রাজ্যসম্বন্ধীয় উপাখ্যান অনর্গল বলিতে পারিতাম। লোকে আমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইত। পিতার কাছে বড় এক খানি মানচিত্রের বহী ছিল। তিনি সপ্তাহের মধ্যে দুই তিন বার সেই পুস্তক খুলিয়া আমাদিগকে তন্মধ্যবর্ত্তী প্রধান২ দেশ সকল দেখাইতেন, আর তদ্দেশীয় লোকদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি কিরূপ; ও সে দেশহইতে আমাদের দেশে কোন্২ সামগ্রী আইসে তত্তৎ বিষয়ের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ কহিতেন। ইহাতে ভূগোল বিদ্যায় আমার এক প্রকার স্থূল জ্ঞান হইয়াছিল। সূক্ষ্মরূপে নগর নদী ক্ষুদ্র খাড়ী সাগর উপসাগরের কথা বলিতে পারিতাম না বটে, কিন্তু ছয়-বৎসর-বয়সে আমি যেরূপ ভূগোলের কথা বলিতাম, আমার সমবয়স্ক কোন বালক কি বালিকা তাদৃশ বলিতে পারিত না। প্রতিবাসী সকল লোকেই আমার এবং আমার দুই ভগিনীর প্রশংসা করিত।

মাতা আমার সাতিশয় বুদ্ধিমতী ধর্ম্মশীলা

এবং প্রিয়বাদিনী ছিলেন; কিন্তু লেখাপড়ায় মাসীমার যাদৃশ পারদর্শিতা ছিল, তাঁহার তাদৃশ ছিল না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মাসী এক এক দিন সুশীলার উপাখ্যান, নবনারী, রামায়ণ, নলোদয়, মহাভারত, জাহানিয়া, এলিজিবেথ, শিশুপালন প্রভৃতি মনোহর পুস্তক সকলের এক এক খানি পাঠ করিতে বসিতেন। পাড়ার আর২ স্ত্রীলোকেরা তাহা শুনিতে আসিত। মাতা রাত্রির পাকের জন্য কুটনা কুটিতে২ তাহা শ্রবণ করিতেন; আমরাও তাঁহার কাছে বসিয়া শুনিতাম। বুঝিতে পারা যায় না, ঐ সকল পুস্তকে এমন কঠিন কথা অল্প আছে, এবং যাহা আছে তাহা যদি দৈব দুই একটা বাহির হইল, মাসী তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। চঞ্চল-স্বভাব-প্রযুক্ত আমি এটা ওটা নাড়িয়া এক এক বার তাঁহাদের সকলকে বিরক্ত করিতাম, তাহাতে মা আমার মুখচুম্বন করিয়া সুমিষ্ট প্রিয়বচনে আমাকে এমনি শান্ত করিতেন, যে সে দিবস আর আমি কোন মতেই তাঁহাদিগের বাধা জন্মাইতাম না, বরং অপ্রতিভ হইতাম। অন্যান্য বাটীর স্ত্রীলোকেরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর যেরূপ গেরাবু ও বিন্তী খেলে, চারি পাঁচ জন একত্র হইয়া অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়া পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করে, হাস্যামোদ করিয়া কত অশ্লীল কথা কহে, লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল বলিয়া আমাদের বাটীতে সেরূপ হইত না। মাতা ও মাসীর সংসর্গে অপর স্ত্রীলোকেরা সদুপদেশ পাইত বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে অত্যন্ত মান্য করিত; স্ত্রী-সঙ্ক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে তাহারা অগ্রে তাঁহাদের পরামর্শ লইত। পুস্তক পড়িতে পড়িতে বিশেষ কার্য্যানুরোধে যে দিন মাসী অধ্যায়ের মধ্যভাগে পাঠ বন্ধ করিতেন, সে দিন আমাদের অসুখের আর পরিসীমা থাকিত না। তিনি রান্না ঘরে আমাদের রাত্রি-ভোজনের জন্য রন্ধন করিতে যাইতেন, আমরা তাঁহার কাছে গিয়া গলা ধরিয়া সে বিষয়ের শেষ শুনিতে চাহিতাম। অত্যন্ত ত্যক্ত করিলে কোন দিন তিনি মুখে মুখে গল্পটি বলিতেন, কোন দিন আমার মুখচুম্বনদ্বারা প্রিয়বচনে, "বাবা আজি থাক, কালি পড়িয়া শুনাইব," বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিতেন। আহা বাল্যকালের দিন মনে পড়িলে কি উল্লাসই জন্মে! মাসী একান্তমনে রন্ধন শালায় রন্ধন করিতেছেন, আমি আস্তে২ তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বাসন হইতে এক মুঠা মাছ ভাজা বা কোন ব্যঞ্জন লইয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতাম। "ওরে মনোরঞ্জন, কি করিলি? যে, তোর বাপ খাবে যে রে, সকলের আশার ভাগ খেলি? করিলি কি?" বলিয়া তিনি আমাকে তিরস্কার করিতেন। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" তাঁহাকে অন্যমনস্ক হইতে দেখিলেই আমি সুযোগ পাইয়া অমনি করিয়া দ্রব্য আনিয়া ভগিনীদিগের সহিত ভাগ করিয়া খাইতাম।

এক দিন মাসী চিঁড়ের পিঠা করিয়া এক খানি থালের উপর তাহা স্থাপন করত গরম দাইলের হাঁড়ির উপর রাখিয়াছিলেন। হাঁড়িটা রান্নাঘরের কুলঙ্গীর উপর ছিল। মাসী ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিলেন, এই সুযোগে আমি রান্নাঘরে গিয়া লাফিয়া যেমন পিঠা পাড়িতে যাইব, অমনি হাঁড়ি শুদ্ধ দাইল আমার মাথায় পড়িয়া মাথার চামড়া কাটিয়া গেল, তপ্ত দাইল গাত্রে ছড়িয়া পড়াতে সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা হইল। আমি প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। "কি হইল? কি হইল?" বলিয়া মাতা ও মাসী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রান্নাঘরে আইলেন, ও তথায় আমাকে দেখিয়া তাঁহারাও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ লাল ভাঙ্গিতে লাগিল, যাতনাতে আমি অস্থির।

অন্তঃপুরে এরূপ গোলমাল কেন হইতেছে ইহা জানিবার নিমিত্ত পিতা মহাশয় বাহির বাটী-হইতে দৌড়িয়া আসিলেন; অপরাপর লোকেও তাঁহার সঙ্গে আইল। মাতা মাসী কান্দিতে২ আমাকে ক্রোড়ে করিয়া বাহিরে আনিয়া দেখা-ইতে লাগিলেন। পিতাকে দেখিয়া মারি খাইবার ত্রাসে আমি মূর্চ্ছাপন্ন হইলাম। তদ্দর্শনে আমার ভগিনী দুটি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। পিতা-সকলকে তর্জনদ্বারা কান্না নিবারণ করিয়া আমার সময়োচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আ-মার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু তৎপরে আমার এমনি জ্বর হইল, যে, দুই মাসকাল শয্যাগত থাকিয়া শেষে সুস্থ হইলাম। এই দুই মাস আমার প্রিয়-তমা ভগিনীদ্বয় এক দণ্ড আমার কাছ ছাড়া হইত না; সর্ব্বদা আমার কাছে থাকিয়া ইটি উটি আ-নিয়া দিত, ও আমার মন প্রফুল্ল করিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র গল্পের বহি দুই এক খানা পাঠ করিত।

অপর এক দিন মাতা মরিচ গুড়াইয়া একটা হাঁড়িতে রাখিয়াছিলেন; আমি তাহা চীনী বলিয়া যেমন এক থাবা খাইব, অমনি আমার মুখহইতে ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম। মা ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া সসব্যস্ত হইয়া ঘরে আসিলেন, ও বিরক্ত হইয়া আ-মাকে দুই তিন চপেটাঘাত করিলেন। পরে মাসী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া আমাকে ক্রোড়ে লওত তেঁতুল খাওয়াইতে খাওয়াইতে আমার যাতনা দূর করিলেন। দুই বার আমি ঠেকিয়া শিখিলাম; সেই অবধি আমি না চাহিয়া লইয়া আর কোন বস্তু খাইতাম না। চুরি করিয়া খাইতে গেলেই যে দণ্ড পাইতে হয়, ইহা আমার স্থির উপলব্ধি হইল।

আমাদিগের বাটীতে এক জ্ঞাতি খুড়া ছি-লেন, সংসার-খরচ এবং কারবারের হিসাব পত্র সকলই তাঁহার কাছে থাকিত। তিনি অবকাশ-সময়ে আমাকে এবং আমার ভগিনীদ্বয়কে অঙ্ক-শাস্ত্র শিখাইতেন। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রতি দিন আমি তাঁ-হার সঙ্গে বাহিরে বেড়াইতে যাইতাম। নূতন কোন বস্তু দেখিলেই তাঁহাকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করি-তাম। তিনি সাধ্যমতে তাহার নাম ও গুণ সকল বুঝাইয়া দিতে আমাকে ত্রুটি করিতেন না।

দুই কন্যার পর আমি জন্মিয়াছিলাম বলিয়া আমার মাতা ও মাসী আতু আতু করিয়া আমার প্রতিপালন করিয়াছেন। এই ভাবিয়া লোকে আ-মাকে ভীরু ও আবদারিয়া ছেলে মনে করিত, কিন্তু তাহা কোন মতেই সত্য নহে। আস্কারা দিয়া আ-মার পিতা মাতা কোন ছেলেকে নষ্ট করেন নাই। সাত-বৎসর বয়স-কালে বিকালবেলা খুড়া মহা-শয়ের সঙ্গে বাহিরে গিয়া আমি গ্রামস্থ সমব-য়স্ক বালকদিগের সহিত লুকাচুরী, ও বেটন্‌বাল প্রভৃতি ব্যায়ামের খেলা খেলিতাম; আমার সঙ্গে কোন বালক দৌড়িতে পারিত না। খুড়া মহাশয় কোন২ দিন আমাদের গ্রামের পার্শ্ব-বর্ত্তী নদীর তীরে গিয়া একটি ডোঙ্গায় বসিতেন; আমি তাহা বাহিয়া নদী এপার ওপার করিতাম। মাসী, মা, আমাকে খিড়কীর পুকুরে স্নান করা-ইতে গিয়া প্রতিদিন সাঁতার শিখাইতেন, এজন্য নদীতে ডুবিবার ভয় আমার কিছুমাত্র হইত না। পিতা নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রতিদিন আ-মরা অতিপ্রত্যূষে উঠিয়া বামা চাকরের সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধকোশ পথ বেড়াইয়া ও দৌড়াদৌড়ী করিয়া আসিব। তৎপরে আমি খানিকটা আমার ছোট দুটি মুগুর ভাঁজিব, ও কাছ পরিয়া কুস্তী করিব। পরে তিন জনে পাঠ অভ্যাস করিয়া তাঁহার কাছে বলিব। এ বিষয়ের কোন অনিয়ম হইলে তিনি আমাদিগকে বাহির বাটীতে বসাইয়া রাখিতেন, খেলিতে দিতেন না; সুতরাং আমাদিগ-কে তাঁহার আজ্ঞামত সকল কর্ম্ম করিতে হইত।

Vol. 2. No. 15.

RAHASYA SANDARBHA:

A

MONTHLY MAGAZINE

OF LITERATURE, SCIENCE AND ART.

CONTENTS.

PUBLISHED BY ORDER OF THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK AND VERNACULAR LITERATURE SOCIETY, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 12, LALL BAZAR.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1864.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব]　　প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।　　বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।　　[১৩ খণ্ড।

গেলাস বানাইবার প্রক্রিয়া।
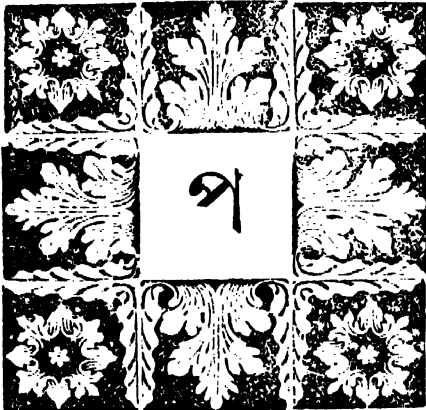
পঞ্চদশ খণ্ডে আমরা কাচ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। তদন্তর অনুসন্ধানে ব্যক্ত হইতেছে যে কাচ শব্দ চীনের বাসন ও গেলাস উভয় পদার্থের বাচক, এবং অনেক স্থলে স্ফটিকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে. কাচ বোধ হয় আদৌ গেলাসের জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়, কারণ চীনের বাসনের অগ্রে কাচের সৃষ্টি হইয়াছে সন্দেহ নাই, পরে গেলাসের সহিত চীনের বাসনের সাদৃশ্য হেতু কাচ তাহার বিজ্ঞাপনার্থেও প্রযুক্ত হয়। এই অনির্দ্দিষ্ট ব্যবহারে কাচের প্রকৃত অর্থ কি? তাহাতে ভ্রম হইতে পারে, তৎপ্রযুক্ত বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা কাচের পরিবর্ত্তে গেলাস শব্দ ব্যবহৃত করিলাম। যদিচ ঐ শব্দ বিদেশজ, তত্রাপি তাহা এতদ্দেশে এ প্রকার প্রচলিত হই-

আছে, যে তাহার ব্যবহারে ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রাচীনকালে গেলাস এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে দর্পণের উল্লেখ আছে, এবং অন্যত্র মুকুর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু ঐ দর্পণ কি পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কোন বিবরণ দেখা যায় না, এবং তদভাবে গেলাসের প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ পুরাকালে পরিমার্জ্জিত ধাতুফলকে দর্পণ প্রস্তুত করণের উল্লেখ আছে, এবং কথিত দর্পণ ঐ প্রকার মার্জ্জিত ধাতুতে হইয়া থাকিতে পারে। অপর এতদ্দেশে স্ফটিক প্রসিদ্ধ ছিল, এবং তাহাতে গেলাসের অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। হিন্দুভিন্ন অন্য প্রাচীন জাতির মধ্যে মিসর দেশীয়েরা যে অত্যন্ত প্রাচীনকাল অবধি গেলাস প্রস্তুত করিত তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আছে। তথায় কথকগুলি প্রস্তরে খোদিত প্রায়ঃ-চারিসহস্র-বৎসর-প্রাচীন চিত্র আছে, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি ফুৎকার দিয়া গেলাস ফোলাইতেছে, এই প্রকার মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, সুতরাং তৎকালের পূর্ব্বে যে তত্রত্য মনুষ্যেরা গেলাস ব্যবহার করিত ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। গ্রীক ও রোমান জাতীয়েরাও গেলাস প্রস্তুত করিত, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি ভূমণ্ডলের অনেক সভ্যজাতিতে কাচ প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং প্রায় সকলেই তাহার ব্যবহার করে; কেবল ভারতবর্ষে ভোজন ও পান পাত্রের নিমিত্ত তাহার ব্যবহার দেখা যায় না। ইহা অবশ্য আক্ষেপের বিষয় মানিতে হয়, যেহেতু মনুষ্য বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে যে সকল ভোজন ও পানের পাত্র সৃষ্ট করিয়াছে, তন্মধ্যে গেলাস অদ্বিতীয় মানিতে হইবে, কারণ স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা, পবিত্রতা, সুখসেব্যতা, সৌন্দর্য্য, সুলভতা প্রভৃতি গুণে ইহার তুল্য অপর কোন পদার্থ প্রকাশিত হয় নাই। পরন্তু যদিও হিন্দুরা পান ও ভোজন পাত্রের নিমিত্ত গেলাস ব্যবহার করেন না, তত্রাপি অন্যান্য প্রকারে গেলাসকে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় পদার্থ মনে করেন। লণ্ঠন ঝাড় দিয়ালগিরী প্রভৃতি দ্রব্যের নিমিত্ত গেলাস একমাত্র পদার্থ; আর দ্বিতীয় নাই। দর্পণের নিমিত্তও ইহা অদ্বিতীয় বলা যায়। মহারাজ-চক্রবর্ত্তী-হইতে ধাঙ্গড়-পর্য্যন্ত সকলেই ঐ দর্পণের নিমিত্ত প্রার্থনা করে। বোতল শিশী দোয়াত প্রভৃতি দ্রব্যও গেলাসে যে প্রকার উত্তম হইতে পারে, তাদৃশ আর কিছুতেই সম্ভবে না। শীত-প্রধান-দেশে গেলাসের সাশী গৃহমধ্যে সূর্য্যকিরণ আসিতে দেয়, অথচ কর্কশ অস্থিভেদক হিম বায়ুকে অবরোধ করে। এতদ্দেশেও আমরা ঐ উপকার অনেক অংশে সম্ভোগ করি। অত্যন্ত অসভ্যদিগের পক্ষেও গেলাস প্রয়োজনীয়, কারণ গেলাসের পুতি তাহাদের প্রধান অলঙ্কার। অপর ঐ গেলাসের সাহায্যে জ্যোতির্ব্বেত্তারা দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া গ্রহ-নক্ষত্রের আকৃতি ও গতি নিরূপিত করেন; পদার্থবেত্তারা উহার সাহায্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সামান্য নয়নের অগোচর কীটানুকীটের অনুসন্ধান করেন; চিত্রকর তদবলম্বনে আলোক-চিত্র প্রস্তুত করেন; এবং আমাদিগের ন্যায় চল্লিশোর্দ্ধ বৃদ্ধেরা একমাত্র সেই গেলাসের সহায়তায়ই জীর্ণ-নয়নের দর্শন-ক্ষমতা সবল করেন। অতএব গেলাস মনুষ্যের চক্ষুর দ্যোতক, শীত নিবারক, দ্রব্যাধার, চিত্রকর, মুদ্রাকর, অলঙ্কার, গৌরবাস্পদ এবং সৌন্দর্য্যের বিভাসক। শিল্পনির্ম্মিত কোন পদার্থই ইহার তুল্য বহু প্রকারে প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। অতএব ইহার প্রস্তুত-করণ-প্রকরণ পাঠক-বৃন্দের অনুমোদনীয় হইবেক সন্দেহ নাই।

কথিত আছে যে কোন সময়ে কএক জন পথিক

মিশর-দেশের সমুদ্রতটে বালুকার উপর রন্ধন করিতে ছিল। ঐ রন্ধনের উত্তাপে চুল্লীর অধঃস্থ বালুকা ও ইন্ধনের দগ্ধপত্রের ক্ষার একত্র গলিয়া গিয়া একপ্রকার গেলাস প্রস্তুত হয়। তদ্দৃষ্টে ঐ পথিকেরা পুনঃ২ পরীক্ষাদ্বারা গেলাসের সৃষ্টি করে। এই গল্প কি পর্য্যন্ত সত্য তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ হয় ইহা মিথ্যা, যেহেতু রন্ধনের চুল্লীতে যে উত্তাপ হয়, তাহাতে বালুকা গলিতে পারে না, সুতরাং পথিকদিগের দৈব গেলাস উৎপাদন কার্য্য সম্ভব-যোগ্য নহে। পরন্তু অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে দৈব কোন প্রক্রিয়ায় ক্ষার-সহযোগে বালুকা গলিবাতেই গেলাস উৎপন্ন হয়, এবং তদ্দৃষ্টে মনুষ্য গেলাস প্রস্তুত করিবার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে অধুনা অনেক সভ্য দেশেই গেলাস প্রস্তুত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে বোহিমিয়া ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে যে সকল গেলাস প্রস্তুত হয়, তাহা অপর দেশীয় গেলাসহইতে উৎকৃষ্ট, এবং কথিত তিন দেশের মধ্যে বোহিমিয়েরা সর্ব্বাপেক্ষায় উত্তম গেলাস প্রস্তুত করে। সত্য, যে গেলাসের শ্রেষ্ঠতা কিয়দংশে দ্রব্যের শুদ্ধতায় উপলব্ধ হয়, পরন্তু অধিকাংশ শিল্পিকদিগের নৈপুণ্যেই সিদ্ধ হয়। ঐ উৎকৃষ্টতম গেলাসের নির্ম্মাণ নানা প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন হয়, তাহার বর্ণন অনায়াসে সকলের বোধগম্য হইবে না, অতএব আদৌ সামান্য গেলাসের প্রস্তুত-করণ-প্রক্রিয়া বর্ণিতব্য।

গেলাসের প্রধান পদার্থ নির্ম্মল বালুকা, এবং সেই বালুকা যে কোন পদার্থে আছে, তাহাতেই গেলাস প্রস্তুত হইতে পারে। স্ফটিক চকমকীর পাথর প্রভৃতি পদার্থ বালুকার রূপান্তরমাত্র, অতএব তদ্দ্রব্যে অনায়াসে গেলাস প্রস্তুত হয়। চকমকীর পাথর একপ্রকার গলিত বালুকা বলিলে বলা যায়, কারণ তাহাতে বালুকা ভিন্ন প্রায়ঃ আর কিছু নাই; এই প্রযুক্ত কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাহা গেলাস প্রস্তুত-করণে প্রচুর ব্যবহৃত হইত: এতদ্ধেতু একপ্রকার গেলাসের নাম "ফ্লিণ্ট গেলাস" অর্থাৎ "চকমকী পাথরের গেলাস" হইয়াছে অধুনা উক্তপ্রকার গেলাস সমুদ্র-বালুকায় প্রস্তুত হয়; পরন্তু তাহার প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অপর সকল গেলাসহইতে এই প্রকার গেলাস প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং গেলাসের যাবদীয় প্রয়োজন প্রায় তাহাদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, অতএব এই প্রস্তাবে উক্তপ্রকার গেলাসের বিবরণ প্রধানতঃ লেখা কর্ত্তব্য।

অত্যন্ত-ক্ষুদ্র-রেণু-বিশিষ্ট অতিনির্ম্মল শ্বেত বালুকাই গেলাসের নিমিত্ত প্রশস্ত; কারণ তাহাতে যে গেলাস হয়, তাহা নির্ম্মল বর্ণ-বিহীন হইয়া থাকে। তৎপরিবর্ত্তে এতদ্দেশে প্রচলিত মগরা বা আমতার বালি ব্যবহার করিলে হরিৎ বর্ণ গেলাস উৎপন্ন হয়, যেহেতু ঐ বালুকার গৈরিক বর্ণ লৌহ-কলঙ্কে উৎপন্ন এবং তাহা গেলাসের সহিত গলিত হইলে হরিৎ বর্ণ উৎপাদন করে। শোণ নদের তটে স্থানে২ আমরা অনেক নির্ম্মল শুক্ল বালুকা দেখিয়াছি, বোধ হয় তাহাতে বর্ণ-হীন গেলাস জন্মিতে পারে। পরন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইলে এতদ্দেশে সমুদ্র তটের বালুকা পাওয়া অসাধ্য নহে; অতএব পদার্থের অভাবে এতদ্দেশে গেলাস হইতেছে না এমত বলা যাইতে পারে না।

কথিত সামুদ্রিক শ্বেত বালুকা প্রাপ্ত হইলে প্রথমতঃ তাহা একটা কাষ্ঠের কুণ্ডে ফেলিয়া তাহা জলে পূর্ণ করত কাষ্ঠ দণ্ডদ্বারা বালুকা বিলোড়িত করিতে হয়। চারি ঘণ্টাকাল বিলোড়নের পর জল নিঃক্ষেপ করতঃ পরিষ্কার জলে পুনঃ ঐ বালুকা বিলোড়ন করিতে হয়। এই রূপে সপ্ত

ার ধৌত করিলে বালুকা এক প্রকাণ্ড কাঠখোলায় শুষ্ক করিতে হয়। তাহাতে বালুকা পরিনির্মল ও হীরকের ন্যায় চাকচিক্য বিশিষ্ট হয়, এবং তদবস্থায় তাহা গেলাস বানাইবার যোগ্য।

গেলাস বানাইবার দ্বিতীয় পদার্থ ক্ষার। ঐ ক্ষার সজ্জী ও সোরা বা যবক্ষারহইতে প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে সোরার ক্ষার সজ্জীহইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। কদলী বৃক্ষ, নারিকেল পত্র, আপাঙ্গ, যব প্রভৃতি নানা উদ্ভিজ্জ পদার্থ দগ্ধ করিলে উক্ত ক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং তাহা জলে গুলিয়া সিদ্ধ করত শুক্ল দানা বান্ধিলে গেলাসের যোগ্য হয়।

কথিত দুই দ্রব্যই গেলাসের প্রধান পদার্থ; পরন্তু গেলাস শীঘ্র গলাইবার নিমিত্ত তাহাতে মুদ্রাশঙ্ক বা সিন্দূরের ফুট দিতে হয়। অপর তাহা পরিনির্ম্মল করিবার নিমিত্ত তাহাতে কিঞ্চিৎ হরিতাল এবং মেঙ্গেনিজ, ও বিচিত্র করিবার নিমিত্ত নানাবিধ বর্ণসম্পাদক দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু তৎসমুদায় পণ্য-শালায় অনায়াসে ক্রয় করা যায়, গেলাস-নির্ম্মাতাদিগকে তাহা কোন বিশেষ প্রক্রিয়াদ্বারা প্রস্তুত করিতে হয় না, অতএব এ স্থলে তাহার বিশেষ বিবরণ লেখা বাহুল্য।

চকমকী পাথরে গেলাস বানাইতে তিন ভাগ ধৌত বালুকা, দুই ভাগ সিন্দূর, এক ভাগ ক্ষার ও যৎকিঞ্চিৎ শেঁকোবিষ সাবধানে একত্রে মিশাইলেই তাহা গলাইবার যোগ্য হয়।

গেলাস গলাইবার পাত্র মুচী। ঐ মুচী অতি প্রকাণ্ড হইয়া থাকে। তাহার এক একটায় একেবারে ২৪ মণ গেলাস গলান হয়, সুতরাং তাহা অত্যন্ত দৃঢ় না হইলে সম্যক্ ক্ষতির সম্ভাবনা। পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে চীনের বাসনের কায়োলিন মৃত্তিকার সহিত পুরাতন মুচীর চূর্ণ মিশ্রিত করিলে যে পদার্থ হয়, তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় মুচী প্রস্তুত হয়। তাহা এক বার চুল্লীর মধ্যে স্থাপিত করিলে যে পর্য্যন্ত না ভাঙ্গিয়া যায়, সে পর্য্যন্ত আর স্থানান্তর করা হয় না। ঐ ব্যাঘাত দুই তিন মাসে এক এক বার ঘটিয়া থাকে। কথিত মুচীর অবয়ব নিম্নে প্রদর্শিত হইল।
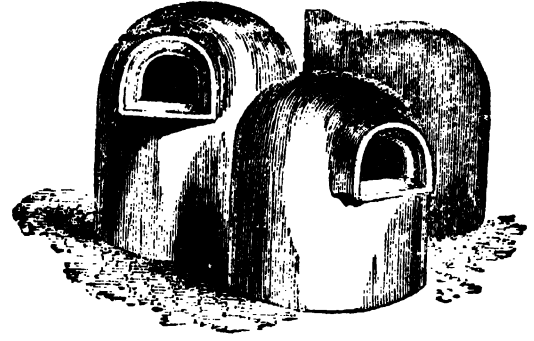
গেলাস গলাইবার মুচী।

দৃষ্ট হইয়াছে যে এই সকল মুচী যত প্রাচীন হয়, ততই দৃঢ় হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত গেলাসের কার্য্যালয়ে শত২ মুচী এককালে প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

যে চুল্লীতে গেলাস গলান যায় তাহার নাম "ভাঁটী।" তাহার অবয়ব প্রস্তাব-শিরোভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ ভাঁটীমধ্যে একটা এপ্রকার আবরণ আছে, যাহাতে অগ্নিশিখা এক বার উঠিয়া নিম্নগত হয় পরে পুনরায় উঠিয়া ধূঁয়া-ঘর দিয়া নির্গত হয়। ঐ আবরণের অবয়ব অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। তাহার সাহায্যে এক অগ্নিশিখা দুই বার মুচী পরিবেষ্টন করায় উত্তাপের অনেক আধিক্য হয়। ভাঁটীর একটা বৃহৎ দ্বার থাকে, তদ্দ্বারা তন্মধ্যে ৭ টা মুচী একেবারে স্থাপিত করা যায়, এবং তদনন্তর ঐ দ্বার গাঁথিয়া বন্ধ করা হয়। কিন্তু ঐ দ্বার-ব্যতীত ভাঁটীর পার্শ্বে ৭ টা ছিদ্র থাকে; সেই ছিদ্রমধ্যে মুচীর মুখ সংযুক্ত থাকায় ঐ মুচীতে দ্রব্যাদি দেওয়া ও তাহাহইতে দ্রব্য তুলিয়া লইবার কোন ব্যাঘাত হয় না, অথচ বৃহৎ দ্বার

খুলিয়া ভাটীমধ্যে শীতল বায়ু প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার উত্তাপের হানি করা হয় না।
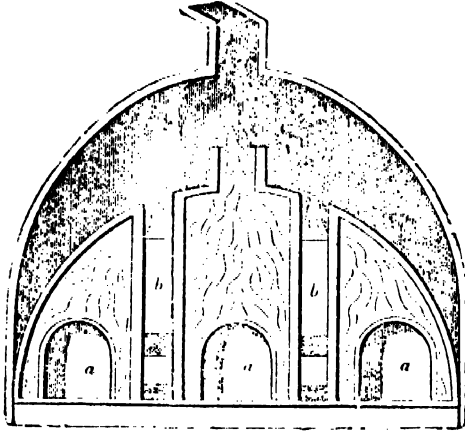
ভাটীর অভ্যন্তর ও তন্মধ্যে অগ্নিশিখার ভ্রমণ।

ভাটীর উপযুক্ত ইন্ধন "কোক" নামক দগ্ধীকৃত পাথুরীয় কয়লা। তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ হয়, অথচ অধিক ধূম্র হয় না। ৩ ঘণ্টাকাল এই ইন্ধনের তাপে ভাটীর অন্তর্ভাগ আরক্তিম বর্ণ হইলে এক একটি মুচীমধ্যে ছয় মণ পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত বালুকাদি মিশ্র পদার্থ হাতার সহকারে ফেলিয়া দিয়া মূচীর মুখ আবদ্ধ করিতে হয়। তদবস্থায় চারি ঘণ্টাকাল পরিতপ্ত হইলে ঐ বালুকাদিমিশ্র পদার্থ কতক গলিয়া সঙ্কুচিত হইয়া মূচীর তলে পতিত হয়। তৎকালে ঐ মুচীর মুখ খুলিয়া তাহার মধ্যে আর ছয় মণ মিশ্র পদার্থ নিঃক্ষিপ্ত করা যায়। এই প্রকারে অপর দুই বার মুচীমধ্যে বালুকা দিলে এক২ মুচীতে ২৪ মণ করিয়া বালুকাদি মিশ্র পদার্থ পড়ে। তৎপরে তাহা দুই দিবস কাল ক্রমাগত অত্যন্ত প্রখর অগ্নি-তাপে পরিতপ্ত হইলে চতুর্থ দিবস প্রাতে সম্পূর্ণ গলিয়া গলিত স্বর্ণের ন্যায় তরল অগ্নিবৎ বোধ হয়, এবং ঐ অবস্থায় তাহা দ্রব্যাদি বানাইবার উপযুক্ত।

বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে গেলাসের দ্রব্য প্রায় ফুৎকারদ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরন্তু অনেক দ্রব্য আছে যাহার নির্ম্মাণার্থে ছাঁচের প্রয়োজন হয়। অপর কোন২ দ্রব্য ঢালিয়াও নিষ্পন্ন করিতে হয়। গোলাকার দ্রব্যমাত্রেই ফুৎকার-যোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদর্থে কর্ম্মকারকেরা বন্দুকের নলী সদৃশ এক২
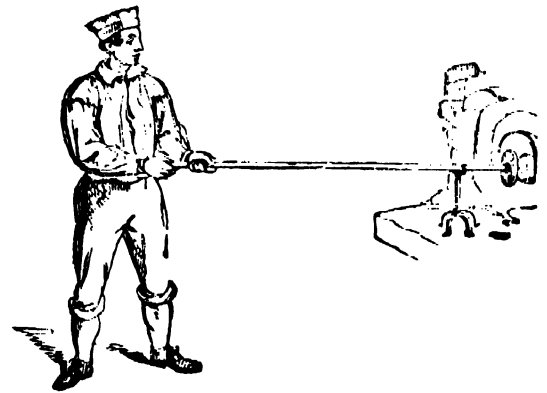
মুচীহইতে নলদ্বারা গলিত গেলাস লওন।

নল লইয়া মুচীর মুখ উদ্‌ঘাটন করত তন্মধ্যে নিমজ্জিত করে। তাহাতে দ্রব গেলাস ঐ নলের মুখে লাগিয়া যায়, এবং তখন ঐ নলের অপর মুখে ফুঁ দিলে যে প্রকার কোন নলের এক মুখ গাবভেরেণ্ডার আঠা কি সাবান গোলায় ডুবাইয়া তাহার অপর মুখে ফুঁ দিলে গাবভেরেণ্ডার আঠা বা সাবান বিম্বাকারে ফুলিয়া উঠে, ঐ প্রকারে গেলাস ফুলিয়া উঠে; কিন্তু তাহাতে ঐ স্ফীত বিম্বের অঙ্গ অসম অর্থাৎ তাহার কোন স্থানে অধিক গেলাস, কোন স্থানে অল্প গেলাস থাকিতে পারে। এই দোষের ক্ষালনার্থে নলে গেলাস লইয়া একখানা উত্তপ্ত লৌহের মেজের উপর তাহা গড়াইয়া নলমুখস্থ গেলাস সমাবয়ব করিতে হয়। ঐ প্রক্রিয়ার সুবোধের নিমিত্ত অপরপৃষ্ঠায় এক চিত্র প্রদত্ত হইল।

নলের মুখের গেলাস সমান করিতেছে।

গেলাস ঐ প্রক্রিয়ায় গোলাকার প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মকারক নলের অপর মুখ আপন মুখমধ্যে দিয়া সমবেগে তন্মধ্যে ফুঁ দিতে থাকে। তাহাতে নল-মুখস্থ গেলাস ফুলিয়া উঠে, এবং পাছে তৎসময়ে এক পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় ফুঁ দিবার সময় নল ক্রমিক ঘুরাইতে থাকে, তাহাতে গোলাকার স্ফীত বিম্বের সর্ব্বত্র সমস্থূল ও সমাবয়ব।
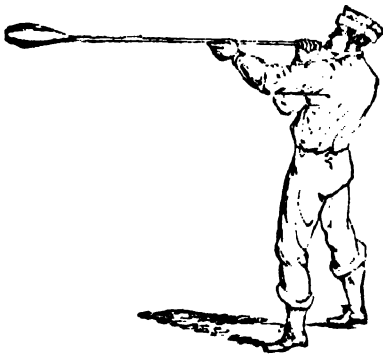
গেলাসে ফুঁ দিবার প্রক্রিয়া।

ঐ ফূৎকার দিবার সময় যদ্যপি গেলাস শীতল হইয়া আইসে তাহা হইলে কর্ম্মকারক ভাটীর পার্শ্বের একটা ছিদ্র দিয়া তাহা তন্মধ্যে পূরিয়া দেয়, এবং তথায় কিঞ্চিৎকাল রাখিলে নলমুখস্থ গেলাস পুনঃফূৎকারে নমনীয় হইয়া উঠে। অপর ঐ ফূৎকার দেওনের মধ্যে২ নলটা এক২ বার লাঠীর ন্যায় মস্তকের চারিদিগে ঘুরাইলে স্ফীত বিম্ব গোলাকার না হইয়া অণ্ডাকার হয়। ঐ অণ্ডাকার বিম্বের অবয়ব নিম্নস্থ চিত্রের ক চিহ্নে দৃষ্ট হইবে।
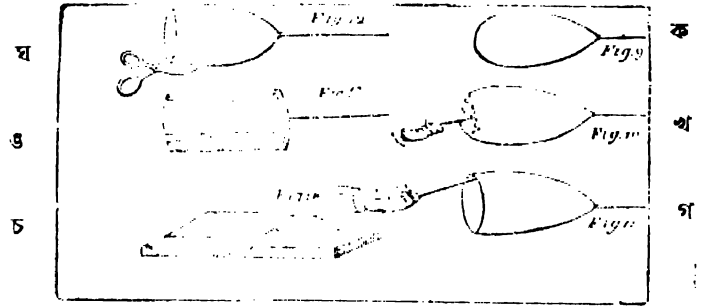
এই অবস্থায় গেলাস এ প্রকার কোমল থাকে, যে তাহা কর্ত্তরীদ্বারা কাটা যাইতে পারে, এবং স্ফীত গেলাসে দিয়ালগিরী বানাইবার প্রয়োজন হইলে তাহা খ চিহ্নের প্রথানুসারে কর্ত্তরীদ্বারা কাটিয়া পরে গ চিহ্নের প্রক্রিয়ানুসারে একটা উত্তপ্ত লৌহ-শলাকাদ্বারা ছেদিত মুখ সমান করিয়া দিলে দিয়ালগিরী প্রস্তুত হয়। প্রক্রিয়াভেদে ঐ রূপে অন্যান্য নানাবিধ অবয়ব সম্পন্ন করা যায়। অধিকন্তু কর্ত্তরীদ্বারা ঘ চিহ্নের নিয়মানুসারে স্ফীত গেলাসের এক পার্শ্ব কাটিলে ঙ চিহ্নের চিত্রের জড়ান কাগজের সদৃশ অবয়ব উৎপন্ন হয়; এবং চ চিহ্নে যেরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে তাহা এক খানা উৎত্তপ্ত লৌহ ফলকের উপর চাপিয়া ধরিলেই চেপ্টা সাশী প্রস্তুত হয়। পরন্তু সাশী সর্ব্বদা এই রূপে নির্ম্মিত করা হয় না। প্রকাণ্ড গোল বিম্ব প্রস্তুত করত এক২ বার তাহা ক্রমশঃ অল্পে অল্পে চাপিয়া চেপ্টা করিলে তাহাতে একটা দুইহারা গোলাকার চাদর প্রস্তুত হয়; এবং তাহাই পরে হীরকদ্বারা কাটিয়া ক্ষুদ্র সাশীর গেলাস নিষ্পন্ন করা যায়। এই-প্রক্রিয়া পরিজ্ঞানার্থে আমরা কএক খানি চিত্র মুদ্রিত করিলাম, তাহাতে সমস্ত প্রক্রিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইবে।
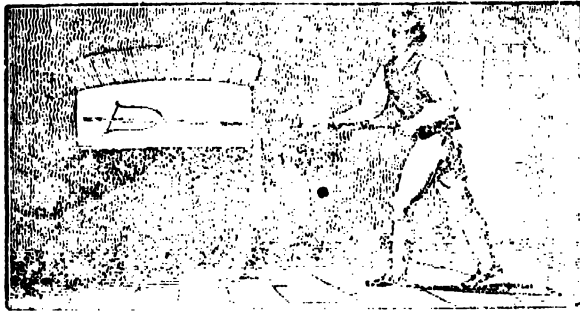
ভাটীহইতে গেলাস লওন।

প্রথম চিত্রে ভাটীহইতে নলদিয়া গেলাস লওয়া হইতেছে।
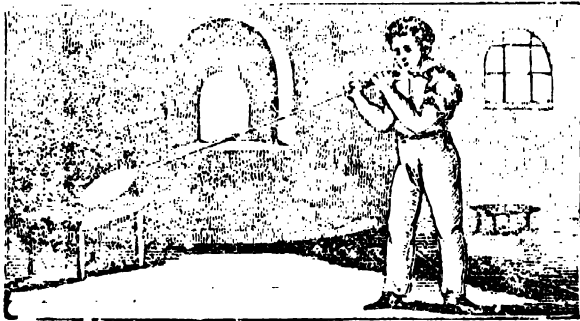
নল-মুখাগ্রস্থ গেলাস সমী-করণ।

তৎপর চিত্রে ঐ গেলাস লৌহ মেজে টিপিয়া সমাবয়ব করা হইতেছে।
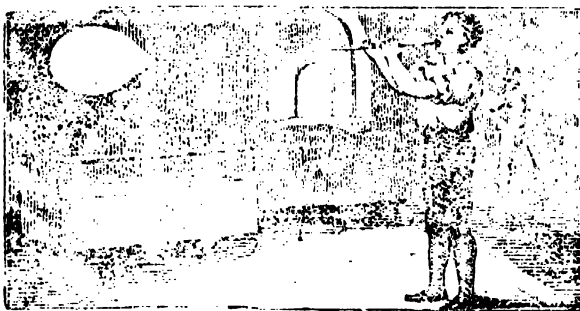
গেলাসে ফূৎকার দেওন।

তৎপর চিত্রে তাহা ফুঁ দিয়া গোল করা হইতেছে।
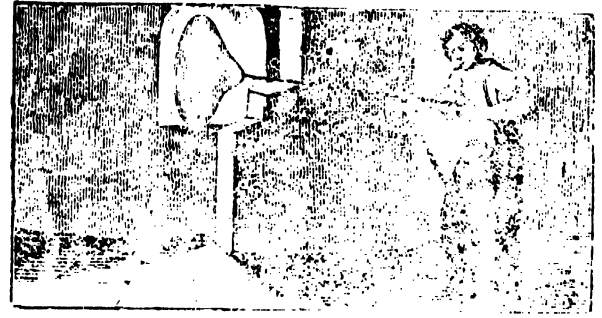
গেলাস-বিম্ব ঈষৎ চেপটা করণ।

তৎপর চিত্রে ঐ গোল বিম্ব টিপিয়া কিঞ্চিৎ থাবড়াল করা হইতেছে।
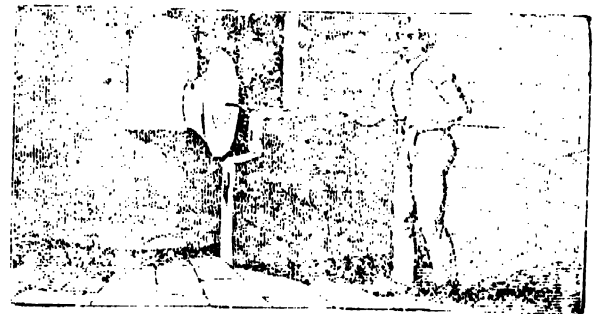
চেপটা বিম্ব অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইতেছে।

গেলাস বিম্বের তদপেক্ষা চেপটা করণ।
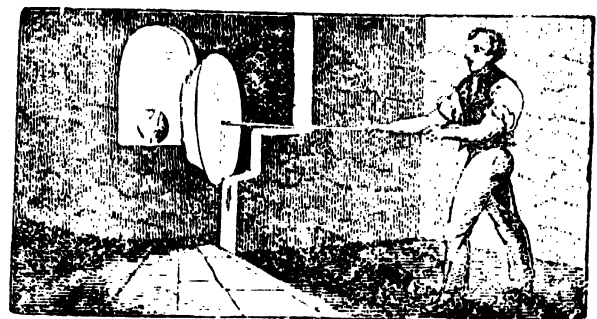
চেপটা বিম্ব পুনঃ উত্তপ্ত হইতেছে।

তৎপর তিন চিত্রে ঐ দাবন কার্য্যে গোল বিম্ব ক্রমশঃ কি২ অবয়ব প্রাপ্ত হয় ও তাহা কি প্রকারে উত্তাপিত হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।
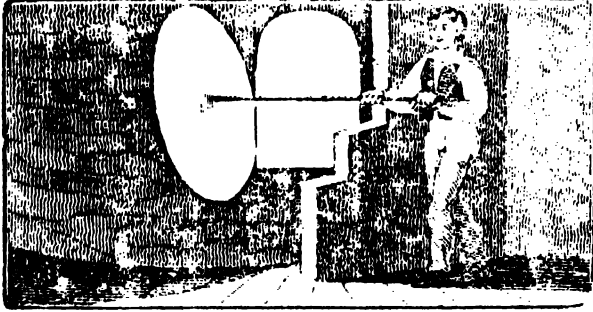
গেলাস বিম্ব চক্রের ন্যায় চেপটা হইয়াছে।

অষ্টম চিত্রে থাবড়াল বিম্ব একেবারে চেপটা গোলাকার দৃষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়ায় স্ফীত গেলাসবিম্ব পুনঃ পুনঃ ভাটীর মধ্যে উত্তপ্ত করিতে হয়, এবং অত্যন্ত সাবধানে ও অদ্বিতীয় সহিষ্ণুতা সহকারে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত উত্তপ্ত গলিত গেলাসে ফুঁ দিতে তাহার কোন অংশে কিঞ্চিৎ মাত্র ত্রুটি হইলে সমস্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, পরন্তু অভ্যাস এতাদৃশ ক্ষমতাপন্ন যে তাহার সাহায্যে লক্ষ২ সাশী প্রত্যহ প্রস্তুত হয়, তাহাতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। পরন্তু এ স্থলে বক্তব্য যে উত্তপ্ত গেলাসে সর্ব্বদা ফূৎকার দেওয়া কোনমতে স্বাস্থ্যকর নহে, এবং যাহারা গেলাসে ফূৎকার দেয় তাহারা অল্পায়ু হইয়া থাকে, প্রায় কেহই চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ জীবিত থাকে না।

বোতল শিশী প্রভৃতি দ্রব্য ছাঁচে প্রস্তুত হয়। ঐ ছাঁচ পিত্তলে নির্ম্মিত ও দুই খণ্ডে বিভক্ত।
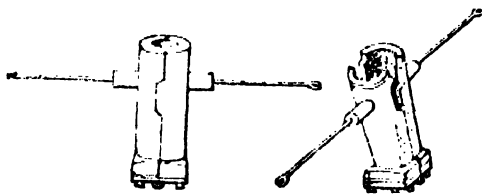
বোতলের ছাঁচ।

বোতল বানাইতে হইলে গেলাস ফূৎকারক নলে গেলাস লইয়া উত্তপ্ত ছাঁচ মধ্যে তাহা প্রবিষ্ট করাইয়া ফুঁ দিতে থাকে, তাহাতে স্ফীত গেলাস ছাঁচের অবয়ব প্রাপ্ত হয়। ঐ ছাঁচ ও তাহার ব্যবহারের নিয়ম নিম্নস্থ চিত্রে দৃষ্ট হইবে।

ছাঁচে ফুঁ দিয়া বোতল হইতেছে।

কোন কোন বোতলের গলদেশ উত্তান ও সূক্ষ্ম করণার্থে তাহার এক পার্শ্বে এক জন ফূৎকার দিতে থাকে, অন্য ব্যক্তি একটা চিমটা লইয়া স্ফীত গেলাসের গলদেশ চাপিয়া তাহার অভিপ্রেত অবয়ব নিষ্পন্ন করে। এই প্রক্রিয়ারও এক চিত্র মুদ্রিত করা গেল; কারণ এই সকল প্রক্রিয়া

বর্ণনাপেক্ষা চিত্রদ্বারা বিশেষ রূপে মনে অভিনিবিষ্ট হয়। ইহাতে ব্যয়ের অত্যন্ত আধিক্য, পরন্তু পাঠকবৃন্দের প্রস্তাবিত বিষয়ে পরিজ্ঞান জন্মিলে সে ব্যয় সার্থক বোধ করা হইবে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে কোন২ গেলাস ঢালিয়া নিষ্পন্ন হয়। পরন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে স্বর্ণ লৌহাদি গলিতাবস্থায় যে প্রকার জলের ন্যায় ঢালা যায়, গেলাস তদ্রূপ ঢালা যাইতে পারে না, অত্যন্ত গলিত হইলেও তাহা আঠাবিশিষ্ট সান্দ্র থাকে, সম্যক্ তরল হয় না, ও ছাঁচ-মধ্যে অনায়াসে বিস্তৃত হয় না। সুতরাং তাহা ছাঁচে ঢালিবার উপায় নাই। কেবল বৃহৎ দর্পণের স্থূল হালব্বী গেলাস ঢালিয়া প্রস্তুত হয়। তদর্থ বৃহৎ২ লৌহ-মেজ সঙ্গ্রহ করিতে হয়। ঐ মেজ উত্তপ্ত করিয়া তদুপরি প্রয়োজনীয়-পরিমাণে দ্রব গেলাস ঢালিয়া একটা উত্তপ্ত লৌহবেলনদ্বারা তাহা বেলিলে তাহা সমপৃষ্ঠ সমস্থূল ও মসৃণ হয়।

পূর্ব্ববর্ণিত বিবিধ প্রক্রিয়াদ্বারা গেলাস উৎপন্ন হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ ব্যবহারযোগ্য হয় না, কারণ তদবস্থায় তাহা এতাদৃশ ভঙ্গুর থাকে, যে তাহা অত্যল্প আঘাতে বা শীত-গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তনে ভাঙ্গিয়া যায়। ছাঁচের গেলাসে এই দোষ বিশেষ বর্ত্তে, এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে ছাঁচের গেলাসে এক ডেলা বরফ ফেলিয়া দিলে ঐ গেলাস তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া যায়। ইহার অপনয়নার্থে গেলাসনির্ম্মাতারা প্রস্তুত গেলাস-পাত্র-সকল একটা বৃহৎ ভাটীর মধ্যে স্থাপন করত তিন দিবসকাল উত্তপ্ত রাখে, এবং পরে ঐ ভাটীর মুখ বদ্ধ করত তাহাকে ক্রমে ক্রমে শীতল করে। এই প্রক্রিয়ায় গেলাস দৃঢ় ও ঈষৎ স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট হয়, সুতরাং অনায়াসে ভগ্ন হয় না। এই ধর্ম্ম ধাতুতেও দৃষ্ট হয়, এবং কোন লৌহাস্ত্র আরক্তিম উত্তপ্ত করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ জলে ডুবাইয়া শীতল করিলে তাহা এতাদৃশ কঠিন অথচ ভঙ্গুর হয়, যে তাহা কোনমতে ব্যবহার করা যাইতে পারে না, যৎকিঞ্চিৎ আঘাত পাইলেই ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু ঐ উত্তপ্ত লৌহাস্ত্র পাংশে আবৃত রাখিয়া ক্রমশঃ শীতল করিলে তাহা কোমল ও নমনীয় হয়, অথচ আঘাতে ভগ্ন হয় না। উত্তাপের পরিমাণ ও শীতল করণের কালভেদে এই গুণের ভেদ হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মকারেরা ধাতুর এই ধর্ম্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত থাকায় প্রয়োজনানুসারে কোন অস্ত্র অতি শীঘ্র, কোনটী মধ্যমকালে, কোনটী বা দীর্ঘ কালে শীতল করে, এবং ঐ প্রক্রিয়াকে "পানান" শব্দে কহে। গেলাস সম্বন্ধে ঐ পানান শব্দ বিলক্ষণ প্রয়োগ হইতে পারে। পরন্তু প্রস্তাব-বাহুল্যহেতু এ বিষয়ের অধিক বর্ণনে এস্থলে ক্ষান্ত হইতে হইল; অন্য সময়ে ইহার শেষ করা যাইবে।

উপেন্দ্রভঞ্জ।

মরা পূর্ব্ব সংখ্যায় উৎকলদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি দীনকৃষ্ণদাসের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এবং তদীয় কবিত্ব-শক্তির কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় তদ্দেশীয় দ্বিতীয় সুবিখ্যাত কাব্যকার উপেন্দ্রভঞ্জের বিষয়ে কথঞ্চিৎ লিপি করিতেছি; পাঠক মহাশয়েরা তৎপাঠে বুঝিতে পারিবেন উৎকল-ভাষায় কবিত্বের সবিশেষ চর্চ্চা হইয়াছিল। উৎকল-দেশের বিবরণ-মধ্যে আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, আর্য্যাবর্ত্তহইতে ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উৎকলে যাইয়া উপনিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জহইতে ঘুমশরপর্য্যন্ত যে সকল রাজন্য বিরাজমান আছেন, তাঁহারা সেই সকল ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান। এই সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভঞ্জবংশ অতি প্রসিদ্ধ; ইহাদিগের সহিত অদ্যাপি ছোট-নাগপুর প্রভৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রদেশীয় রাজাদিগের করণকারণ

সম্বন্ধ আছে। ঘুমশর উৎকলের বায়ুকোণাভিমুখে স্থিত, তদ্দেশ পর্ব্বত এবং জঙ্গল শোভায় শোভিত, প্রজাগণের সমধিকভাগ কন্দ * প্রভৃতি ভারতবর্ষের আদিম জাতির অন্তর্গত। তাহাদিগের বিষয়ে ১৪ খণ্ডে কিয়দ্বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কন্দ ভাষার সহিত উৎকলীয় ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। স্ত্রীলোকেরা নিশাচরীবৎ কুদৃশ্যা; পুরুষ সকল সবল এবং সুচতুর; ধটীমাত্র পরিধেয়, ললাটোর্দ্ধে চূড়াকারে কেশবিন্যাস করে। লোহিত ক্ষৌম অথবা অন্যপ্রকার চেলখণ্ডে কেশপাশ অলঙ্কৃত, মনুষ্যমাত্রেই এক একটী পরশু অর্থাৎ টাঙ্গী বহন করে, তদ্ব্যতীত ধনু এবং শর সকলেরই নিকটে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে তাহারা বিভক্ত, প্রত্যেক সমাজে এক জন প্রধান নিয়োজিত হয়। এই পদ পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত নহে, যে ব্যক্তি অস্ত্রচালনা এবং বাক্‌পটুতায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, সেই ব্যক্তিই তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অপরাপর অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় তাহারা সর্ব্বদাই প্রতিবাসিগণ সহ বিবাদে প্রবৃত্ত। এই ভয়ানক দেশে পূর্ব্বে নরবলির কুকাণ্ড সবিশেষ নির্দ্দয়তায় নির্ব্বাহিত হইত, কন্দদিগের প্রধান দেবতা পৃথিবী, তাহার প্রীত্যর্থে নরবলি প্রদানের প্রয়োজন। ভূমিজ দ্রব্যের মধ্যে হরিদ্রাই প্রধান পদার্থ। তাহারা কহে, নরবলিদ্বারা পৃথিবীকে সন্তুষ্ট না করিলে হরিদ্রার উত্তম বর্ণ হয় না। ইং ১৮৩৩ অব্দে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই নিদারুণ নরহত্যা নিবারণ-নিমিত্ত উদ্যোগী হন। পর বৎসর বাঙ্গালাদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঘুমশর-প্রদেশের পার্শ্ববর্ত্তী স্বীয়অধিকারভুক্ত দশপালা প্রভৃতি স্থানে বলির উদ্দিষ্ট মেরাইয়া-নামক অভাগাদিগকে বিমুক্তকরণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দক্ষিণ এবং উত্তর ভাগস্থ উভয় গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ পরিশ্রম এবং কৌশলে তথা অপর্য্যাপ্ত ব্যয়দ্বারা বিংশতি বৎসরের পর উক্ত ঘোরতম নৃশংস নরবলির কুকীর্ত্তি প্রশমিত হইয়াছে।

কবিবর উপেন্দ্র ভঞ্জ এই গভীর গহন ও গিরিগহ্বর-গরিষ্ঠ দেশে উক্ত ভীষণমূর্ত্তি নরবলিপ্রিয় অসভ্য-সমাজৈক-বিভাগের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রকৃত কাল নির্ণীত হয় নাই, তাঁহার প্রপৌত্র এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র এইক্ষণে কেহ কেহ বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং উপেন্দ্র ভঞ্জকে ভারতচন্দ্র রায়ের সমকালবর্ত্তী বলিলেও বলা যাইতে পারে,) যেহেতু ভারতচন্দ্র রায়ের বংশে যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারাও প্রপৌত্র এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্রাদি পর্য্যায়ে পরিগণিত। ফলতঃ এ বিষয়ের স্থির মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট। এরূপও সম্ভাবনা আছে, উপেন্দ্রভঞ্জ ভারতচন্দ্রের কিয়ৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; উৎকল ভাষার অবস্থার সহ তুলনায় উপেন্দ্র ভঞ্জের রচনা-প্রণালী তাদৃশ পুরাতনী বোধ হয় না; বিশেষতঃ শব্দালঙ্কারের প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক শ্রদ্ধা। পুরাতন কবিগণ শব্দালঙ্কারের অনুরক্ত ভক্ত নহেন—তাঁহারা ভাবালঙ্কারের দাস। দীনকৃষ্ণদাসের রচনার সহিত উপেন্দ্রভঞ্জের রচনার তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে; দীনকৃষ্ণদাসের কবিত্বে ভাবমাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য আছে, অথচ শব্দাড়ম্বরের প্রতি তাদৃশ অনুরক্তি নাই।) উপেন্দ্রভঞ্জের প্রধান প্রধান কাব্য যে নামে বিখ্যাত, সেই নামের প্রথমাক্ষরে প্রত্যেক পদের আরম্ভ হইয়াছে, যথা বৈদেহীশবিলাসের প্রতিপঙ্‌ক্তির প্রথমাক্ষর বকার, সুভদ্রাপরিণয়ের প্রতিপদের আদ্য অক্ষর সকার, ইত্যাদি। তাঁহার রচনামধ্যে অনুপ্রাস এবং যমকের ছটা নিতান্ত বিরক্তি জনক, পদে পদে চিত্রকাব্য)

* চতুর্দ্দশ খণ্ডে যে খোন্দ জাতির কথা লেখা গিয়াছে, তাহার প্রকৃত উচ্চারণ কন্দ।

মালযমক, শৃঙ্খলা, সিংহাবলোকন, ব্যাঘ্রগতি, মহাযমক, সর্ব্বযমক এবং গোমূত্র প্রভৃতি অগণিত শব্দচাতুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ শব্দালঙ্কারের উদ্দেশে কূটার্থ এবং অপ্রসিদ্ধ বহুতর শব্দের সাহায্য লইতে হইয়াছে। বোধ হয় এই বন-প্রধান প্রদেশের রাজকবি শব্দশাস্ত্র আলোচনায় সমধিককাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।)

উপেন্দ্রভঞ্জ সুবিস্তর কাব্য প্রণয়ন করেন,) তাঁহার ভ্রাতৃ প্রপৌত্র প্রমুখাৎ অবগতি হইল, তদ্বিরচিত গ্রন্থনিকরমধ্যে ৫২ খানা উৎকৃষ্ট মধ্যে গণ্য। নিম্নলিখিত কাব্যনিকরে এই প্রস্তাবলেখক কিয়ৎ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। যথা ১ বৈদেহীশবিলাস, ২ লাবণ্যবতী, ৩ কোটী-ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরী, ৪ সুভদ্রা পরিণয়, ৫ রসমঞ্জরী, ৬ রসপঞ্চক, ৭ প্রেমসুধানিধি, ৮ রসিকহারাবলী, ৯ স্বর্ণরেখা, ১০ শোভাবতী, ১১ চিত্রকাব্য, ১২ কামকৌতুক, ১৩ দুপৈপ, ১৪ যপৈপ, ১৫ ধ্বনিমঞ্জরী, ১৬ শব্দমালা, ১৭ ষড় ঋতু।

বর্ণিত-গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে বৈদেহীশবিলাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উৎকলীয়দিগের নিকট সমাদৃত আছে। এই গ্রন্থে রামচরিত বিন্যস্ত।) আমাদিগের পাঠক মহাশয়গণের গোচরার্থ তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা তৎপাঠে উপেন্দ্র ভঞ্জের কাব্যশক্তির কিয়ৎ পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। যথা,

অনুবাদ।

অরণ্যেতে এক দিন, হয়ে অতিশয় দীন,
　কহে সীতা শীতাংশু বদনী।
বিধি দিলা বন বাস, বিগত সকল আশ,
　আর কি হইবে নৃপমণি॥
সেই বিধি সুনিষ্ঠুর, ছাড়ায়ে অলকাপুর,
　ঈশানে শ্মশানে স্থান দিল।
মণিময় সিংহাসনে, প্রবঞ্চিয়ে নারায়ণে,
　ভুজঙ্গ শয়নে নিয়োজিল॥
যে বিধি অবিধিচয়, বিসরিতে ক্ষম নয়,
　তারে কেন লোকে কয় বিধি।
বসাইয়ে নিজ কোলে, রাম কন প্রেম ভোলে,
　বসাইয়ে লাবণ্যের নিধি॥
কেন নিন্দ চতুর্ম্মুখে, নিরন্তর কেলিসুখে,
　ভুঞ্জাইতে লক্ষ্মী নারায়ণে।
বাছিয়ে নির্জ্জন স্থান, তোমায় আমায় প্রাণ,
　প্রেরণ করিলা এই বনে॥
বিচার করহ সতি, হেথা দম্পতির প্রতি,
　কি অভাব করিতে উৎসব।
তেজিয়ে অমরাবতী, মলয় পর্ব্বতে গতি,
　মধুমাসে করেন বাসব॥
বসন্তের আগমনে, ব্রহ্মলোক বিসর্জ্জনে,
　ব্রহ্মা যান গন্ধমাদনেতে।
সুরস প্রবীণে ধনি, সবধনে আমি ধনী,
　কি অভাব এই কাননেতে॥
সৌধ সদনেতে বসি, বিহরিতে হে প্রেয়সি,
　এখানেও সে সৌধ * সদন।
সেখানে কঞ্চুকীগণ, বেড়ি রহে অনুক্ষণ,
　এখানে কঞ্চুকী † বিলক্ষণ॥
তথা চন্দ্রাতপতলে, বিহরিতে প্রতিপলে,
　এখানেও চন্দ্রাতপ ‡ তলে।
সেথা সব সহচরী, থাকিত বেষ্টন করি,
　হেথা আছ সহচরী § দলে॥
তথায় জগতী ভূমি, ভ্রমণ করিতে তুমি,
　জগতীতে ‖ ভ্রমিছ এখানে।
চিত্রলেখা কত শত, নিরখিতে অবিরত,
　হেথা হের চিত্রলেখা (¶) পানে॥
তথায় পালঙ্কোপর, রঞ্জিত রজনী (**) কর,
　হেথাও রজ নিকর শোভা।

* প্রস্তর। † চন্দন বৃক্ষ। সর্প। ‡ আকাশ। § ঝিণ্টীপুষ্পবৃক্ষ। ‖ জম্বুকানন। (¶) মদন শারিকা। (**) হরিদ্রা কিরণ।

বোধক সুকবি কথা, শ্রবণ করিতে তথা,
হেথা শুক কথা মনোলোভা ॥
তথা ভদ্র মহোৎসব, দেখিতে পাইতে সব,
হেথা ভদ্র (১) উৎসব দেখহ।
তথা প্রেমার্ণবে ভাসি, খদির (২) উদিত আসি,
হেথা অই খদির নিবহ ॥
বিঘ্নহীন অক্ষলীলা, তাহে প্রমুদিত ছিলা,
হেথা বিঘ্নহীন অক্ষ (৩) লীলা।
বিনোদ বিহার কালে, থাকিতে সুশীলা জালে,
এখানেও আছে সে সুশিলা ॥
ক্ষীর পানে চিত্তবশ, এখানেও সেই রস,
হরিণাক্ষি হের ক্ষীর পাণ। (৪)
আনকের (৫) স্বন ঘন, শুনিতে হে সর্ব্বক্ষণ,
আনকের (৬) স্বন বিদ্যমান ॥
সব আছে সমাশ্রিয়ে, একমাত্র নাহি প্রিয়ে,
নৃত্য হেতু নর্ত্তকী নিকর।
তাই হে রমণী মণি, বেণীসহ নাসামণি,
দোলাইয়ে দিয়ে দয়া কর ॥
নাসা করি উত্তোলন, চতুরা জানকী কন,
শির চালি গুরু অভিমানে।
নর্ত্তক অভাব কই, তালে তালে নাচে অই,
মেঘনাদ কলাপ বিতানে ॥

উপেন্দ্র ভঞ্জের বহুসঙ্খ্যক দয়িতা ছিলেন। তিনি কোন কোন লাবণ্যবতী ললনার নামে স্বরচিত কাব্য-নিকরের নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। রাজ্ঞীগণমধ্যে কেহ কেহ সুপণ্ডিতা ছিলেন। উপেন্দ্র ভঞ্জ তাঁহাদিগের সহিত রসগর্ভ প্রশ্ন-কাব্য করিতেন। তাঁহারাও কবিতা-কলায় তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কবিতাময়ী-লিপি-লিখনের নিয়ম ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতাদৃশ-দাম্পত্য-প্রণয়াণুরাগ সত্বে উপেন্দ্র ভঞ্জ পুত্রসন্তানের মুখচন্দ্র-দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশ পরিচয় যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অবিকল নিম্ন-ভাগে প্রকটিত হইল ; যথা,

ধনঞ্জয় ভঞ্জ
|
নীলকণ্ঠ ভঞ্জ
|
উপেন্দ্রভঞ্জ .. .. ..——শ্রীকৃষ্ণভঞ্জ
(অপুত্রক)
|
লক্ষ্মণ ভঞ্জ
|
শ্রীকর ভঞ্জ
|
ধনঞ্জয় ভঞ্জ

শ্রীকর ভঞ্জের পুত্র ধনঞ্জয় বিদ্রোহিতা উপস্থিত করাতে রটনীয় রাজপুরুষদিগদ্বারা প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হন।

ঠাকুরদাদার বাল্যদশা।

নয় নগরে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক সদ্বংশজ ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন, উহা তাঁহারই জমীদারী সঙ্ক্রান্ত ছিল। তিনি বাল্যাবস্থায় কলিকাতার এক প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন; ধর্ম্ম ও ন্যায় পরায়ণ রূপে সর্ব্বত্র মান্য ও গণ্যও ছিলেন। দীনবন্ধু বাবু আপনার পৈতৃক বিপুল অর্থদ্বারা কলিকাতা নগরে বাণিজ্য-কর্ম্ম করিতেন, তাহা-

(১) হরিদ্রা কিরণ। (২) দেবদারু বৃক্ষ। (৩) ইন্দ্র প্রসিদ্ধ আছে। ইন্দ্র দশরথ প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের সাহায্য গ্রহণার্থ অযোধ্যায় উদয় হইতেন। (৪) বিভীতক বৃক্ষ। (৫) ক্ষীরপর্ণীবৃক্ষ। (৬) দুন্দুভি বিশেষ। (৭) বৃক্ষ সম্বন্ধীয়।

তে ন্যায্যরূপে যে বহুল অর্থ উপার্জ্জন হইত, সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াও তাহার অনেক অংশ উদ্বৃত্ত হইত। এজন্য জমীদারীর উপসত্বদ্বারা যে ধনসঞ্চয় করিব, এমত বাসনা তাঁহার এক দিনের নিমিত্তও হয় নাই। তিনি গ্রামস্থ প্রজাবর্গের হিত-সাধনে ঐ লাভের টাকা সমুদায় ব্যয় করিতেন। এই মহাত্মা বিশেষ-যত্ন-সহকারে বিনয়-নগরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজী বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত এই তিন ভাষায় সুবিচক্ষণ বহুদর্শী কৃতবিদ্য শিক্ষকেরা বালকদিগকে অধ্যাপনা করাইতেন।

বাল্যাবস্থার প্রথমে এই বিদ্যালয়ে আমার বিদ্যা শিক্ষা হয়। পিতা নিজে আর না পড়াইয়া আমাকে যে ঐ জমীদার মহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন, তাহার কারণ এস্থলে বক্তব্য।

আমাদিগের প্রতিবাসী এক কৈবর্ত্তের পুত্রের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সমবয়স্ক ছিল বলিয়া আমি সুযোগ পাইলেই তাহাদের বাটীতে যাইয়া তাহার সহিত খেলা করিতাম। এক দিন আমরা দুই জনে আমাদের বড় বাগানের ভিতরে গুলিডাণ্ডা খেলিতেছি, এমত সময়ে একটা বেজীর বাচ্ছা দৌড়িয়া গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কেয়া বনের ভিতর প্রবিষ্ট হইল। পরম সুন্দর বাচ্ছাটিকে দেখিয়া আমরা দুই জনেই ধরিতে উদ্যত হইলাম। তাড়াতাড়ি বনের ধার পর্য্যন্ত গেলাম কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করণের কোন পথ দেখিতে পাইলাম না। অনেক অনুসন্ধানের পর এক স্থানে একটি ছিদ্র দেখিয়া সাহসের উপর নির্ভর করতঃ বহু কষ্টে আমি তাহা দিয়াই ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করিলাম; ভীরুস্বভাব মকর আমার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। নকুল-শাবক কি তথায় আছে, যে সহসা পাওয়া যাইবে। তথায় কত গর্ত্ত, তাহার কোন্ গর্ত্ত তাহার বাসস্থান তা আমি কিরূপে অনুসন্ধান পাইব? দুইটা গর্ত্ত খুঁজি: আমি অপর একটার কাছে গিয়াছি, এমত সম: পাদশব্দ শুনিবা মাত্র একটা ভয়ঙ্কর গোকুর সর্প ফণা তুলিয়া ফোঁশ ফোঁশ শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল—দংশন করে আর কি? "বাপরে মারে" বলিয়া এক লাফে আমি বেনাবনের অন্য পার্শ্বে গিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। বাহির হইতে মকর, "পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়" বলিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিল। প্রাণভয়ে "সাপ" শব্দ আমার জিহ্বাহইতে নির্গত হইল না "মকররে, আমাকে বাপে খেলেরে, আমাকে বাপে খেলেরে" বলিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলাম পাছে নিজে দোষী হয়, বাপে খাওয়ার ক: শুনিয়া মকর আমাকে ফেলিয়া পলাইয়া গি: বাটীতে সংবাদ দিল। তাহার কথা আর ন শুনিতে পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ভীত হও: ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইলাম। মুখে আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না, মূর্চ্ছাপন্নপ্রায় হইয়া গোঁ গোঁ করিতেছি এমত সময়ে "ভয় নাই, ভয় নাই," বলিয়া আমাদের বৃদ্ধ চাকর রামা একখান দা হাতে করিয় তথায় উপস্থিত হইল। "কি হলোরে কি সর্ব্বনাশ হলোরে ওরে মনোরঞ্জন কি কল্লিরে" বলিয়া মাত ও মাসী ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে২ তথায় পৌঁছিলেন। জ্ঞান আছে সকল শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি না থাকায় উত্তর দিতে পারিতেছি না। রামা যে খানে আমি পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছিলাম, সেখানের বন কাটিয়া আমাকে বাহির করিল। মাসী আমাকে কোলে করিয়া বসিলেন, লোকে লোকারণ্য হইল, কেহ মুখে জল দেয়, কেহ বা পাখা ব্যজন করে। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ আমার হরিতাভ হইয়াছে দেখিয়া সকলেই স্থির করিল, যে, সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, বিষ আমার সর্ব্বশরীরে ব্যা

পত হইয়াছে। দর্শকগণের মধ্যে যাহারা সর্প-মন্ত্র জানিত, তাহারা আমাকে ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, কেহ গামছা পড়া মারে, কেহ ধূলা পড়া দেয়, কেহ বা "হাড়ী ঝী চণ্ডীর আজ্ঞা শীঘ্র ছাড়" বলিয়া আমার গাত্রে ফূঁ দেয়। কিন্তু কোথায় বা ক্ষত স্থান কোথায় বা সর্প দংশন, ভয় প্রযুক্ত আমার শরীর যে ঐরূপ বিবর্ণ হইয়াছিল, ইহা ঐ মূর্খদিগের এক বারও বিবেচনা হইল না। তা যাহা হউক, মাতা মাসী এবং রামাকে দেখিয়া কিছু ক্ষণ-পরে আমি স্বচ্ছন্দশরীর হইলাম। মুখে বাক্য-স্ফুর্ত্তি হইতে লাগিল, আমি সকলকেই বলিলাম, সর্প আমাকে দংশন করে নাই; এক বার ফণা তুলিয়া অমনি গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া দর্শকগণ সর্পমন্ত্রের রোজাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কহিতে লাগিল, "সাপের বাতাসে মনো-রঞ্জনের শরীরে বিষ উঠিয়া ছিল, তোমরা না ঝাড় ফুক করিলে বালকটি এখনই মরিয়া যাইত," অন্যে কহিল, "তোমাদের কি মন্ত্রের গুণ! এখানে থাকাতে আমাদের গাটাও ঝিম ঝিম করিতেছে, একবার ঝাড়িয়া দায়তো।" এই রূপ উপহাসা-স্পদ হইয়া রোজারা তো স্বস্থানে প্রস্থান করিল, মাতা ও মাসীর সঙ্গে আমি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া মার নিকট প্রার্থনা করিলাম, তিনি যেন দৈব ঘটনাটী বাবাকে না জানান।

পিতা ধান্যক্ষেত্রে ধান্যের তত্ত্বাবধানে গিয়া-ছিলেন, সন্ধ্যাকালে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্য যে-রূপ করেন, সদর বাটীতে আমাদিগকে পাঠ দিতে বসিলেন। রামা এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিয়া হুক্কাটি তাঁহার হস্তে প্রদান করণানন্তর কহিল, "মহাশয়, বহুকাল আপনাদের অন্নে প্র-তিপালিত হইয়া আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আর এ সংসারে থাকা আমার উচিত হইতেছে না। মা-সেমানে বিদায় দিউন, আমি ঘরে চলিয়া যাই।" এই কথা শুনিবামাত্র আমি যোড় হাত করিয়া ইঙ্গিতদ্বারা রামাকে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলাম, কিন্তু রামা আমাকে দেখিয়াও দেখিল না। পিতা কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে দিবা-ভাগের তাবৎ বিবরণ আদ্যোপান্ত কহিল। তচ্ছ্রবণে পিতা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে "রে নির্ব্বোধ, তুই কোন্ বিবেচনায় আত্মপ্রাণ নষ্ট করিবার নিমিত্ত নিবিড় কেয়াবনের ভিতর প্রবিষ্ট হইলে, অমন নির্জ্জন ঝোপ যে হিংস্র জন্তু-দিগের বাসস্থান ইহা তোর মনোমধ্যে একবার উদয় হইল না? সর্প যদি তোকে দংশন করিত, তবে তুই এতক্ষণ কি আর জীবিত থাকিতিস্? নীচজাতীয় বালকদিগের সহিত সংসর্গ করিতে আমি তোকে ভূয়োভূয়ো নিষেধ করিয়াছি। সৎপুত্রে পিতৃ আজ্ঞা কদাচ অবহেলন করে না, আমার কথা অবজ্ঞা করিয়া তুই যেমন দুষ্টমী করিয়াছিস, এখন তেমনি দণ্ড পা।" এই কথা বলিয়া তিনি স্বহস্তে বেত্র ধারণ করত আমাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিলেন। মারের চোটে পাঁ-কাল মাছের মত পীঠের চামড়া ফুলিয়া উঠিল। ভগিনী দুটী আমার দুরবস্থা দেখিয়া কান্দিতে২ মার নিকট গিয়া বসিয়াছিল। যেমন কুকর্ম্ম করি-য়াছি, তাহার সমুচিত ফল পাইলাম, এই বিবে-চনায় আমি আত্মদোষ ক্ষালনার্থ আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না।" বাবা! ক্ষমা কর, আমি এমন কর্ম্ম আর কদাচ করিব না." কেবল এই প্রা-র্থনা করিয়া আমি তাঁহার পা জড়িয়া ধরিলাম। আমার সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনিতে বাটীর ভৃত্যবর্গ সকলেই অশ্রুবারি নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল। অন্তঃপুরহইতে মাতা দৌড়িয়া আসিয়া পিতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওরে মনে, বুনো যমের হাতহইতে আমরা

তোকে আজি অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছি, তুই আঘরে যমের হাতে পড়িলি।” এই কথা বলিয়া তিনি কান্দিতে২ আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। পিতা বিমর্ষ হইয়া সদর বাটীতে বসিয়া রহিলেন। মাসী সজলনয়নে আমার পৃষ্ঠে তৈল মাখাইয়া দিলেন। সে দিন আর আহার হইল না। কান্দিতে২ মাতার ক্রোড়ে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম ও মাসী, “কি কুক্ষণে আজি রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, দিবারাত্রি বাছার আমার আর দুঃখের অবধি নাই,” এইরূপ কথা বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। রাত্রি নয় ঘণ্টার সময়ে পিতা অন্তঃপুরে ভোজন করিতে আসিয়া আমার জননী ও মাসীকে ডাকিয়া কহিলেন, “মনোরঞ্জনকে মারাতে তোমরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছ, হতে পার বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উহার প্রতি তোমাদের স্নেহ আছে আমার কি নাই? ও আজি যে দুঃসাহসী কর্ম্ম করিয়াছিল, প্রাণে বাঁচিবার তো কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমি উহাকে আস্কারা দিয়া আজি কোন কথা না বলিতাম, তবে ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার ঐ রূপ কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলে পিতা হইয়া আমি উহার শত্রুস্বরূপ হইব। বাল্যকালে সামান্য দণ্ড দিলে বালকদিগের যত উপকার হয়, তত উপকার আর কিছুতে হয় না। যে পিতা মাতা অপকর্ম্মের নিমিত্তে পুত্র কন্যার দণ্ড বিধান না করেন, তাঁহারা তাহাদের মিত্র নহেন, ভয়ানক বৈরিস্বরূপ। তা যাহা হউক, মনোরঞ্জনকে বাটীতে রাখা উচিত হইতেছে না। বিষয়-কর্ম্মের উপলক্ষে আমাকে নানা স্থানে যাইতে হয়; তোমরা মেয়ে মানুষ অন্তঃপুরে থাক। আজি যেমত করিয়াছিল, কোন দিন না কোন দিনও সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে। অতএব কল্য প্রাতঃকালে বেলা নয়টার সময় জমীদার মহাশয়ের স্কুলে উহাকে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক। রামা উহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, এ বেলা চারিটা অবধি আরও এরূপ দৌরাত্ম করিতে পারিবে না।

পিতা মহাশয়ের এই যুক্তি-যুক্ত প্রস্তাবে মাতা ও মাসী সম্মতা হইলেন। পর দিন প্রাতঃকালে, রামের হস্তে একখানি পত্র এবং মাহিনার একটি টাকা দিয়া পিতা আমাকে স্কুলে পাঠাইয়া-দিলেন। রামা বাঁচিল, বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে আর সংসারের কর্ম্ম কাজ করিতে হইল না, বেলা নয়টার মধ্যে সে আমার সহিত স্নান আহার করিয়া সমস্ত দিন স্বচ্ছন্দে স্কুলে ঘুরিয়া কাটাইতে লাগিল, স্কুলে উপস্থিত হইলে প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিশেষ স্নেহ করিয়া আমার পরীক্ষা লইয়া কহিলেন,” অনেক বালক বিদ্যার্থী হইয়া এই বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিয়াছে, কিন্তু এই অল্প বয়সে এ বালকটীর যত শিক্ষা হইয়াছে, এমন একটি বালক এ পর্য্যন্ত এখানে আগমন করে নাই।” মাথায় হাত দিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রথমে তুমি কোন্ পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করিয়াছিলে?” আমি বলিলাম, “মহাশয় আমি কোন পাঠশালায় পড়ি নাই। মাসী আমাকে কল্য অবধি সমুদায় শিক্ষা দিয়াছেন, পিতা কেবল মধ্যে২ কঠিন২ বিষয় শিখাইতেন।” এই কথা শুনিয়া তিনি সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া এক জন সহকারী শিক্ষককে কহিলেন, “দেখ, অল্পবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষা স্ত্রীলোকদ্বারা যে রূপ হইতে পারে, অমনটি আর কাহারও দ্বারা হয় না। কি ছোট কি বড়, ইংলণ্ডে বালক বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষা জননী বা অন্য কোন আত্মীয়াদ্বারা নিষ্পাদিত হয়। তাহাতেই ইংরাজেরা আমাদিগের অপেক্ষা এত শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। দেখ নদশ বৎসরের অনেক বালক আমাদের কাছে পড়িতে আসিয়াছে, কিন্তু ইতিহাস ভূগোল ব্যা

রণ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতিতে এ বালকটির রূপ ব্যুৎপত্তি দেখিতেছি, এমন আর কাহারও দেখি নাই। মাতৃস্বসাদ্বারা ইহার প্রথম শিক্ষা-বিধান হইয়াছিল বলিয়া ইহার এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। আহা! বঙ্গদেশীয় রমণীদিগের অজ্ঞানান্ধকার কত দিনে দূর হইবে, কত দিনে তাহারা সন্তান সন্ততিদের প্রথম-শিক্ষা-বিধানরূপ কর্ত্তব্যসাধন করিয়া ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিবে, এবং ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় লোক সমাজে যশস্বিনী হইবে!”

আমি বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ জানিতাম, ইংরাজী তাদৃশ জানিতাম না, তথাপি ইতিহাস, ভূগোল, জীবরহস্য এবং অন্যান্য বিষয়ে আমার একপ্রকার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় পাঠার্থ একেবারে আমাকে তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিলেন। সেই শ্রেণীর শিক্ষকের নাম শ্রীযুক্ত বাবু সত্যকিঙ্কর মিত্র। যেমন নাম তাঁহার গুণও তেমনি ছিল। পিতা যেরূপ পুত্র কন্যার প্রতি বিশেষ স্নেহ করেন তিনি সেই রূপ করিয়া বালকদিগকে শিখাইতেন। না বুঝিতে পারিলে এক কথা তিনি শত শত বার বলিয়া দিতেন, তথাপি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। আমরা তাঁহার সর্ব্বদাই প্রসন্ন বদন দেখিতাম, অপ্রসন্ন বিরস মুখ প্রায় দেখিতাম না। তবে যে দিন আমার সহপাঠী কোন বালক পাঠাভ্যাসে অবহেলা করিত, সে দিন তিনি বিরক্ত হইয়া বিরসবদন হইতেন। তাহাতে অনাবিষ্ট বালককে দণ্ড দেওয়া তাঁহার বড় একটা প্রয়োজন হইত না; তাঁহার মুখ ভঙ্গিমা সে বালকের বিশেষ দণ্ডস্বরূপ হইত। ইহাতেও কিছু না হইলে তিনি মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতেন; দণ্ডরূপে পুস্তকের দুই এক পাত মুখস্থ লইতেন, দুষ্ট বালক যে পাঠ অভ্যাস না করাতে দণ্ডার্হ হইয়াছে, তাহা তাহাকে দুই তিন বার শ্লেটে লেখাইতেন। এই উপকারক দণ্ড ব্যতিরেকে বেত্রাঘাতের দণ্ড তিনি সহসা দিতেন না।

সত্য কিঙ্কর বাবু অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ সচ্চরিত্র লোক ছিলেন, মুখে আমাদিগকে যে উপদেশ দিতেন, কার্য্যেও তাহা তাঁহার প্রকাশ পাইত। সত্য বাবুর সকল উপদেশ সত্য কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত গোপনে আমরা তাঁহার গোপন কর্ম্মের অনেক বার অনেক অনুসন্ধান লইয়াছিলাম। তিনি যে ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন, এমন প্রমাণ আমাদিগকে কেহ কখন দিতে পারে নাই। এ জন্য শুদ্ধ আমি নহি, সকল বালকেই তাঁহাকে সাতিশয় ভাল বাসিত, তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইতে কেহ সহসা প্রবৃত্ত হইত না। এত যে বৃদ্ধ হইয়াছি, মনে বাল্য-ভাবোদয় হইলে, সত্য বাবুর সত্য কথা গুলি স্মরণ করিয়া এখনও আমার স্কুলে পড়িতে ইচ্ছা হয়। তিনি বলিতেন, “বৎসগণ! শিক্ষকের কর্ম্মের তুল্য গুরুতর কর্ম্ম আর নাই! তোমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, দেশের লোক সমাজের নিকট দায়ী, এবং তোমাদের পিতা মাতার নিকট দায়ী হইয়া থাকি!” এ গূঢ় কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মহাশয়! সে কি প্রকার?” তিনি উত্তর করিলেন, “মানবমণ্ডলী পশু পক্ষী নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা সর্ব্ব বিধায়ে শ্রেষ্ঠ; এ শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণ তাহাদের আত্মা! শরীরের ধ্বংস আছে, আত্মার বিনাশ নাই, অমর—সদসৎ কর্ম্মের ফলভোগ তাহাকে অনন্তকাল করিতে হয়। বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষা এবং ধর্ম্মালোচনা করিলে, যৌবন প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধাবস্থায় মানবজাতি দেশের উন্নতি-সাধন, প্রতিবাসী মণ্ডলীর হিত চেষ্টা, এবং পিতা মাতার নাম ও বংশ উজ্জ্বল করে।”

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [১৭ খণ্ড।
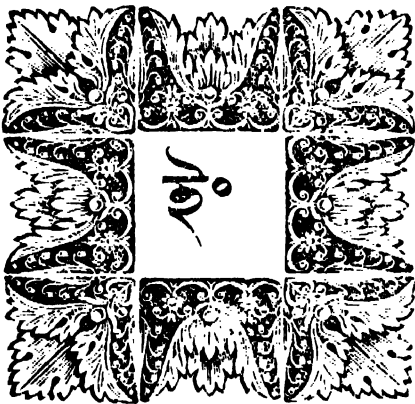
পম্পেয়াই।

ইং রাজী ৭৯ অব্দের ২৪ সে আগষ্ট তারিখে সুবিখ্যাত ইটালী দেশের পম্পেয়াই নামক একটি নগর অপরাহ্নের মনোহর সূর্য্যকিরণে বিভাসিত হইতেছিল। তৎসময়ে আকাশ পরিনির্ম্মল ও কমনীয়বর্ণে বিচিত্রিত, বায়ু স্নিগ্ধ শীতল এবং উল্লাসকর, বৃক্ষ সকল ফলভারে অবনত, এবং উদ্যান সকল সুগন্ধ পুষ্পে প্রসাদিত ছিল। সম্মুখে নেপলসের উপসাগর আপন শান্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সকল পদার্থকে দেবলোকের শোভায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল; সকলই উজ্জ্বল, সকলই কান্তিময়, সকলই মনোহর, সকলই কমনীয়, সকলই সুরলোকগঞ্জন বোধ হইতেছিল। নগরের প্রজা সকল ঐ রম্যসময়ের প্রভাবে নির্বিঘ্নে আপন আপন অভিলষিত ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল।

কেহ ক্রয় করিতেছে, কেহ বিক্রয় করিতেছে; কেহ পণ্যশালায় পণ্য দ্রব্য আনিতেছে, কেহ বা তাহা বিদেশে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। ধীবরীরা বীথিপ্রান্তে স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌কাটব্যে ক্রেতাদিগকে ব্যথিত করিতেছে,ও প্রাসাদোপরিহইতে ভুবনমোহিনী বিলাসবতীরা আপন আপন রূপ লাবণ্যের অমৃত-বর্ষণে সেই ব্যথার অপনয়ন করিতেছে। গৃহমেধিনীরা গৃহকর্ম্মে বিব্রতা; কেহ রন্ধনশালার তত্ত্বাবধারণ লইতেছেন, কেহ অপৌগণ্ড শিশুদিগকে দুগ্ধদান করিতেছেন, কেহ বা আপন প্রত্যাগত ভৃত্যের নিকট বাজারের ব্যয়ের তালিকা লইতেছেন। নবীনা কামিনীরা আপন অঙ্গবিন্যাসে বিব্রতা; কেহ চিক্কণ কেশের বেণী বিনাইতেছেন, কেহ কবরী বন্ধন করিতেছেন, কেহ বা দর্পণে নদীতটস্থ হরিণীবৎ আপন চন্দ্রানন বিলোকনে মুগ্ধ হইতেছেন, অপর কেহ বা বাদ্যযন্ত্র-সহকারে কোন্ অভিনব রমণীয় সঙ্গীতে মনোমোহনের মন মোহিত করিবেন তাহার অভ্যাস করিতেছেন। এই রূপে বৃহন্নগরের সুখী প্রজারা সুখদ বেলায় আপন আপন ব্যবসায়ে ব্যস্ত আছে, এমত সময়ে নিকটস্থ একটা পর্ব্বতহইতে হঠাৎ এক রাশি কৃষ্ণধূম নির্গত হইয়া প্রকাণ্ড স্তম্ভাকারে উন্নত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ ধূম নির্ম্মল প্রোজ্জ্বল নভোমণ্ডলকে একেবারে আচ্ছন্ন করিলেক। দিবাকর বিলুপ্ত হইলেন, এবং সমস্ত নগর ও বহুক্রোশ পর্য্যন্ত নগরোপান্ত অমাবস্যার মধ্যরাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অকস্মাৎ এ অন্ধকার যে ভয়ঙ্কর বোধ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অধিকন্তু ঐ অঞ্জনগিরি-সদৃশ নিবিড় কৃষ্ণমেঘে জ্বলন্ত গন্ধকজাত ঈষন্নীলবর্ণ সৌদামিনী-সদৃশ অগ্নিশিখা মধ্যে মধ্যে বিকশিত হইতে লাগিল। ইহার অনতিবিলম্বে আকাশহইতে অতিসূক্ষ্মপ্রায় অস্পৃশ্য রেণুসদৃশ ভস্ম বরিষণ হইতে লাগিল, এবং তাহা অল্পকাল মধ্যে ভূপৃষ্ঠে দুই তিন হস্তাধিক স্থূল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই পম্পেয়াই-নিবাসিদিগের বিপদের শেষ হয় নাই। তদনন্তরই উত্তপ্ত ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড সকল আকাশহইতে নিপতিত হইতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরও তাহার সহযোগী হইল। একে ভয়ঙ্কর অন্ধকার, তাহার উপর ভস্মবৃষ্টি, তদুপরি প্রস্তর-বর্ষণ, মধ্যে মধ্যে প্রজ্বলিত গন্ধকের সৌদামিনী; বর্ণিত সুখের সময় ইহার পর ভয়ঙ্কর ব্যাপার হঠাৎ সম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু পম্পেয়াই নিবাসিদিগের ইহাতেও ক্লেশের শেষ হইল না। কথিত প্রজ্বলিত গন্ধকের ধূমে বায়ু প্রকৃষ্টরূপে দূষিত হইল, শ্বাস গ্রহণ করা দুষ্কর। অতঃপর নদীতে বান আসিবার সময় যে প্রকার শব্দ হয়,তদ্রূপ ধ্বনি আকর্ণিত হইতে লাগিল; এবং অবিলম্বে কৃষ্ণকর্দ্দমের এক প্রকাণ্ড স্রোতঃ মৃদুভাবে অবারিতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা ত্বরায় রাজপথ সকল পরিপূর্ণ করিলেক, এবং দ্বার গবাক্ষ ছিদ্রাদিদ্বারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল পূর্ণ করিতে লাগিল। ইহাহইতে রক্ষা পাইবার উপায়মাত্র ছিল না। যে যদবস্থায় এই ভীষণশত্রুর হস্তে পড়িল সে সেই অবস্থায় প্রোথিত হইল। যাহারা গৃহমধ্যে লুকাইত হইয়াছিল তাহারা তথায়ই আবৃত রহিল; যাহারা পলায়নে তৎপর হইয়া রাজপথে আসিয়াছিল তাহাদের কেহ পতনশীল শিলার আঘাতে মৃত হইল। কেহ গন্ধকের গন্ধে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, কেহ অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রমে গর্ত্তে পড়িয়া ভস্মে প্রোথিত হইল, কেহ বা কর্দ্দমস্রোতে প্লাবিত হইল। যে সকল ব্যক্তি বর্ণিত বিপদের প্রারম্ভেই নগরহইতে পলায়ন করিয়াছিল তাহারা অন্ধকারে পথশ্রমে ভস্ম ও গন্ধকধূমে আবৃত হইয়া নগরপ্রান্তে ধরাশয্যায় মহানিদ্রায় সুপ্ত হইল।

তিন দিন দিবারাত্র কথিত উপদ্রব বলবৎ থাকে, তাহাতে বর্ণিত নগর এককালে প্রোথিত হইয়া যায়, চতুর্থ দিবস প্রাতে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। তখন অন্ধকারের শেষ হইয়াছিল, কর্দ্দমস্রোতঃ স্তব্ধ হইয়াছিল, ভস্মবৃষ্টি নিঃশেষ হইয়াছিল, এবং প্রস্তর বর্ষণ স্থগিত হইয়াছিল। তখন দিবাকর পুনঃ প্রোজ্জ্বল রশ্মিতে সমস্ত বিভাসিত করিলেন। বায়ু দুর্গন্ধ গন্ধকগন্ধ ত্যাগ করিয়া পুনঃ নির্ম্মল হইয়া মন্দমন্দ গতিতে সকল প্রমুদিত করিল, এবং যে সকল দুর্ভাগারা বর্ণিত উপদ্রবহইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা স্নিগ্ধ হইল। কিন্তু তাহাদের গৃহের আর চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হইল না। যে স্থানে পম্পেয়াই নগরের মন্দির দেউল অট্টালিকা রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ইষ্টক-প্রস্তরের বাটী-সকল দেদীপ্যমান ছিল,তথায় এক ভস্ম ও কর্দ্দমের স্তূপমাত্র দৃষ্ট হইল। উক্ত নগরের সন্নিকটে হর্কুলেনিয়ম্ এবং স্তাবী নামক অপর দুই সমৃদ্ধ নগরও প্রোথিত হইয়াছিল, অতএব কথিত স্তূপ বহু ক্রোশ বিস্তীর্ণ দৃষ্ট হইত। ঐ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কালক্রমে মৃত্তিকা জমিয়া শস্যের উপযুক্ত হইল, এবং কৃষকেরা তথায় দ্রাক্ষা জলপাই গোধূমাদি দ্রব্য উৎপন্ন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বৃহৎ বনস্পতি-সকলও উত্থিত হইয়া সমস্ত স্থানকে উদ্যান-সদৃশ করিলেক।

প্রায় সপ্তদশ শত বৎসর যাবৎ বর্ণিত স্থান ঐ রূপ থাকে। পরে গত শতাব্দির শেষে কৃষকেরা গহ্বর খননদ্বারা দেখিলেক যে মৃত্তিকার নিম্নে অট্টালিকাদির চিহ্ন আছে; তাহাতে বোধ হইল, যে কোন নগর তথায় প্রোথিত আছে; এবং অনুসন্ধানদ্বারা তাহাই সব্যবস্থ হইল। নেপল্স্ দেশের অধিপতির অনুমতিতে উপযুক্ত কর্ম্মচারি সকল নিযুক্ত হইল। ক্ষেত্রের চতুর্দিগহইতে খনন কার্য্য আরব্ধ হইল,এবং অল্প দিন মধ্যে পম্পেয়াই নগরের অনেক রাজপথ অট্টালিকাদি পরিষ্কৃত হইয়া পুনঃ সকলের নয়নগোচর হইল। এই দর্শন অতি অপূর্ব্ব বোধ হইয়াছিল। কোন স্থানে অতি বৃহৎ অট্টালিকা ঝাড় লণ্ঠন ছবি প্রস্তর-পুত্তলিকাদি বিবিধ সজ্জায় পরিসজ্জিত অবস্থায় মৃত্তিকা-হইতে গাত্রোত্থান করিতেছে; কোন কোন স্থানে নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ পণ্যশালা প্রকাশ হইতেছে; কোথায় বা মোদকের দোকানে বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন মৃত্তিকাবরণে পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। এক সূপকারের দোকান খনন করিতে ২ দৃষ্ট হইয়াছিল যে বর্ণিত উপদ্রব সময়ে ঐ দোকানী সম্মুখে রোটিকা ও পেয়াজ ও ক্ষুদ্র মৎস্যের চচ্চড়ী বিক্রয় করিতেছিল, এবং সেই অবস্থায় সে কর্দ্দমে প্রোথিত হয়। এক বৃহৎ অট্টালিকার সকল গৃহ নানাবিধ সজ্জায় পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু কুত্রাপি মনুষ্য ছিল না; কেবল তাহার নিম্নে ভূমিগর্ভে এক গুদামের মধ্যে যাহাতে অনেক গুলি জালা ছিল, তথায় ১৭ টী অস্থিকঙ্কাল রহিয়াছে। জালা দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ ভূমিগর্ভস্থ গুদামে গৃহস্বামী মদিরা রাখিতেন। উপদ্রবের প্রারম্ভে ভস্মবৃষ্টির সময় গৃহস্বামিনী আপন অপত্য ও ভৃত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে ঐ গুদামে পলায়ন করিয়াছিলেন, তথায় কর্দ্দমস্রোতঃ আসিয়া তাঁহাদিগের সকলকে প্রোথিত করিয়া ফেলে। যদিচ এক্ষণে তাহাদের অস্থিমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু মৃত্তিকা মধ্যে তাহাদের দেহের ও বস্ত্রের ও অলঙ্কারাদির চিহ্নে এমত অবিকল ছাঁচ হইয়া আছে যে তদ্দৃষ্টে তাহাদের সমস্ত বিবরণ উপলব্ধ হয়। অনুমিত হইয়াছে যে ঐ সপ্তদশ ব্যক্তির মধ্যে এক জন গৃহমেধিনী; তিনি প্রৌঢ়া ছিলেন; তাঁহার দেহে অনেক অলঙ্কার ছিল, ও তাঁহার বস্ত্র অতি সূক্ষ্ম রেসমে নির্ম্মিত। তাঁহার এক হস্তে এক খানি রুমালে কতক গুলি চাবি বদ্ধ ছিল; অপর হস্তে

একটি শিশুর হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে এক নবযৌবনা কন্যা চারু-বসনাভরণে সুসজ্জিতা ভয়ে ভীতা হইয়া রক্ষা প্রার্থনায় কেবল মাতার প্রতি অবলোকন করিতেছে। তাহার অল্প বয়স্ক দুই ভ্রাতা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িয়াছে। সন্নিকটে পরিচারিকা ও ভৃত্যবর্গ; তাহাদিগের বস্ত্র স্থূল ও অলঙ্কার সামান্য। সম্মান রক্ষার্থ সহসা স্বামিনীর অত্যন্ত নিকট তাহারা আসিতে পারিতেছে না, অথচ কর্দ্দমস্রোতহইতে পলাইবার আর স্থান নাই, অতএব অত্যন্ত কুণ্ঠভাবে নিকটে রহিয়াছে। ইহাদের অবস্থাদৃষ্টে বোধ হয়, কর্দ্দমস্রোতঃ আসিয়া ইহাদিগকে এককালেই বিনষ্ট করিয়াছিল; অধিক যাতনা না দিয়া থাকিবেক। এক রমণী আপন প্রিয় অলঙ্কারের মঞ্জুষা লইয়া পলায়ন করিতেছিল, এমত সময়ে কর্দ্দম আসিয়া তাহাকে আবৃত করে। সে সেই মঞ্জুষা বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া প্রোথিত রহিয়াছে। এক স্থানে দুই জন তস্কর একটা ধাতুময় পুত্তলিকা লইয়া পলাইতেছিল, এমত সময়ে কর্দ্দম আসিয়া তাহাদিগকে আবৃত করে। এই প্রকারে অপরাপর স্থানে নানা অবস্থার বিবরণ ব্যক্ত হইয়াছে। খননদ্বারা যে সখ্যায় ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ মূর্ত্তি ও গৃহসজ্জা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে পম্পেয়াই এক ঋদ্ধিমন্ত নগর ছিল, এবং ঐ সকল মূর্ত্তি ও দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-চাতুর্য্যে বিলক্ষণ প্রমাণীকৃত হয় যে ঐ নগরবাসিরা শিল্পকার্য্যে অদ্বিতীয় নিপুণ ছিল।

যে সকল পাঠকেরা উপস্থিত প্রস্তাবের এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ণিত দুর্দৈবের কারণ জানিতে অবশ্যই ব্যগ্র হইয়াছেন; অতএব বক্তব্য যে উল্লিখিত পর্ব্বতের নাম বিসুবিয়স্। তাহা একটী ভয়ঙ্কর আগ্নেয়-গিরি। ঐ গিরিতে মধ্যে২ বিষম অগ্নিস্ফোট হইয়া থাকে। ঐ প্রকার এক অগ্নিস্ফোটে তাহার গহ্বরহইতে ধূম ভস্ম অগ্নি কর্দ্দমাদি নির্গত হইয়া বর্ণিত উপদ্রব নিষ্পন্ন করত পম্পেয়াই নগরকে ৪০ হস্ত কর্দ্দমে প্রোথিত করে।

স্যর আইসাক্ ন্যুটনের বাল্যাবস্থা।
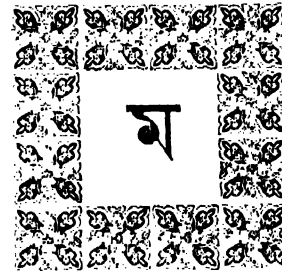
মহাপুরুষদিগের বাল্যাবস্থার বিবরণ আলোচনায় সবিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে, এ কথা বলা বাহুল্য। যাঁহারা বুদ্ধিবলে যুদ্ধক্ষেত্রে মহা মহা বাহিনী সঞ্চালন করিয়াছেন, যাঁহারা জগতের অশেষবিধ উপকার সাধন করিয়াছেন, যাঁহারা বিদ্যা এবং বিজ্ঞান বিকাসদ্বারা মনুষ্য নামের উচ্চ গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা শৈশবে কিরূপে কালহরণ করিতেন, ইত্যাদি বিষয় পুরুষার্থ প্রতীক্ষাকারী যুবকদিগের অতি হিতকর উপদেশ-বিধায়ক। ইহা জগতে যে কোন বিষয়ে প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা বিনা আয়াসে এবং পরিশ্রমে আয়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সত্য বটে, পরমেশ্বরের কৃপায় কোন২ দেহে বা মানসে অসাধারণ শক্তি সঞ্চারিত থাকে, কিন্তু সেই সকল শক্তি কার্য্য ব্যতীত ফলবতী হইতে পারে না। নিয়মিত পরিশ্রম বিরহে কার্য্য সংঘটন হয় না, এবং যত্ন ও অভিনিবেশ না থাকিলে কোন কার্য্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার উপায় নাই। প্রত্যুত বাল্যকালে পরিশ্রম, প্রযত্ন এবং অভিনিবেশ প্রভৃতি প্রবৃত্তির উত্তেজক ধর্ম্মসকল করতলগত না হইলে বয়সের আধিক্যে তত্তাবৎ আয়ত্ত হইতে পারে না। বাল্যকালই উদারতা বুদ্ধি সদ্ভাব এবং কীর্ত্তি কল্প-

নার সময়। যে ব্যক্তি প্রৌঢ়াবস্থায় যে প্রকার পদবীস্থ হইবেক, তাহা তাহার বাল্যাবস্থার ভাব দৃষ্টেই অনুভূত হইয়া থাকে। বালকের চিত্ত অতিশয় কোমল, অতএব তাহার তাদৃশ সুকুমার চিত্ত যে কোন সদ্বিষয়ে ধাবিত হয়, জ্ঞানগুরুদিগের উচিত তৎপথে তাহাকে অবিচলিতরূপে প্রধাবিত রাখিতে অহরহ যত্নপরায়ণ হন।

যে বালক যে পরিমাণে স্বীয় মানসিক শক্তিসমূহের পরিপাকজন্য উৎসাহ এবং পরিশ্রমপর হয়, সে সেই পরিমাণে ভবিষ্যতে জগদ্রূপ নাট্যশালায় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে। মহা২ পুরুষদিগের জীবন-চরিতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহারা সকলেই তরুণ বয়সে জিতেন্দ্রিয়তা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, একাগ্রতা এবং নিরতিশয়-পরিশ্রমিতা প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। আকস্মিক ঘটনায় মহাশয়তা লাভ হয় না; দিবা-যামিনী নিয়ম এবং আলোচনার বশবর্ত্তী হইতে হয়, তদ্ভিন্ন মহত্ত্ব লাভের উপায় নাই। যত বড় বিঘ্ন বা বিড়ম্বনা আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, দৃঢ়ব্রত লোকদিগের অবিচল অধ্যবসায়দ্বারা তত্তাবৎ চরমে অবশ্যই প্রশমন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহাপুরুষদিগের বাল্যচরিত আলোচনার উপকার-বিষয়ে আমরা এতাবন্মাত্র লিখিয়া এই ক্ষণে মূলপ্রস্তাবের অনুসরণ করি।

আমাদিগের পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজিভাষায় পণ্ডিত নহেন, তাঁহাদিগের গোচরার্থ স্যর আইসাক্ ন্যূটনের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই মহাত্মা ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞানবেত্তা-মণ্ডলীর অগ্রগণ্য। তিনি স্বীয় অসাধারণ-দৈবশক্তি-প্রভাবে যে সকল অমৃতবৎ বিজ্ঞান-বীজ আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন—তিনি গৌরব-পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া প্রাপ্ত্যর্থ যেরূপ পরিশ্রম এবং প্রযত্ন সহকারে লব্ধকাম হইয়াছিলেন—এবং সেই সকল অভূতপূর্ব্ব বিজ্ঞানবীজ লব্ধ হওনানন্তর তিনি যেরূপ সুশীল নিরহঙ্কৃত সাধু এবং সদাশয়-ভাবে কালযাপন করিতেন, তত্তাবৎ শ্রবণ বা পঠন করিলে অদ্ভুতরসে চিত্ত এককালে প্লাবিত হইতে থাকে।

ইংলণ্ডদেশ বাহিনী বিথাম নদীর তীরে উল্স্থর্প গ্রামে খৃঃ ১৬৪২ অব্দের ডিসেম্বর মাসে উক্ত মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এরূপ ক্ষুদ্র এবং ক্ষীণদেহ লইয়া ভূমিষ্ঠ হন যে সূতিকাগৃহস্থ সমস্ত স্ত্রীরা মনে করিয়াছিলেন যে ক্ষণকাল পরেই তিনি গতাসু হইবেন। প্রত্যুত, দুই জন স্ত্রীলোক বলবিধায়ক ঔষধ লইয়া কিয়ৎকাল পরে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে সে কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়াছিল। জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বরের কার্য্য সকল নিতান্ত অচিন্তনীয়, যেহেতু যে মহাত্মাদ্বারা জগতের সুমহ হিত-সাধন হইবেক, সেই মহাত্মার জন্ম-গ্রহণকালে নিরতিশয় সূক্ষ্মসূত্রের উপর জীবন নির্ভরিত ছিল। যথাযোগ্য সময়ে জ্ঞানোদ্রেক হইবামাত্র তিনি স্কিলিণ্টন্-নামক গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। প্রথমতঃ বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার তাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকেরা যেরূপ পরিশ্রমে এবং সুনিয়মে পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, ন্যূটন তদ্রূপ করেন নাই। তিনি ক্ষুদ্র২ শিল্প প্রয়োজক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া কারুকর্ম্ম-বিশেষ-সাধনে মহা আনন্দিত হইতেন, তাহাতে তাঁহার শিল্পবিদ্যার প্রতি যে আন্তরিক স্পৃহা ছিল, ইহাই সপ্রমাণ হয়। যে সময়ে তাঁহার সহচরবর্গ ক্রীড়া বা অনিষ্ট-বিশেষে নিযুক্ত হইত, তিনি সেই সময়ে কোন বিচিত্র শিল্পকার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। চমৎকারের বিষয় এই যে তাদৃশ তরুণ এবং তরল বুদ্ধিতে

তদ্রূপ সমীচীন শিল্প-নির্ম্মাণের কৌশল-কূট সমুদিত হইত, ও সেই সকল সামর্থ্য-সম্পাদ্য কার্য্য স্বীয় ক্ষুদ্র২ হস্তদ্বারা নির্ব্বাহিত করিতে পারগ হইতেন।

এক আকস্মিক ঘটনায় সর্ব্বাদৌ পুরুষার্থ লাভে তাঁহার চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। তদ্বিশেষ এই যে তাঁহার উপরিশ্রেণীস্থ এক বালক তাঁহাকে প্রহার করে। প্রতিযোগীর পদাঘাতে তিনি উদরে অত্যন্ত যাতনা প্রাপ্ত হন। নূ্যটন্ প্রতিহিংসায় উদ্যত হইলেন, কিন্তু সেই প্রতিহিংসা-প্রণালী সামান্য-বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায় নহে, তাদৃশ তরুণ বয়সেও তাঁহার ভাবী সুতার্কিক বুদ্ধির বিলক্ষণ লক্ষণ উক্ত প্রতিহিংসা-কার্য্যে পরীক্ষিত হয়। তিনি প্রহারদ্বারা প্রতিযোগীকে পরাভূত না করিয়া শিক্ষাবলে বিজয়লাভে প্রবৃত্ত হইলেন, সুতরাং অত্যল্পকালমধ্যে ঘোরতর পরিশ্রম এবং ঔৎসুক্য-সহ পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিয়া একেবারে সর্ব্বোপরিস্থ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইয়া উঠিলেন, তাহাতে তৎসমবয়স্ক বালকদিগের অন্তঃকরণে সবিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইল। অনন্তর স্বীয় ভগ্নচূড় প্রতিযোগীর প্রতি ক্ষমাবিধানে তিনি ব্যগ্রচিত্ত হন। কিন্তু সে বালক সে সময়ে স্বীয় হীনত্ব জন্য ব্রীড়ানলে পরিদগ্ধ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে ধীর-বর বিহিত প্রতি-হিংসা-ঋণ-পরিশোধ করাতে নূ্যটনের চিত্তকমল প্রস্ফুটিত হইয়া সুখসৌরভ প্রচার করিতে থাকিল।

দ্বাদশবর্ষ বয়সে তিনি গ্রান্থাম নগরীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, ও তথায় ধীরতা, নিরীহতা ও সচ্চিন্তাপরতা জন্য সুবিখ্যাত হন। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত কোন বিষয়ের পরিহার করিতেন না। একদা নিকটবর্ত্তী এক স্থানে বায়ুসঞ্চাল্য একটা পেষণীযন্ত্র অথবা যাঁতাকল স্থাপিত হইতেছিল; তিনি মহাকৌতূহলে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ তথায় যাইয়া ধারাবাহিক রূপে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পরিদর্শন করাতে উক্ত যন্ত্রের বিষয়ে এরূপ সম্যক্ লব্ধজ্ঞান হইলেন যে কতিপয় দিবসমধ্যে সেই যন্ত্রের অনুকরণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধ তাহার একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ যন্ত্রটি তিনি গৃহছাদোপরি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, বায়ুবেগে তাহা সঞ্চালিত হইলে সহচরবর্গের সহিত তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না; বিশেষতঃ ঐ যন্ত্র এরূপ অবিকলরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে দিদৃক্ষুমাত্রে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিত। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ঘুড়ী উড়াইবার প্রথা ছিল না, নূ্যটন্ তাহা সর্ব্বাদৌ প্রচলিত করেন। তিনি নানারূপ আকারে ঘুড়ী নির্ম্মাণ করিয়া উড়াইতেন। অমানিশাতে ঘুড়ীর নিম্নে কাগজময় ফানুস্ ঝুলাইয়া তাহার ভিতরে দীপ জ্বালিয়া দিতেন, এবং গ্রাম্যজনসমাজে উল্কা বা ধূমকেতু উঠিয়াছে, বলিয়া রব প্রচার করিয়া মহাকৌতুকান্বিত হইতেন। তিনি তদনন্তর জলচালিত ধর্ম্মঘটিকার আবিষ্ক্রিয়া করেন। তাহাতে সবিশেষ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। গ্রান্থাম নগরে তিনি এক চিকিৎসকের ভবনে অবস্থিতি করিতেন; তথাহইতে প্রস্থান করিলে পর বহুকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসকের গৃহে সেই ঘটিকাটি ব্যবহৃত ছিল। ঐ সময়ে গ্রহগণের গতি প্রভৃতি নিরীক্ষণে তিনি একাগ্র-বৃত্তি হইয়াছিলেন; স্বীয় প্রবাস-গৃহের প্রাচীরহইতে প্রতিবাসিদিগের গৃহ বড়ভীপর্য্যন্ত নক্ষত্রগণের ছায়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক আপন ব্যবহারার্থ একটি সূর্য্যঘটিকা নির্ম্মাণ করেন। ক্রমশঃ পর্য্যালোচনাদ্বারা ঐ ঘটিকার এরূপ সংশুদ্ধতা সাধিত হইয়াছিল, যে বহুকালপর্য্যন্ত উক্ত নগরে তাহা

"আইসাকের সূর্য্যঘড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; তৎসদৃশ বিশুদ্ধ সময়-বিজ্ঞাপক যন্ত্র উক্ত প্রদেশে দ্বিতীয় ছিল না। উক্ত সূর্য্যঘটিকাকে তাঁহার দৈবশক্তির প্রথম অভিজ্ঞানস্বরূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সামান্যবুদ্ধি বালকেরা জ্ঞানগুরুদিগের বেত্রের প্রতি উপেক্ষা করিয়া স্রোতস্বতী-তীরে অথবা অন্য কোন বিজন স্থানে অনিষ্ট চেষ্টায় কালাতিপাত করিতে ভাল বাসে। কেহ সমস্ত অপরাহ্ণ জলমধ্যে পদ রাখিয়া মৎস্য ধরণে বা স্বকরনির্ম্মিত নৌকা সরসীজলে ভাসমানা করণে সুখী হয়, কেহ বা দুর্ভাগ্য গ্রাম্য ঘোটক বা গর্দ্দভের প্রতি ইষ্টক লোষ্ট্রাদি ক্ষেপণে মহাপ্রীতি লাভ করে, কাহার বা বিহঙ্গনীড় অপহরণে প্রবৃত্তি, কেহ বা গ্রীবা-ভঙ্গের প্রতি ভয়মাত্র না করিয়া গিরিশিখরে বা প্রোচ্চ তরুশাখায় উত্থানপূর্ব্বক আনন্দে অভিভূত হয়, কিন্তু ন্যূটনের চিত্ত এ সকল বিষয়ে ধাবিত হইত না। যেন প্রসূত হওনের প্রাক্কাল অবধি তাঁহার চিত্ত চিন্তা এবং পরিকল্পনার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার সহচরবর্গ যে সময়ে ক্রীড়ারসে আসক্ত থাকিত, সে সময়ে তিনি কোন রূপ শিল্পচিন্তায় বা নারী-সমাজে কালহরণ করিতেন। রমণীগণের মধ্যে এক বিদূষিকা অথচ রূপসী তরুণীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কালক্রমে ঐ বাল্য-প্রীতি গাঢ়ভূত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাদৃশ পবিত্র প্রণয় পশ্চাৎ পরিণয়দ্বারা সফলী-কৃত হয় নাই।

আগামি খণ্ডে ন্যূটনের যৌবনাবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ্য।

ঠাকুরদাদার বাল্যদশা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।

হার আচ্ছাদন দিয়া পুত্রের শরীর রক্ষা করা পিতা মাতার যে রূপ কর্ত্তব্য, বিদ্যা এবং ধর্ম্ম শিক্ষাদ্বারা তাহার আত্মার হিত সাধন করা তাঁহাদের সেই রূপ প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া তাঁহারা নিজে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন না, উপার্জ্জনের কিয়দংশ দিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করেন। শিক্ষক ঐ বিদ্যা এবং ধর্ম্মালোচনার সোপানস্বরূপ; বালকগণ তাঁহার যেরূপ উপদেশ পায়, তাঁহার যেরূপ কথা শুনে ও যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখে, তদনুরূপ চরিত্র সংস্থাপন করিয়া ভবিষ্যতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। শিক্ষকের কুদৃষ্টান্তে তাহাদের আত্মা কু হয়, এবং সু দৃষ্টান্তে সু হয়। এজন্য ঈশ্বর জনসমাজ ও জনক জননীর সমীপে মনুষ্যের সু কু হওনের মূল কারণ শিক্ষককে হইতে হইল। বালক কুশিক্ষা-প্রযুক্ত দুরাত্মা হইয়া যদি প্রতিবাসী মণ্ডলীর অনিষ্টে রত হয়, কুলকুঠার হইয়া যদি পিতা মাতাকে নিন্দনীয় করে, এবং তজ্জন্য পরকালে ঘোরতর দুঃখ পায়, তাহার কারণও শিক্ষক হইলেন। অতএব শিক্ষকের কর্ম্ম কি রূপ গুরুতর, তিনি ঈশ্বর ও লোক সমাজ এবং জনক জননীর নিকট কিরূপ দায়ী, ইহাতেই বিবেচনা কর।

প্রতি দিন বেলা তিনটার সময় সংস্কৃত এবং বঙ্গ ভাষা শিখাইবার জন্য এক জন পণ্ডিত আমাদের শ্রেণীতে আসিতেন। সত্যকিঙ্কর বাবু সে সময়ে আমাদের উপরকার ক্লাশে অঙ্কশাস্ত্র শিখাইতে যাইতেন। গম্ভীরস্বভাব সত্য বাবুর কাছে অতিসাবধানে আমাদিগকে থাকিতে হইত, পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে আইলে

আমাদিগের আর সে রূপ থাকিবার প্রয়োজন হইত না, তখন আনন্দের বাজার বসিত। তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালা উত্তমরূপ জানিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব কিছুই ছিল না বলিয়া বালকেরা তাঁহাকে যথোচিত মান্য করিত না। তিনি আইলেই প্রথমে কিয়ৎ ক্ষণ কোন না কোন প্রকার গল্পের অনুষ্ঠান হইত, পরে আমরা পাঠ পড়িতে আরম্ভ করিতাম। পুস্তক হাতে পড়িলে পণ্ডিত মহাশয় এক দণ্ড স্থির হইয়া বসিতে পারিতেন না, নিদ্রায় তাঁহার চক্ষু ঢুলু২ করিত। আমরা কি পড়িতাম কি অর্থ করিতাম তিনি কিছুই শুনিতে পাইতেন না, সকলেতেই হুঁ দিয়া যাইতেন। আমাদের ক্লাশে তিনকড়ি নামে এক দুরন্ত বালক ছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের এ অবস্থা দেখিলে সে আস্তে২ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গিয়া নাচিতে২ তাঁহার টিকী ধরিয়া কহিত "পণ্ডিত মহাশয়ের দুটি ঠ্যাং, টিকী উড়ে ড্যা ড্যাং ড্যাং।" একথা শুনিয়া আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতাম না, সকলেই একেবারে হাঁসিয়া উঠিতাম। কোলাহলের শব্দে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া আমাদিগকে প্রহার করিতে যাইতেন, আমরা পরস্পর পরস্পরের দোষ দিয়া কাটাইতাম, কেহ মারি খাইতাম না।

এক দিন পণ্ডিত মহাশয় ছোট এক খান টুলে বসিয়া ঐরূপ ঘুমাইতেছিলেন। ঠেসান দিবার কিছুই না থাকাতে ঢুলিয়া ঢুলিয়া তিনি একে বারে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তদ্দর্শনে শ্রেণীস্থ বালকেরা কোলাহল শব্দ করত হাঁসিয়া উঠিল, সমুদায় স্কুলে গোলমাল হইল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বাহিরে আসিয়া গোলের কারণানুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমরা ভয় পাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। বড় একটা অনুসন্ধান করিতে হইল না, পণ্ডিত মহাশয়ের গাত্রে ধূলা দেখিয়া তিনি সমুদায় মর্ম্ম অবগত হইলেন। কিন্তু বাহ্যে ভট্টাচার্য্যকে কিছু না বলিয়া আমাদিগকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। তিনকড়ি,পাঁচকড়ি, কেনারাম, বেচারাম প্রভৃতি দুরন্ত বালকদিগকে এই গোলমালের মূলকারণ বলিয়া বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন। আমাদের কপালে কি ঘটে, এই ভয়ে আমরা সশঙ্কিত রহিলাম, কিন্তু সে দিন আর কিছু হইল না। পণ্ডিত মহাশয়কে শিক্ষকদের জল খাইবার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বোধ হয় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। চারিটার সময় ছুটি হইলে রামাকে সঙ্গে লইয়া আমি ঘরে আসিলাম। তার পর দিন নিয়মিত সময়ে পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে পড়াইতে আইলে, বেহারারা যে বড় টুলে দাঁড়াইয়া লণ্ঠনে আলোক দেয়, স্কুলের মালী সেই রূপ এক খান টুল আনিয়া দিল। তত উচ্চ টুলের উপর বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় কি রূপে আপনাকে হাস্যাস্পদ করিতে পারেন। তিনি দাঁড়াইয়া২ আমাদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। সে দিন তাঁহার ঘুম হইল না, শব্দার্থও বেশ বুঝাইয়া দিলেন। আমরা সকলেই মনঃসংযোগ করিয়া পড়িতে লাগিলাম। কেবল জন কএক বালক বড়ই অসন্তুষ্ট হইল, কারণ পণ্ডিতের চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিলেই তাহারা মালীর ঘরে গিয়া তামাকু খাইয়া আসিত, দুই এক ছিলিম চরসও টানিত, তাহাদিগের সে কর্ম্মে বাধা জন্মিল। দিন কএক এই রূপে যায়, ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব স্বভাব আবার প্রবল হইতে লাগিল, তিনি আর কোন উপায় না পাইয়া টুলের উপর মাথা দিয়া দাঁড়াইয়াই ঘুমাইতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন তিনি ঐ ভাবে ঘুমাইতেছেন, বাহির হইতে আমার সহাধ্যায়ী বেচারাম তামাকু খাইয়া আসিয়া আস্তে২ টুল খানা টানিয়া লইল। লইবা মাত্র ছিন্ন-মূল কদলী-বৃক্ষের

ন্যায় পণ্ডিত মুখ থুবড়িয়া ভূমিতলশায়ী হইলেন, ও তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়া মুখে রক্ত পড়িতে লাগিল। ক্লাশ শুদ্ধ সকল বালক হাসিয়া উঠিল, তাহাতে সমস্ত স্কুলে কলরবের আর পরিসীমা রহিল না। তৃতীয় শ্রেণীর বালকেরা পণ্ডিতকে মারিয়া মুখে রক্ত তুলিয়াছে, সমুদায় স্কুলের বালকেরা এই কথা বলিতে লাগিল। তাহাতে প্রধান শিক্ষক আমাদিগের সকলকে ডাকাইয়া প্রথম শ্রেণীতে লইয়া গেলেন, ও আমাকে এবং আর তিন চারি জন উত্তম বালককে সাক্ষিস্বরূপ তুলিয়া কহিলেন, "তোমাদের শিক্ষক সত্যকিঙ্কর বাবু কহেন, তোমরা উত্তম বালক, মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠাভ্যাস কর, তাঁহার অসন্তোষ-বিধান এক দিনের জন্যেও কর নাই; তবে পণ্ডিতের সময় এরূপ অত্যাচার কেন হয়? তোমাদের ক্লাশে দুরাচার দুষ্ট বালক কে২ আছে? যদি নিগূঢ় সত্য কথা না বল, তবে এখনই তোমাদিগকে দ্বারপালদ্বারা দণ্ড দিয়া ক্লাশ শুদ্ধ সকল বালককে তাড়াইয়া দিব।" অবমান হইবার ভয়ে আমরা যে কারণে সত্য বাবুকে মর্য্যাদা এবং পণ্ডিতকে অমর্য্যাদা করি, তাহা আদ্যোপান্ত বলিলাম। তিনকড়ে পাঁচকড়ে, বেচারাম ও কেনার অসদাচারের কথাও বলিয়া দিলাম। তচ্ছ্রবণে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া স্কুলহইতে দুষ্ট বালকদিগকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং পণ্ডিতকে পদচ্যুত করিয়া অন্যত্র স্কুলহইতে আর এক জন সুশিক্ষিত বহুদর্শী পণ্ডিত আনাইলেন।

অতঃপর কি ইংরাজী কি বাঙ্গালা কি সংস্কৃত সকল পড়াই আমাদের উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, জ্ঞানেরও প্রাখর্য্য হইতে লাগিল, ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ ভক্তি হইল। শ্রেণীতে প্রথম অথবা দ্বিতীয় ব্যতীত অন্য স্থানে কখন থাকিতাম না, প্রতি বৎসর পরীক্ষার সময় পুরস্কার পাইতে লাগিলাম, তাহাতে ক্রমে২ দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম। পিতা মাতা মাসী এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আমার বিদ্যোন্নতি দেখিয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসমান হইলেন। বয়সও আমার ত্রয়োদশ বৎসর হইল, গ্রামস্থ সকল লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। অন্ধ, খঞ্জ, অতি বৃদ্ধ লোকেরা আমাদের বাটীতে ভিক্ষা করিতে আইলে, পূর্ব্বে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইত, আমি ঘরে থাকিলে সে নিয়মের অন্যথায় দুই চারিটি পয়সা এবং কখনকখন এক খানি পুরাতন বস্ত্রও দিতাম। তাহাতে তাহারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হস্ত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে২ প্রস্থান করিত। পিতা আমার এই রূপ দয়ার কর্ম্ম দেখিয়া মনে২ বড়ই আহ্লাদিত হইতেন, কিন্তু বাহ্যে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিতেন না।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে আমাদিগের বাটীতে বিদ্যালয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ২ বালকেরা আসিত। বৈঠক খানার ঘরে আমরা একটি সভা করিয়া বসিতাম। আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক সত্যকিঙ্কর বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সভায় সভাপতিত্ব-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা নিয়মানুসারে এক ২ দিন এক২ জন এক খানি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম। প্রবন্ধ পাঠ হইলে সে বিষয়ে যাহার যে বক্তব্য আছে তাহা বলিত, অনেক তর্কবিতর্কও হইত, সভাপতি মহাশয় আরও তর্ক করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহ দিতেন। যখন আমরা সে বিষয়ে আর কিছুই বলিতে পারিতাম না, তখন তিনি আমাদিগের বক্তৃতার দোষ গুণ দেখাইয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। এই উপায়দ্বারা আমার বিদ্যাচর্চ্চার এমনি বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং পটুতাও এমনি জন্মিয়াছিল, যে, যে কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলে, প্রকৃত উত্তর হউক বা না হউক স্বাভিপ্রায়-প্রকাশ-করণে আমি কখনই পরাঙ্মুখ হইতাম না, আমার বাক্যনৈপুণ্য এবং মাধুর্য্য গুণে সকলেই সন্তুষ্ট হইত।

গেলাস চিত্রিত করিবার প্রকরণ।

গেলাস কাটিতেছে।

এতৎ পত্রের বিগত খণ্ডে গেলাস প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহাতে গেলাস চিত্রিত করিবার প্রকরণ বিবৃত হয় নাই। এ স্থলে সেই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষেপ করা অভিধেয়।

যদিচ গেলাসের হীরকবৎ উজ্জ্বল ও নির্ম্মল বর্ণই তাহার প্রধান প্রশংসাস্পদ, পরন্তু চিত্র করিলে তাহার সৌন্দর্য্যের অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি নানা প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে; তন্মধ্যে গেলাসের গাত্র ঘর্ষিত করিয়া যে চিত্র প্রস্তুত করা হয় তাহাই প্রধান। উক্ত ঘর্ষণ-কার্য্য কতগুলি চক্রদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তাহার প্রতিরূপ প্রস্তাব-শিরোভাগে দৃষ্ট হইবে। চক্রসকল প্রয়োজন-ভেদে লৌহ তাম্র প্রস্তর ও কাষ্ঠের হইয়া থাকে, এবং যে প্রকারে কুন্দযন্ত্র নির্ম্মিত করা হয়, সেই রূপে ইহা সংলগ্ন করা হয়, এবং কুন্দের ন্যায় ইহা ঘূর্ণিত হইতে পারে। কোন২ চক্র শাণযন্ত্রের ন্যায়ও সংলগ্ন হয়। পরন্তু চক্র যে প্রকারেই সংলগ্ন হউক, তাহার প্রত্যেকের উপর জল ও অতি-সূক্ষ্ম বালুকায় পূর্ণ এক পাত্র রাখা যায়; এবং তাহা পাত্রের তলস্থ এক ক্ষুদ্র ছিদ্রদ্বারা ক্রমশঃ নিসৃত হইয়া বিন্দুপরিমাণে চক্রের ধারের উপর পড়িতে থাকে। এই অবস্থায় চক্র ঘূর্ণিত করিয়া তাহার ধারে কোন গেলাসের পাত্র সংস্পৃষ্ট রাখিলে বালুকার ঘর্ষণে তাহার গাত্র ঘৃষ্ট হইয়া নির্ম্মল স্বচ্ছতার পরিবর্ত্তে এক প্রকার কর্কশ শুক্ল বর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ শুক্লবর্ণ কোন বৃক্ষ পত্রাদির ছবির অনুসারে নিষ্পন্ন করিলেই নির্ম্মল স্বচ্ছ গেলাসের গাত্রে শুক্লবর্ণের চিত্র উৎপন্ন হইল। শিল্পীর চাতুর্য্যে এই চিত্র নানা প্রকার হইতে পারে, তাহাতে গেলাসের সৌন্দর্য্য প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়। অপর ঐ শুক্লবর্ণ চিত্রকে কাষ্ঠের চক্রোপরি কুরুম প্রস্তরের অত্যন্ত সূক্ষ্ম রেণু ও তৈল দিয়া ঘৃষ্ট করিলে শুক্লবর্ণ অপসৃত হইয়া গেলাস পুনরায় নির্ম্মল স্বচ্ছ হয়। এই উপায়ে অস্বচ্ছ ঘৃষ্ট চিত্রের স্থানে২ স্বচ্ছ করিলে চিত্রের দ্যুতি সম্যক্ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোন২ চিত্র নিষ্পন্ন করিতে সামান্য চক্র উপযুক্ত নহে; তদর্থে বক্র শলাকার প্রয়োজন হয়, পরন্তু তাহার কার্য্য চক্রের অনুরূপেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ বক্র শলাকার অবয়ব অপরপৃষ্ঠার চিত্রে দৃষ্ট হইবে।

অপর, শিল্পিরা কেবল গেলাসের গাত্র ঈষৎ ঘৃষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। সৌন্দর্য্যের বর্দ্ধনার্থে গেলাসের স্বাভাবিক গোল গাত্রকে দীর্ঘকাল ঘৃষ্ট করিয়া নানা প্রকারে চেপ্‌টা করিয়া থাকে, এবং ঐ প্রক্রিয়ায় গেলাসের স্বাভাবিক কান্তি অনেক অংশে বর্দ্ধিত হয়। ইংরাজী ভাষায় এই প্রকারে ঘৃষ্ট গেলাসকে "কট্ গেলাস্" অর্থাৎ কাটা গেলাস কহে; এবং ঐ ইংরাজী শব্দ এই ক্ষণে বঙ্গ ভাষায়ও প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে গেলাসের পাত্রের গাত্রে নানা প্রকার শিরার অবয়ব অনায়াসে উৎপন্ন হয়, তাহার আদর্শার্থে একটি কটগেলাসের পাত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল; ইহার প্রচলিত নাম "ডিকাণ্টর।"

গেলাস-ঘর্ষণ-কার্য্য বহু-পরিশ্রমসাধ্য, অতএব তৎসাহায্যে প্রস্তুতীকৃত দ্রব্য বহুমূল্য হইয়া থাকে; সামান্য ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত ঐ প্রকার দ্রব্য সুপ্রাপ্য হয় না। এই প্রযুক্ত অনেক গেলাস-নির্ম্মাতারা ছাঁচের গাত্রে চিত্র প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গেলাস ফুঁ দিয়া তাহার গাত্রে চিত্র নিষ্পন্ন করে; ঐ চিত্রের আকৃতি অবিকল হইয়া থাকে, এবং তাহার মূল্যও স্বল্প হয়; কিন্তু তাহা ঘর্ষিত গেলাসের তুল্য সুদর্শনীয় হয় না।

গেলাসের গাত্রে খুদিয়া অক্ষর লিখিতে হইলে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ারই অবলম্বন করা যায়; কিন্তু ঘৃষ্ট অক্ষর গভীর না করিয়া কেবল চিহ্নমাত্র করিতে হইলে একখণ্ড ধারাল চকমকীর পাথর লইয়া সাবধানে গেলাসের গাত্রে লিখিলে অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে অক্ষর সকলের স্থূল-সূক্ষ্মতা পরিষ্কাররূপে নিষ্পন্ন হয় না। তদর্থে অপর এক প্রক্রিয়ার অবলম্বন করিতে হয়। তাহা এতাদৃশ অক্লেশে সাধ্য যে পাঠকবৃন্দ যে কেহ তাহার পরীক্ষা অনায়াসে করিতে পারিবেন। তদর্থে অভিপ্রেত গেলাসের গাত্র গলিত মোমে আবৃত করিতে হয়। তৎপরে ঐ মোমের উপর একটা নরুণ দিয়া অভিলষিত অক্ষর বা চিত্র আঁচড়াইতে হয়। তদন্তর ঐ আঁচড়িত স্থানের উপর "ফ্লোর স্পার" নামক প্রস্তরের চূর্ণ বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি কিঞ্চিৎ গন্ধকের দ্রাবক বিন্দু বিন্দু করিয়া দিয়া ছয় ঘণ্টা কাল রাখিলে গেলাসের আঁচড়িত গাত্র খাইয়া গিয়া চিত্রিত হইয়া যায়; তখন উষ্ণ জলে গেলাস ধৌত করিলে চিত্রকার্য্য সিদ্ধ হইল।

কোন কোন শিল্পীরা শ্বেত কাচের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি দ্রব গেলাসে আবৃত করিয়া থাকে, তাহাতে ঐ মূর্ত্তি রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র উজ্জ্বল তৈজসবর্ণ হইয়া থাকে।

অপর কোন কোন গেলাসনির্ম্মাতারা বর্ণহীন

গেলাসের পাত্র বানাইয়া তাহা বর্ণবিশিষ্ট দ্রব গেলাসে চোবড়াইয়া তাহার বর্ণান্তর করে। তদনন্তর ঘর্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ বর্ণবিশিষ্ট পাত্রের স্থানে স্থানে বর্ণবিশিষ্ট গেলাস ঘৃষ্ট করত তাহা তুলিয়া তন্নিম্নস্থ বর্ণহীন গেলাস বাহির করে; তাহাতে এক পাত্রের কোন স্থান বর্ণহীন ও কোন স্থান বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয়। এরূপ গেলাস বহুমূল্য ও অতীব রম্য হইয়া থাকে। কথিত বর্ণবিশিষ্ট গেলাস অনায়াসেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব খণ্ডে যে প্রণালী উক্ত হইয়াছে তদনুসারে বর্ণহীন গেলাস বানাইবার চূর্ণ প্রস্তুত করত তাহাতে বিভিন্ন-প্রকার ধাতুর মরিচা মিশ্রিত করিয়া তাহা গলাইলেই বর্ণবিশিষ্ট গেলাস উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে লোহ, তাম্র, স্বর্ণ, সূর্মা, কোবাল্ট, ক্রোমিয়ম, মাঙ্গানিস প্রভৃতি ধাতুর মরিচাই প্রধান; তাহাতে রক্ত নীল পীত হরিৎ প্রভৃতি নানা বর্ণের গেলাস প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রক্রিয়া-ভেদে ইহাদ্বারা এমত বর্ণবিশিষ্ট গেলাস হইতে পারে যাহা পদ্মরাগ পুষ্পরাগ প্রভৃতি মণির বিনিময় বলিয়া ভ্রম হয়। পরন্তু তাহার বিশেষ-বিবরণে প্রস্তাব-বাহুল্য করা কোন মতে অভিসন্ধেয় নহে। অপর ঐ বর্ণবিশিষ্ট গেলাসের চূর্ণ বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিলে তাহা অল্পতাপে গলিতে পারে; এবং ঐ চূর্ণ কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য অলঙ্কারের উপর দিয়া উত্তপ্ত করিলে ঐ বর্ণবিশিষ্ট গেলাস গলিয়া ঐ অলঙ্কারের কিয়ৎ স্থান আবৃত করে। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গেলাসের চূর্ণ দিয়া তাহা গলাইলে ঐ অলঙ্কার বিভিন্ন বর্ণে বিচিত্রিত হয়। বর্ণ বিচিত্রিত-করণের নাম, "মীনা করণ।" বঙ্গদেশীয়েরা এই কার্য্যে নিতান্ত অজ্ঞ; কিন্তু কাশী আগরা দিল্লী লখ্‌নৌ প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ইহাতে বিলক্ষণ পটু; এবং তাহাদের কৃত মীন করা অলঙ্কার এতদ্দেশে অনেক আসিয়া থাকে। বঙ্গদেশে ঐ শিল্প-কর্ম্মের জ্ঞান প্রচারিত হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এস্থলে তাহার বিবরণ লিখিলে বোধ হয় পাঠকদিগের অনুমোদনীয় হইবে না, অতএব এ প্রস্তাবের এই স্থানেই উপসংহার করা গেল।

উদ্ভট কবিতা সঙ্গ্রহ।

প্রণমত্যুন্নতিহেতোর্জীবনহেতোর্বিমুঞ্চতি প্রাণান্
দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কো মূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ ॥

প্রণতি পরের পদে উন্নতি কারণ।
আত্মপ্রাণ পর হেতু করে বিসর্জন ॥
সুখহেতু হয় সদা দুঃখের ভাজন।
সেবকের সম বল মূঢ় কোন্ জন?

দিবমপ্যুপয়াতানামাকল্পমনল্পগুণগণো যেষাং।
রময়ন্তি জগন্তি গিরঃ কথমপি কবয়ো ন তে বন্দ্যাঃ ॥

অমর নগরে যারা করিলে গমন।
আকল্প অনল্প গুণ রহে অগণন ॥
যাহাদের বাক্যাবলী রসায় ভুবন।
কেননা বন্দিবে তুমি হেন কবিগণ?

ধনিনোঽপি নিরুন্মাদা যুবানোঽপি ন চঞ্চলাঃ।
প্রভবোঽপ্যপ্রমত্তাস্তে মহামহিমশালিনঃ ॥

ধনসত্ত্বে মদহীন হয় যেই জন।
চপলতা নাহি মাত্র উদয়ে যৌবন।
পরাক্রম-সত্ত্বে ক্ষমা-গুণের আশ্রয়।
এই সব লোক হয় মহামহাশয় ॥

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সূচী।

---

২ পর্ব্ব, ১৮ খণ্ড।

কলিকাতা স্কুলবুক এণ্ড বর্ণাকুলর লিটরেচর
সোসাইটীর আদেশানুসারে
বাপ্টিস্ট মিষন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

LIST OF BOOKS PUBLISHED BY THE VERNACULAR LITERATURE DEPARTMENT.

Discount 30 *per cent. for cash.*

BENGALI.

	R.	A.	P.
Lamb's Tales, Dr. Roer's,	0	3	0
Matsya-Nárí,	0	2	3
China-deshiyá Bulbul,	0	1	0
Sushilá Upakhyan, Part I.	0	3	0
——— Part II.	0	4	0
——— Part III.	0	5	0
Jibrahasya, Part I.	0	3	6
——— Part II.	0	7	0
Life of Lord Clive,	0	3	0
Ganges Canal,	0	1	6
Silpic Darsan,	0	6	0
Robinson Crusoe,	0	6	0
Kutsit Hangsa-Shábak,	0	2	0
Manoramya Páth,	0	8	0
History of Rája Pratápáditya,	0	2	0
Brihat Kathá, Part I.	0	4	0
——— Part II.	0	5	0
Khagola Bibaran,	0	5	0
Sibaji Charitra,	0	3	0
Abodha,	0	1	0
Paul and Virginia,	0	6	0
Dukhini Mátá,	0	1	0
Life of Noorjahan,	0	5	0
Ahalyá Haddikár Jiban Bríttántá,	0	3	3
Mujáhid Shaw,	0	1	6
Báyu-Chatustayer Akhyáyika,	0	1	6
Chakmaki Báksa,	0	1	0
Bada Kailás, &c.,	0	1	0
Bichár,	0	1	0
Elizabeth,	0	9	0
Hita-Kathábali,	0	6	0
Jahánirá Cháritra,	0	5	0
Wild Swans,	0	1	9
"Japan opened."	0	4	0
"The Rise and Progress of the Saracens,"	0	2	6

IN THE PRESS.

Tales from Sandford and Merton.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৽ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [১৮ খণ্ড।

অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার।
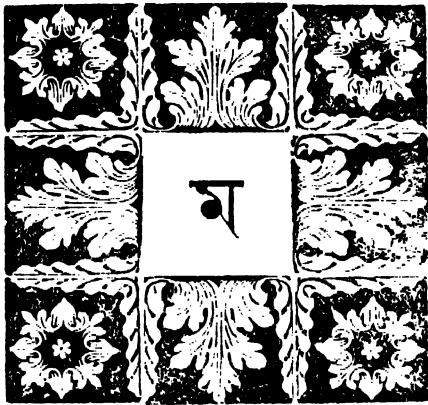
ম-ন্ত্র-বলে ভূত-পেতনীকে বশীভূত করা যায় ইহা এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। পুরাণাদিতে তদ্বিষয়ক আখ্যান অনেক দেখা যায়, এবং বিক্রমাদিত্যের বেতাল অনেক রহস্য-ব্যঞ্জক গল্পের উপষ্টম্ভ হইয়াছে। বৃদ্ধ পাঠকেরা অনেকেই "ভূত নাবান" দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই; এবং যদিচ সম্প্রতি ইংরাজদিগের শিক্ষা-প্রণালীর দৌরাত্ম্যে অনেক ভূত এতদ্দেশহইতে অপসৃত হইয়াছে, তত্রাপি তাহাদের নিতান্ত অসদ্ভাব হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। পরন্তু ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে যে প্রাচীনকালের ভূত প্রেত দানা দক্ষ পেতনী শাঁখচুর্ণী এই ক্ষণে প্রচুর প্রাপ্য নহে। বিলাতেও তাহারা পূর্ব্বকার বেশে এই ক্ষণে ভ্রমণ করিতে পারে না। শাদা-চাদর-মুড়ী কোঠর-চোকো দীর্ঘকায় ভূত সুশিক্ষিত নব্য ইংরাজদিগের হৃদ্য বা বিশ্বাস-যোগ্য কদাচ হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা পল্লীগ্রামস্থ অতিবৃদ্ধা স্ত্রী বা তৎসদৃশ চিন্তাকাতর অপরিমার্জিত কৃষকদিগের চিত্রক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; সভ্য সমাজে আর বিচরণ করে না। পরন্তু মনুষ্যকর্ত্তৃক ভূতের রাজ্য কদাপি উৎসৃষ্ট হইবার নহে। তাহাদের বল ও বুদ্ধি মনুষ্যের বল-বুদ্ধিহইতে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ; তাহারা যে মানবীয় গ্রন্থের ক্ষুদ্রালোকে একেবারে লুপ্ত হইবে ইহা কোন মতে সম্ভাবনীয় নহে;—তাহা সাধ্য হইলে খদ্যোতদ্বারা সূর্য্যেরও অপলাপ হওয়া কঠিন হইত না। অতএব ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে ভূতেরা মনুষ্য-মানসে আপন আধিপত্য রক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সকল উপায় অবলম্বন করিত এই ক্ষণে তদপেক্ষা গুরুতর উপায় উৎসৃজন করিবেক। ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ড এই ক্ষণে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত; তথায় মন্ত্র-তন্ত্রের অবলম্বনে ভূত বশ করা সম্ভবে না; অতএব ভূতেরা তথায় জ্ঞানের বাগুরা বিস্তৃত করিয়াছে; তাহাতে পড়িলে নিষ্কৃতি পাওয়া কোনমতে সাধ্য নহে।

ঐ পাশে পরিরত হইলে মনুষ্যের মনে উদয় হয়, যে চারি পাঁচ জন ব্যক্তি একাগ্র-চিত্তে একত্রে বসিয়া কএক প্রকার মুদ্রার সাধন করিলে যে কোন মৃত মনুষ্যের নামোচ্চারণ করে, তাহার আত্মা তৎক্ষণাৎ আসিয়া ঐ ব্যক্তিদিগের সহিত কথোপকথন করে, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা-সকল প্রচার করিয়া দেয়। ঐ মুদ্রাকরদিগের ক্ষমতা
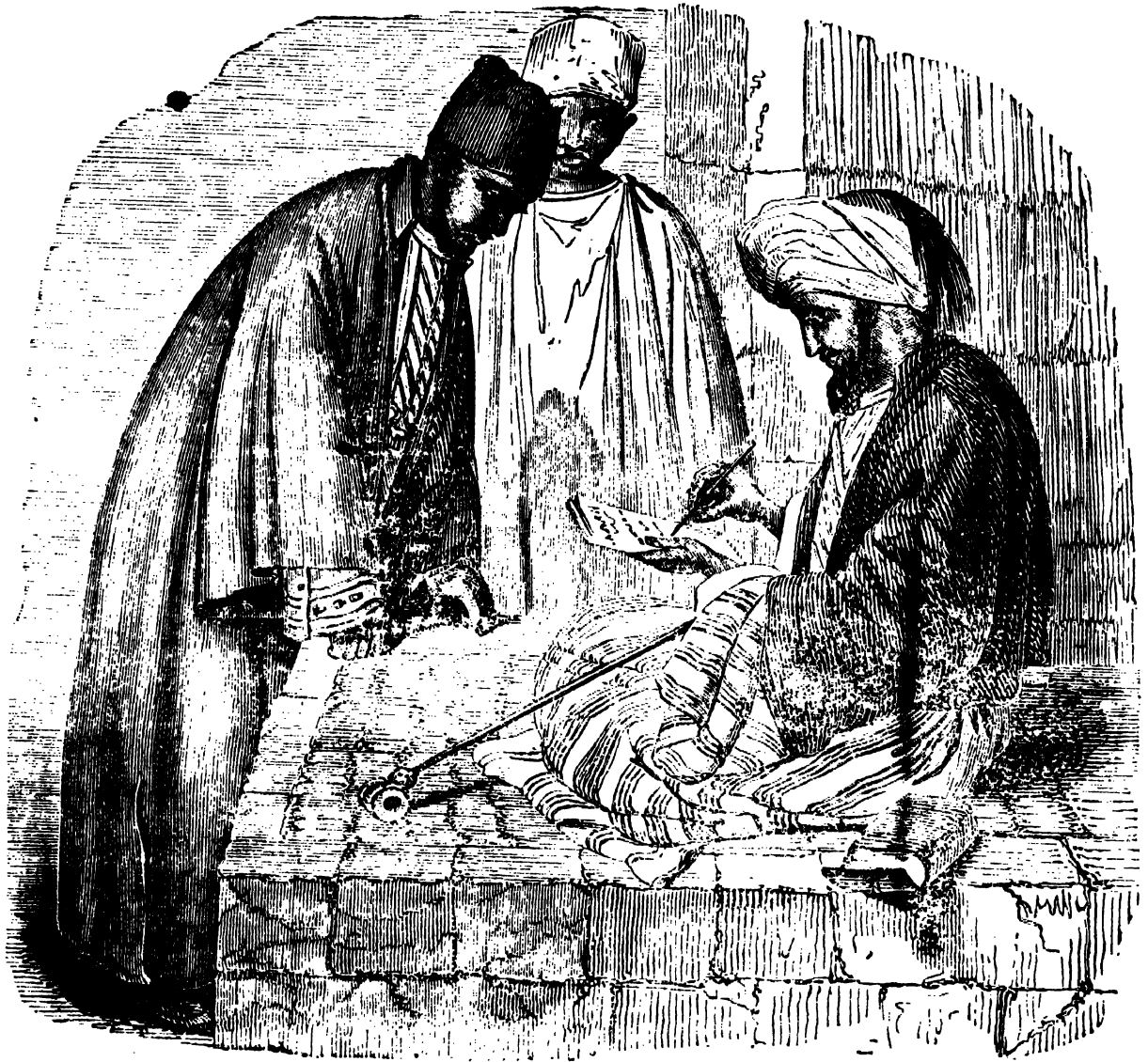
থাকিলে ঐ আত্মাদিগদ্বারা নানা প্রকার সামান্য কর্ম্মও নিষ্পন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই বিশ্বাস এমত প্রবল হইয়াছে যে, আমেরিকা খণ্ডে অনেক নৈয়ায়িক ও স্মৃতিবিশারদ প্রগাঢ় পণ্ডিতেরা ইহাদ্বারা একান্ত বশীভূত হইয়াছেন। বিচারালয়ের প্রধান২ বিচারপতি, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তর, বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা এবং অন্যান্য বুদ্ধিব্যবসায়ী ব্যক্তিরা জ্ঞানালোকে প্রোজ্জ্বলমানস হইলেও এই ভৌতিক্ পাশের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারেন না; অনেকে ইহাতে আবদ্ধ হইয়াছেন। সম্প্রতি এই বিষয়ের এক আশ্চর্য্য উদাহরণ শ্রুত হওয়া গিয়াছে; তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিয়াছেন, অতএব যদিও তাহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করা দুষ্কর, তত্রাপি তাহা কোন মতে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না।

এই উদাহরণের স্থূল বিবরণ এই যে ডেবন্‌পোর্ট নামা দুই ভ্রাতা ও কে নামা তাহাদের এক জন সঙ্গী গত তিন চারি মাস হইল, আমেরিকাহইতে

ইংলণ্ডে আইসে, এবং লণ্ডন নগরে কিয়দ্দিবস বাস করিয়া এক অপরাহ্লে বুসিকাল্‌ট নামক এক জন ধনাঢ্য ও সুবিখ্যাত ভদ্র নাটকরচয়িতার বাটীতে আপনাদিগের ভৌতিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে। তৎসময়ে তাহাদের দর্শক চল্লিশ ব্যক্তি ধনী মানী সত্যবাদী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি লর্ড উপাধিবিশিষ্ট এবং কএক জন পার্লিয়মেণ্ট মহাসভার সভ্য ছিলেন; তাঁহাদিগের কথা যে কেহ অমান্য করিবেক, ইহা কোন মতে সম্ভাবনীয় নহে। ইহাঁরা কহেন, যে প্রথমতঃ একটা বৃহৎ বৈঠকখানা ঘরের এক পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড আলমারী স্থাপিত হইল; তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। দ্বার রুদ্ধ করিলে তাহার এক বিভাগহইতে অন্য ভাগে যাইবার কি তন্মধ্যে হস্ত দিবার কোন উপায় নাই। তাহাতে কোন দ্রব্যাদি ছিল না, এবং তাহার কাষ্ঠ-বেষ্টনি এমত দৃঢ় যে তন্মধ্যে কোন দ্রব্য দিবারও উপায় ছিল না। দর্শকমণ্ডলী এই বিষয়ের বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কহেন যে ঐ আলমারীর মধ্যে গোপনে একটী তিল দিবার উপায় ছিল না, এবং তাহাতে কোন দ্রব্য লুক্কায়িতও ছিল না। কর্ম্মারম্ভে কথিত আলমারীর মধ্য বিভাগে কএকটা বিয়ালা খঞ্জনী প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র রাখিয়া তাহার দ্বার চাবিদ্বারা বদ্ধ হইল; কেবল দ্বারের মধ্যদেশে এক ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল, তাহাদ্বারা বিভাগের মধ্যে যে যন্ত্র সকল আছে, তাহা দেখা যাইত। অতঃপর ডেবন্‌পোর্ট ভায়াদ্বয় আলমারীর উভয় পার্শ্বের বিভাগে এক২ ক্ষুদ্র চৌকির উপর বসিল, তখন চারি জন দর্শক আসিয়া তাহাদের হস্ত তাহাদের পৃষ্ঠের উপর "পীঠমোড়া" করিয়া চৌকির ঠেসের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেক, এবং প্রত্যেকের পদদ্বয় চৌকির পদের সহিত এমত করিয়া বান্ধিলেক যে তাহাদের স্পন্দনশক্তি রহিল না। তখন এক জন বিশ্বাসী ভদ্র দর্শক আসিয়া আলমারীর দ্বার সকল চাবিদ্বারা বদ্ধ করিলেক, এবং দর্শকদিগের সম্মুখে আলমারী ভিন্ন আর কিছুই প্রত্যক্ষ রহিল না। এই অবস্থা হইবা মাত্র আলমারীর মধ্য ভাগের যন্ত্র সকল বাজিয়া উঠিল; এবং দর্শকেরা দেখিতে দেখিতে আলমারীর মধ্যদ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিতে পাইলেন, যে তন্মধ্যে মনুষ্যের হস্ত সঞ্চালিত হইতেছে। দুই এক বার একটা স্ত্রীলোকের গ্রীবাও দৃষ্ট হইয়াছিল। যাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই তিন বার আলমারীর পার্শ্বের দ্বার খুলিয়া দেখিয়াছিলেন যে ডেবন্‌পোর্ট ভায়ারা বদ্ধদশায় নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। অতঃপর তাহাদিগকে আলমারীর ভিতরহইতে বাহির করিয়া একটা মেজের পার্শ্বে বসাইয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রাখা হইয়াছিল; এবং তদবস্থায় ঘর অন্ধকার করিয়া মেজের উপর বাদ্যযন্ত্র রাখা যায়। তাহাতে বেয়ালা যন্ত্র গুলি উঠিয়া ছাতের নিকট ভ্রমণ করিতে করিতে সুরম্য বাদ্য করিতে লাগিল, এবং খঞ্জনী গুলি ঘরের তলে গড়াইয়া গড়াইয়া সঙ্গীতসাধনে প্রমত্ত রহিল। ভেঁপু গুলি ঐ সঙ্গীতে প্রমত্ত হইয়া বাদ্যদ্বারা তাহার দ্যোতক না হইয়া ঐ মেজের উপরে নৃত্য করিতে লাগিল। বিয়ালা ও খঞ্জনী গুলি ভ্রমণের সময়ে অনেক দর্শকের গাত্র স্পর্শ করিয়াছিল, ঐ দর্শকেরা সাক্ষ্য দিয়াছেন; অতএব হস্ত পাদ বদ্ধ ডেবন্‌পোর্ট ভায়ারা যে বাদ্যের সাহায্য করিয়াছিল তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। অপর মধ্যে মধ্যে দর্শকের মধ্যে কেহ কেহ চৌকিদারের গুপ্ত লণ্ঠন খুলিয়া দেখিয়াছিলেন যে ঐ ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় ছিল। এই বাদ্য ক্রিয়ার অবশেষে এক জন দর্শক কহিলেন যে দুই ভায়ার গায়ের কুর্ত্তী পরস্পরের গাত্রে পরি-

বর্ত্তিত হউক; এবং ঐ আজ্ঞামতে তৎক্ষণাৎ পরস্পারের গাত্রের কুর্ত্তি পরস্পারের গায়ে চলিয়া গেল। তৎপরে এক জন কহিল যে এক ডেবন্‌পোর্টের গাত্রের কুর্ত্তী দূরে নিক্ষিপ্ত হউক; এবং সেই কথা বলিবামাত্র কুর্ত্তী ঐ গাত্র ত্যাগ করত লম্ফ দিয়া ঝাড়ের উপর চলিয়া গেল, অথচ একাল পর্য্যন্ত ঐ ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্ববৎ নিগড় পাশে পীঠ-মোড়া বদ্ধ ছিল। এই সকল ব্যাপার যে মৃত লোকের আত্মা বা ভূতের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, ইহা অনেকের বিশ্বাস আছে।

এতদ্দেশে এক জন মুসলমান আছে সেও এই প্রকার অদ্ভুত কাণ্ড প্রদর্শন করিয়া থাকে। পরন্তু সে সঙ্গীতরসে অনুরক্ত নহে বলিয়া বাদ্য সাধন করে না। তাহার বিশেষ আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে উপস্থিতে অথচ তাহার অপ্রত্যক্ষে একখানা পত্র লিখিয়া তাহাকে এক বার মাত্র স্পর্শ করিতে দিয়া ঐ পত্র লুক্কায়িত করিয়া রাখিলে সে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আকাশ-হইতে এক খানা পত্র ফেলিয়া দেওয়ায়, তাহাতে অবিকল পূর্ব্বপত্রের সকল কথা লিখিত থাকে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার তুরুস্ক দেশে মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, তাহার এক আদর্শ ৮২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

জয়পুর রাজ্যের বৃত্তান্ত।

জয়পুর রাজ্য রাজপুতনা প্রদেশের অন্তর্গত। ইহার পরিধি ৩৭৫০ বর্গ ক্রোশ, এবং ঐ স্থানে একোন বিংশ লক্ষ লোক বসতি করে। ইহার ভূমি উর্ব্বরা; কেবল উত্তরাংশ সিকতাময়, এবং দক্ষিণ ভাগ গণ্ড শৈলে আকীর্ণ। শেষোক্ত স্থানে অনেক গুলি প্রাচীন দুর্গ আছে, তাহার অনেক গুলি দুর্ভেদ্য। জয়পুরের অনেকাংশ ভূমি যায়গীর ও দেবোত্তর স্বরূপে প্রদত্ত হওয়াতে ইহার আয় অতি অল্প; বার্ষিক ৩৩,০০,০০০ টাকা মাত্র রাজস্ব আদায় হয়।

জয়পুরের বর্ত্তমান রাজ্য ৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঢোলরায় নামা এক ব্যক্তি সংস্থাপন করেন। তিনি কচবহ বা কচ্ছপ জাতীয় রাজপুত্র ছিলেন। তাঁহার বংশের ঐ কচবহ বা কচ্ছপ নাম কুশ শব্দের অপভ্রংশে হইয়াছে; সুতরাং তিনি অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশজাত। প্রবাদ আছে যে পর্য্যায় সঙ্খ্যায় ঢোলরায় রামচন্দ্রহইতে প্রায় ৩৪ পুরুষ অন্তর হইবেন। কিন্তু সে প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক, যেহেতু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বহু শতাব্দীর পূর্ব্বে রামচন্দ্র ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে জয়পুর রাজ্যের সংস্থাপন করেন তখন রাজপুতনা-প্রদেশ দিল্লীর সিংহাসনস্থ হিন্দু সম্রাটের অধীন কতক গুলি প্রধানকর্ত্তৃক শাসিত ছিল। যবনদিগের অধিকারের অল্পকাল পরেই জয়পুরের রাজারা তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। রাজা ভগবানদাস সর্ব্বাদৌ দিল্লীর যবন সম্রাটের সহ স্বীয় দুহিতার উদ্বাহবন্ধনের সূত্রপাত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সখ্যতা বন্ধন করেন। পরন্তু এই প্রকার অধীনতা স্বীকার করিলেও জয়পুর রাজবংশীয়েরা শৌর্য্য ও সমর-কুশলতায় অপটু ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা দিল্লীশ্বরকে অনেক সমর-বিশাল সেনাপতি উপহার দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে দ্বিতীয় জয়সিংহ রাজা সুবিখ্যাত আছেন। তিনি ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতিসুবিচারপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে খগোল ও গণিত বিদ্যায় তাঁহার এরূপ অনুরাগ হইয়া-

ছিল যে তাঁহার যশঃপ্রতিভা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট বিরল-প্রকাশ ছিল না। অল্পকাল অতীত হইল, জয়পুরাধিপতি উদয়পুর ও যোধপুরের রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদিগের অধিকার উচ্ছেদ করণার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে জয়পুর-রাজবংশ যবনকে কন্যা দান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের সহিত উদয়পুরের রাজবংশের বিবাহ হইত না; কিন্তু এক্ষণে সেই রীতি রহিত করিবার নিমিত্ত এইরূপ পণ নির্দ্ধারিত হইল যে জয়পুরের কোন রাজা উদয়পুরের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলে সেই মহিষীর গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মিবে সেই পুত্রই রাজ্যের রাজা হইবে, অন্য কোন রাণীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিলেও সে রাজত্ব পাইবে না। এই প্রতিজ্ঞায় জয়পুর ও উদয়পুর উভয় পক্ষের সমূহ অনিষ্ট ঘটিয়াছিল।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বৈষয়িক ব্যাপারে সংস্রব হয়। ঐ সময় মহারাষ্ট্রীয়েরা যবনদিগকে হিন্দুস্থানহইতে দূর করিয়া রাজপুত্রদিগের উপর আধিপত্য করিবার চেষ্টা করেন। ঐ আপদের নিবারণার্থে জয়পুরাধিপতি রাজা জগৎসিংহ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত এইরূপ সন্ধি করিলেন যে, তিনি ইংরাজদিগকে অর্থের সাহায্য করিবেন, তাঁহারা সৈন্যপ্রদানপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে হিন্দুস্থানহইতে দূর করিয়া দিবেক। কিন্তু রাজা জগৎসিংহ অঙ্গীকৃত সাহায্য সম্পূর্ণরূপে প্রদান না করাতে লর্ড কর্ণওয়ালিস জয়পুরের সন্ধিভেদের প্রস্তাব করিলেন, এবং জয়পুর রক্ষার্থ যে ব্রিটিস সৈন্য নিয়োজিত ছিল তাহা স্থানান্তর করণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ঐ সমাচার রাজার কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ অক্ষোভিতমনে লর্ড লেকের সহিত মিলিত হইয়া হুলকরের পরাজয় সাধন করেন। ইহাতে লর্ড লেকের পরামর্শে তাঁহার ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি দৃঢ়ীকৃত হইবারই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল বার্লো সাহেব বিশ্বাসভঙ্গের প্রতিবাদ না মানিয়া জয়পুরের সন্ধির উচ্ছেদ করেন।

পরন্তু ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ জয়পুরের সন্ধিভেদ অসঙ্গত বোধে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের সহিত পুনর্ব্বার সন্ধি স্থাপনের আদেশ করেন। তৎকালে নেপালে সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে এই অবধারিত হয় যে, যাবৎ সাধারণ-শত্রু-বর্গীদিগের দমন করিবার উপায় উদ্ভাবন না হইতেছে, তাবৎ সন্ধি স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। ১৮১৭ খ্রীঃ সন্ধির প্রস্তাব হইলে, পূর্ব্ব সন্ধির অপচয় জন্য মহারাজ পুনঃ সন্ধি স্থাপনে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু তৎপরে দেখিলেন যে রাজ্যের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, সন্নিহিত রাজগণের সহিত ইংরাজদিগের সদ্ভাব হইতেছে, এবং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে হীনবল হইবেন, বিশেষ ইংরাজ-সৈন্যের অনুপস্থিতি জন্য রাজ্যে ক্রমশঃ আমির খাঁর সৈন্য আক্রমণ করিতেছে, অধিকন্তু জয়পুরের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রহণে ইংরাজদিগের চেষ্টা হইতেছে, অতএব অগত্যা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে এই পণে সন্ধি স্থাপন করিলেন যে, ইংরাজেরা জয়পুর রক্ষা করিবেন, তিনি ইংরাজদিগকে সৈন্যের ব্যয়স্বরূপে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। অধিকন্তু বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হইলে তাহার পাঁচ আনা অংশ ইংরাজদিগকে প্রদান করিবেন। সন্ধি সমাধা হইবার অল্পকাল পরেই রাজা জগৎসিংহ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার দুর্ব্বলতা সময়ে তাঁহার জমীদার সকল

যে ভূমি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে তাহা তিনি প্রতিপ্রাপ্ত হউন। তিনি আরও প্রার্থনা করিলেন যে যাহাতে তাঁহার জমীদারগণ স্বীয় স্বীয় পদ ও সম্ভ্রম অনুযায়ী অধীনতা স্বীকার করে ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাহার অনুজ্ঞা করুন। এই উভয় প্রার্থনাই গ্রাহ্য হইল। ইংরাজের আজ্ঞায় ভূমি সকল উদ্ধৃত হইল; এবং ভূম্যধিকারীগণ রাজার প্রতি যথাযোগ্য সম্ভ্রম প্রদর্শনে কৃত-সঙ্কল্প রহিলেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জগৎসিংহ মানব লীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁহার দুষ্কৃতির আর অবশেষ ছিল না। তাঁহার মৃত্যুতে কাহারও এক বিন্দু শোকাশ্রুপাত হয় নাই। তাঁহার পুত্র ছিল না বলিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ মোহন সিংহকে রাজ্যাসন-প্রদানের প্রস্তাব হয়।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রেল তারিখে এক রাজ-মহিষী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, তাহাতে সর্ব্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে এরূপ ধার্য্য হইল যে, ভবিষ্যতে তাঁহাকে রাজ্যভার প্রদান করা যাইবে; আপাততঃ রাজ্ঞী প্রতিনিধিস্বরূপে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে রাজ্যমধ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল; সুতরাং ইংরাজেরা তথাকার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। এক জন ইংরাজ কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইলেন; এবং তিনি রাজ্যের করাদায় ও ইংরাজদিগের উপকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নব্য মহারাজের মৃত্যু হয়। প্রবাদ আছে, যে, মৃতা রাণী জোতারাম নামক এক জন প্রিয়পাত্রকে প্রশ্রয় প্রদান করাতে ঐ পাপাত্মা রাজাকে হলাহল পান করাইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করে, এবং ইংরাজদিগের প্রতিনিধি বৈরীলালকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে স্বয়ং নিযুক্ত হয়। রাজার মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র রামসিংহ জয়পুর রাজ্যের অধীশ্বরত্বপদ গ্রহণ করিলেন; এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তথ্যানুসন্ধান, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু রাজের তত্ত্বাবধান এবং রাজ্যতন্ত্র ব্যাপারে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল তাহার সংশোধনার্থ এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। তিনি জয়পুরে আসিয়া রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা দূরীভূত করিবার এরূপ পথ অবলম্বন করিলেন যে, তদুপলক্ষে জোতারাম ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সহকারির প্রাণ বিনষ্ট করিয়া তাঁহারও প্রাণ সংহারের উপক্রম করিল। হত্যাকারিগণ ধৃত হইলে বৈরীলাল তাহাদিগকে ফাঁসিদ্বারা প্রাণবধের অনুজ্ঞা করিলেন, এবং জোতারাম ও তাহার অনুচরবর্গকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত চুনারের কারাবাসে থাকিবার আদেশ করিলেন।

জয়পুর এই প্রকারে অশাসিত হওয়াতে অনেকাংশ রাজকর অনাদায় পড়িয়াছিল ও রাজ্যের উপস্বত্ব অনেক ন্যূন হইয়াছিল, সুতরাং তাহার সংশোধনার্থেও ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে জয়পুর রাজ্যের বিষয়কার্য্যে হস্তপেক্ষ করিতে হইল। প্রতিনিধি-শাসন-প্রণালী-অনুসারে এক সভা স্থাপিত হইল। পাঁচ জন সম্ভ্রান্ত লোক সভার সভ্য হইলেন। সভার কর্তৃত্ব ভার এক ইংরাজ রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত হইল, ও তাঁহার ইচ্ছামতে উল্লিখিত পাঁচ জন সভ্যদ্বারা রাজকার্য্য চলিতে লাগিল। তিনি রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াই সৈন্যের সঙ্খ্যা ন্যূন করিলেন, ও তাঁহার উদ্যোগে সমুদয় রাজকার্য্যের প্রথা সম্মার্জ্জিত হইল। সহমরণ, কৃতদাসত্ব, এবং ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপার সকল রহিত হইল। পরন্তু এই সকল নিয়ম স্থাপন করিলেও রাজস্বের এতাদৃশ বৃদ্ধি হইল না যাহাতে ইংরাজদিগকে দেয় বার্ষিক ৮,০০০০০ লক্ষ টাকা

পরিশোধিত হইতে পারে; এই প্রযুক্ত ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা পূর্ব্বের প্রাপ্য অনাদায়ী কর ৪৩ লক্ষ টাকা ক্ষমা করিলেন, এবং বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা কর লইবেন স্বীকার করিলেন।

জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজ রামসিংহ সিপাহী বিদ্রোহ-সময়ে ইংরাজদিগের যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কোন-কাশীম নামক পরগণা তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপে প্রদান করিয়াছেন। পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতাও তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে; অধিকন্তু তিনি ইংরাজদিগের রাজ্যে আসিলে তাঁহার সম্মানার্থে ১৭ তোপধ্বনি হইবারও অনুজ্ঞা হইয়াছে। এই রাজা বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর বলিয়া প্রসিদ্ধ; বিদ্যার উন্নতিতে ও পথ ঘাটাদি প্রস্তুত করণেও ইহাঁর বিশেষ উৎসাহ আছে।

রেকূন পশু।

অপর পৃষ্ঠে মুদ্রিত চিত্রে যে জীবের অবয়ব অঙ্কিত হইল, তাহা আমেরিকা খণ্ডের শীত-প্রধানদেশ-সমূহে সচরাচর বহুল দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত দেশের উষ্ণ প্রদেশেও ইহা বিরল প্রচার নহে। অজর সাহেব অগোরপোপ্ নামক জীবের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই জীবেতে তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে, একথা অনেক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা স্বীকার করেন।

সুপ্রসিদ্ধ লিনিয়স্ সাহেব রেকুনকে বেজর জাতীয় মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু নব্য প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাকে ভল্লুক জাতীয় পশু বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসভোজী জীবশ্রেণীর অন্তর্গত; তথাচ ইহার হস্তপদাদির গঠন, ও চলনভঙ্গী ঈক্ষণ করিলে ইহাকে স্বভাবকর্তৃক শিকারের উপায় প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় না, যেহেতু এই পশু এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, যে স্বচ্ছন্দে কোন পদার্থ গ্রহণ করা ইহার পক্ষে সহজে সাধ্য হইয়া উঠে না। পরন্তু অভ্যাস-সাহায্যে ও খাদ্যোৎসাহ বলে ইহাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্র অকুশলতার মুখাবলোকন করিতে হয় না। স্থির হইলেই ইহারা প্রশস্তভাবে ভূমির উপর দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু চলিবার সময়ে তির্য্যক্ ভাবে গমন করে। তাহাতেই ইহাদিগের গতি কদর্য্য দেখায়।

ইহার অবয়ব স্থূলকায় ও খর্ব্ব, ও অতিশয় দৃঢ়। পৃষ্ঠদেশ সমুন্নত, এবং উভয় পার্শ্ব সম প্রশস্ত, এই হেতু ইহার অবয়ব যাদৃশ দীর্ঘ তাদৃশ স্থূল দেখায় না।

ইহা স্বভাবতঃ চতুর নহে, কিন্তু কার্য্যকালে বিলক্ষণ বুদ্ধি-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। শৃগালের মুখের সহিত ইহার মুখের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহার কর্ণ গোল ও খর্ব্বাকার, চক্ষু সুদীর্ঘ, অক্ষিমণ্ডল বর্ত্তুলাকার, মুখের পুরোভাগ অতিশয় সূক্ষ্ম, এবং নাসিকা শুণ্ডাকারে দীর্ঘীকৃত। অন্যান্য পশুর ন্যায় ইহার ত্রিবিধ দন্ত আছে। তন্মধ্যে ছেদন দন্তের সঙ্খ্যা প্রত্যেক মাড়িতে ৬ টী থাকে, কিন্তু শ্বদন্ত দুই মাত্র। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা চর্ব্বণ-দন্তকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন—পরিবর্ত্তনীয় এবং অপরিবর্ত্তনীয়। যাহা অন্য দুগ্ধদন্তের সহিত উঠিয়া পড়িয়া যায়, এবং তাহার স্থানে পুনঃদন্ত উঠে তাহার নাম পরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু যাহা এক বার পড়িলে আর উঠে না তাহার নাম অপরিবর্ত্তনীয়। রেকূনের ঊর্দ্ধ মাড়িতে উক্ত দ্বিবিধ দন্ত থাকে; কিন্তু অধোমাড়িতে কেবল চারিটী পরিবর্ত্তনীয় দংষ্ট্রা আছে।

রেকূনের নখ অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং দৃঢ়; তদ্দ্বারা এই পশু অনায়াসে ভূমির অধোভাগে সুড়ঙ্গ খনন করিতে পারে। ইহাদের শরীরের সমস্ত লক্ষণ ও শারীরিক কার্য্য সকল প্রায় ভালুকের তুল্য।

রেকূন পশু।

ইহার অপর্য্যাপ্ত লোমে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। অধিকন্তু ভল্লূকের ন্যায় এই জীব বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া খাদ্যাহরণে সমর্থ হয়। রেকূনের প্রধান ভক্ষ কোমল উদ্ভিদ্, অণ্ড, কীট, পতঙ্গ, ও বিহঙ্গ। শুক্তি ভক্ষণে এই জাতীয় পশুরা অতিশয় অনুরক্ত, এই নিমিত্ত ইহারা বৃহন্নদীকূলে বা সমুদ্রতটে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। ভোঁদড় বা গন্ধনকুল মামক মার্জ্জারের ন্যায় ইহারা আদৌ পক্ষিদিগের মস্তক চূর্ণ করিয়া শোণিত পান করে, তৎপরে মাংস-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়।

বর্ণনীয় পশুরা নক্তঞ্চর, এই নিমিত্ত দিবসে লোকালয়ের দূরবর্ত্তী নিভৃত স্থানে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যায়, রাত্রি হইলে জলাশয়ের ধারে গিয়া শুক্তি ভক্ষণ করে। এতদ্ব্যাপারে ইহারা বিলক্ষণ পটু। আদৌ দন্তদ্বারা ঝিনুকের আবরণ দুখানি খুলিয়া ফেলে, তৎপরে নখ দিয়া তাহার মধ্যের মেদমাংস নিঃসৃত করিয়া তদ্ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। রেকূনের স্পর্শেন্দ্রিয় অতি প্রবল।

মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলে রেকূনের বন্য স্বভাব অন্তর্হিত হয়। কৌতুক ক্রমে ঐ জা-তীয় পশুদের সম্মুখে পক্ষিমাংস বা শুক্তি নিক্ষেপ করিলে প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহা ভক্ষণ করে, এবং খাদ্য প্রদাতাকে আলিঙ্গন করণার্থ আগ্রহাতিশয়তা প্রকাশ করে। কিন্তু অতি অল্প কারণে উহাদের উগ্র স্বভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে; এবং এক বার অপরাধ করিলে অপরাধী ব্যক্তির কৃতাপরাধ কদাচই বিস্মৃত হয় না। কিংবদন্তী আছে, কোন ব্যক্তি একটী রেকূনকে কশাঘাত করিয়াছিল, তা-হাতে সেই ব্যক্তি ৬মাস কাল পর্য্যন্ত তাহার ক্রোধের উপশম করণার্থ উহার প্রিয়তর খাদ্য

প্রদানে উহার নিকটে গমন করিত, কিন্তু সে উহাকে দেখিবা মাত্রই ভয়ঙ্কর রূপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিত; সেই ব্যক্তি কোন ক্রমেই তাহার ক্রোধাপনয়ন করিতে পারে নাই। এরূপ স্বভাব সত্ত্বেও রেকুন দুর্জ্জয়-পশুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে শশকের ন্যায় এক স্থানে মস্তক নত করিয়া পড়িয়া থাকে, এবং তদবস্থায় শত্রুর বুভুক্ষা ও ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির কারণ হয়।

প্রসিদ্ধ আছে যে এই পশু পলায়ন করিলে পুনঃ তাহা ধৃত করা সুকঠিন হয়। হয় লোকের গৃহ-প্রাঙ্গণে না হয় ছাদের উপরি-ভাগে উঠিয়া ইহা কাহাকেও নিকটস্থ হইতে দেয় না। কিন্তু শৃঙ্খলের সহ মুক্ত করিয়া দিলে কদাচ অবাধ্যতা প্রকাশ করে না; বরং আনন্দমনে উল্লাস প্রকাশ করিয়া থাকে। গৃহপালিত রেকুনের ধূর্ত্ততা-বিষয়ে এই রূপ প্রবাদ আছে, যে ইহা কুক্কুটাদির সহ আদৌ সদ্ভাব করে, তৎপরে অবসর পাইবামাত্র তা-হারদিগের উপসংহার করে। ইহার পুরঃপদদ্বয় পশ্চাৎ পদ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব। পুচ্ছের প্রধান বর্ণ কৃষ্ণ ও শ্বেত, তাহা যথাক্রমে পুচ্ছের মূল-অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত থাকে২ ব্যাপ্ত থাকে। ইহার গাত্রে দ্বিবিধ লোম আছে; এক অতি সূক্ষ্ম কোমল, তাহা ত্বচের গাত্রে লিপ্ত থাকে: অপর স্থূল দীর্ঘ ও কর্কশ, তাহা পূর্ব্বোক্ত লোমকে আবৃত করে। ইহার শরীরের বর্ণ পাংশুল, থুঁতি এবং গলদেশ শ্বেত-বর্ণ। মুখের উভয় পার্শ্বে কৃষ্ণ-বর্ণ একটি রেখা আছে, তাহা অতি সুদৃশ্য ও মনোহর। এই পশুর দেহ গন্ধনকুল নামক জীবের তুল্য দীর্ঘ।

গোলাব ও আতর।

আমাদিগের কএকটি আত্মীয় আছেন, যাঁহারা আমাদিগের পুষ্পানুরাগিতা-বিষয়ে সর্ব্বদা উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকেই পুনঃ-পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার ঐ রজনীগন্ধা কি আমাদিগের এই অমৃত-ফেণ-গঞ্জন সুপক্ক আম্র উপাদেয়?" কেহ২ শ্লেষের শেষ-স্বরূপে কহিয়া থাকেন, "ফুলের মধ্যে ফুলকপিই ভাল।" তাঁ-হাদিগের নিকট গোলাব পুষ্পের প্রস্তাব নিতান্ত অনাদরণীয় হইবে, সন্দেহ কি? পরন্তু বোধ হয়, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ঐহিক পদার্থ-সকল যে পরিমাণে আমাদিগের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রি-য়ের প্রয়োজন ও প্রীতি সাধন করে, সেই পরিমাণে তৎসমুদায় আদরণীয় হয়। পক্ক আম্রের মহিমা কেবল মাত্র তাহার স্বাদুতায় উৎপন্ন হয়; যদ্যপি তাহাতে আমাদিগের জিহ্বা না পরিতৃপ্ত হইত, তাহা হইলে ঐ আম্র ও মাকাল ফলে কোন ভেদ থাকিত না; বরং ভুতো গোপালভোগের নিকট চিক্কণ রক্তাভ মাকাল শ্রেষ্ঠ হইত, কারণ, তখন ঐ ফলদ্বয় উভয়েই জিহ্বার মোদনে অক্ষম হইয়া একটী নয়নেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর অপরটী তা-হাতে অশক্ত হইত। শব্দও সেই প্রকার; তাহাতে কর্ণের আনন্দ এক প্রধান উদ্দেশ্য; ফলে, যদ্যপি এক ব্যক্তি কহে, "ভাই, আমি তোমাকে এক্ষণ টাকা দিতে পারিলাম না, কিছু মনে করিও না" ও অপরে কহে, "ওরে শালা, তোকে আমি দশটা টাকা দিব," তাহা হইলে অর্থদানে অক্ষম ব্যক্তি কটুভাষী দাতাহইতে অনেকের প্রিয় বোধ হইবে। ফলে, দ্রব্যের মহিমা আমাদিগের ইন্দ্রিয়দ্বারাই সিদ্ধ হয়; ইন্দ্রিয় না থাকিলে মনুষ্যের নিকটে দ্রব্যের মূল্য থাকিত না। ইহার উদাহরণে আমরা

একটা প্রাচীন গল্পের উল্লেখ করিতে পারি ; তাহাতে কথিত আছে, যে, কোন সময়ে একটা কুক্কুট দুই একটী শস্য পাইবার লালশায় একটা গোবরের টিপী আঁচড়াইতে২ বৃহৎ এক খণ্ড হীরক প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তাহার নয়নে এ বস্তুর মাহাত্ম্য কিছুই অনুভূত হইল না, সুতরাং সে তাহা পদাঘাতদ্বারা দূরে নিঃক্ষেপ করত তৎপশ্চাৎ একটী পায়রা মটর পাইয়া প্রফুল্লকায়ে আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। ফলে, যদ্যপি আমাদিগের নয়ন কুক্কুটনয়নের ন্যায় সৌন্দর্য্য-দর্শনে আনন্দ অনুভব করিতে অক্ষম হইত, তাহা হইলে গোলাবের অপেক্ষা ফুলকপি অবশ্যই আমাদিগের অধিক প্রিয় হইত। পরন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা ইন্দ্রিয়ে পরিবৃত করিয়া দিয়াছেন ; তাহাদের সকলেরই উপভোগ আবশ্যক, এবং যে সকল বস্তুতে সেই উপভোগ উত্তম-রূপে সিদ্ধ হয়, তৎসমুদায়ই আমাদিগের অবশ্য আদরণীয়। একান্ত উদরম্ভরিরাও স্বীকার করিবেন, যে, খাদ্য দ্রব্য যেমন প্রয়োজনীয়, শয্যাও সেইরূপ আবশ্যক। আর আহার নিদ্রার পর সুশ্রাব্য বাণী, সুদৃশ্য বস্তু, ও সুগন্ধ দ্রব্য সকলেরই ঈপ্সনীয় বোধ হয়। এই কথা স্বীকার করিলে পুষ্পদ্বেষীদিগের বাগ্বিতণ্ডার আর অবকাশ মাত্র থাকে না। আমাদিগের বিবেচনায় বোধ হয়, যে ব্যক্তি সুদৃশ্য পুষ্প দেখিয়া তৃপ্ত না হয়, তাহার মনে সহৃদয়তার উৎস শুষ্ক হইয়া থাকিবেক। কেহ কেহ সকল পুষ্পের অপহার না করিয়া কেবল নির্গন্ধ পুষ্পের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকেন। চাণক্য পণ্ডিত এই দলের প্রধান ; পরন্তু তাঁহার "নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ" এই বাক্য পাঠ করিলে বোধ হয় তিনি অন্ধ ছিলেন ; কারণ যে ব্যক্তি ফাল্গুণের শেষে মধ্য বসন্তে বালমার্ত্তণ্ড-প্রভা-পরিমণ্ডিত কিংশুকবন দেখিয়া পুলকিত না হয়, তাহার নয়নই বৃথা ; ফলে, তাহা যে এক-বার-মাত্র দেখিয়াছে, সে কদাপি ঐ শ্লোকের উদ্ভাবন করিতে পারে না। আর, চাণক্যকে অন্ধ না স্বীকার করিলেও এই-মাত্র বলিতে হইবে, যে, তিনি কোন২ নামউল্লেখ-করা অকর্ত্তব্য পশুর ন্যায় কেবল মাত্র নাসার সুখেই বিরত থাকিতেন, নয়নানন্দ কিসে হয়, তাহা জ্ঞাত ছিলেন না।

পরন্তু এ বিষয়ে যদ্যপি আমাদিগের ভ্রম থাকে, তত্রাপি পুষ্প যে আদরণীয় পদার্থ তাহা আমরা অনায়াসে সাব্যস্ত করিতে পারি। স্থান-বিশেষে পুষ্পের চাস এ-প্রকার অর্থপ্রদ যে তাহার সহিত অন্য কোন দ্রব্যের তুলনা হইতে পারে না। ইটালী প্রদেশের কেনি নামক উপত্যকায় কতকগুলী গোলাবের ক্ষেত্র আছে, তাহার প্রত্যেক বিঘায় তিন শত টাকা লাভ হইয়া থাকে। অনুমিত হইয়াছে যে তথায় প্রতি বর্ষে ২,৫০,০০০ সের গোলাব পুষ্প, ৭ লক্ষ ৩১ হাজার সের কমলা লেবুর পুষ্প ১২,০০০ সের রজনীগন্ধ পুষ্প, ৫০,০০০ সের জাতি পুষ্প, ও ৩৫,০০০ হাজার সের বাবলা পুষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার প্রত্যেক সেরের গড়ে ১ টাকা মূল্য ধরিলে ঐ গ্রামহইতে বর্ষে ১১ লক্ষ টাকার পুষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ঐ পুষ্পের আতরের মূল্য ধরিলে, ৫০,০০০০০ লক্ষ টাকা হয়। বঙ্গদেশে এমত কোন দ্রব্য নাই যাহা এক জেলায় এই পরিমাণে লাভকর হইয়া থাকে। ঐ কথিত আতর নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে প্রযোজিত হয়। বঙ্গদেশে মনোযোগী হইয়া উদ্যোগ করিলে ঐ পুষ্পের চাসে সেই রূপ লাভ হইতে পারে, সন্দেহ নাই। এতদ্দেশে গন্ধানুরাগী অনেক আছেন; তাঁহাদের উপভোগের নিমিত্ত এইক্ষণে বিদেশহইতে সুগন্ধ দ্রব্য আনীত হইয়া থাকে; এই স্থানে তাহা প্রস্তুত হইলে তাহা অবশ্য সুলভও হইবে ও অনেকের গ্রাহ্যও হইবে। অপর, তদর্থে এতদ্দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকা কোন মতে নিন্দ-

নীয় নহে, এবং সুগন্ধ পুষ্পেরও অভাব নাই। কেবল-মাত্র উৎসাহের অনটন। তাহা প্রাপ্য হইলে সকলই হইতে পারে। ফলে, হিন্দু মাত্রই যে এ বিষয়ে অনুৎসাহ এমতও নহে। গাজীপুরের আতর ও গোলাব বহুদেশে প্রসিদ্ধ, এবং বঙ্গদেশের সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা গাজীপুরিয়াদিগের অনুকরণ করিলে অনায়াসে তথাকার তুল্য লাভ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই অভিপ্রায়ে আমরা এস্থলে গাজীপুরের গোলাব ও আতর প্রস্তুত করণের প্রথা প্রকটিত করিলাম।

উল্লিখিত গাজীপুর নগরের চতুঃপার্শ্বে প্রায় চারি শত পঞ্চাশ বিঘা জমি গোলাব পুষ্পের চাসে নিযুক্ত আছে। ঐ ভূমি বহু ক্ষুদ্র২ ক্ষেত্রে বিভাজিত, এবং গোলাব বৃক্ষ গোগ্রাসহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ক্ষেত্র কণ্টকীলতা ও মৃণ্ময় প্রাচীরে বেষ্টিত করা হয়। ভূম্যধিকারীরা কৃষকদিগের নিকট প্রতি বিঘায় ৫ টাকা রাজস্ব গ্রহণ করেন, এবং ঐ বিধায় এক সহস্র গোলাব চারা থাকে, তাহার নিমিত্ত অপর ২৫ টাকা লন; সুতরাং বিঘা প্রতি ৩০ টাকা জমীদার প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলায় বোধ হয় কোন চাসেরি ভূমি জমীদারের পক্ষে এতাদৃশ লাভদায়ক নহে। গোলাবের নিমিত্ত এক বিঘা ভূমির কর্ষণ পরিচর্য্যায় ৮৷৷০ টাকা পড়িয়া থাকে; সুতরাং এক সহস্রটী গোলাব বৃক্ষের চাসে ৩৮৷৷০ টাকা পড়িল। অনুকূল জল বায়ু ও উত্তাপ পাইলে ঐ সহস্র বৃক্ষে এক লক্ষ গোলাব পুষ্প পাওয়া যায়। চাসিরা লক্ষের হিসাবে ঐ পুষ্পের মূল্য স্থির করে। পরন্তু মূল্যের সর্ব্বদা স্থিরতা থাকে না; প্রয়োজন ভেদে তাহার অনেক তারতম্য ঘটিয়া উঠে; এই প্রযুক্ত সময়ভেদে ৫০ অবধি ৮০ টাকায় এক লক্ষ পুষ্প বিক্রীত হইয়াছে।

পুষ্প বিকশিত হইতে আরম্ভ হইলে কৃষকেরা ক্রেতৃগণের সহিত ভূম্যধিকারির নিকট গমন করিয়া মূল্যের চুক্তি করে। মূল্য এক বার অবধারিত হইলে সে-বৎসর তাহাতে আর কেহ আপত্তি করে না। পরন্তু কেহ নিরূপিত-সংখ্যক পুষ্প চুক্তিদারকে বিক্রয় করিয়া আপন ক্ষেত্রে যদ্যপি ততোধিক পুষ্প পায়, তাহা হইলে ঐ উদ্বর্ত্ত পুষ্প অন্যকে নূতন হারে বিক্রয় করিতে পারে।

ফাল্গুণ মাসের শেষে গোলাব পুষ্প বিকশিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময়ে গোলাব-ব্যবসায়ীরা প্রত্যূষে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে লইয়া মালঞ্চে গিয়া পুষ্প চয়ন করে; ও ক্রেতৃগণ সেই ফুল ক্রয় করিয়া গোলাব ও আতর প্রস্তুত করে। তাহারা আতর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চন্দনাদির তৈল মিশ্রিত করিয়া দেয়, সুতরাং মিশ্র আতর সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমিশ্র আতর ইংরাজেরাই অধিকাংশ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গোলাব প্রস্তুত করিবার সামান্য উপায় বক-যন্ত্র। একটা বৃহৎ কলাই করা তাম্র পাক্-পাত্রের অগ্রভাগ কুঁজার গলার ন্যায় কিয়ৎ পরিমাণে দীর্ঘীকৃত করিতে হয়। তাহার উদর এতাদৃশ যে সম্ভবতঃ তাহার মধ্যে এক মণ পরিমিত জল ধরিতে পারে। ইহার নাম "ডেক্" বা পাকপাত্র, ইহার মস্তকে তাম্রের একটা মালসার ন্যায় পাত্র সংলগ্ন থাকে। ঐ মালসার এক পার্শ্বে এক ছিদ্র থাকে। তাহাতে একটি সরল বাঁশের নল সংলগ্ন করিয়া তাহার অধোভাগ "ভব্কা" নামক একটি আধারে মিলিত রাখিতে হয়। ঐ নলহইতে বাষ্প নির্গত হইবার আশঙ্কায় নলের সর্ব্বাঙ্গ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে, ও তাহাতে ময়দার লেপ দিলে বায়ু নিঃসরণের পথ অবরোধ হয়।

ভব্কার অভ্যন্তরে উষ্ণতার আধিক্য হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য তাহা এক পয়ঃপাত্রে নিম-

জ্জিত থাকে; তাহাতে আধেয় পাত্র উত্তপ্ত হয় না। বক-যন্ত্র এই প্রকারে প্রস্তুত হইলে তাহার পাক-পাত্রে জল ও গোলাব ফুল সংস্থাপন পূর্ব্বক উহা চুল্লীতে বসাইয়া অনলের উত্তাপ প্রদান করিতে হয়। অনলের উত্তাপে পাক-স্থালীর অভ্যন্তরস্থ জল ফুটিতে থাকে, এবং তাহার বাষ্প গোলাব পুষ্পের গন্ধ-পরমাণু-সকল সঙ্গ্রহ করিয়া বংশনল দিয়া ভব্কা-পাত্রে উপস্থিত হয়, এবং তথায় স্নিগ্ধ জলের শীততায় পুনঃ বারি-রূপে পরিণত হয়। ঐ বারির নাম "গোলাব" বা 'পুষ্পের জল,' এবং যে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় ইহা প্রস্তুত হয়, তাহার নাম "চোলাই" করণ।

এক সহস্র গোলাবহইতে এক সের পরিমাণ জল প্রস্তুত হইলে তাহাই উৎকৃষ্ট হয়।

পরন্তু অত্যুৎকৃষ্ট গোলাব প্রয়োজনীয় হইলে প্রথমতঃ দশ সহস্র গোলাব পুষ্পের উপর যথেষ্ট জল দিয়া ২০ সের গোলাব প্রস্তুত করিতে হয়; তৎপর দিনে ৮০০০ গোলাব পুষ্পের উপর ঐ ২০ সের প্রস্তুত গোলাব দিয়া ১৮ সের গোলাব চোলাই করা কর্ত্তব্য, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাকে চোলাই করার পরে, ২০ বা ২৫ দিবস রৌদ্রে রাখিতে হয়; তাহা হইলে গোলাবের গন্ধভাগ অর্থাৎ আতর জলের সহিত সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হয়; নচেৎ গোলাবহইতে আতর পৃথক্ হইয়া তৈলের ন্যায় উপরে ভাসিতে থাকে, কিন্তু জলে কোন গন্ধ থাকে না। এই শুষ্ক করা প্রক্রিয়ার নাম "পাকান।" ঐ প্রকারে গোলাব "পাকা" না করিলে তাহা শীঘ্র পচিয়া যায়। পরন্তু কথিত পাকা দুই বার চোলাই করা গোলাব অতি অল্প প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণ বাজারে যে গোলাব বিক্রীত হয়, তাহা এক বার মাত্র চোলাই হয় এবং তাহার পরিমাণ এক সহস্র পুষ্পে দুই সের হইয়া থাকে। অনেক গোলাব, আতর প্রস্তুত করার অবশিষ্ট জল মাত্র। তাহা কারবার মুখে এক টুকু চন্দনের আতরের সাহায্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

গাজিপুরে বিস্তর গোলাব প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং নানা স্থানহইতে ক্রেতারা আসিয়া গোলাব ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। উক্ত নগর মধ্যে প্রায় ৫৩ টী স্থানে উহা প্রস্তুত হয়। কথিত আছে, যে, প্রতি বৎসর গাজিপুরে ১৫০০০ টাকার গোলাব ফুল বিক্রীত হয়; এবং গোলাব বিক্রয়দ্বারা প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকা লাভ হইয়া থাকে। সাড়ে চারি শত বিঘার দ্রব্যে এ পরিমাণে লাভ বোধ হয় বঙ্গদেশে কোন পদার্থে হয় না।

এতদ্দেশে গোলাব প্রস্তুত করিবার সময় গোলাবের বৃন্ত-ভাগ পরিত্যাগ করে না; এই নিবন্ধন গোলাব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না; এবং আশু অম্লরস-বিশিষ্ট হইয়া যায়।

কথিত হইয়াছে, যে গোলাব প্রস্তুত করিতে হইলে পাক-পাত্রে জল ও ফুল সংস্থাপন করিয়া উত্তাপ প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে জল ও পুষ্পের গন্ধ চোয়াইয়া ভাব্কা নামক পাত্রে আসিয়া পড়ে। ক্রমে সমস্ত জল এই প্রকারে নিঃশেষিত হইলে গন্ধীরা উহা এক চেপটা ধাতুময় পাত্রে ঢালিয়া তাহার মুখ সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা বদ্ধ করে। তৎপর প্রায় দুই হস্ত পরিমিত গভীর ভূমির গর্ভে গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে ঐ পাত্র পুতিয়া নীহারে রাখিতে হয়। সমস্ত রাত্রি তদবস্থায় হিমে থাকিলে ঐ গোলাবের অন্তর্গত আতর পৃথক্ হইয়া জলের উপরি-ভাগে তৈলবিন্দুপাতে যে-রূপ হয়, তদ্রূপে ভাসিতে থাকে। রাত্রি শীতল হইলে আতর সত্বরে ও প্রচুর পরিমাণে পৃথক্ হইবার সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত আতর-প্রস্তুতকারিরা হেমন্তের চরমাংশেই তাহা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। প্রাতঃকালে কোমল পালকের সাহায্যে সেই ভাসমান আতর তুলিয়া শীষিতে স্থাপন-

পূর্ব্বক রৌদ্রে সুখাইয়া লইতে হয়। আদৌ ঐ আতর ইষদ্ হরিদ্-বর্ণ অনুভূত হয়। কিছু দিন অতীত হইলে অমিশ্র আতরের পূর্ব্বোক্ত বর্ণ থাকে না। তাহা কয়েক সপ্তাহ-কাল-মধ্যেই অল্পে পীতবর্ণ হইয়া আইসে।

সাধারণ এই রূপ সিদ্ধান্ত আছে, যে এক লক্ষ গোলাবে এক তোলা আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে; এবং সময়ে সময়ে ৮০ হইতে ৯০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে তাহার এক এক তোলা বিক্রীত হয়।

এই মহার্ঘ আতর সকলের সুপ্রাপ্য হইতে পারে না, এবং অনেকে ইহা দেখেন নাই। যে দ্রব্য আতর বলিয়া সচরাচর বিক্রীত হয়, তাহা এ পদার্থ নহে। তদর্থে গন্ধীরা চোলাই করিবার যন্ত্রের যে পাত্রে বাষ্প আসিয়া জমে, তাহাতে প্রকৃষ্ট পরিমাণে চন্দনের তৈল রাখে। আতরের গন্ধ-বিশিষ্ট-জলীয় বাষ্প বক-যন্ত্রের পাক-পাত্র-হইতে ভবকায় আসিয়া ঐ তৈলের সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, এবং সেই সংস্পার্শনে আতরের ভাগ ঐ তৈলের সহিত মিশ্রিত থাকে, কেবল জলীয় বাষ্প পৃথক্ হইয়া যায়। এই প্রকারে কিঞ্চিৎ গোলাব পুষ্পের গন্ধে অনেক চন্দন তৈল সুবাসিত হয়, এবং ঐ সুবাসিত চন্দন-তৈলই বাজারে আতর বলিয়া বিক্রীত হয়। বেল, জুঁই, চমেলী প্রভৃতি পুষ্পসকল এই প্রকারে চোলাই করিয়া তাহার বাষ্পে চন্দনের তৈল সুবাসিত করিলে তৎসমুদায় ঐ কথিত ফুলের আতর বলিয়া বিক্রীত হয়। বস্তুতঃ তৎসমুদায়ের কিছুই অমিশ্র আতর নহে।

অপর, এই প্রক্রিয়ায় অনেক আতর নষ্ট হইয়া থাকে, কারণ অতি কোমল আতর অগ্নির উত্তাপে আপন ধর্ম্ম রাখিতে পারে না, সম্যক্ বিকৃত হইয়া যায়; ফলে, মনে করুন, রজনীগন্ধা পুষ্প যাহার গন্ধ রৌদ্রের তাপে বিনষ্ট হয়, কেবল কোমল শীতল রাত্রিতে সুমোদনীয় থাকে, তাহা অগ্নির তাপে কি-প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে? বিলাতে এই নিমিত্ত কোন পুষ্পই অগ্নির তাপে চোলাই করা হয় না। তথায় পণ্ডিতেরা নিরূপিত করিয়াছেন যে তৈল ঘৃত মেদ প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের এক বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যাহাতে তাহারা সগন্ধ দ্রব্যের গন্ধ হরণ করিয়া লয়; এবং তত্রত্য গন্ধীরা এই বিষয় নিশ্চিত জানিয়া গেলাসের উপর পরিষ্কৃত চরবী বিছাইয়া তদুপরি সদ্যঃ সুগন্ধ পুষ্প সকল স্থাপন করে; তাহাতে ঐ পুষ্পের সমস্ত গন্ধ-ভাগ ঐ চরবিতে প্রবিষ্ট হয়। এবং এই প্রকারে ১৫ কি ২০ বার, পুষ্পের সহিত চরবী বাসড়াইয়া তৎপরে ঐ চরবী সুরা নির্যাসে গুলিয়া রাখে। তাহাতে চরবীর গন্ধ-দ্রব্য সুরা-নির্যাসে মিশ্রিত হয়, এবং চরবী পৃথক্ হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় যে আতর হয় তাহার গন্ধ অবিকল পুষ্প গন্ধের সদৃশ থাকে, কোন-মতে বিকৃত হয় না। অপর, ইহাতে অল্প পরিশ্রমে অতি উত্তম ও প্রচুর পরিমাণে আতর পাওয়া যায়। তৈলাদি স্নেহ পদার্থ গন্ধ দ্রব্য আকর্ষণ করে, এই জ্ঞান এদেশে প্রচার ছিল না, এমত নহে, কারণ "সর্ব্বগন্ধহরং তৈলং" এই বাক্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। অপর, আমাদিগের ভুবনমোহিনীরা ঐ জ্ঞানের প্রসাদেই সর্ষপাদি তৈলে মাথা ঘসার নানা গন্ধ দ্রব্য সিক্ত রাখিয়া মাথাঘসার সুবাসিত তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। অপর, এতদ্দেশীয় গন্ধীরা ঐ জ্ঞানের প্রসাদে তিলের সহিত বেল কিম্বা জাতী পুষ্প বাসড়াইয়া ঐ তিলের অন্তর্গত তৈলকে গন্ধ-বিশিষ্ট করে। পরে ঐ তিলের নিপীড়নদ্বারা তৈল প্রস্তুত করিলে সুগন্ধ "ফুলেল তৈল" প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোমের সহিত পুষ্প রাখিলে ঐ মোমেও এই রূপ গন্ধ হইতে পারে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"শিক্ষাদান সঙ্কেত যুক্তি দৃষ্টান্ত সম্বলিত শিক্ষাপ্রণালী। শ্রী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত," এই নামবিশিষ্ট এক খানি নূতন গ্রন্থ আমরা কএক মাসাবধি প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু অবকাশ বিরহে তাহার যথাবিহিত পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হই নাই, এতন্নিমিত্ত সুবিজ্ঞ গ্রন্থকারের নিকট আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনীয়। তিনি ঐ গ্রন্থখানি আমাদিগকে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতাও স্বীকর্ত্তব্য; কারণ তদ্রূপ উপাদেয় উপহার বঙ্গীয় সম্পাদকেরা সর্ব্বদা প্রাপ্ত হয়েন না, এবং তৎপ্রাপ্তিতে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। সামান্য গ্রন্থের অধিকাংশ প্রায় ছাত্রদিগের নিমিত্তই প্রণীত হইয়া থাকে; অপর কতক গুলি বয়স্ক পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত কল্পিত হয়; কিন্তু কথিত গ্রন্থে তাঁহাদের কেহই উদ্দেশ্য হয়েন নাই। ইহার ভাজন শিক্ষকগণ; যাঁহারা শিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের শিক্ষার নিমিত্তই ইহার প্রণয়ন হইয়াছে; এবং গ্রন্থকার আপন সঙ্কল্প যে সম্যগপে সিদ্ধ করিয়াছেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। গ্রন্থের প্রথম প্রকরণে "অধ্যাপনা কার্য্য যে অতিশয় কঠিন, অতিশয় গৌরবান্বিত, অতিশয় আনন্দজনক" তাহারই আলোচনা হইয়াছে। তৎপর প্রকরণে "সন্তানগণের সুশিক্ষার বিষয়ে পিতামাতার কর্ত্তব্য কি" তাহার নিরূপণ করা হইয়াছে। তদনন্তর "বালকগণের অগ্রে মাতৃভাষা শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য" তাহার সংস্থান করা হইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ অধুনা সাধারণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, কারণ অর্থকরী বিদেশীয় ভাষার অনুরোধে অনেকেই মাতৃভাষার প্রতি নিতান্ত অনাদর প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে দেশের বিশাল অনিষ্ট হইতেছে, সন্দেহ নাই। অতঃপর সপ্তদশ প্রকরণে গ্রন্থকার শিক্ষা কার্য্যের সমস্ত বিষয়ের ভদ্রাভদ্র অতি সাবধানে এবং অতিস্পষ্ট সরলভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক প্রকরণ "ক্রীড়া ভূমির" উপযোগিতা-বিষয়ে ন্যস্ত হইয়াছে। এই কথা বঙ্গীয় কোন প্রাচীন ব্যক্তিকে কহিলে তিনি অবশ্যই চমৎকৃত হইবেন, কারণ শিক্ষা ও ক্রীড়া পরস্পরের দ্বেষী বলিয়া বহুকালাবধি এতদ্দেশে সংস্কার আছে, ঐ দ্বেষ লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ অপেক্ষায় অনেক অংশে গুরুতর। তাহারা যে ঐক্য ভাবে পরস্পরের সাহায্য করিবে, বিশেষতঃ ক্রীড়া যে শিক্ষার উপযোগী হইবে ইহা আশু অনুভব হইতে পারে না। পরন্তু পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে ক্রীড়া শিক্ষার বিশেষ সাহায্য করে; ফলে তাহার সহায়তায় বেত্রের অনুসরণ প্রায় প্রয়োজন হয় না। এই বিষয়টীতে সাধারণের মনোযোগ হইলে ছাত্র মণ্ডলীর অনেক উন্নতি হইতে পারে, অতএব তৎপ্রতি অনুমোদনার্থে আমরা পাঠকবৃন্দ ও শিক্ষকমণ্ডলীকে অনুরোধ করিতেছি। এই প্রকরণ গুলীর মধ্যে কএকটি "সোমপ্রকাশ" সংবাদপত্রে পূর্ব্বে প্রকটিত হয়, এই ক্ষণে তাহার সংশোধন ও সম্প্রসারণ করিয়া কএক নূতন প্রকরণের সহযোগে প্রকটিত হইয়াছে। এবম্প্রকার অপর একখানি পুস্তক বিজ্ঞতম শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় কএক বৎসর হইল প্রকটিত করেন। তদপেক্ষায় বর্ত্তমান গ্রন্থ অনেক অংশে বিস্তীর্ণ; আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে বঙ্গদেশীয় গুরুমহাশয়েরা এই পুস্তকের নিয়মানুসারে আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিলে প্রাচীন একটা প্রবাদ

আছে যে "অপর সকল কর্ম্মে অকর্ম্মণ্য হইলে লোকে ছেলে পড়িয়ে খায়," তাহার ত্বরায় অপনয়ন হইবে। শিক্ষাকার্য্যের মহত্ত্ব-বিষয়ে আমরা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যাবলী গোপাল বাবুর গ্রন্থ-হইতে গ্রহণ করিলাম।

৪। যাঁহার প্রসাদে বলবীর্য্যবিহীন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনারহিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, মৃৎপিণ্ডপ্রায় শিশু, বীর্য্যবান্ জ্ঞানালোকসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যাঁহার প্রসাদে জন্মকালে সর্ব্বজীব অপেক্ষা বলহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াও মনুষ্য পরে আপন প্রভাব ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া সকল জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বকীয় পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া পরম পবিত্র প্রীতি প্রফুল্লান্তঃকরণে অনুক্ষণ নিরতিশয় সুখসাগরে ভাসমান হইতে থাকেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য জগদীশ্বরের পরমাদ্ভুত সুকৌশল সম্পন্ন কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান, অনুপম করুণা ও অপার মহিমার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এক কালে বিমোহিত হইতে থাকেন, এবং যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণ পূর্ব্বক অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় জন্মের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হন, সেই পরম পবিত্র দুর্লভ সুহৃত্তম শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তি অধিক গৌরবান্বিত, পূজ্যপাদ ও প্রেমাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? অনেক সুবিজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তি এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে রাজ্যমধ্যে শিক্ষক না থাকিলে যত ক্ষতি হয়, ধর্ম্মোপদেশক যাজক না থাকিলে তত হয় না। কারণ বয়োবৃদ্ধদিগকে ধর্ম্মোপদেশদান অপেক্ষা শিশুদিগকে সদুপদেশ দানই অধিক আবশ্যক ও অধিক ফলোপধায়ক। শিক্ষকের পদের যে কি গৌরব তাহা মহানুভব ভনটুর্ক বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। উক্ত মহাত্মা অতি ভদ্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অল্প বয়সে নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাবে প্রুসিয়ার এক ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন এবং চতুর্দ্দশবর্ষ সেই পদের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করেন। এতাবৎ কাল মধ্যে তাঁহার নিকট কত ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, প্রায় তৎসমুদায়ই বাল্যকালোচিত সুশিক্ষার অভাবে ঘটিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া সুশিক্ষা-বঞ্চিত কৃতাপরাধ ব্যক্তিদিগের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে হইলে তিনি অতিশয় কাতর হইতেন এবং অবশেষে তাদৃশ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি বিচারপতি পদে থাকিয়া বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়কের পদও প্রাপ্ত হইলেন। শেষোক্ত পদের কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে যিনি কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, সেই বিচারপতি অপেক্ষা যিনি লোকের কুক্রিয়াসক্তি নির্ম্মূল করেন সেই শিক্ষক শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও উপকারক। পরে তিনি প্রভূত গৌরবলাভ ও বিপুল অর্থাগমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া শিক্ষক হইবার মানসে তাদৃশ উচ্চ বিচারপতির পদ পরিত্যাগ করেন এবং সুইজর্লাণ্ড দেশে গিয়া পেস্টালজির নিকট তিন বৎসর থাকিয়া তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি দর্শন করেন। তদনন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পটসডাম নগরের পিতৃমাতৃহীন সন্তানদিগের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, এবং বোধ হয় অদ্যাবধি সেই পদে থাকিয়া সাতিশয় আনন্দের সহিত স্বীয়কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। অনেকানেক মহানুভব ব্যক্তি একান্ত স্বার্থসাধন প্রবৃত্তি রহিত হইয়া পরহিতসাধন ব্রতে দীক্ষিত হন। তাঁহাদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া লোকে নানা সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাদৃশ মহাত্মাদিগের মধ্যে মহামতি ভনটুর্ক এক জন প্রধান বলিয়া অবশ্যই সর্ব্বত্র পরিগণিত হইবেন। হায়! কোন্ ভুবনবিজয়ী যোদ্ধা, কোন্ জগদ্বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রিবর, অথবা কোন্ সুবিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গ মনোমোহন বাগ্মী পরিণামে জন সাধারণের এতাদৃশ অসাধারণ হিতকর ব্যক্তির বাহ্যাড়ম্বরশূন্য নির্ম্মল আন্তরিক সুখ সম্ভোগের অভিলাষ না করিয়া থাকিতে পারেন?

ভূষণ-নিরূপণ।

(তরুণীদিগের প্রতি।)

যে ভূষণ যথা সাজে শুন প্রিয় সই।
অপরূপ আভরণ বিবরণ কই॥
কিছার আঁখির ভূষা ভুসার কাজল।
তাহে কি নয়ন সই হয় রে উজ্জ্বল॥

শরম সুরমা ছায়া মোহন অঞ্জন।
কর দেখি তাহে দুটি নয়ন-রঞ্জন॥
হইবে এমন শোভা প্রভা মনোহর।
না রবে তুলনা তার এ ভব ভিতর॥
কাটিয়াছ ললাটেতে চন্দন তিলক।
সিন্দূরের বিন্দুসহ দিতেছে ঝলক॥
কাট নব টীপ সেই সব রাখি দূরে।
ভক্তি আর শ্রদ্ধা চারু চন্দন সিন্দূরে॥
সুরভি শীতল স্নেহ, স্নেহ মাখ শিরে।
ধর্ম্ম-পট্ট-বাসে দেহ সদা রাখ ঘিরে॥
বিনয় তাম্বূলে স্মিত করহ অধর।
বদান্যতা বালা পর যুড়ি দুই কর॥
পরিশ্রম বিজটার ছটা চমৎকার।
দুই বাহু মূলে তুমি রাখ অনিবার॥
মণিময় কর্ণফুল পরিয়াছ কাণে।
তাহে পাও কত ব্যথা মজি অভিমানে॥
কাণকাটা অলঙ্কারে দূরে পরিহর।
ধর ধর কর্ণে নীতি-কর্ণিকার পর॥
চারু কর্ণফুল সেই ভুবন-ভিতরে।
না পাইবে কোন ব্যথা শ্রবণ-বিবরে॥
পরিয়াছ সীতি যুড়ি সিঁতি নিরমল।
থরে থরে মুক্তাফল করে ঝলমল্॥
কিন্তু সই শুন কই আমি সেই ছার।
সত্যসম গজমোতি কোথা পাবে আর॥
পর পর সত্য-সিঁতি শির শোভা করি।
মনোলোভা শোভা দিবে দিবা-বিভাবরী॥
দূরে ফেল সাতনরী হীরাময় চীক্।
মানিনীর মান-মদে করে চিক্ মিক্॥
শুন নব সাতনরী যে রূপে রচনা।
প্রথমে শীলতা, দ্বিতীয়েতে বিবেচনা॥
তৃতীয়েতে ক্ষমা, চতুর্থেতে প্রতিজ্ঞতা।
পঞ্চম নরীতে গাঁথা বিদ্যার বিজ্ঞতা॥
ষষ্ঠে দয়া, সপ্তমেতে শান্তির ঝলক্।
ঈশ্বরেতে ভীতি প্রীতি চীক চক্ মক্॥
এই সব নব ভূষা পরি নিরন্তর।
লভ সদা সুজনের প্রশংসা নিকর॥

উদ্ভট সঙ্গ্রহ।

চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা এব গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতং॥
চিতা আর চিন্তা মধ্যে চিন্তা হয় বড়।
চিন্তা দহে জীবিতেরে, চিতা দহে জড়॥

উড়ুগণপরিবারো নায়কোপ্যোষধীনাং অমৃতময়-
শরীরঃ কান্তিযুক্তোপি চন্দ্রঃ।
ভবতি বিকলমূর্ত্তির্মণ্ডলং প্রাপ্য ভানোঃ পরসদন-
নিবিষ্টঃ কে লঘুত্বং ন যাতি॥
তারাগণ পরিবার, ওষধীশ নাম যার,
দেহ সুধা শোভার আলয়।
হেন শশী দ্যুতিহীন, ভানু তাপে সুমলিন,
পর ঘরে লঘু কেবা নয়?

বন্ধনানি যদি সন্তি বহূনি প্রেমরজ্জুকৃত-
বন্ধনমন্যৎ।
দারুভেদনিপুণোপি ষড়ঙ্ঘ্রি র্নিষ্ক্রিয়ো ভবতি
পঙ্কজবদ্ধঃ।
বন্ধনের উপরেতে বন্ধন বিফল।
পূর্ব্ব প্রেম রজ্জু বন্ধ তাহাতে বিচল॥
কাট কেটে বাসা করে যেই মধুকর।
কমলে হইলে বদ্ধ সে হয় ফাঁফর॥

সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেবচ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধমনসঃ পরা॥
তীর্থ সত্য, ক্ষমা, আর ইন্দ্রিয় শাসন।
সর্ব্বভূতে দয়া, সরলতা অনুক্ষণ॥
তীর্থ দান, দম, তথা সন্তোষ বাখানি।
ব্রহ্মচর্য্য চারু তীর্থ, তীর্থ প্রিয়বাণী॥
জ্ঞান তীর্থ, ধৃতি তীর্থ, তীর্থ পুণ্যচয়।
সর্ব্বোপরি তীর্থরাজ বিশুদ্ধ হৃদয়॥

VOL. 2. No. 18.

RAHASYA SANDARBHA:

A MONTHLY MAGAZINE OF LITERATURE, SCIENCE AND ART.

CONTENTS.

PUBLISHED BY ORDER OF THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK AND VERNACULAR LITERATURE SOCIETY, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 12, LALL BAZAR.

CALCUTTA:
PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.
1864.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সূচী।

---

২ পর্ব্ব, ১৯ খণ্ড।

কলিকাতা স্কুলবুক এণ্ড বর্ণাকুলর লিটরেচর
সোসাইটীর আদেশানুসারে
বাপ্তিস্ত মিষন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

LIST OF BOOKS PUBLISHED BY THE VERNACULAR LITERATURE DEPARTMENT.

Discount 30 per cent. for cash.

BENGALI.

	R.	A.	P.
Lamb's Tales, Dr. Roer's,	0	3	0
Matsya-Nári,	0	2	3
China-deshiyá Bulbul,	0	1	0
Sushilá Upakhyan, Part I.	0	3	0
——— Part II.	0	4	0
——— Part III.	0	5	0
Jibrahasya, Part I.	0	3	6
——— Part II.	0	7	0
Life of Lord Clive,	0	3	0
Ganges Canal,	0	1	6
Silpic Darsan,	0	6	0
Robinson Crusoe,	0	6	0
Kutsit Hangsa-Shábak,	0	2	0
Manoramya Páth,	0	3	0
History of Rája Pratápádítya,	0	2	0
Brihat Kathá, Part I.	0	4	0
——— Part II.	0	5	0
Khagola Bibaran,	0	5	0
Sibaji Charitra,	0	3	0
Abodha,	0	1	0
Paul and Virginia,	0	6	0
Dukhini Mátá,	0	1	0
Life of Noorjahan,	0	5	0
Ahalyá Haddikár Jiban Brittántá,	0	3	3
Mujáhid Shaw,	0	1	6
Báyu-Chatustayer Akhyáyíka,	0	1	6
Chakmaki Báksa,	0	1	0
Bada Kailás, &c.,	0	1	0
Biehár,	0	1	0
Elizabeth,	0	9	0
Hita-Kathábali,	0	6	0
Jahánirá Cháritra,	0	5	0
Wild Swans,	0	1	9
"Japan opened."	0	4	0
"The Rise and Progress of the Saracens,"	0	2	6

IN THE PRESS.

Tales from Sandford and Merton.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [১৯ খণ্ড।

তুরুষ্ক দেশীয় ভূপাল আল্প আর্স্লান্।

রুষ্ক দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে অতি পরাক্রান্ত ও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত ছিল। আশিয়া-খণ্ডের মধ্যভাগে প্রথমে তাহাদিগের বসতি হয়। পরে তাহারা তথাহইতে অন্যত্র বিস্তারিত হইয়া পড়ে, এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইউরোপখণ্ড পর্য্যন্ত যাইয়া মহাবল প্রকাশ করে। ইউরোপীয়েরা তাহাদিগের ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়াছিল। তাহাদিগের যত সৈন্য ছিল, রুসিয়া ব্যতীত ইউরোপ-খণ্ডের কোন রাজ্যে তত সৈন্য ছিল না। তাহারা ইউরোপখণ্ডে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপল নামক একটি প্রধান রাজধানী অধিকৃত করে, অদ্যাবধি তাহা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত আছে। খ্রীষ্ট-মতাবলম্বী কনষ্টাণ্টাইন্ নামা রোমীয় সম্রাট্ এই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নামে ঐ রাজপাট চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। তুরুকেরা অধুনা তাহা কুস্তুন্তনিয়া আখ্যায় বিখ্যাত করে; তাহার অপর নাম স্তাম্বুল।

তুরুষ্ক দেশীয়দিগের প্রাচীন পুরাবৃত্তে মহমুদ নামা এক বিখ্যাত ভূপতির বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে; একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। "সুলতান" অর্থাৎ প্রভু উপাধি প্রথমে তাঁহাকে দত্ত হয়। এই মহমুদ সুলতান কাস্পীয় হ্রদ অবধি সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত পারস-রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে যে সকল দেশ আছে, বাহুবলে সমুদায় অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্র ভারতবর্ষকেও কম্পিত করিয়াছিল। পরন্তু তিনি নির্দয় অত্যাচারী বাদশাহ ছিলেন না; প্রজাবর্গ তাঁহার রাজত্বে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য তাঁহার নাম সর্ব্বত্র এখন পর্য্যন্ত অতীব মান্য ও গণ্য আছে।

মহমুদের পর তৎপুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁহার পিতার সেলজুক নামে বিখ্যাত এক দল তুরুষ্ক জাতীয় সৈন্য ছিল, বিবাদ করিয়া তাহারা তাঁহাকে রাজ্যহইতে দূরীভূত করে। তৎপরে কাহাকে আপনাদের অধ্যক্ষ করিবে তাহাদের মধ্যে এই তর্ক হয়। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাহারা কতকগুলী তীর আনয়ন করে। ঐ তীরের উপরিভাগে জাতি পরিবার এবং তৎসংক্রান্ত প্রধান প্রধান লোকের নাম লিখিয়া এক স্থানে রাখে, আর এক অল্পবয়স্ক বালককে তাহা তুলিতে দেয়। ইহাতে তুগরল্ বেগ নামে এক ব্যক্তির নামীয় তীর বালক প্রথমে উত্তোলন করে; সৌভাগ্যসূর্য্য

ক্রুশ উদ্ধারের যোদ্ধা, আল্প আর্স্লানের প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাঁহারই উদিত হইল, এবং তিনি বিনা ক্লেশে ঐ নূতন রাজ্যের রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়েন। তুগরল্ বেগ সুবুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে তুরুষ্কদিগদ্বারা রোমরাজ্য প্রথমে তাঁহাকর্ত্তৃত্বে আক্রান্ত হয়। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, পঙ্গপালের ন্যায় তুরুষ্কদিগের অশ্বারোহী সৈন্যসকল রোমের সম্মুখভাগে বহুক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া ছিল, এবং যুদ্ধকালে এক লক্ষ ত্রিংশৎ সহস্র খ্রীষ্টীয়ান লোককে নিহত করিয়াছিল। কিন্তু ঐ যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় স্থির হয় নাই। তুরষ্ক মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র আল্পআর্স্লানের জন্য জয়সাধন কর্ম্ম রাখা হইয়াছিল। এই যুদ্ধে তুগরল্ বেগ বিশেষ কর্ম্মানুরোধে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন।

আল্প আর্স্লান্ শব্দের অর্থ দুঃসাহসী সিংহ, এবং যথার্থই সিংহের ন্যায় এ ব্যক্তি প্রতাপান্বিত ছিলেন। ১০৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া গ্রীকরাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। সে সময় উডোশিয়া নাম্নী এক রাজ্ঞী তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। আর্স্লান্ তাঁহাকে নানা প্রকারে লজ্জা দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মহমুদ স্ত্রীলোকের সহিত এরূপ যুদ্ধ কখন করিতেন না, অবলার প্রতি বল-প্রকাশ করণে তিনি স্বয়ং লজ্জিত হইতেন, কিন্তু আর্স্লানের এরূপ মনোবেদনা হয় নাই। যে কোন প্রকারে হউক জয়লাভ করা তাঁহার একমাত্র অভিলাষ ছিল। এই বাসনার পরিতৃপ্ত্যর্থে তিনি অসঙ্খ্য অশ্বারোহি সৈন্য সংহতি লইয়া ইউফ্রেতিস্ নদী

পার হওত একাদিক্রমে গ্রীসের অন্তর্গত সেনা জয় করিতে নিযুক্ত হইলেন। এই যাত্রায় জর্জিয়া এবং আরমিনিয়া দেশ তিনি স্বরাজ্যের সহিত সংযোজিত করেন। তাঁহার জয়ঢক্কার ভয়ঙ্কর ধ্বনি এবং সৈন্যসমূহের মহা কলরবে লোক সকল এতাদৃশ ত্রাসিত হইয়াছিল, যে গ্রীস সাম্রাজ্যের মহারাজ্ঞী উডোশিয়া নিজে রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া রোমানস্ ডাইওজিনিস্ নামা এক জন সেনাপতিকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি রণক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আল্প আর্সলানের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। যদিও তুরুষ্ক রাজার সৈন্য সকল তাদৃশ সুশিক্ষিত ছিল না, তথাপি তাঁহার উগ্রতা উৎসাহ এবং পরিশ্রমের গুণে তাহারা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিত। পরন্তু অনেক যুদ্ধ করিয়াও রোমানসকে তিনি পরাস্ত করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত সে ব্যক্তি তুরুষ্কদিগকে রাজ্যহইতে দূরীভূত করিয়া ইউফ্রেটিস্ নদীর পরপারে তাড়াইয়া দিয়াছিল। আল্প আর্সলান্ রোমানসের সেনাকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত অপর এক বার চেষ্টা করেন; তাহাতে সম্রাট্ নানাজাতীয় সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া তাঁহাকে বাধা দিবার উপায় করিলেন।

প্রথমতঃ তুরুষ্কাধিপতির আমীরবর্গ যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল. গ্রীকদিগের এই ভয়ানক আয়োজনের সংবাদ শুনিয়া আর্সলান্ চল্লিশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য সঙ্গে লওত স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর এমনি বুদ্ধিনৈপুণ্য এবং বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার শত্রুপক্ষের বহুল সৈন্যও তাঁহার ক্ষতি করিতে পারিল না। এক দিবসের যুদ্ধে গ্রীকদের এক জন প্রধান সেনাপতি তাঁহার নিকট পরাস্ত হইল। সুলতান্ এতাদৃশ ঔদার্য্যভাব প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুণ তদ্দেশে একটি দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিল। নিয়ত কয়েক দিন যুদ্ধের পর গ্রীক সম্রাটের সৈন্যগণ ক্ষীণবল হইতে লাগিল, ফ্রাঙ্ক এবং মোল্দাবিয় নামে যে দুই জাতীয় সৈন্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল, রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে তুরুষ্কদিগের সেনাপতি তাঁহাকে সন্ধির প্রস্তাব করিতে কহিলেন, কিন্তু ঘৃণা করিয়া সম্রাট্ তাহাতে সম্মত হইলেন না, বরং কটুবাক্য-প্রয়োগদ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে তাহাদিগকে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ বলিয়াছিলেন, "সন্ধি করিবার ইচ্ছা করে তো অসভ্যেরা অধিকৃত দেশ সকল রোমীয়দিগকে দিউক, এবং সততার চিহ্নস্বরূপে রাজধানী এবং রাজবাটী আমাদিগের নিকট বন্ধক রাখুক।"

আল্প আর্সলান্ এই প্রগল্ভতার কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু হাসিলে কি হইবে, তাঁহার অনেক সৈন্য রণস্থলে নিহত হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি অনেক হীনবল হইয়াছিলেন। আপনার দুরবস্থা দেখিয়া সুলতান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করণানন্তর আপন সৈন্যদিগকে কহিলেন, "আমার প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্খ্যা; তোমরা ইচ্ছা হয় রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান কর, নতুবা আমার সহিত সমপ্রতিজ্ঞ হও।" অতঃপর ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া এক যষ্টি ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, "হয় জয়ী হইব, নতুবা এ দেশের মৃত্তিকাতে আপন শরীর লীন করিব।" তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ চন্দ্রকলার ন্যায় সারি বাঁধিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল; তিনি তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষপক্ষের সৈন্যদলকে ভয়ানক বাধা দিলেন। সন্ধ্যার সময় গ্রীক সম্রাট্ রোমানস্

কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে আপন শিবিরে প্রবেশ করিতে প্রণোদিত হইলেন; ইত্যবসরে গুপ্তবিশ্বাসঘাকতা হেতু তাঁহার সৈন্যশ্রেণীতে মহাকলরব এবং বিশৃঙ্খলতা ঘটিল। তুরুষ্কেরা সুযোগ পাইয়া একেবারে গ্রীক শিবিরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, এবং বারি বর্ষণের ন্যায় তীর বর্ষণ করিয়া মেঘের ন্যায় অন্ধকার করিয়া ফেলিল। হতভাগ্য রোমানস্ বিশৃঙ্খল সৈন্যদিগকে সুশৃঙ্খল করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সুলতান্ শিবিরের সমস্ত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিলেন, এবং আশিয়াতে গ্রীক সাম্রাজ্যের যে অধীন রাজ্য ছিল তাহার এককালে সমুচ্ছেদ করিলেন, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না।

সিন্ধিয়ার রাজ্য।

সিন্ধিয়ার রাজ্য আগরা নগরের দক্ষিণে স্থিত। ঐ স্থান প্রাচীন কালাবধি সঙ্গ্রাম-কুশল নটদিগের রঙ্গস্থল বলিয়া পরিচিত আছে। মানচিত্রে দৃষ্ট হইবে, বিন্ধ্যগিরিহইতে যমুনা নদী পর্য্যন্ত ইহার আয়তন। কোন কোন প্রাচীন ইতিহাস-লেখকদিগের মতে আগরা প্রদেশস্থ এক পুরাতন দুর্গ গোয়ালিয়র শব্দে উল্লিখিত হইত; কিন্তু তাহা নিতান্ত অমূলক, যেহেতু প্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাস-লেখক আবুল্ ফজল্ দুর্গের পরিবর্ত্তে তাহা নগরস্থলেই প্রয়োগ করিয়াছেন। গোয়ালিয়র নগরের প্রাচীন নাম গোপগিরি। আগরা নগরহইতে তাহা প্রায় ৪০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ইতিহাসাদি গ্রন্থে গোয়ালিয়র রাজ্যের সহস্র বৎসরের ভূতপূর্ব্ব রাজগণের বিবরণ অবগত হওয়া যায়, তৎপূর্ব্বের রাজাদিগের ইতিহাস কিছুই সম্ভবপর বোধ হয় না।

গোয়ালিয়র দুর্গ একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের চূড়ায় স্থাপিত, তাহার মধ্যে অনেকগুলি স্বাভাবিক কূপ আছে। ঐ কূপের জল তত্রস্থ লোকদিগের পানীয়। উহার পূর্ব্বভাগে সমীকা নদী; গ্রীষ্মকালে তাহা প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। এই স্থানহইতে ৭ ক্রোশ দূরে একটী লৌহ খনি আছে। পূর্ব্বে চান্দেরীহইতে এই স্থানে নীল ও বস্ত্রাদির আমদানি হইত। ভারতবর্ষমধ্যে গোয়ালিয়র দুর্গ দৃঢ়তা বিষয়ে সর্ব্ব-প্রধান। উহার চতুর্দ্দিক্ সুদৃঢ় প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং তাহা এরূপ দুরারোহ্য যে, অধস্তলহইতে চূড়া পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে হইলে মস্তকে উষ্ণীষ থাকা ভার হইয়া উঠে। এ নিমিত্তই পূর্ব্বকালের লোকেরা বিশ্বাস করিতেন যে শত্রুগণ কদাপি ঐ দুর্গ আক্রমণ করিলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেক না। ফলতঃ এরূপ প্রবাদ থাকিলেও হিন্দু নরপতিগণ দুর্দ্দান্ত যবন সৈন্যগণের যুদ্ধে কোন ক্রমেই ঐ দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা অপ্রতিহত পরাক্রমের সহিত উক্ত দুর্গ অধিকৃত করে। কিন্তু তখনও সূর্য্যবংশের কুলদীপকেরা নিরন্তর অন্তঃপুরমধ্যে সম্ভোগ-বিলাস-চর্চ্চায় যুদ্ধবিগ্রহোৎসাহিনী প্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগ করেন নাই। যবনের নিকট হীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা সঙ্গ্রামক্ষেত্রে দেহপাত করা শ্রেয়ঃ এ জ্ঞান কোন কোন ব্যক্তির মনে বলবতী ছিল। তদ্রূপ কএকটি বীর পুরুষ যবনের নিকট সূর্য্যবংশীয়দিগের মস্তক অবনত করা অসহ্য হইবেক, ইহা ভাবিয়া সমরে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে যবন-সৈন্য হিন্দুদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। এই রূপে গোয়ালিয়র দুর্গ সর্ব্বাদৌ যবনদিগের হস্তহইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু এ সৌভাগ্য দীর্ঘায়ুঃ হয় নাই। ১২৩১ খ্রীঃ দিল্লীর পাঠান অধীশ্বর অল্তমস্

উল্লিখিত দুর্গ অধিকার করেন। হিন্দু-রাজবংশীয়-গণ তাঁহাকেও পরাস্ত করিয়া পুনর্ব্বার তাহার উদ্ধার করিয়াছিলেন; এবং তৎপরে প্রায় শত বৎসর যাবৎ ইহা আপনাদিগের অধীনে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা যবনদিগের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া সিদ্ধ হয় নাই; এবং তদবস্থাও অবশেষে রক্ষা করা ভার হইয়াছিল। ১৫১৯ খ্রী অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ ইব্রাহীম লোড়ী গোয়ালিয়র অধিকার করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, উক্ত দুর্গ হুমাউন বাদশাহের অধীনস্থ হইয়াছিল। এ প্রবাদ নিতান্ত অপ্রমাণসিদ্ধ না হইতে পারে, যেহেতু ব্যক্ত আছে যে তাঁহার অধীনস্থ কোন শাসনকর্ত্তা প্রস্তাবিত দুর্গ শের আলী খাঁ নামক আবগানকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে মোগল সম্রাটেরা ক্ষীণবল হইলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আর্য্যাবর্ত্তে প্রাদুর্ভাব হওয়া প্রযুক্ত কথিত দুর্গ তাঁহাদিগেরই অধীন হইয়াছিল। তৎপর ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ৩ তারিখে ইংরাজদিগের নিমিত্ত মেজর পপ্‌হ্যাম্ ঐ দুর্গ অধিকৃত করেন। ইংরাজেরা তাহা সন্ধিদ্বারা পুনঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করেন। এইরূপে গোয়ালিয়র রাজ্য বহুহস্তান্তরগত হয়, তাহার সমুদায় বর্ণন করা অনেক-আয়াস-সাধ্য, অতএব তাহার চেষ্টায় বিরত হইয়া আমরা এ স্থলে তত্রত্য বর্ত্তমান রাজবংশের বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ উল্লিখিত করিব।

ঐ বংশের নাম সিন্ধিয়া। ইহার আদিপুরুষ রাণাজী সিন্ধিয়া। তিনি সর্ব্বাদৌ বালাজী পেশবার পাদুকাবাহক ছিলেন। প্রভুর অনুগ্রহে অশ্বশালার অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত হন। তৎপরে সাহস ও পরাক্রম গুণে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক তুমুল যুদ্ধ হয়। তাহাতে সম্রাটের সৈন্যের সেনাপতি নিজাম্ উল্‌মুল্‌ক্ পরাস্ত হইলে মালব দেশ পেশবার অধীন হইল। এই যুদ্ধে রাণাজী সিন্ধিয়া অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার সৈন্যের উপজীব্যস্বরূপ পেশবা তাঁহাকে মালব দেশ জায়গীর স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৫০ খ্রীঃ সালে রাণাজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল; তন্মধ্যে পিতৃবর্ত্তমানে চারি জন যুদ্ধকুশল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়পা পিতার সিংহাসন অধিকৃত করেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ আক্রমণ-কালে তিনি সভ্রাতৃক হইয়া সঙ্গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা যোধপুরের রাজা বিজয় সিংহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে গমন করিলে, বিজয় সিংহ, পেশবার সাহায্যকারী জয়পা সিন্ধিয়ার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাহার হত্যা-করণার্থ গুপ্ত চর প্রেরণ করেন। তাহারা শিবিরমধ্যে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করে। তিনি পেশবার সৈন্যদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষস্বরূপ ছিলেন। এক্ষণে অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণসংহারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সম্রাট্ চারি দিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কি করেন, যুদ্ধকালে অবসন্ন হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, সেই নিমিত্ত আপনার ভ্রাতা রঘুনাথ রাওকে তৎপদে সন্নিবেশিত করিয়া সঙ্গ্রামে অগ্রসর হইলেন। রাজা বিজয় সিংহ পেশবার নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি জয়পা সিন্ধিয়ার শোণিতে ধরণীকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সে কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত এক্ষণে অবশিষ্ট রহিল।

জয়পার অবর্ত্তমানে তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর মাধাজী সিন্ধিয়া যখন ভ্রাতার আসনে উপবিষ্ট হইয়া পেশবার পক্ষে রাজপুত্রদিগের

অধিকার আক্রমণ করেন, সেই সময়ে তিনি বিজয় সিংহের নিকট তাঁহার ভ্রাতৃশোণিত-পাতের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অজমীর প্রদেশ অপ-হৃত করেন। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে পানিপতের যুদ্ধে সুবিখ্যাত মাধাজী সিন্ধিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। যবন পক্ষের সেনাপতি অহম্মদশাহ অবদালী ঘোরতর সঙ্গ্রাম করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি সদাশিব ভাউকে পরাস্ত করিলেন, সুতরাং তাঁহার সৈন্যসামন্ত সকলেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মাধাজী সিন্ধিয়া অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, কোন বিশেষ উদ্যম করিতে অশক্ত, অতএব অগত্যা মালব দেশে তাঁহার যে সকল পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহারাষ্ট্র দেশে পলায়ন করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন।

১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত মহা-রাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ সঙ্গ্রাম উপস্থিত হইলে মাধাজী প্রধান সেনাপতিরূপে ধৃত হইয়াছিলেন। তদন-ন্তর ইংরাজেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি-স্থা-পন করেন। তাহাতে মাধাজীর কারোদ্ধার হয়। এই সময়ে হাইদরাবাদের অধিপতি নিজাম ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে তাঁ-হাদিগের দক্ষিণদেশের অধিকার উচ্ছেদ হই-বার উপক্রম হয়, সুতরাং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় না দেখিয়া সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। মাধাজী বহ্বায়াস-প্রযুক্ত তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গলাহইতে সৈন্য আনায়নপূর্ব্বক সিন্ধিয়ার রাজ্য আক্রমণ করিতে কর্ণেল মিউর সাহেবকে প্রেরণ করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে সিন্ধিয়া পরাস্ত হইয়া সন্ধি-স্থাপনে বাধ্য হন। ঐ সন্ধিতে এই পণ অবধারিত হয় যে তিনি হৈদর আলী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের যে বি-দ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভঞ্জন করিয়া দিবেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পা-রিলে কোন পক্ষেই যুদ্ধবিষয়ে সাহায্য-দান করিবেন না। ইংরাজেরাও এই সন্ধিতে পূর্ব্বে যমুনা নদীর পশ্চিমপারবর্ত্তী যে সকল স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন তাহা সিন্ধিয়াকে প্রত্য-র্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তৎপরবর্ষে হৈদর আলী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইংরা-জদিগের সন্ধি স্থাপিত হইলে মাধাজী সিন্ধিয়া উভয় পক্ষের প্রতিভূস্বরূপ রহিলেন। ইংরাজেরা মাধাজীর পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার সফল হইল বলিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে বেরুচ্ পরগণা অর্পণ করিলেন।

এই সময়ে সিন্ধিয়া ডি বর্গইন নামক জনৈক ফরাশী সৈন্যাধ্যক্ষকে আপনার অধীনে নিযুক্ত করিয়া সৈন্যদিগকে ইংরাজদিগের প্রথানুসারে ব্যূহরচনাদি-সমরকৌশল-শিক্ষা দিতে লাগি-লেন। এই সময়ে তাঁহাকে পরাভূত করে, মধ্য ভারতবর্ষে ইংরাজ সৈন্য ব্যতীত আর কেহই ছিল না, এবং ইংরাজেরাও সেই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা কাহার পক্ষেই সা-হায্য প্রদান করিবেন না, সুতরাং মাধাজী সি-ন্ধিয়া নির্ব্বিঘ্নে আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিতে লাগি-লেন। দিল্লী ও আগরা তাঁহার অধীন হইল, এবং পেশবাও তাঁহার ছায়ার ন্যায় অনুগত হইলেন। এই রূপে মাধাজী সিন্ধিয়া পিতৃ-দৃষ্টান্তের অনুসারে শারদীয়-বিষদচন্দ্র-প্রভার ন্যায় ক্ষিতিতলে বর্দ্ধমান হইয়া বিশাল-রাজ্য-স্থাপন-পূর্ব্বক ১৭৯৪ খ্রীঃ সালে পূনা নগরে লৌকিক লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার আসন দৌলতরাও সিন্ধিয়া নামক কোন অন্তরঙ্গ অধিকার করেন।

দৌলতরাও সূর্য্যরাওর দুহিতা বীজাবাইকে দার-পরিগ্রহ করেন। সূর্য্যরাও তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

দৌলতরাও যুদ্ধ বিষয়ে অসাধারণতা লাভ করিয়াছিলেন এবং হুলকর ও ইংরাজদিগের সহিত সংগ্রাম উপলক্ষে বিলক্ষণ সাহস ও পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ভারতবর্ষে প্রভুত্ববৃদ্ধি হওয়াতে মহারাষ্ট্রীয় প্রধানগণ তাহার উচ্ছেদ-করণার্থ উহার সহিত যে যুদ্ধ উপস্থিত করেন, ডিউক অব্ ওএলিংটন তাহাতে জয়লাভ করেন। অপিচ লর্ড লেক দিল্লীতে সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগকে দুইটী যুদ্ধে পরাস্ত করাতে তাঁহার সৈন্যগণ একেবারে হতোদ্যম হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা সিন্ধিয়ার অধীনস্থ অহমদনগর, অসীরগড়, গোবালগড়, আলীগড়, আগরা, গোয়ালিয়র, দিল্লী প্রভৃতি অতি প্রধান প্রদেশ সকল অধিকৃত করিলেন। দৌলতরাও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু দৌলতরাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়র প্রদেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়াতে অক্ষুণ্ণ হইয়া তৎপ্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তিনি দেখিলেন যে গোয়ালিয়র ও গোহদ প্রদেশ পরিত্যাগ করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ সিন্ধিয়ার সহিত সংগ্রামে সৈন্য বিনষ্ট করিতে হয় না, এই বিবেচনা করিয়া উক্ত দুইটী প্রদেশ গোহদের রাণা অম্বাজীরাওর নিকটহইতে লইয়া দৌলতরাওকে প্রত্যর্পণ করেন, এবং অম্বাজী ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার ৭ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি অবধারিত করিয়া দেন।

দৌলতরাও কিছু কাল অতঃপর ক্ষান্ত থাকিয়া পরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমরানল পুনঃ প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, এমত সময়ে বর্গিদিগের দমনার্থে ইংরাজেরা তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি গোপনে বর্গিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, এ প্রবাদ যে আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক তাহার সংশয় নাই, যেহেতু বর্গিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করায় তাঁহার কিছুই ইষ্টলাভ ছিল না। পরন্তু তাঁহার প্রকৃতি আনুপূর্ব্বিক বীরপুরুষের ন্যায়, লেখকেরা যত চেষ্টা করুন, তাঁহাকে হীনপ্রবৃত্তি ধূর্ত্ত বলিয়া কিছুতেই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না।

এই সন্ধির পর তাঁহার রাজত্বের বিশেষ কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দের ২১ মার্চ্চ দিবসে ৪৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকাতে রাজমহিষী বীজাবাই স্বয়ং তদীয় আসনে উপবিষ্টা হইলেন; কিন্তু তাঁহার অধীনতায় রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া উঠিল। এই জন্য সকলের অনুমতিক্রমে মুগতরাও নামক একটী স্বগোত্রীয় বালক মৃত মহারাজের পৌত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া মহারাজা আলিজা ঝঙ্কূজী বাহাদুর নামে বিখ্যাত হইলেন। রাজপত্নী বীজাবাই তাঁহাকে রাজত্ব দিতে নিতান্ত অসম্মতা ছিলেন, এনিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার উপর দৌরাত্ম্য করিতে, ও সমুচিত রাজকার্য্য শিক্ষার প্রতি সর্ব্বদাই ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিলেন। বাস্তবিক ১৮৩২ খ্রীং অব্দে মুগতরাও ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক পশ্চিম রাজ্যে যাত্রা করিলে মুগতরাও বীজাবাইর হস্তহইতে উদ্ধার প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। গবর্ণর জেনেরল গোয়ালিয়র-রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সৈন্যেরা ষড়যন্ত্র করিয়া মুগতরাওকে মহারাজা বলিয়া বরণ করাতে, সুতরাং বীজাবাই তথাহইতে পলায়নপরা হইলেন।

অতঃপর বীজাবাই ইংরাজদিগের সাহায্যে তিন লক্ষ টাকার বৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা ঝঙ্কূজী রাওর এক

কন্যা জন্মে। জনরব আছে যে রাজকুমারী জন্মিলে ধাত্রীগণ সূতিকা গৃহে তাঁহাকে লুকাইয়া একটী পুত্র হইল বলিয়া প্রচার করিয়া দেয়; কিন্তু তাহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে রাজপত্নী তারাবাইর কাল হয়; এবং তৎপরেই রাজকুমারের মৃত্যু হইয়াছিল। অতঃপর মহারাজা তারাবাইর কনিষ্ঠা সহোদরার পাণিগ্রহণ করেন। সেই বর্ষে গোয়ালিয়র-রাজ্যে ইংরাজদিগের বিপক্ষ নেপালী দূত ধৃত হয়, তাহাতে ইংরাজেরা মহারাজার সহিত সম্পূর্ণ সদ্ভাবস্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে কাবুলহইতে দোস্ত মুহম্মদ খাঁর দূত গোয়ালিয়র-রাজ্যে আসিয়া প্রচ্ছন্নবেশে অবস্থিতি করিতেছিল; মহারাজ ঐ দূতকে ধৃত করিয়া ইংরাজদিগের প্রতিনিধির হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল্ অকলণ্ড বাহাদুর গোয়ালিয়র-রাজ্যে যাত্রা করেন, এবং মহারাজের সহিত প্রীতি ও শিষ্টালাপে বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন; এবং গোয়ালিয়রের অধিপতি শ্রীযুতের তাদৃশ শুভাগমনে অবশ্যই বিশেষ অনুগৃহীত জ্ঞান করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

১৮৪৩ অব্দে মহারাজ ঝঙ্কুজীর মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তদ্ধেতুক সকলে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র-গ্রহণের অনুরোধ করিলেও তিনি তাহা রক্ষা করেন নাই, বোধ হয় তাঁহার দূরদর্শি বুদ্ধি-সঙ্গতিতে নিস্পৃহতাই বলবতী ছিল। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া পত্নী ভগীরথ নামা হনুমন্ত রাওর পুত্রকে পালকপুত্র গ্রহণ করেন। তিনি আলিজা জয়াজী সিন্ধিয়া অথবা বাবাজীরাও সিন্ধিয়া নামে খ্যাত ছিলেন। শিশুরাজের মাতুল মামা সাহেব তাঁহার সচিবত্ব পদগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুরাজ তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তদর্থে মৃত রাজার পুত্রবধূর ক্ষমতাবৃদ্ধি ও আপনার ক্ষমতা হ্রাস এবংবিধ আশঙ্কা সর্ব্বদাই করিতেন, কিন্তু তৎপরেই মামা সাহেবের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র হয় তাহাতেই তিনি কার্য্য-হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। কথিত আছে দাদা খাসজীওয়ালা ইহার প্রধান ছিলেন। খাসজীওয়ালা এক ব্যক্তি ইংরাজদিগের পরম বিদ্বেষী, তদর্থে তিনি ইংরাজপক্ষীয় লোকদিগকে পদচ্যুত করিলেন, এবং পূর্ব্বে রেসিডেণ্ট সাহেব যাহাদিগকে পদচ্যুত করেন তাহারা তৎপদে পুনঃ আহূত হইল। তদর্থে ইংরাজেরা অবমাননা বিবেচনা করিয়া রেসিডেণ্টকে গোয়ালিয়রের সংস্রব ত্যাগ করিতে আদেশ করেন, এবং মহারাণী স্বয়ং প্রার্থনা না করিলে তাঁহার রাজ্য-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত বুঝিয়া মহারাণীকে এক পত্র লেখেন যে "যদি ইংরাজদিগের সহিত আপনার সদ্ভাব রাখা করণীয় হয় তবে দাদা খাসজীওয়ালাকে রাজ্যহইতে বিদায় করুন, যেহেতু সেই আমাদের চিত্তভেদের মূল। সেই পত্র দাদা খাসজীওয়ালার হস্তে নীত হইলে তিনি তাহা গোপন করিলেন, এই সকল বিষয়ের সমাধার নিমিত্ত মহারাণীর সহিত গবর্ণর জেনেরলের সাক্ষাৎ করা আবশ্যক হওয়াতে ২৩ ডিসেম্বর দিন অবধারিত হয়, কিন্তু ঐ তারিখে মহারাজ্ঞী লর্ড এলেনবরার সাক্ষাৎ করিলেন না।

২৯ ডিসেম্বর তারিখে ব্রিটিস সৈন্য চর্ম্মন্বতী নদীর পশ্চিম পারে গমন করিতেছিল এই সময়ে গোয়ালিয়রের সৈন্য গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে উভয় সৈন্যমধ্যে ঐ দিবস মহারাজপুর ও পনিয়ার নামক স্থানে দুই বার তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে গোয়ালিয়র সৈন্য সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইল। তৎপরে উভয় দলে সন্ধি হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মহারাজের মন্ত্রী দিনকর রাও তাঁহাকে ইংরাজদিগের হিতচিন্তার পরামর্শ দিলেন। ১৮৫৮ অব্দে তান্তীয়াতোপী তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার সৈন্যেরা বিদ্রোহীদলে সংশ্লিষ্ট হইল; সুতরাং মহারাজ মন্ত্রির সহিত আগরায় পলায়ন করিলেন। ১৯ জুন রোজসাহেব গোয়ালিয়র ব্রিটিসাধিকারভুক্ত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃস্থাপিত করেন। মহারাজ বিদ্রোহ-সময়ে ইংরাজদিগের প্রতি বিশেষ আনুরক্ত্য দেখাইয়াছিলেন তদর্থে এক সনন্দ ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। গোয়ালিয়র রাজ্যে ২৫০০০০০ লোকের বসতি। তাহার রাজস্ব আদায় ৯৩,০৯,১০২; তন্মধ্যে ভূমির কর ৭৮,৩৮,৯০০, অবশিষ্ট ১৪,৭০,২০২, টাকা অধীনস্থ রাজ্যহইতে প্রাপ্ত হয়। মহারাজা কলিকাতায় আসিলে দুর্গহইতে ১৯ টা তোপ হয়।

আবুল ফজল বলেন যে পূর্ব্বে গোয়ালিয়র রাজ্য দ্বাদশটী মহলে বিভক্ত ছিল; এবং তাহার পরিমাণসঙ্খ্যা ১১৪৬৪৩৫ বিঘা। তৎকালে তাহার রাজস্ব ২৯৩৮৩৭৪৯ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

উহা দিল্লীহইতে ১৯৭ জ্যোতিষি ক্রোশ অন্তর,

" লখনৌ	ঐ ২১১	ঐ
" কাশী	ঐ ৩৫৫	ঐ
" নাগপুর	ঐ ৪৮০	ঐ
" কলিকাতা	ঐ ৪৩৫	ঐ

বেদে।

ইউরোপ-খণ্ডের বেদে বা জিপ্সী জাতি আশিয়াহইতে সমাগত হইয়াছিল এই প্রবাদ বহুকাল প্রসিদ্ধ আছে। গ্রেলম্যান সাহেব তত্রস্থ এই জাতির উপাখ্যান বিষয়ে যে বর্ণন করেন, তাহা উক্ত মতের বিরোধ প্রতিপাদক নহে। কর্ণেল হেরিয়ট সাহেব ভারতবর্ষস্থ রমনিচল জাতীয়দিগের পুরারত্তেও উল্লিখিত মতের পোষকতা করিয়াছেন। পরন্তু প্রব্রজ্যাপন্থা ইহাদের শ্রেয়ঃ হওয়াতেই তজ্জাতীয়দিগের পুরারত্ত অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; এই হেতু তাহার বিষয়ে কেহ যথেষ্ট অনুরাগও করেন নাই; সুতরাং তাহাদিগের জাতিমালা তাহাদের জন্মক্ষেত্রেও বিষম বিতণ্ডার স্থল হইয়া রহিয়াছে; এবং পৃথিবীর সর্ব্বভাগেই বহুকালাবধি সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও ইহারা কোন্ দেশহইতে সমাগত বা কোন্ জাতিহইতে সমুদ্ভূত কেহই তাহার নিরাকরণ করিতে পারেন নাই।

অনেকে অনুমান করিতেন যে, যে সময়ে ভারতভূমির উপরে মূর্ত্তিমান্ পাপরাশি তৈমুরলঙ্গ বিষম অত্যাচার করে তৎকালে প্রজারা ছিন্নভিন্ন হইয়া নানা দেশে প্রস্থান করিয়াছিল। ঐ পলাতক লোকদ্বারা বেদে সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কিন্তু এ প্রবাদ কোন মতে গ্রাহ্য নহে। যেহেতু আরবশাহ তৈমুরের চরিত্রে লিখিয়াছেন, তাঁহার ভারতবর্ষ আক্রমণের বহুকাল পূর্ব্বে বেদেরা প্রসিদ্ধ ছিল। অধিকন্তু সমর্কন্দ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি ফর্দুসী এই জাতির সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিতা-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে বহরামগৌর বাদশাহকে সঙ্গীত বিদ্যা দর্শাইবার নিমিত্ত তাহারা পারস দেশে আহূত হইয়াছিল, তৎকালে

বিলাতী বেদের ভালুক নাচান।

তাহারা লুরী নামে বর্ণিত হয়, এবং অদ্যাপি তাহারা পারস দেশে ঐ নামে প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ তৈমুর শাহ সহস্রাধিক বেদের হত্যার আদেশ করিয়াছিলেন। ফরলিবিয়েনসিস্ বলেন, ১৪২২ অব্দে প্রায় দুই শত সিঙ্গারী নামক বেদে রোম-নগর-ভ্রমণ-কালে তাঁহার জন্মভূমিতে উপস্থিত হয়; তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ভারত-বর্ষ-বাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। এতদ্দ্বারা অনুভূত হইতে পারে যে বেদেরা সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষহইতে দিগন্তরে প্রস্থান করিয়াছিল। বিশেষতঃ উহাদিগের আচার, ব্যবহার, লোকযাত্রা, জীবিকা ধর্ম্মের সহিত ইউরোপীয় জিপ্সী জাতির তত্তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। তাহারা যেরূপ কদাচিৎ এক স্থানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, জিপ্সীরাও তদ্রূপ কোন মতেই এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে পারে না। অদ্ভুত চিকিৎসা, ভেল্কীবাজি, প্রভৃতি কার্য্যে এতদ্দেশীয় বেদেরা যেরূপ সক্ষম, জিপ্সীদিগেরও সেই সমস্ত গুণের কিছু মাত্র অভাব নাই। বাস্তবিক জিপ্সী জাতি এতদ্দেশীয় বেদেদিগের বংশাবলী তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ আছে যে ইংলণ্ডের জিপ্সী জাতিরা ইজিপ্ত দেশহইতে আগত। মিসর দেশকে ইজিপ্ত বলিয়া থাকে। বোধ হয় তদপভ্রংশে জিপ্সী আখ্যা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ইউরোপের অপরাংশে ইহারা জিঙ্গারো শব্দের বাচ্য, এবং তুরুষ্ক, পারস ও সিন্ধুনদের তটবর্ত্তী দেশাদিতে ইহারা জিঙ্গারী শব্দে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে সুলতান্ সলিম যখন মিসর দেশ জয় করেন তৎকালে মিসরীয় লোকেরা জিঙ্গানিয়স নামক এক সাহসিক বেদের সহায়তা গ্রহণ করিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; অতঃপর পরাভূত হইয়া তন্নামেই নানা দেশে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সুলতানের মিসর-দেশ-আক্রমণের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তাহাদের এই নাম বিখ্যাত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। অতএব জিঙ্গানিয়সের নামহইতে তাহাদের নাম উৎপন্ন হয় নাই, ইহা নিশ্চয় বলা যায়। পরন্তু ভারতবর্ষে ঐ শব্দ কুত্রাপি প্রচলিত নাই। তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষায় বেদে শব্দ সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এক সময়ে তাহা নরওয়ে, ও সুইডন্ রাজ্যের বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

হিবর সাহেব পারস্য ও ইউরোপীয় জিঙ্গারী জাতির যে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সিংহল দ্বীপস্থ তথা গঙ্গাতীরস্থ বেদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তে। পতিঞ্জর আবি-দুবোয়া প্রভৃতি বহুদর্শী লোকেরা নির্দ্দেশ করেন দক্ষিণদেশে বেদে, নট, কুবাকু, সাম্বেদী, কুরুনিক, সকাতর, ও মধ্য-ভারতবর্ষে বঞ্জরা, এবং কোলা, দোম্বারু প্রভৃতি যে সমস্ত বেদে আছে তাহাদিগের আচার ব্যবহার ইউরোপ খণ্ডের জিঙ্গারী জাতির আচারাদির সহিত অবিকল তুলনা হয়। ষ্টিবিন্‌সন্ দক্ষিণ-দেশে সৎকারসিদ্ধ জাতির সহিত জিপ্‌সীদিগের অবিকল লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণাট ভাষায় নামানুযায়ী অর্থ করিতে হইলে উহারা পিশাচ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, যেহেতু সৎ-কার শব্দে উক্ত ভাষায় প্রেতভূমি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এবং সিদ্ধ অর্থে কুশল ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বর শাস্ত্রে ইহাদের প্রকৃত নাম গারোদ বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রাক্তন ও শুভা-শুভ গণনাদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করাই ইহাদের প্রধান বৃত্তি। ইহারা শ্মশানহইতে ভস্মাবশিষ্ট শবের অস্থি সঙ্গ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা লোকদিগকে কুহক ও ভেল্কী দেখায়। ইহারা অস্পৃশ্য, আমরা অনু-মান করি এই নিমিত্তই ইহারা প্রার্থনার অগ্রে সমুচিত ভিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই রূপ জীবিকার্জ্জন তাহাদের চিরপ্রার্থনীয় নহে। এতদ্ব্যতীত ছেলে ধরা তাহাদের আর একটী ব্যবসায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহারা মহর্ষি কুবে-রের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত ঋষি কোন বেদেকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা দেন, এবং তদবধি এই জাতি তাঁহার প্রসাদাৎ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বি-শেষ সুনিপুণ হয়, কিন্তু বংশপরম্পরা অধুনা সে ক্ষমতা লোপ হইয়া গিয়াছে। মালাবার উপকূলে চৌধী নামে এক দেবী আছেন তিনিই ইহাদের প্রধান উপাস্য। কৃষ্ণানদীর উত্তর-তীরস্থ বেদেরা রামাস্তিক নামক দেবীর উপাসনা করে। কন্দ-হারে এই দেবীর এক মন্দির আছে।

কোন কোন বিষয়ে জিপ্‌সীরা বেদেহইতে পৃথক্ দেখা যায়। জিপ্‌সীরা এ দেশের বেদের ন্যায় সিঙ্গা বসাইতে জানে না, এবং পাককালে তাহারা ত্রিশঙ্কু কাষ্ঠের মধ্যে একটা বৃহৎ কটাহ ঝুলাইয়া তন্মধ্যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া নিম্নে জ্বাল দিয়া থাকে; এদেশের বেদেরা সে রূপ না করিয়া সামান্য হাঁড়িতে পাক করিয়া থাকে। কিন্তু আহার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে এদেশের বেদের ন্যায় জিপ্‌সীরা কোন বস্তুই বাছে না, এবং প্রয়োজনানু-সারে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করে। বেদেরা যে রূপ ধনুর্বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া থাকে, ইউরোপ-খণ্ডের জিপ্‌সীরাও ঐ বিদ্যায় সেই রূপ নিপুণ, এবং পশু পক্ষী আহরণার্থে জাল সাতনলা ও অন্যান্য সামগ্রী সর্ব্বদা সমভিব্যাহারে রাখে। বেদে মা-ত্রেই অতিশয় সুরাপানে আসক্ত, এনিমিত্ত ইহা-দিগের মধ্যে যে প্রধান হয় তাহাকে "ভঙ্গী" (ভঙ্গপায়ী) কহে। তাহাকে ঐ শব্দ বলিয়া অভি-বাদন না করিলে সে তাহাতে মর্য্যাদার ত্রুটি হইল জ্ঞান করিয়া থাকে। এ দেশের ন্যায় জি-প্‌সী জাতীয়েরা রজ্জুর উপরি নৃত্য, ডালা খুঙ্গি-বুনন এবং চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। দীর্ঘ কাল ইহারা কদাচিৎ এক স্থির আশ্রয় অবলম্বন করে না, এই নিমিত্ত সামান্য কথায় বলে " বেদেরা রাজারও রায়ৎ নহে সাধুরও খাতক নহে।"

এতদ্দেশের বেদিনীর সহিত জিপ্‌সী রমণীর অপূর্ব্ব উপমা হইতে পারে। তাহাদের নগর মধ্যে গমনকালে মস্তকে এক ধন্বন্তরির ঝুলী থাকে। তাহার মধ্যে জ্বর, বিকার, বাল্‌সা, বাত, ভূতে পাওয়া, ডাইন, পঞ্চানন্দ, উপদেবতা বা পেঁচ

পাওয়া, গরু হারান, সপত্নী নির্যাতন, কুস্বপ্ন, অজীর্ণ, স্বামিবিরহ, প্রভৃতি সকল রোগের প্রতিক্রিয়ার ঔষধ থাকে। বিশেষতঃ অল্প বয়স্ক শিশুর তড়কা হইলে ডাইনাই তাহার প্রধান কারণ এবং বেদিনীরা তদুপশমে একমাত্র চিকিৎসক। কোন স্ত্রী স্বামি অনুরাগে বঞ্চিত হইলে বেদিনী ভিন্ন তাহার সে দুঃখ মোচন করে এমত কেহ নাই। এই রূপ দূরদেশবর্ত্তী স্বামির স্বদেশে পুনরাগমনের কাল নিরূপণ, তথা মাথা ব্যথা, মানসিক পীড়া প্রভৃতি যাতনা-সকল জিপ্‌সী রমণীও বেদিনীর তুল্যরূপে আরোগ্য করিতে পারে। এতদ্দেশীয় প্রাচীন অনেকে শৈশব কালে দন্তের পীড়ায় কাতর হইয়া দেশের সংস্কারানুরোধে বেদিনীর চিকিৎসায় দাঁতের পোকা খসাইয়া থাকিবেন, এবং তাহাতে উপকৃতও হইয়া থাকিবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ রূপ কর্ম্ম-ভোগে আমাদিগকে কখন পতিত হইতে হয় নাই।

বঙ্গদেশের ললনাগণ অতিশয় উল্কীপ্রিয়া। প্রসিদ্ধ আছে, হাফিজ আপনার প্রিয়তমার মুখমণ্ডলে একটি আঁচিলের নিমিত্ত সমর্কন্দ ও বোখারা রাজ্য প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। বেদিনীরা এতদ্ব্যাপারে অতিশয় সুনিপুণা। তাহারা নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া রমণীদিগের মুখ অঙ্কিত করিয়া থাকে। বিলাতের ভুবনমোহিনীরা উলকীর অনুরাগিণী নহেন, সুতরাং তথায় জিপ্‌সীনীরা তাহাতে পটু নহে। পরন্তু জিপ্‌সী ললনারা সঙ্গীত বিদ্যায় পটু, কিন্তু বঙ্গদেশের বেদিনী এতদ্ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কেবল মধ্যভারতবর্ষে যে জাতীয়বেদে বাস করে তাহারাই উল্লিখিত বিদ্যায় পারদর্শী। কান্যকুব্জ দেশাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ বঞ্জরা-জাতীয় কোন বেদিনীর সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বেদেজাতির ধর্ম্মের কিছুই স্থিরতা নাই। উহারা অবস্থানুসারে কবির-পন্থী, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম স্বীকার করে। এই জন্য বেদেরা পঞ্চপীরী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহারা শবদেহের দাহ করে না, তাহা মৃত্তিকা গর্ভে পুতিয়া রাখে, এবং বিবাহাদিতে ইহাদের গুরু পুরোহিত বা মোল্লার আবশ্যক করে না; অভিভাবকের মত হইলেই কন্যা পাত্রস্থা হয়। এদেশের বেদে-রমণীর পরিণয়নার্থে তাহার মস্তকে একটি সিন্দূরের টীপ দিলেই সকল সিদ্ধ হয়। ইংলণ্ডে সিন্দূরের স্থলে অঙ্গুরীয়ক নিযুক্ত হইয়া থাকে। এদেশের বেদেরা কালীর অর্চ্চনা করে। বোধ হয় এই পদ্ধতি তাহারা ঠগহইতেই অনুকরণ করিয়া থাকিবে, কারণ ইহারাও চৌর্য্য-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। জিপ্‌সীরা বেদের ন্যায় কদাচ বিচার-স্থলে বিচারপ্রার্থী হয় না। তাহাদিগের মধ্যে এক এক সর্দ্দার থাকে, তাহারাই উহাদিগের দুষ্কৃতির বিচার করে। দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে জুতা প্রহার করা ইহাদের প্রসিদ্ধ রীতি। এজন্য অপরাধী হয় অর্থদণ্ড দেয়, নতুবা প্রচলিত ব্যবহারানুসারে জুতার প্রহার স্বীকার করে। এতদ্দেশে যে রূপ গুরু পুরোহিতের সন্তানেরা যজমানের নিকট বংশ পরম্পর সমুচিত সম্মান লাভ করিয়া থাকেন, বেদেরা সেই রূপ আপন আপন প্রধানের উত্তরাধিকারিকে আপনাদের সর্দ্দাররূপে বরণ করে। ইহারা জন্মস্থান কদাপি বিস্মৃত হয় না, অন্ততঃ এক এক বার তথায় আগমন করিয়া থাকে। ভীখা নামক এক ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে অতি প্রধান সর্দ্দার হইয়াছিল। তৎপরে শরণ ভঙ্গীও অতি বিখ্যাত হয়। সে বেদেদিগের সামাজিক ব্যবহার নির্ব্বাহার্থে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করে, তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

চৌর্য্যবৃত্তি বেদেদিগের এক প্রধান ব্যবসায়, সুতরাং সামান্য ভাষায় কেহ কথোপকথন করিলে

তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না; এই নিমিত্ত ইহারা শব্দের বর্ণ বিপর্য্যয় করিয়া কথোপকথন করে। তদ্যথা, গা শব্দে আগ, অনল। রঘ শব্দে ঘর, গৃহ। বালম্ শব্দে লম্বা। লাশৎ শব্দে তল্লাশ। অপর এ দেশের বেদেরা যে রূপ উল্‌টা রূপে বাক্য উচ্চারণ করে জিপসীরাও সেই রূপ করিয়া থাকে। যথা ডোল্‌গ অর্থাৎ গোল্‌ড, স্বর্ণ। ডুগ্ অর্থাৎ গুড্, উত্তম; ইসাবেক্ অর্থাৎ ক্যাবেজ্, কপিশাক। আর্থসিথ্ নোয়ম্ অর্থাৎ থ্রি মন্থস, তিন মাস।

সংস্কৃত কোকিল দূত।

সংস্কৃত-কোকিল-দূত নামক এক খানি সটীক সংস্কৃত অভিনব কাব্য গ্রন্থ রহস্য-সন্দর্ভের কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। এই নূতন কাব্য খানির প্রণেতা কোন্ মহাশয়, গ্রন্থে তদীয় নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। কেবল টীকার মধ্যে কোন কোন স্থলে "অথৈতৎকাব্যকৃৎ শ্রীহরিমোহনঃ" "অনন্তর এই কাব্যকর্ত্তা শ্রীহরিমোহন" এই মাত্র অনুপাধিক নাম নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। কিন্তু যে মহাশয় এই পুস্তক খানি রহস্য-সন্দর্ভের কার্য্যালয়ে প্রেরিত করিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীহরিমোহন প্রামাণিক। এই অবস্থায় আমাদের বোধ হইয়াছে, ইহা শ্রীহরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়েরি কীর্ত্তিকুসুম, সংশয় নাই।

এই নূতন কাব্যের সহিত তদীয় উভয়বিধ নূতন টীকাও মুদ্রিতা হইয়াছে; এক, সংস্কৃত ভাষায়, দ্বিতীয়, বাঙ্গালায় লিখিত। সংস্কৃত টীকা শ্রীকালিদাস সেন নামক কোন মহাশয় লিখিয়াছেন; তিনি রামমোহন সেন নামক কোন মহাশয়ের আত্মজ। বাঙ্গালা টীকার লেখক এই কোকিল-দূতেরি ভূমিকা লেখক শ্রীদীনদয়াল প্রামাণিক নামা কোন মহাত্মা। এই রূপে ইহা তিন জন সংস্কৃতোৎসাহী ব্যক্তিকর্তৃক পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

দীর্ঘকাল অতীত হইল, দৌর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত পুস্তকের প্রণয়-প্রণালী এই ভারতবর্ষহইতে প্রস্থান করিয়াছে। এই ক্ষণে আর তৎকার্য্য সম্পাদনে এখানকার প্রায়ঃ জনমাত্রকেও যত্নশীল দেখা যায় না। অতএব আমরা উল্লিখিত সংস্কৃত পুস্তকের প্রাপ্তিতে যার পর নাই হর্ষিত ও আগ্রহী হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণে তৎপর হইয়াছিলাম। অধুনা তৎকাব্যের বিষয়ে আমাদের যে প্রকার অভিপ্রায় জন্মিয়াছে, তাহা যথার্থ প্রকটীকরণীয়।

গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপন মনোভাণ্ডারহইতে স্ব স্ব রচনার সমুদ্ধার করেন, এবং যে মানসিক ক্ষমতার সাহায্যে এই কার্য্য সিদ্ধ হয় তাহার নাম আবিশ্চিকীর্ষা। পরন্তু ঐ ক্ষমতা অতি অল্প লোকের আয়ত্ত হইয়া থাকে; তদভাবে অনেকেই অন্যের কল্পনা দেখিয়া তদনুকরণদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। ঐ অনুকরণ-শক্তির নাম অনুচিকীর্ষা। ইহা বলা বাহুল্য যে আবিশ্চিকীর্ষা-বৃত্তির ন্যায় অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি দেশের প্রকৃত হিত সাধন কদাচ করিতে পারে না। উহাহইতে কেবল অনুজিগমিষারই সমুচিত উপকার হয়, এই মাত্র। পরন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যে স্থলে উহা দৃষ্টান্তের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, সেই স্থলে উহাকে অনুচিকীর্ষা বলা ভ্রমের কার্য্য, সন্দেহ কি? তখন উহার নাম আবিশ্চিকীর্ষাতে পরিণত হওয়াই উচিত। আমরা যদি সর্ব্বদা এই রূপ আচরণ করি নাই যথার্থ, তথাপি অপরের ত্রুটি দেখা যায় নাই। অনেক সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা কিরাতার্জ্জুনীয়কর্ত্তা মহাকবি ভারবিকে

আবিষ্কুয়ারত্নমণ্ডিত বলিয়া যথোচিত সমাদর করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়ে আমরা সংস্কৃত "দূত" সকলের মধ্যে কেবল মেঘদূতেরই যথোচিত সম্মান ও সমাদর করিয়া থাকি। দুর্ভগা "পদাঙ্ক-দূত" ও "হংস-দূত" প্রভৃতি তপস্বীরা আমাদের নিকটে তাদৃশ সমাদর পায় নাই। পরন্তু তাহারা তন্নিমিত্ত নিতান্ত অমর্য্যাদনীয় নহে; অপেক্ষাকৃত গুণনিয়মে আদৃত বটে। প্রামাণিক মহাশয়ের এই সংস্কৃত কোকিল-দূতও সেই রূপ মেঘ-দূত-অপেক্ষা কিঞ্চিদূন, পরন্তু অন্য দূত সকলের ন্যায় আদরণীয়, সন্দেহ নাই। বাস্তবিক, হতভাগ্য ভারতবর্ষ বহুকাল যে আবিশ্চিকীর্ষারূপ অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে, অদ্যাপি তদীয় পুনর্লাভের যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে না, ইহাই আমাদের অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। প্রত্যুত পক্ষে সন্তোষের বিষয়ও এই যে প্রামাণিক মহাশয়-হইতে এই ভারতবর্ষে সংস্কৃত কাব্য প্রণয়ন-প্রণালীর পুনঃসঞ্চার দেখা দিয়াছে।

"কোকিলানাং স্বরোরূপং" এই প্রাচীনতমা প্রসিদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইলে যদিও প্রামাণিক মহাশয়ের এই সংস্কৃত কুহকটীর আকৃতির নিরীক্ষণে আমাদের তাদৃশ ক্লেশ লইবার কোন আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না, বরং প্রকৃতির অবেক্ষণ প্রয়োজনীয়। পরন্তু এই সংস্কৃত-কোকিল-দূতের শতশ্লোকময় শরীরটী তাদৃশ অদর্শনীয় নহে। ইহার মুদ্রাদি কার্য্য সাবধানে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং বর্ণবিন্যাস সাধারণ বাঙ্গালী পুস্তকহইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। পরন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে ইহার সমস্ত পক্ষাবরণ তুল্য কমনীয় বা যথাযোগ্য মনে হয় না। প্রামাণিক মহাশয় তাঁহার এই নূতন কোকিল-দূতকে ভূমিকা, মুখবন্ধ, মঙ্গলাচরণ, পুনর্মঙ্গলাচরণ; ও উপসংহার প্রভৃতি যে কতক গুলি অব্যবহৃতপূর্ব্ব নূতন প্রকার গৌরচন্দ্রী পক্ষদ্বারা বিলক্ষণ সজ্জিত করিয়া সহৃদয়সভায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, যথার্থ পরামর্শ বলিতে বাধা কি? যদি ইহার একান্ত কথঞ্চিৎ প্রত্যাখ্যান না করেন, এবং এ, যদি এই অপূর্ব্ব বেশে রসিকশিরোমণি যদুমণির নিকটে উপনীত হয়, তবে, দুঃখিনী প্রেমময়ীর প্রতি তাঁহার পুনরায় অনুরাগের কথা দূরে থাকুক, আমাদের ক্ষুদ্র বোধে প্রত্যুত সেই সহৃদয় নায়কের ঘৃণাও জন্মিবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা ইহাও উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, যে, এই সংস্কৃত-কোকিল-দূতে যতিভঙ্গ-দোষের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। সাভিনিবেশ প্রণিধান করা গিয়াছে, ঐ ১০০ এক-শতসংখ্যক শ্লোকের মধ্যে ৫০ টি শ্লোক যতিভঙ্গ-দোষের আকরস্বরূপ হইয়াছে। বাস্তবিক যদি ও—

"ক্বচিচ্ছন্দস্যন্তে যতিরভিহিতা পূর্ব্বকৃতিভিঃ
পদান্তে সা শোভাং ব্রজতি পদমধ্যে ত্যজতি চ।
পুনস্তত্রৈবাসৌ স্বরবিহিতসন্ধিঃ শ্রয়তি তাং
যথা কৃষ্ণঃ পুষ্ণাত্বতুলমহিমা মাং করুণয়া।"

এই বলিয়া ছন্দোগোবিন্দে গঙ্গাদাসের শিষ্য গোপালদাস স্থল-বিশেষে যতিভঙ্গ দোষের গুণাধায়কত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং পুরুষোত্তমভট্টও তাহা অনুমোদন করিতে ক্ষান্ত হন নাই; তথাপি আমরা আধুনিক গ্রন্থে যতিভঙ্গের ব্যবস্থা দিতে কদাচ সমর্থ নহি। বস্তুগত্যা যতি যে রূপ পদার্থ, তাহা কোন ক্রমে পরিহরণীয় হইতে পারে না। অপর ছন্দোমঞ্জরীতে "শ্বেতমাগুব্যমুখ্যাস্তু নেচ্ছন্তি মুনয়ো যতিং" এই যে ব্যবস্থা দেখা যায়, আমাদের বোধে উহাও আমাদিগকে কেবল পূর্ব্বকৃতিগণেরি কৃতিত্বের দোষ-ক্ষালক ঔষধস্বরূপ বি-

বেচনা করিতে হইবে এই মাত্র, আমাদের দোষ-প্রবৃত্তির প্রয়োজক নহে। অপর এই প্রমাণদ্বয়ের সমস্ত অভিপ্রায় স্বীকার করিলেও এক শত শ্লোকের মধ্যে ৫০ টীর যতি ভঙ্গ কদাচিৎ রক্ষা পায় না; দৈবাৎ দুই একটায় ইহার রক্ষা পাইত। এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে আমরা সংস্কৃত কোকিল দূতের ভগ্নযতিক ৫০ টি শ্লোকের সংশোধন উদ্দেশ করিলাম।

স্থল বিশেষে দোষাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক গুণ-ভাগ গ্রহণ করিতে হয়, যথার্থ কথা; কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র উপযুক্ত নহে; বরং হঠাৎ চাটুকারিতাও জ্ঞান হইয়া উঠে। এই আশয়ে আমরা সংস্কৃত-কোকিল-দূতের সর্ব্বাগ্রে স্থূল স্থূল দোষ-ভাগের নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে কিঞ্চিৎ গুণাংশেরও উল্লেখ করিতেছি। প্রামাণিক মহাশয় এই সংস্কৃত কোকিল-দূতের অপর ৫০ টি শ্লোকের রচনা উত্তম করিয়াছেন। বোধ হইতেছে, তাঁহার শব্দযোজনা শক্তি বিলক্ষণ আছে। বিশেষতঃ,

"গাঢ়োৎকণ্ঠা দলতি হৃদয়ং ভিদ্যতে তদ্দ্বিধা ন
স্বান্তং মোহং বহতি বিপুলং চেতনাং নো জহাতি।
বিচ্ছেদাগ্নির্দহতি কুরুতে ভস্মমাত্রং ন গাত্রং
মর্ম্মোন্মাথং প্রহরতি বিধির্জীবিতুং নো তু হন্তি। ৫৮
ত্রাসাপন্নেন ত্রিদশপতিনা যাচ্যমানো দধীচি-
র্দত্ত্বা দেহং সুকৃতিসদনং প্রাপ্তবান্ পৈত্র্যলোকং।
তস্মাদেতৎ প্রথিতবচনং নিশ্চিতং সর্ব্বলোকে
নৈব শ্রেষ্ঠে ভবতি বিফলং যাচনং যাচকানাম্। ২৫।
যস্মাত্ত্বেঽসৌ পরভৃততয়া সাধিতা দেহপুষ্টি-
র্জানাসি ত্বং পরকৃতিকৃতে জন্ম তস্মাৎ পরস্য।
দেহং গেহং বহুবিধরুজাং প্রাপ্য পুণ্যাণি লোক-
স্তৎসাফল্যং ন খলু কুরুতে কঃ পরেষাং হিতেন।২৬।"

এই প্রকার কয়েকটি শ্লোক উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা সত্য বটে যে, উপরোক্ত অপর ২৫ ও ২৬ সঙ্খ্যক শ্লোক দুইটি মহাকবি কালিদাসের কৃত মেঘ দূতের—

"জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা। ৬।

ইত্যাদি শ্লোকের ছায়া স্বরূপ না হইলে ভাল হইত; অন্যত্রও তদ্রূপ ভাব ও শব্দের আভাস দেখা যায়, তথাপি তাঁহার রচনাশক্তির অপ্রশংসা করা যায় না। মেঘদূতেরি অনুকৃতি হইলেও উদ্ধৃত শ্লোক গুলির রচনা ভাল হইয়াছে, ইহা বলিবার কোন বাধা নাই।

পরিশেষে আমরা কোকিল দূতের টীকাকারের দোষ-গুণ-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উল্লিখিত না করিয়া সমালোচন সমাপন করিতে পারিতেছি না। সংস্কৃত টীকাকর্ত্তা এক প্রকার কৃতার্থতার প্রদর্শন করিয়াছেন। দুঃখিত চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, বাঙ্গালী মহাশয়ের তাদৃশ কৃতার্থতা হয় নাই। এ কথাটী বলা বাহুল্য যে তিনি না সংস্কৃত টীকার অনুবাদ করিয়াছেন; না স্বতন্ত্র বাঙ্গালী টীকাই লিখিয়াছেন। তাঁহার কৃত টীকা এই দুয়ের বাহির হইয়াছে। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে "তথাচ পদং,

হরি যব আয়ব গোকুলপুর।
প্রতি ঘরে নগরে বাজাব জয়তুর।।
আলিপণা দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার।।
সহকার পল্লব চুচুক দেব।
মাধব সেবি মনোরথ লেব।।
লোচননীরে করব অভিষেক।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অতিরেক।। ২৬।।"

এই প্রকার দোঁহা, গীত ও স্বকৃত পয়ার প্রভৃতির ব্যবহার করা সংলগ্ন বোধ হয় না।

কবিতাবলি।

আলস্য।

কুসুমেতে কীট যথা করিয়া প্রবেশ।
মকরন্দ চারু গন্ধ সব করে শেষ॥
না থাকে মাধুরী আর লাবণ্য ললিত।
কেশর পরাগ রাগ হয় বিগলিত॥
অসময়ে নাশ পায় মনোহর ফুল।
কুটি কুটি করি তায় খায় কীটকুল॥
সেই রূপ ভয়ানক আলস্য পাতক।
যৌবন কুসুম প্রভাপুঞ্জ উৎখাতক॥
বুদ্ধি বল মকরন্দ সুরভি সুযশ।
অচিরাত আলস্যের পরশে নীরস॥
লাবণ্যবিহীন আর মাধুরী বিলীন।
কেশর সদৃশ তনু দিন দিন ক্ষীণ॥
অনুরাগ পরাগের না থাকে সঞ্চার।
আলস্যের গ্রাসে যুবা হয় ছার খার॥

ক্রোধ।

নিদাঘ সময়, রসহীন হয়, কাননেতে তরুচয়।
পবনের ঘায়, শাখায় শাখায়, ঘরষণে রত হয়॥
তাহাতে অনল, প্রখর প্রবল, সহসা জ্বলিত হয়ে।
দহে তরুগণ, পরশি গগণ, শিখা উঠে রয়ে রয়ে॥
যাহে জাত হয়, তারে করি ক্ষয়, নাশে আর কত শত।
ভয়ে মৃগ দল, চকিত চঞ্চল, বেগে ধায় ইতস্ততঃ॥
এই রূপ ক্রোধ, করি বোধরোধ, মনে উঠে যে সময়।
প্রতি পলে পলে, খর খর জ্বলে, প্রসারিত দেহময়॥
লোহিত আকার, শিখা উঠে তার, নয়নেতে দেয় দেখা।
মন তরু নাশি, ফেলে কত গ্রাসি, কি কহিব তার লেখা॥
শীলতা সকল, কুরঙ্গের দল, পলায়িত অনিবার।
ক্রোধ গত পরে, কি থাকে অন্তরে, অনুতাপ ভস্মসার॥

লোভ।

ধক ধক দীপবক্ষে জ্বলিত অনল।
নিরখিয়ে লোভে মত্ত পতঙ্গ সকল॥
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গিয়ে পুড়ে হয় ছাই।
এমন অবোধ জীব আর বুঝি নাই॥

নিষাদ নিষাদস্বরে বাজাইতে বাঁশী।
বিবর ত্যজিয়া ফণী তথা নাচে আসি॥
সাপুড়ে সাপুড়ী মাঝে করে তারে রোধ।
ভুজঙ্গের মত ভাই নাহিক নির্বোধ॥

ফুটেছে কমল ফুল হেদো সরোবরে।
ছুটেছে মাতঙ্গ সেই গন্ধ অনুসরে॥
লাফ দিয়ে হ্রদে পড়ি হাবু ডুবু খায়।
কে দেখেছ হেন মূর্খ মাতঙ্গের প্রায়॥

জাল পাতিয়াছে ব্যাধ বনের ভিতর।
আছে তার মাঝে মাঝে খাদ্য বহুতর॥
কুরঙ্গ বিহঙ্গগণ লোভে ঢুকে ফাঁদে।
আপনার দোষে তথা ফুকরিয়া কাঁদে॥

বিচারিয়া শিশুগণ দেখ এই রঙ্গ।
কুরঙ্গ মাতঙ্গ ভৃঙ্গ ভুজঙ্গ বিহঙ্গ॥
ইন্দ্রিয়ের লোভে সবে নষ্ট হয় শেষ।
তাই লোভ পরিহর ধর উপদেশ॥

আধার-ভেদে গুণ-ভেদ।

হীরকেতে পড়ে যদি রবির কিরণ।
কত গুণে বৃদ্ধি তারে করে সেই ক্ষণ॥
কঙ্করে পতিত হলে ডুবে যায় সেই।
মন্দ আধারেতে বিদ্যা ফল দেয় এই॥

Vol. 2. No. 10.

RAHASYA SANDARBHA:

A

MONTHLY MAGAZINE

OF LITERATURE, SCIENCE AND ART.

CONTENTS.

PUBLISHED BY ORDER OF THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK AND VERNACULAR LITERATURE SOCIETY, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 12, LALL BAZAR.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1865.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২০ খণ্ড।

ওসিলট্-পশু।
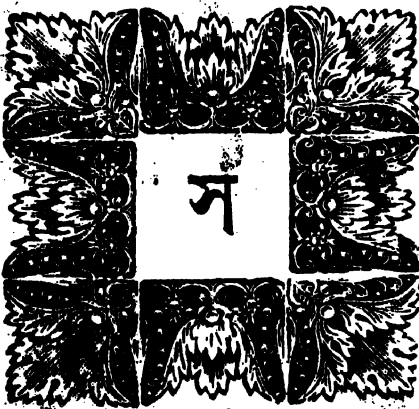
সর্বশক্তিমান্ বিশ্বস্রষ্টা জীবের দেহে অসাধারণ ক্ষমতা, অপূর্ব্বভাব, লাবণ্য, বিচিত্র কান্তি বিস্তার করিয়াছেন, তাহার যত আলোচনা করা যায় ততই তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞান, অপার মহিমা ও অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য অবগত হওয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা চিত্তক্ষেত্রে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎস সমুৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

উপরি ভাগে যে পশুর আকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এতৎপ্রসঙ্গের এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত, যেহেতু পশুগণের মধ্যে বল ও পরাক্রমে সিংহ যেরূপ সুকীর্ত্তিত আছে, সৌন্দর্য্য উপমায় স্বজাতীয় জীবদিগের মধ্যে এই পশু সেই রূপ

খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহার অবয়ব ও অন্যান্য শারীরিক লক্ষণ বিড়াল জাতীয় পশুর সদৃশ। কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠব কান্তি ও কমনীয়তায় তজ্জাতীয়-দিগকে পরাভূত করিয়াছে। এই জীব দীর্ঘে দুই হস্ত, এবং উচ্চতায় প্রায় এক হস্ত হইয়া থাকে। ইহার পদচতুষ্টয় সুদীর্ঘ, এবং কর্ণ স্থূল ও ঈষদ্ খর্ব্বাকার। কোন কোন ওসিলটের কর্ণ অল্প কেশে মণ্ডিত হইয়া থাকে। ইহাদের দেহের অধোভাগ পাংশুল শুক্লবর্ণে মিশ্রিত, চক্ষু উজ্জ্বল, ও নাসিকা সুপ্রশস্ত। সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাভ-পিঙ্গল বর্ণ, তদুপরি দীর্ঘ ও স্থূল কৃষ্ণবর্ণ রেখায় ও চতুষ্কোণ মণ্ডলে সুশোভিত। পুরঃপদের মূলদেশহইতে জানুর অধোভাগ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি রেখায় সুচিত্রিত। ইহার স্কন্ধ হরিণস্কন্ধের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ রেখায় রঞ্জিত। রেকুন ও গন্ধনকুলের ন্যায় ইহার লেজ দ্বিবিধ রেখায় মণ্ডিত হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের ন্যায় শরীর গোল ও সতেজ, কিন্তু পরাক্রমে তাদৃশ অসাধারণ নহে। ইহারা জাগুয়ার-নামক ব্যাঘ্রহইতেও সুঠাম। বাস্তবিক এতাদৃশ সুন্দর পশু এতদ্দেশে অল্প আছে। পরন্তু বক্তব্য যে পুংজাতীয় ওসিলটেরাই উপরোক্ত সৌন্দর্য্যতার আদর্শস্বরূপ। স্ত্রীজাতির মধ্যে কদাচ দুই একটী লাবণ্যবতী দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা কোন মতে সুসজ্জীভূত নহে।

চিলী ও মেক্সিকোদেশ এই জীবের জন্মস্থান। দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা ইহাকে "ল্যালোসিলট্" বলিয়া জানিত, কিন্তু ইদানীং তাহার আদ্যক্ষর উপেক্ষিত হওয়াতে ইহার ওসিলট্ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এই পশু বন্যাবস্থায় অত্যন্ত হিংস্র হইয়া থাকে; এবং লোকালয়ে থাকিলেও তাহার সাম্য হয় না। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মেং নিকট সাহেব পারীসের রাজধানীতে একমাসবয়স্ক দুইটী ওসিলট্-শাবক আনয়ন করিয়াছিলেন। উহা একটী কুক্কুরীর সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। শুনী আপনার শাবকের ন্যায় যথাকালে তাহাদিগকে স্তন্য পান করাইত। কিন্তু অল্পকালমধ্যে শাবকদ্বয় এরূপ বলিষ্ঠ ও উদ্ধতস্বভাব হইয়া উঠিয়াছিল, যে অবিলম্বে ঐ কুক্কুরীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়া জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা করিতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হয় নাই। অথচ ইহারা অতিভীরু-স্বভাব; মনুষ্য বা দুরন্ত কুক্কুর তাড়না করিলে ভয়ে বৃক্ষোপরি পলায়ন করে। ইহারা নক্তঞ্চর। দিবসে কোন নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া থাকে, রাত্রিকালে পৃথিবী নিবিড়-তিমির-জালে আচ্ছন্ন হইলে বহির্গত হয়, ও খাদ্যাহরণের নিমিত্ত ঘোর রব করিতে থাকে। খাদ্যাহরণে অন্য বিড়াল জাতীয় জীবের কৌশলের ন্যায় ইহাদেরও বিশিষ্ট কৌশল প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃক্ষ-পত্র-সমাচ্ছন্ন কোন ঝোপের অন্তরালে এই পশু স্তব্ধ হইয়া থাকে; আহারীয় কোন জীব সন্নিকটে আগমন করিলেই লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে পড়িয়া প্রাণসংহার করে। রেকুন ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি জীবদিগের এক কিংবা দুইটী পশুর প্রাণবধ করিলেই ক্ষুধার শান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদিগের সেরূপ হয় না; ইহারা জীবের প্রাণ-হানি করিয়া শোণিতমাত্র পান করে, মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য শিকার পাইবার চেষ্টা করে। পক্ব মাংস ইহাদের উপাদেয় নহে। বন্যাবস্থায় পক্ষী ও শশক মাংসই ইহাদের ভোজ্য। ইহারা জাতীয়ধর্ম্মানুসারে আহারের সময় ব্যগ্রতা বা উদ্ধত স্বভাব প্রকাশ করে না। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর ন্যায় এই জীব এককালে দুইটী শাবক প্রসব করে।

তুরুষ্ক-দেশীয় ভূপাল আল্প আর্স্লান্।

(পূর্ব্ব-খণ্ডহইতে ক্রমাগত)

তদ্বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব আল্প আর্স্লান্ ও রোমেনসের ঘোরতর যুদ্ধপ্রসঙ্গে শেষ করা হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধে রোমেনস্ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেও অবশেষে আহত ও কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। নিরস্ত্র এবং রাজপরিচ্ছদ-হীন হইয়া তিনি সমস্ত রাত্রি সামান্য তুরুষ্ক সৈন্যদিগের সহিত রণস্থলে কালযাপন করিলেন। প্রভাতে সামান্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া ভৃত্যগণ তাঁহাকে সুলতানের সম্মুখে আনয়ন করিল। তৎকালীন রীত্যনুসারে অগত্যা তিনি মস্তক অবনত করিয়া আল্প আর্স্লানের সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিচুম্বন করিলে, বিজয়ী আল্প আর্স্লান্ স্বজাতীয় রাজাদিগের রাজ-নিয়মানুরোধে তাঁহার স্কন্ধদেশে চরণ প্রদান করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূমিহইতে উত্তোলন করিয়া বিনয় বচন কহিতে লাগিলেন, "বন্ধো! নিরাপদ হইবার জন্য তুমি আর কোন চিন্তা করিও না। তুমি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমাদ্বারা তোমার সে সম্ভ্রমের কোন ত্রুটি হইবে না।" অতঃপর রাজভৃত্যেরা সম্রাট্‌কে একটি শিবিরের মধ্যে লইয়া গেল, ও সুলতানের আজ্ঞায় তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীগণ প্রত্যহ দুই বার তাঁহার নিকটে যাইয়া যথাবিধানে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল; ফলে স্বরাজ্যে তিনি যে অবস্থায় দিন-যাপন করিতেন, ভোজন-পান-বিষয়ে তাহার অণুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এক সপ্তাহ যাবৎ সুলতান তাঁহার শিবিরে যাইয়া সৌহার্দ্দ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক পরস্পর সরলভাবে কথোপকথন করিতেন; কি অঙ্গভঙ্গী কি বাক্য কোন চিহ্নে সুলতান তৎসমক্ষে অশিষ্টাচার প্রকাশ করিতেন না। একদা কথা প্রসঙ্গে আর্স্লান কারারুদ্ধ সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমি যদি আপনাদ্বারা কারাবদ্ধ হইতাম, তবে আপনি আমার প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতেন?"

রোমেনস্ বলিলেন, "মহারাজ! সত্য বলিলে, নির্দয় বাদশাহ হন তো আপনি এখনই আমার প্রাণদণ্ড করিবেন, করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, আত্মগরিমার কথা আমি অবশ্যই প্রকাশ করিব। আপনি যদ্যপি আমাদ্বারা পরাস্ত হইয়া কারাবদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে দিয়া প্রত্যহ শকট টানাইতাম, না পারিলে আমি কশাঘাত করিতাম। অতএব রাজন্! যদি আপন মঙ্গল প্রার্থনা কর, তবে আমার জীবনের মূল্যস্বরূপ কিছু অর্থ লইয়া আমাকে স্বদেশে প্রেরণ কর।"

সুলতান এই রূপ বৃথাভিমান ও মাৎসর্য্যের কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অতএব স্মিতবদনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রোমেনস্! শুনিয়াছি, শত্রুর প্রতি প্রেম করা, এবং অন্যের অপরাধ ক্ষমা করা, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান উপদেশ। আপনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া কি রূপে এতাদৃশ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা আমার সাক্ষাতে প্রকাশ করিলেন? আমি মুসলমান, যদিও আমাদিগের ধর্ম্মমতকে আপনারা আন্তরিক অশ্রদ্ধা করেন, স্বীকার করিতেছি, আমি আপনাদের দৃষ্টান্তের অনুগামী কখনই হইব না।" অতঃপর তিনি যে নিয়মে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিবেন, সেই নিয়ম সকল কহিতে লাগিলেন, "আমার পক্ষের যে সকল

লোক গ্রীস দেশের কারাগৃহে আবদ্ধ হইয়া আছে, প্রথমতঃ তাহাদিগকে তোমায় মুক্ত করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ তোমার মুক্তির পণস্বরূপ তোমার বার্ষিক রাজস্বের চতুর্থাংশের একাংশ আমি প্রতি বৎসর লইব। তৃতীয়তঃ অসভ্য বন্য জাতি এবং মুসলমান বলিয়া তোমরা আমাদিগকে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা কর, এরূপ ভাব থাকিলে আমাদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য চিরস্থায়ী হইবে না। সে ভাবের অপনয়ন করিবার জন্য আমার পুত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। ভ্রাতৃস্বরূপ তোমায় আমায় বৈবাহিক সম্বন্ধ হইলে, আমরা পরস্পর কেহ কাহারো রাজ্যে লোভ করিব না।” আর্স্লানের এই সমস্ত কথা যুক্তিসিদ্ধ ছিল, সুতরাং খ্রীষ্টিয়ান সম্রাট্ রোমেনসকে তাহাতে সম্মত হইতে হইল, কোন নিয়মই অসম্ভব বোধে তিনি অগ্রাহ্য বলিতে পারিলেন না।

অনন্তর সন্ধিপত্রে পরস্পরের স্বাক্ষর হইল। সুল্তান রোমেনসকে রাজোপযুক্ত মহামূল্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া কারাগৃহহইতে বাহির করিলেন। যে সকল প্রধান এবং রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার সহিত আবদ্ধ ছিল, তাহাদের সকলকেই তিনি ঐ রূপ করিয়া স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। রোমেনসের গৃহে গমন-সময়ে সুলতানের দুই দল অশ্বারোহী সৈন্য রক্ষকস্বরূপে তাঁহার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিয়াছিল। কারারুদ্ধ হওন কালে তাঁহার রাজত্বের অনেকাংশের লোক বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার অধীনতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। একারণ মুক্তিলাভের মূল্য স্বরূপ যে টাকা দিবার কথা ছিল, তিনি তাহা সঙ্গ্রহ করিতে অপারক হইলেন, সুতরাং অবশিষ্ট টাকা পাঠাইবার সময় তাঁহার লজ্জার আর পরিসীমা রহিল না। এই সংবাদ শুনিয়া আর্স্লান্ তাঁহার বিদ্রোহী প্রজাদিগকে দণ্ড দিতে, ও তাহাদের রাজ্য সকল পুনরায় তাঁহার অধিকার-ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমেনসের মৃত্যু হওয়াতে সে কল্পনা তাঁহার সিদ্ধ হয় নাই।

এই জয়ের পর আর্স্লানের সৌভাগ্যের পরিসীমা রহিল না। ক্রমে আশিয়ার প্রধান ২ দেশ সকল তাঁহার রাজত্বাধীন হইল। তাঁহার পুত্র মালিক শাহ বল-বিক্রমে পিতার প্রায় সমতুল্য ছিলেন। জর্জিয়া দেশ তাঁহাদ্বারা পুনরায় সুলতানের অধিকারভুক্ত হয়। তুরুকস্তানে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল, সে দেশ জয় করণার্থ যখন সুলতান সুসজ্জিত হন, রাজপুত্র তখন ২০০,০০০ দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান উজীর আশিয়া-খণ্ডে এক জন উত্তম ব্যবস্থাজ্ঞ বলিয়া সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি পরিশ্রম করিয়া তাঁহার প্রজাদিগের অনেক মঙ্গল-সাধন করেন। অন্যান্য দেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়া সুলতান যে রূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তুরুকস্তানে সে রূপ কৃতকার্য্য হন নাই। পূর্ব্বাভিমুখে তিনি দুই তিন শত ক্রোশ গমনানন্তর প্রাচীন নদী অক্সসের উপকূলে উত্তীর্ণ হন। ঐ নদীর বর্ত্তমান নাম জিহন বা আরনু। সৈন্যদিগের গমন সুবিধার জন্য আরনুর উপরি ভাগে তিনি একটি সঙ্ক্রম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সঙ্ক্রম পার হইতে তাহাদের বিংশতি দিবস গত হইয়াছিল। সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে, বর্সেন্ নামে একটি দুর্গ তাহারা আক্রমণ করিল। তাহাতে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা ঘোরতর বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু কোন মতেই দুর্গ রক্ষা করিতে পারিলেন না; অগত্যা তাহা সুলতানের হস্তগত হইল। আল্প আর্স্লানের সম্মুখে ঐ শাসনকর্ত্তা বন্ধনাবস্থায় আনীত

হইলে, তিনি অনম্য অপরিসীম সাহস প্রকাশ করিয়া দীর্ঘকাল যে ঘোরতর অথচ অনর্থক যুদ্ধ করিতেছিলেন, তজ্জন্য সুল্তান প্রশংসা না করিয়া বরং তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহাতে ঐ অসমসাহসী শাসনকর্ত্তা অবমান বোধ করিয়া প্রগল্ভিত বাক্যে তদুত্তর প্রদান করিলেন। বন্দির এরূপ প্রত্যুত্তরে আস্লান্ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে জীবনের আশাবিহীন হইয়া সত্বর কোষহইতে খড়্গ বাহির করত সে ব্যক্তি তুরুষ্কাধিপতির প্রাণবধে উদ্যত হইলেন। আর্স্লানের পার্শ্ববর্ত্তি রক্ষক সিপাহীগণও অস্ত্রোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করণের উদ্যোগ করিল। তখন ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ সুশিক্ষিত আর্স্লান্ মুহূর্ত্তেকের মধ্যে ধনুতে শর যোজিত করিয়া তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দিলেন, কিন্তু জ্যা আকর্ষণ করিবার সময়ে দৌর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ তাঁহার পদ স্খলিত হইল, ও তীরটা লক্ষ্যচ্যুত হইয়া অন্য দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। ইত্যবসরে তাঁহার দুর্দান্ত আক্রমণকারী শত্রু বেগে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নিদারুণ খড়্গাঘাত করিলেন, এবং ঐ আঘাতেই তিনি জ্ঞানহত হইয়া ভূমিতলশায়ী হইলেন। ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া সুলতানের প্রাণবধে ঐ যোদ্ধা যেমন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে তেমনি প্রতিফল পাইতে হইল।

মরণকালে আল্প আর্স্লান্ আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "নবযৌবনকালে সুপণ্ডিত এক জন ফকীর আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, 'বৎস! ঈশ্বরসমীপে নম্রতা প্রকাশ করিয়া সকল কর্ম্ম করিও; আত্মবলে বিশ্বাস কখন করিও না; শত্রু যদি সামান্য এবং অতি জঘন্য হয়, তথাপি তাহাকে অবজ্ঞা করিও না।' এই বহুমূল্য রত্নসদৃশ উপদেশানুরূপে কার্য্য করিলে আমার এ দুর্গতি কখন হইত না, সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের বাক্য যেমন অশ্রদ্ধা করিয়াছিলাম, আমার তেমনি দণ্ড হইল। গত কল্য উচ্চস্থানহইতে আমার সৈন্যদলের সঙ্খ্যা, যুদ্ধনৈপুণ্য এবং তেজস্বিতা দর্শনে অভিমানে মত্ত হইয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, পৃথিবী যেন আমার পদভরে কম্পিতা হইতেছে; ও বল-বিক্রমশালী ভূপতিগণ যেন আমার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে অহঙ্কারে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমি আপনাকে আপনি বলিয়াছিলাম, 'ওরে মন! তুমি সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপতি, তোমার তুল্য অজেয় মহান্ যোদ্ধা আর এক জনও নাই।' হায়! হায়! যে সৈন্যদলের জন্য আমি এত গর্ব্ব করিয়াছিলাম, তাহারা এখন কোথায় রহিল! আপন শারীরিক বলে বিশ্বাস করিয়া আমি গুপ্তহন্তার হস্তে পতিত হওত প্রাণে নিহত হইলাম!"

এই কথা বলিতে২ সুল্তান অন্তরীক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং ঐ অবকাশে মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আত্মা স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। যে স্থলে ঐ রাজবংশীয় অন্যান্য লোকদিগের কবর দেওয়া হইয়াছিল, ঐ মহাত্মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সেই স্থলে সমাধিত হইল। তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভের উপরিভাগে হৃদয়ভেদী এই পদটি খোদিত হইয়াছিল, "হে জনসমাজ! আল্প আর্স্লানের গৌরব তোমরা শূন্য মার্গ ভেদ করিয়া উঠিতে দেখিয়াছ; এক বার আসিয়া দেখ, সে গৌরব মৃত্তিকাতে লীন হইয়াছে।"

কবর-স্থানের সেই স্মৃতিস্তম্ভ কালে বিনষ্ট হওয়াতে, সেই স্মারক মহামূল্য পদটিও বিলুপ্ত হইয়াছে; তাহাতে সুপণ্ডিত এক জন ইতিহাসবেত্তা একটি সুচিত্র প্রস্তুত করিয়া তদুপরি

এই মনোহর বাক্য লিখিয়াছিলেন, "মানবজাতির মহত্ত্ব জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অস্থায়ী, ক্ষণমাত্রেই উদ্ভূত হয় এবং ক্ষণমাত্রে বিলুপ্ত হয়।"

আল্প আর্স্লানের জীবদ্দশাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মলিকশাহ উত্তরাধিকারি রূপে বৃত হইয়াছিলেন। তথাপি আর্স্লানের মৃত্যুর পর সে বিষয় লইয়া তাঁহার পিতৃব্য পিতৃব্যপুত্র এবং সহোদরগণের সহিত সাতিশয় বিরোধ হইয়াছিল। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে তাহারা সুসজ্জীভূত হইয়া রণস্থলে সমাগত হয়। যথার্থাধিকারি মলিক শাহের এই বিবাদসূত্রে যে একটি মনোহর কথা লিখিত আছে, পাঠকদিগের গোচরার্থে তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় তিনি মসজিদে ঈশ্বরারাধনা-করণানন্তর তাঁহার মন্ত্রী, যে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আরাধনা করিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "নিজাম! বল দেখি, আমার প্রার্থনার মুখ্য তাৎপর্য্য কি?"

পিতা-পুত্রের বিশ্বাসী প্রাচীন মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "যুবরাজ, আপনকার অস্ত্র যেন রাজ্যদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজয় করিয়া সৌভাগ্য লাভ করে, আপনি এই প্রার্থনা করিতেছেন।"

উদারচিত্ত মলিক শাহ বলিলেন, "না, না, নিজাম! তাহা নহে, ভূতভাবন পরমাত্মার নিকটে আমি প্রার্থনা করিতেছিলাম, ন্যায়পরতা ও সুবিচারতাপূর্ব্বক রাজ্য-শাসন-করণে আমার ভ্রাতা আমা অপেক্ষা যদি যোগ্য ব্যক্তি হয়, তবে হে পরমেশ্বর! তুমি আমাহইতে আমার জীবন ও রাজমুকুট গ্রহণ কর।"

আল্প আর্স্লান্ যে তুরুকস্তানের জয় আরম্ভ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপুত্র মলিক শাহদ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। চীনদেশের সম্মুখভাগ, জর্জিয়ার পর্ব্বত সকল, কনষ্টাণ্টিনোপলের নিকটবর্ত্তি রাজ্যসমূহ, এবং গন্ধদ্রব্যোৎপাদক আরবদেশের কিয়দংশ ভূমি তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। সিরিয়া রাজ্য লওয়াতে যিরূশালম নগর তাঁহার কর্তৃত্বাধীন হয়। ঐ নগরকে খ্রীষ্টীয়ানেরা শান্তিময় পুণ্যক্ষেত্র কহে। আর্স্লান্ এক স্থানে কদাচ থাকিতেন না; শিবির পরিবর্ত্ত করিয়া এক এক অধীনস্থ রাজ্যে এক এক সময় থাকিতেন। তাহাতে রাজার অবর্ত্তমানে কর্ম্মচারীদিগদ্বারা দূরবর্ত্তি প্রজাদিগের যে অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা হইতে পাইত না। তিনি সাক্ষাৎ ন্যায়পরতা এবং সুবিচারপূর্ব্বক প্রজাদিগের মঙ্গলসাধন করিতেন। কথিত আছে, তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশে দ্বাদশ বার গমন করিয়াছিলেন। ঐ দেশহিতৈষী মহাত্মার রাজত্বসময়ে আশিয়া-খণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ নগর, মনোহর রাজ-অট্টালিকা, পরম সুন্দর মসজিদ, উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়, এবং বহুতর দাতব্য পাঠশালাদ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। নরহত্যা এবং প্রজাপীড়ন যে সময়ে লোকদিগের মনে মহাপাপ বলিয়া গণ্য ছিল না, তৎকালে তিনি দয়া ধর্ম্ম এবং ন্যায়পরতার অণুমাত্র ত্রুটি না করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, অতএব তিনি কি রূপ প্রশংসার যোগ্য মহান্ ব্যক্তি ইহাতেই সপ্রমাণ হয়। বিদ্বান্ লোকদিগকে উৎসাহ দিয়া তিনি তুরুষ্ক-ভাষা ও সাহিত্য-বিদ্যার অনেক উন্নতি করাইয়াছিলেন। সময়-নিরূপণের জন্য তিনি যে সকল পরিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ভূতপূর্ব্ব কোন রাজাই সে উপায় অবলম্বন করেন নাই। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সে নিয়ম উৎকৃষ্ট বলিয়া ইউরোপ-খণ্ডে মান্য ছিল। ঐ অব্দে তদপেক্ষা উত্তম নিয়ম মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টদ্বারা সংস্থাপিত হয়।

১০৯২ খ্রীষ্টাব্দে মলিক শাহ লোকান্তর প্রাপ্ত

হন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে২ তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের একতা এবং মহৈশ্বর্য্য লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা এবং তৎপুত্রচতুষ্টয় রাজ্যলাভ হেতু বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সুবিস্তীর্ণ তুরুষ্ক সাম্রাজ্য বিবিধ অংশে বিভক্ত হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যিরূশালম দেশকে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া মানিত, পুণ্য কামনায় বহুসঙ্খ্যক যাত্রী তথায় প্রতি বৎসর যাইত। ঐ যিরূশালম তুরুষ্ক দেশের অধীন রাজ্য হওয়াতে, তত্রত্য যাত্রীদিগের উপর মুসল্‌মান তুরুষ্ক শাসনকর্ত্তারা এতাদৃশ অত্যাচার ও নির্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে সে বিষয় লইয়া সমস্ত ইউরোপ-খণ্ডে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সমুদায় খ্রীষ্টীয়ান লোক একবাক্য হইয়া যাত্রীপীড়ক তুরুষ্কদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিল। এই যুদ্ধ "ক্রুশেড্" অর্থাৎ যেশু খ্রীষ্টের ক্রুশোদ্ধার যুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছে।

চিঞ্চিলা জীব।
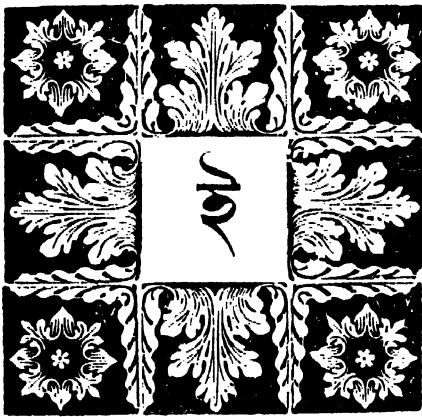
ইন্দুরের নামোল্লেখে আশু কেহ বিশেষ কমনীয়তার প্রত্যাশা করেন না, পরন্তু বিশ্বস্রষ্টার অপরিমেয় কৌশলে সকল-প্রকার পদার্থই অনির্বচনীয় কান্তিময় বা একান্ত ঘৃণিত হইতে পারে, অতএব তাঁহার প্রসাদে যে সামান্য গেছো ইন্দুরের বংশেও অত্যাশ্চর্য্য সুন্দর জীব জন্মিবে ইহা কোন মতে আশ্চর্য্য নহে। পর পৃষ্ঠায় যে জীবের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এতৎ-প্রসঙ্গের উদাহরণ। এই জীবের শরীরের লোম অতি কোমল ও সুচিক্কণ, তৎপ্রযুক্ত আমেরিকা খণ্ডে স্পেন্ দেশবাসিদিগের উপনিবেশ হওনাবধি ইহার গাত্রাবরণ সর্ব্বত্রে পরিজ্ঞাত আছে। পরন্তু এই লোম বহুকাল ইউরোপীয় রমণীদিগের পরিচ্ছদের অলঙ্কাররূপে প্রয়োজন সাধক হইয়া আসিলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইতিপূর্ব্বে ইহার উৎপাদক জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও জাতির বিবরণ কি তাহাতে অনেকে অজ্ঞ ছিলেন।

চিঞ্চিলা কাটবিড়াল সদৃশ এক ক্ষুদ্র জীব। তাহার সুদৃশ্য কলেবর, চিক্কণ লোম, ঈষদ্ শুক্লাভ কোমল-কান্তি অদ্বিতীয় বলিলে বলা যায়। সমরু প্রভৃতি কয়েকটী জীবের লোম কোমলতায় বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে; পরন্তু প্রস্তাবিত জীবের লোম তদপেক্ষায় অধিক ন্যূন হইবে না। চিলী ও পিরু প্রভৃতি দেশে চিঞ্চিলা জীব সুপ্রাপ্য, এবং তদ্দেশ বাসিরা তাহার লোমে নানাবিধ পরিচ্ছদ বানাইয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ বেনেট্ সাহেব এই জীবকে দুই জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একের নাম বিস্কাচা। ঐ জীব শারীরিক দৈর্ঘে ৯ বুরুল। তাহার লেজ ৫ বুরুল দীর্ঘ, উদর অতিশয় স্থূল এবং খর্ব্বাকার। পুরঃপদ পশ্চাৎ পদের অপেক্ষা খর্ব্ব। শ্মশ্রু দীর্ঘাকার। পরন্তু শরীর যাদৃশ স্থূল অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদৃশ গুরু নহে, কেবল পুচ্ছ ও শ্রুতিপুট সুদীর্ঘ। ইহাদের মস্তকের আকার শশকের মস্তকের ন্যায়। কর্ণ পদ্মকলিকার প্রতীকাশ, নির্লোম এবং চতুষ্পার্শ্বে অল্পকেশরযুক্ত। চক্ষু উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, নখ অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ঘনলোমে আবৃত। ইহাদের প্রত্যেক পদে তিন চারিটী করিয়া
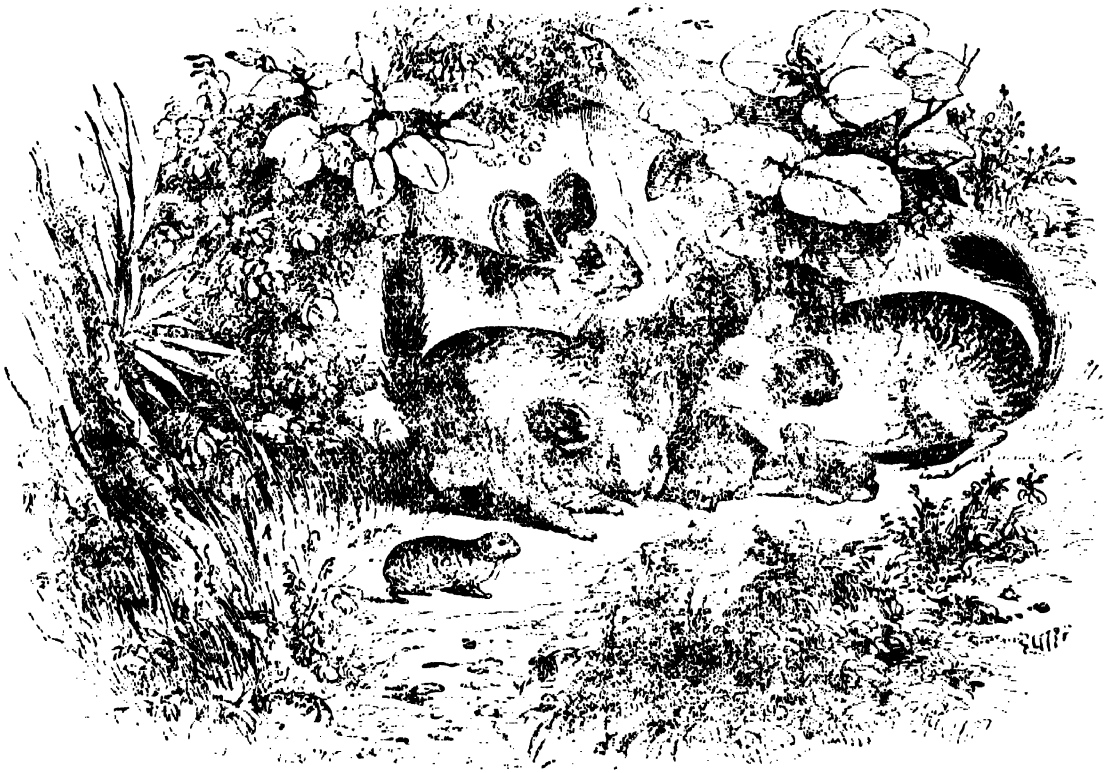
চিঞ্চিলা জীব।

অঙ্গুলী থাকে। ইহারা ইন্দুরের ন্যায় জঙ্ঘার উপর ভর দিয়া বসে, এবং পশ্চাৎ পদে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ভক্ষণের সময় ভূমির উপর বসিয়া করদ্বারা আহার নিষ্পন্ন করে।

এই জীব সকল বৃহৎ ক্ষেত্র সকল খননপূর্ব্বক ছিদ্রময় করিয়া তাহা অধিকার করিয়া থাকে। তদ্বিধায় রজনীযোগে অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণের পক্ষে ঐ স্থান এতাদৃশ দুর্গম হয় যে দৈবায়ত্ত বিবরের মধ্যে ঘোড়ার পা পতিত হইলে আরোহী ও বাহকের আপদ ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা। এই জীবেরা আবাসের গর্ত্তহইতে কদাপি দূরবর্ত্তী হয় না। সায়ংকাল হইলে প্রায় এক শত বিস্কাচা একত্র হইয়া খাদ্যাহরণে প্রবৃত্ত হয়; এবং আবাস-গর্ত্তের নিকট খেলিয়া বেড়ায়, এবং মধ্যে মধ্যে শূকরের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। আমেরিকা খণ্ডের কোন কোন দেশস্থ লোকেরা ইহার মাংস উপাদেয় জ্ঞান করে। ইহারা অত্যন্ত স্থূল, তদর্থে যখন গর্ত্তের বাহির হয় তখন কিঞ্চিৎ দূরহইতে অনায়াসে তাহাদিগকে দৌড়িয়া ধরা যায়। ইহারা কুকুরাদির সহিত কিয়ৎকাল যুদ্ধে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। পেচকেরা বিস্কাচার আশ্রয় অধিকার করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। তাহারা দিবসে পথপ্রান্তস্থ পথিকদিগকে গর্ত্তহইতে মুখ বাড়াইয়া এরূপ ভঙ্গীক্রমে লক্ষ্য করিতে থাকে যে তদ্দর্শনে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার জীবই প্রকৃত চিঞ্চিলা। মলিনা সাহেব ইহাদিগকে এক প্রকার ক্ষেত্রমূষিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের কোমল লোমের উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে। সচরাচর এই লোম সুদীর্ঘ ও পাংশুবর্ণ হইয়া থাকে। ইহার দৈহিক পরিমাণ ও

বুরুশ, কর্ণ ঈষদ্ সূচ্যগ্র। দন্ত সামান্য মূষিকের ন্যায়। ইহারা তৃণাদ ও একেবারে প্রায় পাঁচ বা ছয়টী অপত্য উৎপাদন করে। ইহারা এতাদৃশ শান্ত যে হাতের উপর তুলিয়া লইলে দংশন বা পলাইবার নিমিত্ত উদ্যত হয় না; বরং ক্রীড়ার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, এবং বক্ষোপরি স্থাপন করিলে এরূপ নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থিতি করে বোধ হয় যেন সে স্বীয় আবাসেই স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছে। এই পশুরা স্বভাবতঃ অতি পরিচ্ছন্ন, সুতরাং ইহাদের গাত্রস্পর্শ করিলে হস্ত দুর্গন্ধ বা অপরিষ্কৃত হইবার আশঙ্কা নাই। গৃহে রাখিলেও কোন অনিষ্ট করে না বরং ইহারা আপন লোমে গৃহস্থের উপকার দর্শায়। পিরু-দেশের প্রাচীন লোকেরা ইহার লোমে শয্যার চাদর ও অপর মূল্যবান্ দ্রব্যের আবরণ প্রস্তুত করাইত। পিরু-দেশহইতে যে লোম বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হয় তাহা চিনীদেশীয়-লোমাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, কিন্তু তাদৃশ মনোরম্য নহে। সচরাচর বালকেরা কুকুরদ্বারা এই পশুকে শিকার করে। অধুনা ইহাদের লোম সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হওয়াতে প্রতি বর্ষে অনেক জীব বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নাগপুরের বৃত্তান্ত।
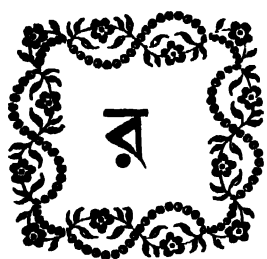
রহস্য-সন্দর্ভের পাঠকগণ নৈষধ চরিতে পুণ্যশ্লোক নল-রাজার উপাখ্যান জ্ঞাত আছেন। তাঁহারা ইহাও পাঠ করিয়া থাকিবেন যে ঐ ধর্ম্মাত্মা মহামতি নল ভীমসেন নাম মহারাজের দুহিতা দময়ন্তীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা ভীমসেন বিদর্ভের অধিপতি ছিলেন। ঐ বিদর্ভ নগর এক্ষণে নাগপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাহার দক্ষিণে নাগ নদী আছে তদর্থে এই নগর নাগপুর বলিয়া উল্লিখিত হয়।

নাগপুরের রাজগণ সূর্য্যবংশীয় ছিলেন। যবনদিগের চিরবৈরী মহারাষ্ট্রবংশজাতীয়েরা পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে, ঐ নগর তাঁহাদিগের অধিকারের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। মূর্ত্তিমান্ পাপরাশি ঔরঙ্গজেব অতিশয় হিন্দুদ্বেষী ছিলেন। ঐ ক্ষান্তি-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত পরার্থলোলুপ অসূয়াকুশল যবন ভূপতি ভারতবর্ষের উপর অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করিলে শিবজী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ জন্মভূমির আপদ অপনয়নার্থ সমুদায় মহারাষ্ট্রীয় কুলীনবর্গকে এতৎ কল্যাণকর ব্যাপারে আহ্বান করেন। যবনেরা বহুকালহইতে ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছিল, এতৎশুভানুষ্ঠানে তাহার ধ্বংস আরম্ভ হয়। তাহাতেই আর্য্যাবর্ত্তস্থ যবনভূপতিরা অদ্যাপি মহারাষ্ট্রের নামে কম্পিত হইয়া থাকেন। এই সংগ্রাম ব্যাপারে যাঁহারা সৈনিক কার্য্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক স্বতন্ত্র রাজ্য অধিকৃত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা-বংশীয় রাজগণেরা বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করেন। রহস্যের বিগতখণ্ডে সিন্ধিয়া রাজবংশাবলীর চরিত্র অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে, এতৎপত্রে ভোঁসলা-রাজবংশের বৃত্তান্ত উল্লেখ করা গেল।

নাগপুরের বিগত রাজবংশের নাম ভোঁসলা। জানুজী ভোঁসলা তাহার আদিপুরুষ। তিনি পেশবার অধীন এক জন প্রধান ছিলেন। ক্রমশঃ উচ্চপদ পাইয়া অবশেষে নাগপুর অধিকৃত করেন, এবং তাহাতেই তাঁহার রাজত্ব সম্পন্ন হয়। ১৭৭২ অব্দে জানুজী পরলোকগত হন। তিনি মৃত্যুকালে

পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, এবং ভার্য্যার প্রতি কর্তৃত্ব করণের আদেশ করিয়া স্বকীয় সহোদর সবাজীর প্রতি রাজ্যের ভারার্পণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। তদর্থে অন্য ভ্রাতা মূদাজী অসন্তুষ্ট হইয়া নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

১৭৭৫ অব্দে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মূদাজী পরাস্ত হইলেন। সবাজী সংগ্রামাবসানে দয়ার্দ্রচিত্তে সোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, এমত সময় তিনি কারাগৃহহইতে পিস্তলের আঘাতদ্বারা ভ্রাতার প্রাণ সংহার করত সোদর-স্নেহের বিলক্ষণ পরিচয় দিলেন। অতঃপর নিষ্কণ্টকে স্বয়ং তদীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে ইংরাজেরা মূদাজীর সমীপে এক দূত প্রেরণ করেন। দূত প্রেরণের অভিপ্রায় এই যে তাঁহাকে অপর মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষহইতে পৃথক্ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিবেন, কিন্তু তৎকালে ইংরাজদিগের তত প্রভাব না থাকা-বিধায় সন্ধির প্রস্তাব সুসিদ্ধ হইল না। পরন্তু ঐ অব্দে ইংরাজেরা গড় ও মণ্ডলা নামক পরগণা গ্রহণাভিপ্রায়ে মূদাজীকে গোপনে অর্থ সাহায্য করাতে নাগপুরের সহিত বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মূদাজী পরলোকগত হইলে তাঁহার পুত্র রঘুজী পৈতৃক রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ইতি পূর্ব্বে নাগপুর একটী সামান্য নগর ছিল, এক্ষণে তিনি উহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর নির্ম্মাণ করত তাহা সুদৃঢ় ও ঋদ্ধিমন্ত করিলেন। রঘুজী অন্য কোন রাজার সহিত বিষংবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া আপনার অধীনস্থ অসভ্য গোণ্ড প্রভৃতি জাতীয়দিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ইতিহাস এতৎপ্রস্তাবে বাহুল্য বর্ণন করিবার কিছুই নাই।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে রঘুজী দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত সম্মিষ্ট হইয়া বাসিনের সন্ধি বিনষ্ট করেন, সুতরাং যখন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণ লর্ড ওয়েলেসলীকর্তৃক আশাই ও আর্গম নগরের সংগ্রামে পরাভূত হইয়াছিলেন, তখন রঘুজী বৈরির মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে ইংরাজদিগদ্বারা রাজ্যের অনেক অংশহইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৮০৬ অব্দে সম্বলপুর ও পাটনা প্রভৃতি স্থান প্রত্যর্পিত হইলে তিনি ইংরাজদিগের সহিত পরস্পর সাহায্যের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া ভূপালের রাজার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে আমীর খাঁ ভূপালাধিপতির পক্ষে যোগ দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন; সুতরাং নাগপুরের পক্ষে বিষম দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা হইল। পরন্তু সেই সময়ে ইংরাজেরা তাঁহার সহবর্ত্তী হওয়াতেই তিনি জয় লাভ করিলেন।

১৮১৩ অব্দে রঘুজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার এক মাত্র অন্ধ পুত্র ছিল, তাঁহার নাম পরশুজী। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত থাকাতে রাজকার্য্য-পরিচালনে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল, তন্নিমিত্ত তদীয় অন্তরঙ্গ আপ্পাসাহেবকে সহকারী রূপে নিযুক্ত করিলেন, সুতরাং তিনি নামতঃ রাজোপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দুরাশান্বিত আপ্পাসাহেব তাঁহার আতুরাবস্থার কিছুমাত্র বিচার না করিয়া ১৮১৭ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারির রাত্রিকালে তাঁহাকে বিষ পান করাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তচ্চেষ্টা বিফল হওয়াতে গলা টিপিয়া দুর্ভাগ্য রাজার সংসার-যন্ত্রণার শেষ ঔষধ প্রদান করেন।

ইহার পর আপ্পাসাহেব রাজা হইয়া কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারের সাহায্যে ইংরাজদিগের

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টা করেন। ২৭ নবেম্বর তারিখে তিনি আপনার অধিকারস্থ ইংরাজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন, ও চারি পাঁচ প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্গ্রাম করিয়া বৃটিস সৈন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সে দিবস জয়লাভ করিলেন। ১৫ ডিসেম্বর নূতন সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে তৎপর দিবসেই ইংরাজ সেনাপতি নাগপুর আক্রমণ করিলেন, ও ৩০ তারিখে ইংরাজদিগের জয়লাভ হইল। পরন্তু আপ্পাসাহেব পূর্ব্বাহ্নেই বৃটিস তাম্বুতে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তদর্থে তাঁহার আপাততঃ এই লাভ হইল যে ইংরাজেরা তাঁহাকে নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করিয়া কৃপার সহিত রাজসিংহাসনে থাকিতে দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তাদৃশ বিশ্বাস না করাতে তাঁহার কএকটী উৎকৃষ্ট দুর্গ আপনাদের হস্তগত করিলেন।

অতঃপর আপ্পাসাহেব পুনর্ব্বার বৃটিস প্রভুত্ব উচ্ছেদ করণার্থ উদ্যত হওয়াতে বন্দিরূপে ধৃত হন; কিন্তু এলাহাবাদে প্রেরিত হইলে পথে কোন উপায়দ্বারা অলক্ষিত ভাবে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিছু দিন উদাসীনের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়া অবশেষ যোধপুরে যাত্রা করিলেন, এবং ঐ স্থলে "মহামন্দির" নামক দেবালয়ে ১৮৪০ অব্দের জুন মাসে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

রঘুজী ভোঁসলার এক দৌহিত্র ছিলেন, তিনি রঘুজীর জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বাঁকাবাইকর্তৃক পোষ্যপুত্র রূপে গৃহীত হইয়া মাতামহের রাজ্য অধিকার করেন। ১৮১৭ অব্দে আপ্পাসাহেবের অনুদ্দেশ হওনাবধি ইংরাজেরা সৈন্য সাহায্য দিয়া অর্থগ্রহণ প্রণালী রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাজ্য-গ্রহণ করিয়া নাগপুরের রাজার অধীনে যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে আয়ত্ত করিলেন, এবং তাহাদিগের পরিচালনার্থ ইংরাজসৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইল।

নূতন রাজা রঘুজী নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পিত হয়, কিন্তু ইংরাজদিগের অধীনে সৈন্যসামন্ত পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেই রূপ রহিল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংরাজেরা তাঁহার সহিত বিলক্ষণ সম্ভাব রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৫৩ অব্দে, তাঁহার মৃত্যুর পরেই নাগপুর রাজ্য আপনাদের বিস্তীর্ণ অধিকারভুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং তৎসঙ্গেই বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার জানুজীর বংশাবলীর ইতিহাসও শেষ হইয়াছে।

মান্না বৃক্ষ।

ষ্টীয় প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় মনুষ্য জাতির ভ্রমণ সময়ে তৎ পোষণার্থে বৃক্ষে শর্করা উৎপন্ন করিয়া ছিলেন। সেই শর্করার নাম "মান্না।" মুসলমানেরা তাহাকে "শীরখেস্থ" অর্থাৎ কণ্টকের দুগ্ধ বলিয়া থাকে। আম্র কি সজিনা বৃক্ষে যে প্রকার গঁদ নির্গত হয় এই শর্করা সেই রূপে বৃক্ষের গাত্রহইতে নির্গত হইয়া থাকে। ইটালী দেশেও ঐ মান্নার বৃক্ষ আছে, তাহা আশ নামক বৃক্ষের সদৃশ। ইহা সিসিলা-দ্বীপে ও মিসর-দেশেও বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহা দীর্ঘে ষোড়শ হস্তের ন্যূন হয় না। তাহার স্বাভাবিক দৃশ্য আশুবিস্ময়জনক। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় এই বৃক্ষের তিন জাতি আছে; তন্মধ্যে এক জাতির পত্র পিচ গাছের পল্লবের ন্যায়, দ্বিতীয় জাতির পল্লব গোলাব গাছের ন্যায়, এবং তৃতীয় জাতির পল্লব ঈষৎ পিচ ও ঈষৎ গোলাবের পত্রের ন্যায়। গ্রীষ্মকালে মান্না বৃক্ষ স্বভাবতঃ অতিশয় রসাল

হয়; তৎকালে সিসিলী-দ্বীপস্থ লোকেরা সর্ব্বাদৌ মূলহইতে আরব্ধ করিয়া প্রতি দিন দুই বুরুল অন্তর ইহার ত্বক্‌চ্ছেদন করিতে আরম্ভ করে। ঐ ছিন্ন গাত্র দিয়া নির্য্যাস নির্গত হয়, এবং তাহার নিকট একটী শুষ্ক ডুম্বুর পত্র ধারণ করিলে ঐ রস তাহাতেই পতিত হয়। ঐ রসের নামই মান্না। আদৌ ইহা নির্ম্মল জলের ন্যায় তরল দেখায়, কিন্তু কিয়ৎ-কাল রৌদ্রের তাপ লাগিলেই জমিয়া যায়। গুঁড়ির সমুদয় অংশ ছেদিত না হইলে মান্না সঙ্গ্রাহকেরা ইহার ত্বক্‌চ্ছেদনে বিরত হয় না, পরন্তু বর্ষার সমা-গমের পূর্ব্বেই তাহারা গুঁড়ির সমুদয় অংশ ছেদন করিয়া থাকে, কারণ সে সময়ে দিনমণি প্রায় জলদজালে সমাচ্ছন্ন থাকে, তাদৃশ তীব্রকর থাকে না, সুতরাং মান্না তৎকালে শীঘ্র ঘন হয় না, এই নিমিত্ত যে বৎসর বায়ুর শৈত্য গুণ প্রবল হয়, অথচ গ্রীষ্মের সমধিক প্রাদুর্ভাব না হয় সে বৎসর ইটালী ও সিসিলী বাসিরা দেবতা ও সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট সজলনয়নে রৌদ্রের প্রার্থনা করিয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মান্না সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যে প্রকারে খর্জ্জুর রস সঙ্গ্রহকারিরা একটা তৃণ দিয়া রস সঙ্গ্রহ করে সেই রূপে নলের সাহায্যে পত্র মধ্যে যে মান্নার রস ধারণ করা হয় তাহাই ব্যবহারোপযোগী। যাহা বৃক্ষের গাত্র দিয়া স্যন্দিত হয় তাহা সুমিষ্ট হইলেও তাহা অধিক ব্যবহৃত হয় না। যে মান্না বিক্রয়ার্থে নানা দেশে প্রেরিত হয় তাহা প্রায়ঃ ঐ উভয় প্রকার মান্নার মিশ্রিত। হুএল সাহেব লেখেন, যে সময়ে বৃক্ষহইতে মান্না নির্গত হয় তৎকালে উহা আস্বাদন করিলে ঈষদ্ তিক্ত অনুভব হয়, রস ঘনীভূত হইলে সে দোষ থাকে না, পরন্তু ইহা অধিক ভক্ষণ করিলে বমনের ইচ্ছা হইয়া থাকে।

সিসিলী দেশবাসিরা এই পদার্থের বাণিজ্যদ্বারা বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। হুএল সাহেবের সময় ইহার চাষ আরম্ভ হয়। মান্না ঈষৎভেদক, এজন্য পূর্ব্বে উহা বালকদিগের নিমিত্ত জোলাপ-রূপে পরিগৃহীত হইত। কিন্তু অধুনা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কৃত হওয়াতে তাহা আর তাদৃশ ব্যবহৃত হয় না।

জেরিমি টেলর সাহেব স্বীয় পুস্তকে এই পদা-র্থের একটি কৌতুকাবহ ইতিকথা লিখিয়া গিয়া-ছেন। নেপল্‌স্ দেশের অধীশ্বর মান্নার উপর কর স্থাপন করিয়া ইনত্রিয়া নামক স্থানের চাষ বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু করস্থাপনাবধি উক্ত বৃক্ষহইতে আর মান্না নির্গত হইত না, পরে তিনি করগ্রহণে বিরত হইলে উহাহইতে পূর্ব্বের ন্যায় মান্না নির্গত হইতে লাগিল। বারত্রয় এতদ্রূপ পরীক্ষার পর উক্ত মহীপাল এই বলিয়া কর-গ্রহণে ক্ষান্ত হইলেন যে "ভগবান্ যাহা স্বভাবতঃ সুলভ করিয়াছেন, তাহাতে রাজাদিগের কোন অধিকার নাই।"

সম্বর হ্রদ।

জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের মধ্য-ভাগে এক বৃহৎ হ্রদ আছে। তাহা সম্বর হ্রদ নামে বিখ্যাত। ইহার পরিমাণ প্রায় চারি বর্গক্রোশ। ঐ হ্রদের গর্ভহইতে একটি দ্বীপ উদ্ভাবিত হই-য়াছে, তন্মধ্যে একটি দীর্ঘায়তন কূপ আছে। পরন্তু প্রস্তাবিত হ্রদ উষর জলে পরিপূর্ণ হইলেও তদ্-গর্ভস্থ দ্বীপের কূপোদরে উৎসনিঃসৃত অত্যুপাদেয় সলিলের অসদ্ভাব নাই। তাদৃশ বিস্ময়জনক স্থল প্রব্রজ্যাপ্রিয় তীর্থপর্য্যটক উদাসীনদিগের গম্য ও মনোরম্য হইবে তাহার সংশয় কি? এই প্র-যুক্ত সম্বরহ্রদ অতিবিখ্যাত তীর্থ বলিয়া গণ্য হই-

য়াছে। অধিকন্তু ঐ দ্বীপের চূড়ায় হিন্দুদিগের এক রম্য দেবালয় আছে, তত্রস্থ বণিকেরা উক্ত দেবমন্দিরে দেবার্চ্চনা করিয়া থাকে, এবং মুসলমানেরা তথায় ঈশ্বরের আরাধনা করে। কিংবদন্তী আছে যে উক্ত মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অর্চ্চনা না হইলে সম্বর হ্রদের সমুদায় লবণ নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, এবং যেহেতু ঐ লবণে বণিক্‌দিগের প্রচুর লাভ হইয়া থাকে, এই প্রযুক্ত ঐ প্রকার জনপ্রবাদ দৃঢ়বিশ্বাস্য হওয়াতেই হিন্দু মুসলমান উভয় বণিকেরা একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করে।

সম্বর হ্রদ বর্ষাকালে কএক খালের সহিত মিলিত হয়, এজন্য তখন উহা জলে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে সমুদায় জল সুখাইয়া যায়। ইহা সেরঞ্জ নামক স্থানের এক শত কুড়ী ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত এবং জয়পুর ও যোধপুরের অধিকার ভুক্ত। ইহার পূর্ব্বাংশে বার্ষিক ৩০,০০,০০ লক্ষ টাকার লবণ বিক্রয় হয়, তাহা উক্ত রাজদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তথায় লবণ প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই যে, বর্ষাকালে ঐ হ্রদ জলাকীর্ণ হইলে ৬৩ হস্ত দীর্ঘ এবং কুড়ী হস্ত প্রশস্ত কএকটা কুণ্ড কাটিতে হয়, তাহার গভীরতা আড়াই হস্তের অধিক নহে। ঐ কুণ্ডে হ্রদের জল পূর্ণ করিয়া রাখিলে চৈত্র মাস অবধি বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত তাহা ক্রমাগত শুখাইতে থাকে, তৎপর বস্ত্রদ্বারা অধঃস্থ উষরাংশ গ্রহণ করিয়া হ্রদজলে পার্থিব ও বালুকাভাগ ধৌত করণানন্তর স্তূপাকারে এক স্থানে জড় করিয়া রাখিলে তাহা এরূপ দৃঢ়ীভূত হয় যে পর বর্ষে বৃষ্টিপাতেও তাহা দ্রব হয় না।

যোধপুরের রাজার নিমিত্ত নামা নামক স্থানে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তৎপ্রকরণ এই যে, সম্বর হ্রদের কুণ্ড কাটিবার যে রূপ নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক-পরিসর-বিশিষ্ট দৃঢ় ও সিকতাময় স্থানে কুণ্ড কাটা হইয়া থাকে, তাহার দীর্ঘতা অর্দ্ধ ক্রোশের অতিরিক্ত নহে। ইহা কিয়ৎকাল শুখাইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

সম্বর হ্রদের ৩৪ ক্রোশ পশ্চিমে পঞ্চভদ্রা নামক স্থানে প্রায় চারি পাঁচ শত লবণ কুণ্ড আছে, উহার নিকটস্থ স্থানে জবাসা নামক এক জাতীয় গুল্ম জন্মে, তাহা দুই হস্তের উচ্চ হয় না। উহা গ্রীষ্মের শেষে জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে প্রণালীদ্বারা জলানয়ন করিয়া কুণ্ড পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ জবাসা বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখা নিঃক্ষিপ্ত করা হয়, তাহাতে বৃক্ষগুলী ডুবিয়া যায়। দুই কিম্বা তিন মাস পরে অধিকাংশ জল শুখাইলে তাহার উপরে প্রায় এক হস্ত পুরু লবণ জন্মে, তাহাতে জবাসা বৃক্ষগুলী একেবারে জরিয়া যায়। তৎপর কোদালদ্বারা প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পর্য্যন্ত লবণ চাঁচিয়া লওয়া হয়। অবশিষ্ট যে লবণ ভূমি ও জলের সহিত মিসাইয়া থাকে, তাহা পর বর্ষে বীজের কার্য্য করে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

(যৎকিঞ্চিৎ। শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত।)

রহস্য-সন্দর্ভের পাঠকমণ্ডলী-মধ্যে অল্প ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুরের নাম শ্রুত হয়েন নাই। তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" অনেকের ঘরে আলালের ঘরের দুলাল হইয়া বিরাজ করিতেছে, এবং তিনি এক জন সুচতুর রহস্য-ব্যঞ্জক লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। তাঁহার "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" যদিচ অবিকল "আলালের ঘরের দুলালের" তুল্য নহে, পরন্তু তাহাতেও অনেক হাস্য ও আমোদ জনক বাক্য

আছে, তৎপাঠে অনেকে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, এবং ব্যঙ্গচ্ছলে তাহাতে যে সকল কুপ্রথার নিন্দা আছে তাহার পাঠে অবশ্যই অনেকের উপকার দর্শিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। উক্ত দুই পুস্তকের প্রকটন পরে ঠাকুরজী "রামা-রঞ্জিকা" ও "গীতাঙ্কুর" নামক দুই পুস্তক প্রকাশিত করেন, তদুভয় প্রথম পুস্তকদ্বয়ের তুল্য হয় নাই, একথা বলায় আমরা বোধ করি সহৃদয় মাত্রেরই অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিতেছি। পরন্তু তাহাতেও অনেক সদুপদেশর আকর আছে, এবং অনেক বরাঙ্গনারা তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হয়েন। তদনন্তর সম্প্রতি তিনি "যৎকিঞ্চিৎ" নামক একখানি নূতন গ্রন্থ প্রকটিত করিয়াছেন। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ,) ঈশ্বর কি রূপ ও তাঁহার সহিত মনুষ্যের কি সম্বন্ধ, আত্মা অবিনাশী কি বিনাশী, পরলোক কীদৃশ, ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম কি ও তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করা কর্ত্তব্য, তাহার নিরূপণ করেন। তদভীষ্ট সাধনার্থে গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার পরম পণ্ডিত, তিনি যে ধর্ম্মবিষয়ে সদুপদেশ দিবেন ইহা বলা বাহুল্য। পরন্তু তাহাতে যে সকল হিতকর বাক্য বর্ণিত আছে তৎপাঠে পাঠকবৃন্দ মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত সরল, ভাব সর্ব্বতোভাবে পরিমার্জ্জিত, এবং যুক্তিকৌশল সুচতুর। আমরা একান্ত বিশ্বাস করি যে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ অনেকের পক্ষে অবশ্য সুপ্রচুর হইবে।

স্বভাব-বর্ণন-বিষয়ে ঠাকুরজী বিশেষ পারদক্ষ, এবং তাহার উদাহরণস্বরূপে আমরা কএকটী বর্ণনা গ্রহণ করিলাম, তাহা অনেকেরই পরিতৃপ্তিজনক হইবে।

তাঁহার প্রভাত বর্ণন যথা—"রাত্রি প্রভাত হয় নাই—চন্দ্রমার শুভ্রতা দিনমণির আগমন জন্য যেন চঞ্চল হইতেছে। উত্থানের উদ্যম সকল মনুষ্যতেই উদয় হয় অমনি মন্দ মন্দ সমীরণ আচ্ছন্নতা ও নাসাগর্জন বৃদ্ধি করে। পক্ষী সকল স্বীয় স্বীয় পক্ষের সপক্ষতা-প্রত্যাশায় গতিবিপক্ষ রাত্রির হ্রাস অবলোকন করিতেছে। দোকানি পশারি আপন আপন গাত্র দীর্ঘীকরণপূর্ব্বক আলস্য সংপূর্ণ ত্যাগ না করিয়া শুয়ে শুয়ে বলিতেছে,—"ওহে ভজহরি! ওহে রামচন্দ্র! উঠ, আর রাত নাই এক ছিলিম তামাক সাজ।" ভজহরি ও রামচন্দ্র আলস্যের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক হাই তুলিতে তুলিতে বক্রীকৃত হইয়া বলিতেছে "রও মোশাই, কোথায় আগুন? কোথায় টীকা? একটু ফরসা হউক।" নিকটে এক জন ভট্টাচার্য্য স্নানে যাইতেছিলেন, তিনি বলিতেছেন, কথাটি যে ভাল বলিলে না—অগ্নি হইলেই টীকা হয়। শ্রীধর স্বামির চিত্ত অগ্নিবিশেষ। তিনি কি টীকা ও টিপনী প্রকাশ করিয়াছেন! ভজহরি ও রামচন্দ্র বলিল—অগো বামুন ঠাকুর, তুমি সেই টিপনী—ভিপনী খেতে খেতে স্নানে যাও।"

উপহাস ও বিস্ময়ের সমাহার যথা—"বাঙ্কিপুর উত্তম স্থান—জল ও বায়ু ভাল, কিন্তু তথায় মধুমক্ষিকার চাকের ন্যায় বসতি। কৃষ্ণমঙ্গল বনগ্রামহইতে বাণিজ্যার্থে উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন—দশ টাকা লাভ করিয়া আনন্দে গান করিয়া যাইতেছেন।

"এক সুখের কথা কইতে আলাম, বাবুগো! মোশাইগো! তোমাদের লগে।

"গুপ্তিপাড়া নিবাসী এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিতেছে—ওহে সুখ এখানে কোথা পাবা?

"কলিকাতা নিবাসী এক ব্যক্তি ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতেছে—যদি না পাবা, তো কি খাবা, আর কোথায় যাবা?

"ঢাকানিবাসী কালীকান্ত রায় বলিতেছেন—সুখ দুঃখ হকলই বোলানাথ ও বোগবতীর হস্তে। কোন কর্ম্মে মত্ত হইলে লোক শীঘ্র ক্ষান্ত হয় না। কৃষ্ণমঙ্গল কাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মস্তকে হাত দিয়া নাচিতে নাচিতে গান করিতে লাগিলেন—

বূড়ার মচাঙ্গে কেন গাডুম গুডুম বাজে রে?

"গানে উন্মত্ত, কোন দিক্ দৃষ্টি করা নাই। দক্ষিণ দিক্ বন্য বৃক্ষে আবৃত, সেই দিক্হইতে একটা কেউটিয়া সর্প বেগে আসিয়া কৃষ্ণমঙ্গলকে দংশন করাতে অমনি কৃষ্ণমঙ্গল ভূমে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। নিকটস্থ যাবতীয় লোক হাহাকার রবে খেদ করিতে লাগিল। জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও রামানন্দ এই ঘটনায় চিন্তিত হইয়া চলিয়াছেন। ইতি মধ্যে ঘোরতর ঝঞ্ঝাবায়ু উঠিল—গঙ্গা সম্মুখে, নৌকা সকল উৎপতিত ও পতিত হইতে লাগিল—নাবিকেরা সামাল সামাল রব করিতেছে—যাত্রীরা ত্রাহি ত্রাহি বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পাল্ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এক খানা নৌকা ডুবিল, ষোল জন যাত্রীর মধ্যে পনের জন সন্তরণ করিতে লাগিল, কিন্তু তরঙ্গ ও বায়ু এমনি প্রবল যে তাহারা সকলেই অচিরাৎ জলমগ্ন হইল ও যে জন সন্তরণ জানিত না সে ব্যক্তি জলে পতিত হইয়া অন্য এক নৌকার দাঁড় ধরিয়া অতি ক্লেশে তাহার উপর উঠিয়া বাঁচিল। এ দিকে গ্রামের ভিতর কতকগুলি কুটীরে অগ্নি লাগিয়াছে। লোক অস্তে ব্যস্তে প্রাণ ভয়ে পলাইতেছে। প্রাচীন প্রাচীনা অকম্পিত যষ্টি ধরিয়াও কম্পিত হইতেছে—মাতা স্বীয় বৎসকে বক্ষে কক্ষে বিলগ্ন করিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে—পতিপরায়ণা পতির ছায়াস্বরূপা এই ভাবিতেছে—যদি পতি দগ্ধ হন তবে সহমরণের আর বিলম্ব কেন? ওরে জল নিয়ায়—জল নিয়ায়, গেলরে, গেলরে, কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! কেবল এই শব্দ চতুর্দ্দিক্হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কাহার সাধ্য যে নিকটে যায়? অগ্নি হু হু করিয়া গ্রাস করত স্বীয় বীর্য্য ও পরাক্রম বিস্তীর্ণ করিতেছে। কতকগুলি কুটীর পুষ্করিণীর সান্নিধ্যে ও অনেক জলের সাহায্য পাইয়াছিল তথাচ সকলই ভস্মসাৎ হইল। দুই চারি খানি কুটীর যাহার রক্ষণার্থে কিছু যত্ন হয় নাই ও যাহা সকলেই বোধ করিয়াছিল, কোন ক্রমেই রক্ষিত হইবে না কেবল সেই কয়েক খানি কুটীর রক্ষিত হইল। বায়ু ক্রমে শান্ত হইল ও সৃষ্টির উগ্র ভাব সমাহিত হইতে লাগিল।"

অপর মাতালের সভাবর্ণন যথা—"থরহরিকম্প ও ওলট্পালটের দল আগ্রাতে উপস্থিত। ইহারা ভূমিহইতে কড়ি কাট পর্য্যন্ত লম্ফে উঠেন ও যখন পড়েন তখন পৃথিবী থরহরি শব্দে কম্পান্বিত, এ জন্য এই নামে ইহারা বিখ্যাত। ভবশঙ্কর বাবু জরীর তাজ মস্তকে দিয়া প্রকৃত চন্দ্রশেখর হইয়া বসিয়াছেন। হরিবাবু নরিবাবু প্রাণবাবু প্রসাদবাবু মহামারী রব করিতেছেন। কখন উল্লম্ফন, কখন প্রলম্ফন, কখন ডিগবাজি, কখন চর্কি ঘোরণ। ভবশঙ্কর অতি ভদ্র মাতাল, একাসনে যোগারূঢ় হইয়া কেবল ঢাল্ছেন, ঢক ঢক করিয়া খাচ্ছেন ও বল্ছেন—"তোমরা ভদ্র হও, তোমরা ভদ্র হও।" সঙ্গী বাবুরা উত্তর করিতেছেন—আপনি একটু বিলম্ব করুন—আমরা শীঘ্র ভদ্র হইব, এই বলিয়া দুই এক বীর বীরভদ্রের লম্ফে ভবশঙ্কর বাবুর স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলেন। যেমন বিদুরের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের ভার বৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমনি ভবশঙ্কর ভারাক্রান্ত হইয়া অচিরাৎ ভূমিসাৎ হইলেন ও স্কন্ধা বাবুরা পতিত হইয়া পতিত অপযশ নিবারণার্থে পরস্পর ধরাধরি করিয়া টল টল ঢল

চল ভাবে জড়াজড়ি হইয়া থাকিলেন। সকলেরই প্রতিজ্ঞা ছিল যে এই আমোদদ্বার রুদ্ধ করিয়া পর্য্যবসান হইবে, কিন্তু ঢালা ঢালির বৃদ্ধিতে সে প্রতিজ্ঞার প্রতিজ্ঞা রহিল না—তাঁহারা সকলে মেরোয়া হইয়া সরে রাস্তায় আসিয়া ভয়ানক গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুক্কুর ডাকিলে কুক্কুর ডাক ডাকেন—গাড়ি চলিতে দেখিলে গাড়ির গমনের শব্দ করেন—সপ্ত স্বরের তারতম্য নানা প্রকারে নিঃসৃত হইতেছে, ও হস্ত পদাদি যত দূর তাল মান রক্ষা করিতে পারে তাহার কিছুই ত্রুটি হইতেছে না। তাল বেতাল দুয়েরই অবলম্বন—কখন তাল কখন বেতাল ও পথিককে নিকটে পাইলে তাল বেতালের ন্যায় ভাদ্র মাসের পাকা তালের শব্দে তাহার ঘাড়ের উপর পড়েন। এই রূপ ভ্রান্ত অশান্ত ও নিতান্ত দুরন্ত ব্যবহার দেখিয়া সহর কোতয়াল কৃতান্ত স্বরূপ আসিয়া বাবুদিগকে ধৃত করিলেন—বিস্তর ধস্তা ধস্তি, তেরি মেরির পরে বাবুরা থানাতে আনীত হইয়া এক পার্শ্বে পঞ্চ পাণ্ডবের ন্যায় রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। যেমন কৃষ্ণ বিগত হইলে অর্জুন গাণ্ডীব উত্তোলনে অসক্ত হয়েন, তেমনি বোতলাভাবে তাহাদিগের বীরত্ব আর প্রকাশ হইল না, উদরে যাহা ছিল তাহার গুণে সকলের চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত থাকিয়া পরস্পরের প্রতি ঝিম্‌কিনি ভাবে পতিত হইতে লাগিল।”

এপর্য্যন্ত গ্রন্থের প্রশংসনানন্তর পক্ষপাত বিরহতার অনুরোধে এ স্থলে বক্তব্য হইয়াছে যে এ প্রকার রচনার পাঠ যে প্রকার আনন্দজনক হউক ইহা গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্বাদি বিষয়ের উপযুক্ত নহে। তদর্থে ধীর ও শান্ত ভাবের অনুসরণপূর্ব্বক সরল ভাষায় বক্তব্য বিন্যস্ত করা কর্ত্তব্য; তদ্রূপ দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা কদাপি ব্যঙ্গচ্ছলে সিদ্ধ হইতে পারে না। সত্য, যে বৈষ্ণবশাস্ত্রে “হাস্যং বা পরিহাস্যং বা হরের্নামৈব গীয়তে” এই উপদেশ আছে, কিন্তু তদবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে মাতালের সভাবর্ণন সঙ্গত বোধ হয় না। ফলে এই বিষয়ে যথাযোগ্য মনোযোগাভাবই গ্রন্থকারের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এপ্রকার গুণের তারতম্য হইবার প্রধান কারণ। বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থের বিরচনার্থে বিভিন্ন প্রকার রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়, তদভাবে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে ইহা অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে যে যে রচনাপ্রণালী স্মৃতি বা দর্শন শাস্ত্র লিখিবার যোগ্য তাহাতে প্রহসন কদাপি সার্থক হইতে পারে না। অপর যে প্রকার বিভিন্ন বিষয়ের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার রচনা প্রয়োজনীয় সেই বিরূপ ভিন্ন গ্রন্থের নিমিত্ত বিভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তাও প্রয়োজনীয়, কারণ এক লেখক কদাপি বিভিন্ন প্রকার রচনায় সিদ্ধকাম হইতে পারেন না। যিনি পদ্যে অত্যন্ত পটু, তিনি গদ্যে প্রায়ঃ অপেক্ষাকৃত অক্ষম হয়েন, অপর গদ্যেও পটু হইলে যে ব্যক্তি উত্তম প্রহসনের লেখক, তিনি স্মৃতির প্রণালী অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারেন না, আর স্মৃতি বা দর্শন লেখক উপহাস-জনক ব্যঙ্গ লিখিতে প্রায়ঃ ভগ্নসংকল্প হইয়া থাকেন। আমাদিগের ঠাকুরজী ব্যঙ্গ লিখিতে সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম, অতএব ব্যঙ্গবিষয়ক যে কথা লিপিবদ্ধ করেন তাহা অবশ্যই সর্ব্বত্র আদরণীয় হয়, কিন্তু নীতি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি তাদৃশ সফলতা লাভ করিতে পারেন না। এই প্রযুক্তই আমরা তাঁহার নূতন গ্রন্থ যৎকিঞ্চিৎকে সম্যক্ বিবেচনা সিদ্ধ বলিতে পারিলাম না।

// রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২১ খণ্ড।

দরিয়ায়ী নারিকেল।
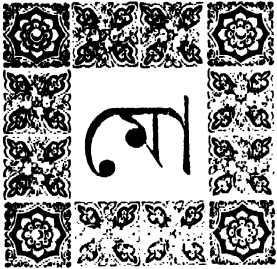
মোসলমান ফকীরদিগের হস্তে অণ্ডাকার সুদৃঢ় কৃষ্ণবর্ণ পিণ্ড-পাত্র অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, এবং কেহ কেহ তাহার প্রসিদ্ধ নামও শ্রবণ করিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ অতি অল্প লোকে জ্ঞাত আছেন। "দরিয়ায়ী নারিকেল" শব্দে অনেকে মনে করিতে পারেন যে তাহা এক প্রকার সমুদ্রজ নারিকেল হইবে; কিন্তু তদতিরিক্ত কিছুই এতদ্দেশে প্রচরিত নাই। কথিত পিণ্ডপাত্র লঘু, প্রশস্ত ও অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে; অলাবুর খোল প্রভৃতির পিণ্ডপাত্র তাহার তুলনায় অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অতএব তাহা উদাসীন মাত্রের গ্রহণীয় হইতে পারে, পরন্তু দুইচারি জন ফকীর ভিন্ন তাহা অন্যের হস্তে দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই যে উহা এতদ্দেশের দ্রব্য নহে। উহার জন্মস্থান সিশেল ও মাহী দ্বীপ, তদ্ভিন্ন অন্যত্র উহা উৎপন্ন হয় না। উক্ত দ্বীপদ্বয় ভাতরবর্ষের পশ্চিমে আফরিকার সন্নিকটে ভারত-সমুদ্রে সংস্থিত। তাহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে লোকে কথিত নারিকেল সমুদ্রে ভাসমান দেখিতেন, এবং তাহাতে মনে করিতেন যে তাহা সমুদ্র মধ্যে উৎপন্ন হয়; এবং চিন্তারত-চিত্তেরা তাহার প্রসঙ্গে নানা গল্পের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই ক্ষণে তৎসমুদায় অলীক বলিয়া সব্যবস্থ হইয়াছে।

কথিত-নারিকেল-বৃক্ষ এতদ্দেশীয় নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় স্থূল হইয়া থাকে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে তদপেক্ষায় প্রায়ঃ দ্বিগুণ অধিক। সাধারণতঃ তাহা ৫০ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাচীন বৃক্ষ তদপেক্ষা ১০ হস্ত অধিক দীর্ঘ দুষ্প্রাপ্য নহে। ইহার পত্র তালপত্রের সদৃশ, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক বৃহৎ। সামান্যতঃ এক একটী পত্র ১০ হস্ত দীর্ঘ ও ৮ হস্ত প্রশস্ত হইয়া থাকে, এবং বৃহৎ বৃক্ষে তদ্রূপ ৭০ বা ৮০ টী পত্র একত্র দৃষ্ট হয়। এই পত্রভার অতি উচ্চে সংস্থিত হওয়াতে কথিত নারিকেল-বৃক্ষ দৃশ্যে অতি মনোহর হইয়া থাকে, এবং বায়ুতে তাহা দোলায়মান হইলে বিশেষ কমনীয় ভাব প্রাপ্ত হয়, অথচ বৃক্ষ-কাণ্ড অত্যন্ত দৃঢ় হওয়াতে তাহা প্রায় ভগ্ন হয় না। এই পত্রের এক একটী বাল্‌দ, এক বৎসরকাল যাবৎ শুষ্ক হইয়া পরে পতিত হয়। ঐ বাল্‌দ কাণ্ডের যে স্থানে সংলগ্ন থাকে তথায় এক অঙ্গুরীয়ক সদৃশ চিহ্ন হয়, সুতরাং ঐ চিহ্নের গণনা করিলে বৃক্ষের বয়ঃক্রম নির্ণীত হইতে পারে।

সামান্য নারিকেলের কাণ্ডে এই প্রকার চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু তাহা প্রত্যেক বর্ষে এক একটি হয় না, সুতরাং তদ্দ্বারা উহার বর্ষেরও গণনা হইতে পারে না। দরিয়ায়ী নারিকেলের পত্র শুষ্ক হইয়া বহুকাল বৃক্ষে সংলগ্ন থাকে এবং বায়ুতে তাহা আন্দোলিত হইলে অত্যন্ত উগ্রধ্বনি হয়।

পরন্তু দরিয়ায়ী নারিকেল-বৃক্ষের ফলই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। সামান্য নারিকেল-বৃক্ষের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। প্রত্যেক বৃক্ষেই স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার পুষ্প জন্মে, সুতরাং সকল বৃক্ষেই নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। দরিয়ায়ী-নারিকেল-বৃক্ষ তদ্রূপ নহে; তাহার স্ত্রী ও পুং পুষ্প পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষে জন্মে, সুতরাং তাহার কেবল স্ত্রী-পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষে ফল হয়, পুংবৃক্ষ রাঁড়া বলিয়া খ্যাত হয়। সামান্য নারিকেল ছয় মাস মধ্যে সুপক্ক হয়, সুতরাং এক বৃক্ষে বর্ষে দুই বার ফল হইয়া থাকে। কিন্তু দরিয়ায়ী নারিকেল তদ্রূপ নহে; তাহা আট বৎসর কালে সুপক্ক হয়। ঐ আট বৎসরের প্রথম তিন বৎসর যাবৎ নারিকেল হরিদ্বর্ণ ও কোমল থাকে। তৎপরে ক্রমশঃ আঁসাল ও দৃঢ় হইয়া অষ্ট বৎসরের পর বৃক্ষহইতে নিপতিত হয়, তৎকালে উহা এতাদৃশ কঠিন হয় যে

, তাহার প্রস্তরের সহিত তুলনা হইতে পারে। এবং দৈবাৎ যে দুর্ভগার মস্তকে পতিত হয় তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ঐ ফলের খোলমধ্যে প্রথমাবস্থায় দুগ্ধবৎ জল থাকে। চতুর্থ বর্ষে, ঐ জল গাঢ় হইয়া সাঁস হয়, এবং অষ্টম বর্ষে তাহা কাষ্ঠের ন্যায় দৃঢ় হয়। ঐ দৃঢ়তা সামান্য ঝুনা নারিকেলের সাঁসহইতে অত্যন্ত অধিক; এই প্রযুক্ত উহাহইতে তৈল নিষ্পীড়ন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। এই খোলের আয়তন সর্ব্বত্র তুল্য হয় না; পরন্তু এক এক টী খোলে ১০ সের জল ধরিতে পারে এমত নারিকেল অনেক হয়; সাধারণতঃ এক একটীর আয়তনে ৭ বা ৮ সের জল ধরিতে পারে। এই খোলের দৃঢ়ত্ব ও লঘুত্ব প্রযুক্ত জল দুগ্ধ তৈলাদি রাখিবার নিমিত্ত কলসের পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার অনেক দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অপর ইহার পত্রে ঝুড়ী, মাদুর, টুপী, পাখা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও সুদৃশ্য দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। তদর্থে প্রতি বৎসর এই বৃক্ষের অনেক গুলী বিনষ্ট করা হয়, এমত কি ক্রমশঃ ইহার লোপ হইবার সম্ভাবনা।

হুলকর রাজ্য।

লকর রাজ্য মালব-প্রদেশের অন্তর্গত। উহার রাজধানী ইন্দোর-নগর। তাহা উজ্জয়িনীহইতে ত্রিংশৎ জ্যোতিষি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এবং তাহা প্রাচীন মালব রাজ্যের অভিনব রাজপাট মাত্র। এই রাজ্যের আদিপুরুষ এক জন শূদ্র। তাঁহার নাম মল্লার রাও। তিনি সর্ব্বাদৌ মহারাষ্ট্রীয়দিগকর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ-কালে তৎপক্ষে সৈন্যাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ-পূর্ব্বক অতিসাহসিকরূপে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে পানিপতের সঙ্গ্রামে শত শত শত্রুকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অকুতোভয়ে সঙ্গ্রাম-সাধন-পূর্ব্বক বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। অপর মহারাজার মাতুল নারায়ণ রাওর কন্যার পাণিগ্রহণ করাতে তাঁহার সম্ভ্রমেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ষট্সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইতিহাস-লেখকেরা নিরূপণ করিয়াছেন, মল্লার রাও ১৭ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কান্তি রাও তাঁহার জীবদ্দশায় পরলোক গত হইয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত মল্লার রাওর মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র মল্লী রাও মাতুল-সম্পর্কীয় সিংহাসন অধিকৃত করেন। পরন্তু তিনি ৯ মাস কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহাতে তাঁহার মাতা অহল্যা বাঈ তৎকালে হুলকর রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। দায়ভাগের ব্যবস্থামতে পৈতৃক রাজ্য তাঁহাকেই অর্শিয়াছিল, অতএব পুত্রের লোকান্তর হওয়াতে স্বয়ং তৎপদ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অহল্যা বাঈ মল্লার রাওর বর্ত্তমানেই পরলোক প্রাপ্ত হন। সে যাহা হউক অহল্যা বাঈ পরলোক গতা হইলে তাঁহার সেনাপতি তক্কূর্জী হুলকর রাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তক্কূজীর চারি পুত্র ছিল। কাশী রাও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, মল্লার রাও মধ্যম, অভুল রাও তৃতীয়, এবং যশোবন্ত রাও সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদ্বেষ অসূয়া বৃদ্ধি হওয়াতে দৌলত রাও সিন্ধিয়া হুলকর-রাজ্যের কিয়দংশ অধিকৃত করিয়া লন। যশোবন্ত রাও তক্কূজীর পরিণীত স্ত্রীর গর্ব্ভজাত ছিলেন না ও বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন না, পরন্তু বুদ্ধিমত্তা

বল ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় ছিলেন, সুতরাং তিনিই রাজ্যের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করেন।

পানিপতের যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপের আর তাদৃশ প্রভাব ছিল না। তৎপ্রযুক্ত উক্ত সম্রাট্ মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য অপহরণে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পুনা নগর অধিকার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজেরা যদিও তৎকালে নাগপুর ও গোয়ালিয়র যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের উপস্থিত বিপদে আনুকূল্য করা ন্যায়তঃ কর্ত্তব্য ও আবশ্যক মনে করিয়া হুলকরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। তদবধি উক্ত রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের বৈষয়িক ব্যাপারে সংস্রব হয়।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোবন্ত রাও একাকী ইংরাজদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। বোধ হয় তাঁহা হইতে অধিক সাহসিক রাজার নাম ভারতবর্ষীয় ইংরাজী ইতিহাসের কুত্রাপি দ্রষ্টব্য নহে। যশোবন্ত রাও ঐ অব্দে মথুরা অধিকার করণানন্তর দিল্লী আক্রমণ করেন, এবং তাঁহার সৈন্যেরা এক পক্ষে দোয়াবের সর্ব্বত্র পরিক্রমণ করিয়া রহিল, ও অন্য পক্ষে পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিচরণ করিল। অনন্তর দিল্লী আক্রমণ করাতে লর্ড লেককর্তৃক তথাহইতে তাড়িত হইয়া তাঁহার সৈন্যসামন্ত আগরার সন্নিকটে দীগ্ নামক স্থানে সমবেত হয়, ও তথায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধের পর যশোবন্ত রাও পরাস্ত হইলে তিনি ভরতপুরের দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া ইংরাজদিগকে অনেক ক্লেশ দিয়াছিলেন। ইংরাজেরা কএক মাস চেষ্টার পর ভরতপুরের দুর্গ অভেদ্য বলিয়া ত্যাগ করেন,এবং সেই অবকাশে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাদের সহিত যশোবন্তের সন্ধি হয়; কিন্তু সে সন্ধিতে পরস্পরের বন্ধুতা মাত্র নিবদ্ধ হয়, অতএব তাহাতে কাহার অগমতা স্বীকার করিতে হয় নাই। ১৮১১ অব্দে যশোবন্ত রাওর মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহার পুত্র মল্লার রাও অত্যন্ত শিশু ছিলেন; রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে সম্পূর্ণ অপটু। তন্নিবন্ধন যশোবন্ত রাওর প্রধান স্বৈরিণী তুলসী বাঈ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। তৎকালে রাজ্যমধ্যে অরাজকের যে যে লক্ষণ তৎসমস্তই ঘটিয়াছিল। অধিকন্তু ১৮১৩ অব্দে বর্গীদিগের বিপক্ষে ইংরাজদিগের যুদ্ধের সময় হুলকর রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তাহাতে এক বৎসর কাল উভয় রাজ্যের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, এবং অবশেষে মহীদপুরের যুদ্ধে হুলকরের সম্যক্ পরাভব হয়; সুতরাং পূর্ব্বকার পরস্পর বন্ধুত্ব নিবন্ধক সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তে ১৮১৮ অব্দের ৫ জানুয়ারি দিবসে এক নূতন সন্ধিপত্র নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাতে হুলকর ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন, এবং ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণার্থে এক দল সৈন্য দিতে স্বীকৃত হন। অতঃপর মহারাজের ভূতপূর্ব্ব অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী তান্তিয়া যোগ বিবেচনা করিলেন, রাজসংসারের যাদৃশ ব্যয়, তাদৃশ আয় কিছুই নাই, নিত্য ঋণেরই বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ রাজকোষ অর্থ শূন্য, এতদবস্থায় কিছু কাল গত হইলে লক্ষ্মীরও লক্ষ্মী ত্যাগ হয়। তদর্থে যাহা সম্ভাবিত তাহাই রাখিয়া সমুদয় ব্যয় ন্যূন করিলেন, এবং ইংরাজদিগের নিকট অর্থ ঋণ করিয়া রাজ্যের পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও রাজ্যের বিশেষ উপকার দর্শিল না। ১৮১৯ অব্দে কৃষ্ণকুমার নামা জনৈক প্রতারক শিশু রাজা মল্লার রাওর ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক বিদ্রোহী হয়। তৎপর হরি রাও, ভৈরুর এবং অজিত সিংহ বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছিলেন, পরন্তু তাঁহারা কেহই সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। মল্লার রাও বয়োধিকার প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অব্যবস্থ সমাজেই কালক্ষেপণ করিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত রা-

জ্যের গুরুতর-ভার-বহনে তিনি অসক্ত ছিলেন। ১৮৩৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদীয় পত্নী গৌতমা বাঈ মার্ত্তণ্ড রাও নামা স্বগোত্রীয় এক শিশুকে পালক পুত্র গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে মল্ল রাও হরি রাও নামা এক জন জ্ঞাতিকে কারাবস্থায় রাখিয়াছিলেন। দায়ভাগের বিধান-মতে হুলকরের রাজত্ব তাঁহাকেই অর্শিয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি কতিপয় আত্মীয়ের সাহায্যে কারামুক্ত হইয়া মহেশ্বর নামক দুর্গ ও মণ্ডলেশ্বর পরগণা অধিকার করিয়াছিলেন। রাজপত্নী গৌতমা বাঈ অকস্মাৎ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মার্ত্তণ্ড রাওকে পদচ্যুত করণানন্তর তাঁহাকেই রাজসিংহাসনে আহ্বান করেন। তিনি দীর্ঘদর্শী ও জ্ঞানাপন্ন রাজা ছিলেন না; তন্নিমিত্ত মন্ত্রির হস্তে সমুদয় ক্ষমতা প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। মন্ত্রী ইচ্ছামত কার্য্য করাতে অনেকে তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার বিপক্ষে এক ষড়যন্ত্র নিবদ্ধ হয়। তৎপ্ররোচনায় একদা রাজা সায়ংকালে সভাকুট্টিমে বসিয়া আছেন, এই অবকাশে ৩০০ শত অস্ত্রধারী রাজার প্রাণ-সংহার-করণাভিপ্রায়ে রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে। কিন্তু তৎপরে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ না করিয়া রাজ্ঞীর অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করে। ঐ অবকাশে রাজপক্ষীয় লোক সচেত হইয়া তাহাদিগের সকলকে বিনাশ করিয়া ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়াছিল।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হরি রাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার পালক পুত্র কুন্দী রাও রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তৎপর বর্ষে উক্ত রাজা পরলোকগত হইলে হুলকর-গোষ্ঠীর ঝক্কুজী নামা কোন ব্যক্তি রাজা হন। তিনি প্রাপ্তব্যবহার হইয়া এক্ষণে হুলকর রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। তিনি ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের নিকট পালক-পুত্র-গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হুলকর রাজ্যে ৫,১৩,০০০ লোকের বসতি আছে। ইহার পরিধি ২০৭৯ বর্গ ক্রোশ। উক্ত রাজার অধীনে ৩৩৫০ পদাতিক ও ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আছে। তদ্ব্যতীত ২৪ টা কামান এবং তৎপরিচালনার্থে পাঁচ শত সৈন্য নিযুক্ত আছে। এতৎরাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব ৪৮,০০,০০০ টাকা।

মাড়বার রাজ্য।
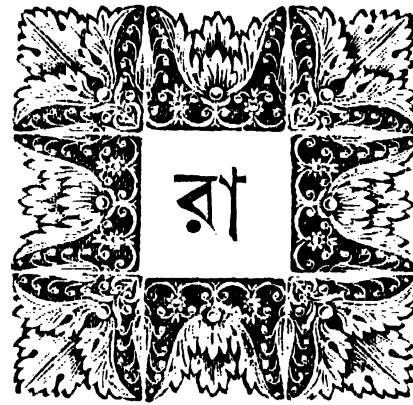
রাজবারা দেশে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের মাড়বার বিকানের বুঁদী প্রভৃতি অনেকগুলি স্বাধীন রাজত্ব ছিল। উদয়পুর ও জয়পুরই তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। পরন্তু মাড়বার রাজ্য অর্থ-সম্পত্তি-বিষয়ে উদয়পুর ও জয়পুরের সমপংক্তির অন্তর্ভূত না হইলেও অপর ঋদ্ধিমন্ত রাজ্যাপেক্ষা লঘুতর বলিয়া গণনীয় নহে। মাড়বার রাজ্যে রাঠোর-বংশীয় রাজপুত্রেরা বাস করেন। তাঁহারা নানা বংশে বিভক্ত, আদ্য, কচ্ছপ, রাঠোর, এবং শিশুধিয়া সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যে কুলমর্য্যাদায় রাঠোর বংশ যে রূপ খ্যাতিসম্পন্ন, সাহস ও দৈহিক সৌন্দর্য্যতায় তদনুরূপ তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মাড়বার রাজ্যের প্রাচীন নাম যুদ্ধপুর। জনশ্রুতি আছে যুদ্ধনামা কান্যকুব্জের রাঠোর রাজপুত্র-বংশীয় কোন রাজা ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মাড়বার রাজ্য সংস্থাপিত করেন। তন্নামেই মাড়বার রাজ্যের যোধপুর নাম হইয়াছে। অপরাপর রাজপুত্র-রাজ্যাপেক্ষা আদৌ উক্ত রাজ্য আক্‌বর নামক যবন সম্রাটের অধীন হইয়াছিল; এবং সুপ্রসিদ্ধ ঔরঙ্গজেবের সৈন্যা-

ধ্যক্ষ মহারাজা যশোবন্ত সিংহ মাড়বার রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে ঔরঙ্গজেব তাঁহার অপ্রাপ্ত-ব্যবহার পুত্র কলত্রাদিকে বলপূর্ব্বক যবনধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আদেশ করাতে যে সকল রাজপুত্র তদ্বিরোধী হইয়াছিলেন, দুরন্ত ঔরঙ্গজেব ঐ সমস্ত সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের শোণিতে ধরণীকে প্লাবিত করিয়াছিল। রাজপরিবারবর্গ দুর্গহইতে পলায়ন করিয়া অরণ্য ও পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করত জাতিকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। ফলতঃ ঔরঙ্গজেব পূর্ব্বোল্লিখিত হিন্দু নরপতিদ্বারা বহু সঙ্কটহইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াও অবশেষে তাঁহার আত্মীয়গণকে তাদৃশ অবস্থাগ্রস্ত করাতে তাহার অসৎপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ যবন ইতিহাসবেত্তা এবাদৎ খাঁ লিখিয়াছেন ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে যশোবন্ত সিংহের কুলপ্রদীপ অজিত সিংহ রাজদ্রোহী হইয়া পৈতৃক রাজ্য পুনরধিকার করত ঔরঙ্গজেব যে সকল যবন দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তৎসমস্ত চূর্ণ ও ভূমিসাৎ করিয়া পৈতৃক অপমানের ক্ষতি পূরণ করেন। তদবধি মাড়বার রাজ্য তাঁহার বংশাধীনে ছিল।

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে উল্লিখিত ধীরকেশরী বৈরনির্যাতন কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত উদয়পুর ও জয়পুরের রাজাদিগের সহিত এক সন্ধি করেন। ইতি পূর্ব্বে জয়পুর ও মাড়বার রাজারা যবন ভূপতিকে কন্যা সম্প্রদান করাতে তাঁহাদিগের সহিত উদয়পুরের রাজাদিগের আহার ব্যবহার বা ক্রিয়া-কাণ্ডের সংস্রব ছিল না। তন্নিমিত্ত এই রূপ অঙ্গীকারে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, যে জয়পুর অথবা মাড়বার বংশের রাজপুত্রেরা উদয়পুরের রাজার কন্যাকে বিবাহ করিলে তাঁহাদের অন্য কোন রাণীর পুত্র রাজ্য পাইবেন না, কেবল উদয়পুর সম্পর্কীয় পুত্রেরাই রাজ্য পাইবেন। পরন্তু ভবিষ্যতে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হওয়াতে জয়পুর ও মাড়বার রাজ্যে পৈতৃক বিষয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিত; অবশেষে দীর্ঘকাল বিবাদের ফল সম্যক্ দুর্ব্বলতা এবং অক্ষমতা পরিণত হইলে জনৈক মাড়বার রাজপুত্র মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের সহায়তা প্রার্থনা করেন, এবং "রাজ্যস্থান" পুনা দরবারের অধীন করণার্থে উক্ত সর্দ্দারগণকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত দৌলত রাও সিন্ধিয়া মাড়বার রাজ্য অধিকৃত করিয়া মাড়বারের রাজার নিকট ৩ লক্ষ টাকা কর গ্রহণ করিতেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মান সিংহ নামা এক ব্যক্তি মাড়বার প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অতি দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার সহিত সদ্ভাব রক্ষার নিমিত্ত সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তৎকালে হুলকর রাজ্যের সহিত সদ্ভাব করাতেই ইংরাজদিগের সন্ধির প্রস্তাবে পরাঙ্মুখ হন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দখল সিংহ পৈতৃক আসন অধিকার করিয়াছিলেন। বিখ্যাত দস্যু আমীর খাঁ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহার রাজ্য দুই বৎসর আপনার অধীনে রাখিয়াছিল। তদনন্তর রাজকোষ শূন্য করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলে ১৮১৭ অব্দে ছত্র সিংহ রাজা হন। তৎকালে মাড়বার রাজ্যে বর্গিরা আসিয়া উৎপাত করাতে তিনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। তদবধি মাড়বার রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের বৈষয়িক ব্যাপারে সংস্রব হয়, এবং মাড়বার রাজ্যের যে ৩ লক্ষ টাকা সিন্ধিয়াকে প্রদত্ত হইত তাহা এক্ষণে ইংরাজেরা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সন্ধির পর

ছত্র সিংহ পরলোক গত হন। তৎপরে মান সিংহ মাড়বার রাজ্যের আসন গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে তিনি কতিপয় অমাত্যবর্গকে দণ্ড প্রদান করাতে তাহারা রাজদ্রোহী হইয়াছিল, পরন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, যেহেতু ইংরাজেরা তৎকালে তাঁহার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ অব্দে মানসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহই না থাকাতে তখত্ সিংহ নামা এক জন স্বগোত্রীয় মৃত রাজার আসন গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহ কালে মহারাজা তখত্ সিংহ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইংরাজরাজ্যে আগমন করিলে ১৭ টী তোপ হইবার অনুমতি আছে।

মাড়বার রাজ্য ৮৯১৮ বর্গ ক্রোশ বিস্তার, ১৭,৮৩,৩০০ মনুষ্যের আবাস স্থান। ও তথাকার রাজস্ব ১৭ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, তন্মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা সম্বর হ্রদোৎপন্ন লবণহইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। মাড়বার রাজ্যের অধীনে ৩০০০ সৈন্য আছে।

চিগ্গা কীট।
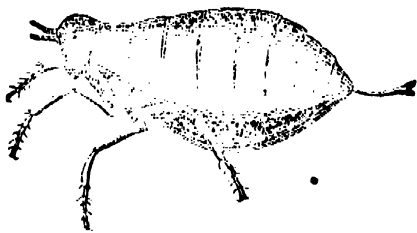
অত্যন্ত ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য, নিতান্ত জঘন্য, বিদেশীয় কোন কীটের ইতিহাস রম্য হইতে পারে না। পরন্তু চিগ্গা নামক কীট তদ্রূপ হীন হইলেও তাহার বিবরণ বঙ্গীয় পাঠকদিগের জ্ঞাতব্য হইয়াছে; কারণ ত্বরায় এতদ্দেশে ঐ জীবের আসিবার সম্ভাবনা, এবং তাহার আগমন হইলে অনেককে যৎপরোনাস্তি যাতনা ভোগ করিতে হইবে। উক্ত কীট এই ক্ষণে আমেরিকা ও আফরিকা খণ্ডে তথা জামেকা কুবা মরিচ প্রভৃতি দ্বীপে বর্ত্তমান আছে; কিন্তু যেহেতু উহা জীবিত মনুষ্যের মাংসে আপন আবাস নির্ম্মাণ করে, অতএব সম্যক্ সম্ভাবনা আছে যে প্রত্যাবর্ত্তক কুলির অঙ্গে তাহারা ত্বরায় এতদ্দেশে আসিবে। ইক্ষু-ক্ষেত্রেই বর্ণনীয় কীটদিগের সম্যক্ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তথাকার কাফরী ও বাঙ্গালী পরিশ্রমী কুলিদিগের পদতল ভেদ করিয়া তন্মধ্যে আপন আবাস স্থাপিত করে, এবং তদ্দ্বারা মারাত্মক পীড়া জন্মায়। তাহাতেই দৃঢ়কায় সবল কাফ্রিরা অকালে মৃত্যুর মুখাবলোকন করে। প্রসিদ্ধ আছে যে ইহাদিগের দংশন এতাদৃশ সূক্ষ্ম যে যাবৎ তাহার দংশনাস্ত্র মাংসগত না হয় তাবৎ কোন প্রাণীই তাহার অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। তৎপ্রযুক্ত পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হওয়াও সুকঠিন। অপর উহা ত্বগ্ ভেদ করিয়া মাংসমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই যদি তাহাদিগকে দূরে নিক্ষিপ্ত করা হয়, তবেই মঙ্গল, নচেৎ প্রমাদ, যেহেতু ঐ কীট সকল মাংসের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এরূপ সন্ধির স্থানে থাকে যে ঐ স্থান না কাটিলে তাহা বহির্গত করা দুষ্কর হয়। অপর ইহা শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্রমাগত রক্ত পান করিতে থাকে, এবং মাংসের মধ্যে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া এক খানি শুক্ল ত্বগদ্বারা তাহা আবৃত করণানন্তর তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করিতে থাকে। তদবস্থায় ঐ আবাস চেপটা মুক্তার ন্যায় দেখায়।

চিগ্গা কীট কথিত আবাসের দ্বারে বসিয়া মুখ ও পুরঃপদ বাহিরে রাখিয়া রক্ত পান করিতে থাকে, ও পশ্চাৎভাগ আবাস মধ্যে রাখিয়া নিয়ত অণ্ড প্রসব করে। এতদবস্থার চিত্র পর পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে, এই প্রকারে প্রায় চারি পাঁচ দিব-

সের মধ্যেই ঐ আবাস অণ্ডে পূর্ণ হয়। বল্মীক মাকড়শা প্রভৃতি কীটের যে রূপ অসঙ্খ্য অণ্ড সমুৎপন্ন হয়, চিগগা-কীটাণ্ডেরও তদ্রূপ পরিশেষ নাই। বস্তুতঃ ঐ অণ্ডাধারে সমস্ত অণ্ড প্রস্ফুটিত হইলে নবপ্রসূত কীটে মনুষ্যের সর্ব্ব কলেবর পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রাণ সঙ্ঘাতক হয়। তদর্থে কাফ্রিজাতিরা ঐ অণ্ড প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই ছুরিকাদ্বারা আপনাদের মাংস কাটিয়া সূচিকার সাহায্যে শ্বেত চর্ম্মের আবাসের সহিত সমস্ত অণ্ড বাহির করিয়া ফেলে। পরন্তু ঐ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অতি কষ্টসাধ্য, যেহেতু ঐ আবাস অতি সূক্ষ্ম ও অনায়াসে ভগ্নশীল, তাহা হইলে অতি সূক্ষ্ম প্রায় অদৃশ্য ক্ষুদ্র অণ্ড সকল ছড়িয়া পড়ে, এবং তাহাহইতে নবপ্রসূত কীট অস্থি মাংসের সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হয়। ক্ষত-স্থান কীট নির্ম্মুক্ত হইলেও কিয়ৎকাল বেদনাবিশিষ্ট থাকে। পরন্তু পদমধ্যে চিগগা কীট দীর্ঘকাল থাকিলে অনেককে এক কালে পঙ্গু করিয়া ফেলে। গৃহপালিত গোমেষাদির পক্ষে বিশেষতঃ শূকরের পক্ষে এই কীট কৃতান্ত বলিলেই হয়। যেহেতু এক বার তাহাদের মাংসে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদিগকে ধ্বংস না করিয়া পরিত্যাগ করে না।
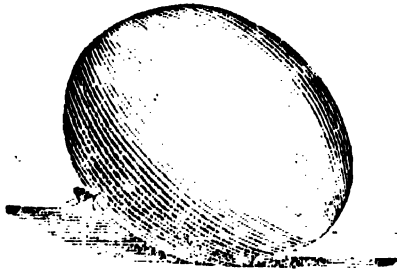
চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

নিম্নস্থ চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্ম্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালা মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্ত্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।

কবতক্ষ নদ।

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে,
সতত তোমার কথা ভাবি হে বিরলে।
সতত, যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শুনে মায়া যন্ত্র ধ্বনি, তব কল কলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।
কোথা তুমি? কোথা আমি? কুভাগ্যের বলে
স্মরিলে সে কথা, হায়, আসে গো নয়নে
বারি-বিন্দু; নিরানন্দে ভাসি চক্ষু জলে।
কিন্তু বৃথা খেদ এবে! যত দিন যাবে,
প্রজা-রূপে রাজ-রূপ সাগরেরে দিতে
কর-রূপ বারি তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কাণে, হে নদ, পিরীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি কবি-ভাবে
লইছে যে তব নাম, বঙ্গের সঙ্গীতে।

সায়ঙ্কাল।

চেয়ে দেখ চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে।
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী,
সিক্ত ধড়া পরি ধনী দৈব মায়া বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি।
কনক কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণমালা গলে,
সাজাইবে গজ বাজী; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে; বহিবে অম্বরে।
নদ-কূলে, উজ্জ্বলিত স্বর্ণ বর্ণ নীরে,
সুবর্ণের গাছ রোপি থোবে লো উপরে।
স্বর্ণ অঙ্গ বিহঙ্গম! এ বাজী করারে,
শুভক্ষণে দিনকর কর দান করে॥

গ্রাম্য সভা।

নব জাতির পরস্পর ঐকমত্য ও স্বাধীনতা যাদৃশ অসীম সুখের নিদান, পরস্পর অনৈক্য ও পরাধীনতা তাদৃশই দুঃখের নিদান.সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামের যে বাটীতে অধিকসঙ্খ্যক পরিবার একাত্মবর্ত্তী ও একমত হইয়া বাস করেন, সেই বাটীস্থ লোকেরাই অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য ও সুখ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতেছে; এক ব্যক্তির কোন অসুখ হইলে অন্য ব্যক্তি তাহার অংশভাগী হইতেছে; এক জনের কোন সুখের বিষয় উপস্থিত হইলে সকলেই সেই সুখের অধিকারী হইতেছে। আবার কার্য্যসাধনের সুবিধাই বা কত? কথায় বলে "পাঁচের লাঠী একের বোঝা" অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক এক খানি যষ্টি হস্তে করিয়া গমন করিলে তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না, কিন্তু বহুসঙ্খ্যক ব্যক্তির যষ্টি একত্র সমষ্টি করিলে এক ব্যক্তির পক্ষে তাহার ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কিন্তু ঐরূপ ঐকমত্য কেবল এক এক গৃহস্থের মধ্যে সম্ভাব্য, পল্লীস্থ সকলের সহিত তাহা ঘটিয়া উঠে না; ধনভেদ পদভেদ জাতিভেদাদি নানা কারণে তাহার ব্যাঘাত হয়। পরস্পরের সর্ব্বদা সাক্ষাৎ না থাকিলে সখ্যভাব সম্ভব হয় না; বিভিন্ন পদের মনুষ্য পরস্পরের বাটী যাইতে সঙ্কুচিত হন, কারণ এক পক্ষে ধনমর্য্যদা ও অন্য পক্ষে ন্যূনতা স্বীকার বা খোসামুদের অপবাদ সর্ব্বদা প্রতিবন্ধক থাকে, এমত অবস্থায় একতার অভিপ্রায় [সি]দ্ধ হয় না, এই প্রযুক্ত আমাদিগের বিবেচনীয় নিম্ন লিখিত উপায় আদরণীয় বোধ হইতেছে।

মফঃসলের প্রতি পল্লীতে এক একটী সভা সংস্থাপন করা আবশ্যক। গ্রামের অধিকাংশ উত্তম মধ্যম ব্যক্তি ঐ সভাতে সময়ে সময়ে সমবেত হইবেন। তথায় সুশিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী ও নির্ধন, নব্য ও প্রাচীন সকল সাম্প্রদায়িক লোকেরই সমাগম হইবে। পান তামাক ইত্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবহারের এবং গান বাদ্য প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করিবার সুবিধা থাকিবে। সভার দিবস সভ্যেরা কিয়ৎকাল উপবেশন, শিষ্টালাপ, ক্রীড়া, ও গান বাদ্যাদি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করিয়া সভা ভঙ্গ করিবেন। এই রূপ সভার নিমিত্ত গ্রামের মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সাধারণ স্থান নিরূপিত ও সভাগৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার ব্যয়ের নিমিত্ত সভ্যেরা এক কালীন বা প্রতি মাসে কিছু কিছু চাঁদা দিবেন। চাঁদার অর্থ সকলেরই তুল্য দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা যে ব্যক্তি অধিক দিবেক সে অবশ্য অধিক ক্ষমতা প্রকাশাকাঙ্ক্ষা করিবেক, তাহাতে সভ্যদিগের স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইবে এবং সভার যে মুখ্য উদ্দিষ্ট সকলে সমতুল্য হইয়া মিলিত হইবেন তাহার ব্যাঘাত হইবে। সভার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে এক এক ব্যক্তিকে ভার-গ্রহণ করিতে হইবে।

পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, ইহা একটী আস্ত নূতন বিষয়ক কথার উত্থাপন হইতেছে। সচরাচার পল্লীগ্রামে এই সভার অনুরূপ প্র
এক একটী সভাস্থান নিরূপিত আছে, ও
আংশিক রূপে উল্লিখিত রূপ স
নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই প্র
প্রণালী উৎকৃষ্ট নিয়মানুসারে
উপায় নির্দ্ধারিত হইতেছে।
মধ্যে অপেক্ষাকৃত কোন স
প্রায়ই গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়
জাতীয় প্রাচীন ও নব
সায়ংকালে বা সময়

তাঁহারা তথায় কিয়ৎক্ষণ খেলা ও গান বাদ্যাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করেন। ঐ রূপ সভাতে পান তামাক ইত্যাদির বিষয়ে যাহা কিছু ব্যয় হয় তাহা ঐ বাটীর অধিকারি সম্পন্ন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ সভার দোষ এই যে, বড় মানুষ বা সম্পন্ন লোকের বাটীতে যে সকল গ্রামস্থ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই কতক পরিমাণে ঐ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট সঙ্কুচিত ও বাধ্য থাকিতে হয়; প্রায়ই তোষামোদদ্বারা উঁহাদিগের নিকট চাটুকারিতা প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় কদাচই প্রকৃত সুখানুভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐরূপ মজলিসে প্রায়ই কোন প্রকার উন্নতির উপায় বিধান করা হয় নাই। কিন্তু পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে আমাদিগের প্রস্তাবিত রূপ সভা করিলে পূর্ব্বোক্ত মজলিসের অভিপ্রেত কার্য্যের লভ্য অবিরোধে কাকতালীয় ন্যায় লক্ষিত হয় কি না?

প্রথমতঃ। প্রস্তাবিত রূপ ভাবী সভাতে শতাবধি লোকের সমাগম হইবে, সুতরাং সকলের পরামর্শে গ্রামস্থ ব্যক্তি-সাধারণের উন্নতির উপায় বিধান করা হইতে পারে। কিসে গ্রামস্থ ব্যক্তি-গণের জ্ঞানশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য, কুট্-... বাটী, ঘর নির্ম্মাণ ইত্যাদির সুবিধা, উন্নতি ...লা হইবে, তাহার পরামর্শ হইতে পারে। ... সাধারণের উপরি কোন বিপদ্ উপ-... ...হা নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ ...ন কর গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি ...রর বা অন্য কোন বিদেশীয় অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছে ...ভদ্রাভদ্র সকলের পরামর্শে ...পায় হইতে পারে তাহার না কি? প্রায়ই গ্রামস্থ ব্যক্তিগণকে এখন সকল স্থলে মধ্যে মধ্যে পেঞ্চায়িত করিতে হইয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ সভার নিয়ম থাকিলে আর বিশেষ চেষ্টা পাইয়া পাঁচ জনকে আহ্বান করিতে হইবেক না; অথচ সামান্য ব্যক্তিগণ বিশেষ আহ্বান করিলেও যাঁহাদিগের উপস্থিতি লাভ করিতে পারিত না তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উপস্থিত থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ। পরস্পরের বিরোধ-ভঞ্জন ও ঐক্য-সম্পাদন হইতে পারে। ভ্রাতৃবিরোধ, জ্ঞাতিবিরোধ, দলাদলী, গ্রামস্থ এক ব্যক্তির সহিত ব্যক্ত্যন্তরের কোন বিষয় ঘটিত বিরোধ প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে। সে সকল বিষয় অধিকাংশ বিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা মীমাংসিত হইলে বিলক্ষণ ইষ্টলাভ হইতে পারিবে, আশ্চর্য্য কি?

চতুর্থতঃ। পরস্পারের বা অন্য কোন ব্যক্তির উপকারার্থে ধন সঞ্চয় করা যাইতে পারে। মনুষ্যের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না; এক সময়ে যাঁহার গৃহ ধন, জন ও আমোদ প্রমোদ পরিপূর্ণ দেখা যায়, কিছু কাল পরে আবার তাঁহাকে ধনহীন জনহীন, মহাদুঃখে পতিত দেখিতে পাওয়া যায়। মারীভয়, চৌর্য্য, ডাকাইতি, গৃহদাহ ইত্যাদি দুর্ঘটনা ঐরূপ বিপৎপাতের কারণ। কিন্তু প্রস্তাবিত রূপ সভাতে সভ্যেরা সমবেত হইলে দুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত চাঁদা অনায়াসে সঙ্গৃহ হইতে পারে, সৌভাগ্যবশতঃ গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের ঐরূপ কোন ক্ষতি উপস্থিত না হইলে অপেক্ষাকৃত বিদেশীয় দীন, দরিদ্র, অনাথ, অন্ধ, কুষ্ঠী প্রভৃতির উপকারের নিমিত্ত সঙ্গৃহীত হইতে পারে। পাঠকবর্গ মনে করুন যদি আমাদিগের অভীপ্সিত সভাহইতে এক দিনের জন্য এতাদৃশ মহার্থ লাভ হয় তাহা হইলে ঐ সভা কি পরম মনোহারিণী মূর্ত্তিই ধারণ করিবে?

পঞ্চমতঃ। ঐ রূপ সভাতে বিদ্যা ও ধর্ম্মের আ-

লোচনা হইলে আবার কি অনির্ব্বচনীয় সুখের উৎপত্তি হইবে? মনে করুন গ্রামস্থ প্রাচীন সাম্প্রদায়িক কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা করিতে থাকুন,অন্যান্য অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত প্রাচীন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিতে থাকুন। এদিগে অন্যতর স্থানে সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়, বাঙ্গালা ইংরাজী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাতে সুকুমার সাহিত্যাদি শাস্ত্রের বক্তৃতা করিতে অভ্যাস করুন। যিনি যে বিষয় উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছেন তিনি তদ্বিষয় অন্যকে উপদেশ প্রদান করুন; উপস্থিত সকলের মনোহরণ করিতে থাকুন। তখন কি শ্রোতৃমণ্ডলী কি বক্তৃগণ কি অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ ও সুখামৃত-হ্রদে নিমগ্ন হইবেন।

ষষ্ঠতঃ। শারীরিক ব্যায়াম ও হাস্য পরিহাস এবং গান বাদ্য ক্রীড়াদি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করত পরম সুখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে পারা যাইবে অথচ তদ্বিষয়ে কাহাকেও কাহার অধীন বা কাহার নিকট সঙ্কুচিত বা ভীত বা অধিক ব্যয়ের ভাগী হইতে হইবে না।

নানাবিধ সাংসারিক চিন্তা পরিশ্রম করিয়া পরে দুই একটী বন্ধু ব্যক্তির সহিত অতি অল্পকাল সামান্যরূপ গান বাদ্যাদি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করিলে অন্তঃকরণে যে কিরূপ সন্তোষ ও সুখের উদ্রেক হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং যখন সমবয়স্ক, সমবিদ্য ও সমব্যবসায়ী অধিকাংশ ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া স্বাধীনতার সহিত আপনাদিগের মনোমন্দিরের কবাট উদ্ঘাটন করত আমোদ প্রমোদে মগ্ন হইবেন, তখন কি অচিন্তনীয় ও অভাবনীয় সুখের উদ্রেক হইবে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা কষ্ট সাধ্য।

এক্ষণে আমরা পাঠকবর্গের নিকট এই বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি যে আপনারা সকলে মনোযোগী হইয়া এই রূপ পরম শুভকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত পরস্পরের সুখোৎপাদনে কৃতসঙ্কল্প হউন। তাহা হইলেই আমাদিগের লেখনী চরিতার্থ হইবে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

দুর্গেশনন্দিনী। ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

বিলাতে প্রবাদ আছে যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যের কল্পনা-শক্তি যেরূপ বলবতী এমত আর কোন দেশীয়ের নাই। বোধ হয় পুরাণাদির আখ্যায়িকা ও পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশাদি উপন্যাস গ্রন্থের উদ্দেশে এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। পরন্তু নব্য বাঙ্গালী গ্রন্থ দেখিলে সে কল্পনা শক্তির কোন চিহ্নও এতদ্দেশে দেখা যায় না, প্রত্যুত বঙ্গদেশে কল্পনা শক্তির তিরোভাব হইয়াছে বোধ হয়; যে কোন গ্রন্থ নূতন হইতেছে তৎসমুদায়ই এক আদর্শের অনুকরণ সর্ব্বত্র প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালীতে যত গদ্যকাব্য হইয়াছে তৎসকলই প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছায়াস্বরূপ বোধ হয়; এবং সেই বিদ্যাসুন্দরও সংস্কৃত চোরপঞ্চাশতের অনুকরণ মাত্র।) ফলে এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা আমাদিগের এক প্রাচীনা কুটুম্বিনীর সদৃশ বোধ হন। ঐ কুটুম্বিনীর নিকট আমরা বাল্যকালে "রূপকথা" শুনিতাম, এবং তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে কহিতেন "এক রাজার দুই রাণী, সো আর দো, সোকে রাজা বড় ভাল বাসিতেন, দোকে দেখিতে পারিতেন না।" তিনি এক দিবসের নিমিত্তেও এই উপক্রান্তের অন্যথা করিতেন না, নব্য গ্রন্থকারেরাও সেই রূপ আদর্শের অন্যথা করিতে বিমুখ। (রত্নাবলীতে শ্রীহর্ষ নায়কের আদর্শ স্বরূপে বৎসরাজকে পৌরুষ-বিহীন অল্প-বুদ্ধি রোদন-

শীল কামাতুর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদবধি সেই ভাব নায়ক-মাত্রেতেই দৃষ্ট হয়, কুত্রাপি অন্যথা দেখা যায় না। এই প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয় সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙ্গালী গদ্যকাব্য-পাঠে অত্যন্ত অনুরাগবিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরীকরণ হইয়াছে। আমরা তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা, সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। যাঁহারা ইংরাজী গদ্যকাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেক স্থানে ইংরাজি নবেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রতিভার কোন বিশেষ হানি হয় না। যাঁহারা নূতন সরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুযায়ী; যাঁহারা বীর্য্যবৎ বাক্যের আদরকারী; যাঁহারা বিনানুপ্রাসে রচনার চাতুর্য্য হইতে পারে এমত জ্ঞান করেন; যাঁহারা মহদ্‌গুণে পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন; কারণ ইহা তাঁহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক্ প্রকারে পোষক, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য গল্পটী সমস্ত অলীক নহে। ইহার মূল আখ্যায়িকাটি জাহাঁনাবাদে অদ্যাপি ইতিবৃত্ত বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহারই সম্প্রসারণ করিয়া গ্রন্থকার আপন গল্পটী সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা ঐ ইতিবৃত্ত শ্রুত হই নাই, অতএব বর্ত্তমান গল্পের কি পর্য্যন্ত ইতিবৃত্তমূলক ও কোন অংশই বা কল্পিত তাহার নিরূপণ করণে অক্ষম। গল্পের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে) তিন শত বৎসর হইল জাহাঁনাবাদের নিকট গড়মান্দারণ নামক দুর্গ বীরেন্দ্র সিংহ নামা এক জন রাজপুত্র প্রধানের অধিকারে ছিল। তাঁহার কন্যা তিলোত্তমা বিমলা নাম্নী সহচরী সমভিব্যাহারে একদা গ্রামপ্রান্তে এক মহাদেবের মন্দিরে সন্ধি-পূজার উপলক্ষ্যে গিয়াছিলেন, এমত সময়ে কাল-বৈশাখীর এক ঝড় আসাতে তাঁহাদের শিবিকাবাহক ও পরিচরবর্গ তাঁহাদিগকে সে মন্দিরে ফেলিয়া পলায়ন করে। তাঁহারা ভয়ে ভীতা হইয়া মন্দিরমধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আছেন এমত সময়ে সুবিখ্যাত মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ পথভ্রমে আপন সৈন্যহইতে পৃথক্ হইয়া ঝটিকার দুর্যোগহইতে আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত ঐ মন্দিরে উপস্থিত হন। ঐ অবকাশে তিন জনের সাক্ষাৎ হয় এবং ঐ প্রথম দৃষ্টিতেই তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের পরস্পর অনুরাগ উৎপন্ন হয়। এই সাক্ষাৎ সময়ে তিলোত্তমা আপনার পরিচয় দেন নাই, কিন্তু তাঁহার সহচরী এক পক্ষ পরে রাজকুমারকে ঐ মন্দির মধ্যে আসিয়া তিলোত্তমার পরিচয় দিবার অঙ্গীকার করেন। পক্ষান্তে ঐ অঙ্গীকার রক্ষার সময় রাজকুমার অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করাতে বিমলা তাঁহাকে সেই রাত্রিতেই তিলোত্তমার নিকট লইয়া যাইতে স্বীকৃত হন। বিমলা প্রত্যক্ষতঃ পরিচারিকারূপে থাকিতেন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি বীরেন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী এবং তিলোত্তমার বিমাতা ছিলেন। দুর্গমধ্যে তাঁহার বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল, এবং তন্মধ্যে যাতা-যাতের এক গুপ্ত দ্বারের চাবি তাঁহার নিকট থাকিত। ঐ চাবির সহকারে তিনি দুর্গ মধ্যে রাজকুমারকে আনয়ন করেন; কিন্তু কিঞ্চিৎ অসাবধানতা প্রযুক্ত ঐ অবকাশে বীরেন্দ্রের শত্রু জনৈক পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ কএক জন সহচর সমভিব্যাহারে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গ অধিকৃত করত বীরেন্দ্রকে বধ ও তাঁহার স্ত্রী

কন্যা ও জগৎ সিংহকে বন্দী করে। এতদবস্থায় কিয়দ্দিবস গত হইলে বিমলা পাঠানদিগের প্রধান কতলু খাঁকে গোপনে বধ করিয়া আপন ও তিলোত্তমার উদ্ধার করেন। তদনন্তর কিয়ৎকাল ক্লেশ ভোগের পর জগৎ সিংহ তিলোত্তমাকে বিবাহ করেন। (এই গল্পের বিন্যাসে অনেক প্রকার অকস্মাৎ ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে পাঠকদিগের মনকে একান্ত বশীভূত করে, এবং গ্রন্থ-পাঠ-সমাপ্তি-পর্য্যন্ত গ্রন্থ-ত্যাগের মানসকে এক কালে দূরীভূত করে। গল্পের মুখ্য পদার্থ আদিরস হইলেও তাহার কুত্রাপি অসহনীয় বর্ণন হয় নাই, ও স্থানে স্থানে উপহাস বর্ণনদ্বারা চিত্ত-বিস্ফারণের উপায় করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের বর্ণনা-শক্তি বিলক্ষণ বলবতী এবং যে কোন বিষয়ের আদর্শ শব্দে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাই মনোজ্ঞ বোধ হয়। নায়িকার রূপ বর্ণনা গ্রন্থকারদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এতদ্দেশের নব্য প্রচলিত প্রথায় তিল কলা তাল বেল প্রভৃতি কএক ফল মূলের সমাহার করিলেই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কেহই তাহার পরিবর্ত্তন করেন না। বঙ্কিম বাবু তাহার অন্যথায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত তিলোত্তমার রূপবর্ণনে প্রতীত হইবে।)

"তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠককে সুন্দরীর রূপানুভব করাইতে বাসনা করি, কিন্তু কিরূপে সে রূপরাশি অনুভূত করাইব? পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল-প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষে দেখিয়াছেন? এক বার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কৈশোরে, যৌবনে, প্রাগল্‌ভ্য বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, পুনঃ২ যে মনোমোহিনীমূর্ত্তি স্মরণ পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখন চিত্তমালিন্য-জনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন। যে মূর্ত্তি সৌর্য্য প্রভা প্রাচুর্য্যে মনঃ প্রদীপ্ত করে, যে মূর্ত্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয় মধ্যে বিষধর দন্ত রোপিত করে, এ সে মূর্ত্তি নহে; যে মূর্ত্তি কোমলতা, মধুরতাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়; এ সেই মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতি মধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি।"

(পরন্তু তিনি যে কেবল পূর্ব্ব প্রথার পরিহার করিয়াছেন এমত নহে; পূর্ব্ব প্রথার শ্লেষে আশমানির রূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অনুপযুক্ত হয় নাই। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে সেই বাক্য গুলি এই স্থানে উদ্ধৃত করিব, কিন্তু তন্মধ্যে কএকটা স্পষ্ট বর্ণনা থাকা প্রযুক্ত আমাদিগের স্ত্রী পুত্রাদির পাঠ্য সন্দর্ভে তাহা গ্রহণীয় হইল না। পরন্তু তাহার গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপে যে শ্লেষ ও বক্রোক্তি পূর্ণ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে তাহার পাঠে অনেকে হর্ষোৎফুল্ল হইবেন বিবেচনায় তাহা এই স্থলে পরিগৃহীত হইল।)

"হে বাগ্‌দেবি! হে কমলাসনে! শরদিন্দুনিভাননে! অমল-কমল-দল-নিন্দিত-চরণ-ভক্ত-জন বৎসলে! আমাকে সেই চরণ কমলের ছায়া দান কর; আমি আশ্মানির রূপ বর্ণনা করিব। হে অরবিন্দাননসুন্দরি-কুল-গর্ব্ব-খর্ব্বকারিণি! হে বিশাল-রসাল-দীর্ঘসমাস-সঙ্কুল-স্বষ্টি-কারিণি! এক বার পদ-নখের এক পার্শ্বে স্থান দাও, আমি রূপ বর্ণনা করিব। হে পণ্ডিতকুলেপ্সিতপয়ঃপ্রস্রবিণি! হে মূর্খজনপ্রতি-ক্বচিৎ-কৃপা কারিণি! হে অধমতারিণি, হে অঙ্গুলি-কণ্ডূয়ন-বিষমবিকারসমুৎপাদিনি, হে, বটতলাবিদ্যা-প্রদীপ তৈল-প্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ এক বার উজ্জ্বল

করিয়া দিয়া যাও। মা! তোমার দুই রূপ, যেরূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি মালতী-মাধব, ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না; যে মূর্ত্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়া ছিলেন, যে প্রকৃতির প্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব্ব রূপ বর্ণনা করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে, মূর্ত্তিতে আজিও বটতলা আলো করিতেছ, সেই মূর্ত্তিতে এক বার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশ্মানির রূপ বর্ণনা করি।”

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু হাস্য-রসোদ্দীপনে বিলক্ষণ যত্নশীল; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এই ক্ষণে বাঙ্গালী পুস্তক ভদ্র মহিলারা পাঠ করিয়া থাকেন ইহা তিনি সর্ব্বত্র স্মরণ রাখেন নাই, অথবা তাঁহার পুস্তক তাহাদিগের গ্রাহ্য করিবার সম্যক্ চেষ্টা পায়েন নাই। অনেক কথা আছে যাহা স্পষ্টাপেক্ষা পরোক্ষে ভদ্র হয়, ইহা বিস্মৃত হওয়া অনেক গ্রন্থকারের সহৃদয়তার হানিকর হইয়া থাকে। সে যাহা হউক এস্থলে বঙ্কিম বাবুর হাস্য-রসের পরিচয়-দায়ক-স্বরূপে একটি আখ্যান উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য-বিধায়ে আশ্মানির সহিত দিগগজাচার্য্যের রসাভাস প্রগৃহীত হইল।) তদ্যথা—

“আশ্মানি দিগগজের কুটীরে আসিয়া দেখিল, যে, কুটীরের দ্বার রুদ্ধ; ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে।” ডাকিলেন—

“ও ঠাকুর!” কেহ উত্তর দিল না।

“বলি ও গোঁসাঞি!” উত্তর নাই।

“মর! বিটলে কি করিতেছে? ও রসিকদাস প্রভু!” উত্তর নাই।

আশ্মানি কুটীরের দোয়ারে ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছে, সেই জন্যে কথা নাই; কথা কহিলে ব্রাহ্মণের আহার হয় না। আশ্মানি ভাবিল, ইহার আবার নিষ্ঠা; দেখি দেখি কথা কহিয়া আবার খায় কি না।

“বলি ও রসিকদাস!” উত্তর নাই।

“ও রসরাজ!”

“হুম্!”

“বামন ভাত গালে করিয়া উত্তর দিয়াছে, ও ত কথা হলো না” এই ভাবিয়া আশ্মানি কহিল,

“ও রসমাণিক!”

“হুম্!”

“বলি কথাই কও না, খেও এর পরে।”

“হু—উ—উম্!”

“বটে, বামন হইয়া এই কাজ—আজই স্বামী ঠাকুরকে বলে দেব; ঘরের ভিতর কে ও?”

ব্রাহ্মণ সশঙ্কচিত্তে শূন্য ঘরের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ নাই দেখিয়া পুনর্ব্বার আহার করিতে লাগিল।

আশ্মানি আবার কহিল,

“ও কি, আবার খাও যে? কথা কহিয়া আবার খাও?”

“কই কখন কথা কহিলাম?”

আশ্মানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; “এই ত কহিলে।”

“বটে, বটে, বটে, তবে আর খাওয়া হইল না।”

“হাঁ ত; উঠে আমায় দ্বার খুলিয়া দাও।”

আশ্মানি ছিদ্রহইতে দেখিতেছিল ব্রাহ্মণ যথার্থই অন্ন ত্যাগ করিয়া উঠে। কহিল,

“না, না, ও কয়টা ভাত খাইয়া উঠিও।”

“না আর খাওয়া হইবে না, কথা কহিয়াছি।”

“সে কি? না খাও ত আমার মাথা খাও।”

“রাধে মাধব! কথা কহিলে কি আর আহার করিতে আছে?”

"বটে, তবে আমি চলিলাম; তোমার সঙ্গে আমার অনেক মনের কথা ছিল, কিছুই বলা হইল না। আমি চলিলাম।"

"না, না, আশ্মান্, তুমি রাগ করিও না; আমি এই খাইতেছি।"

ব্রাহ্মণ আবার খাইতে লাগিল; দুই তিন গ্রাস আহার করিবা মাত্র কহিল,

"উঠ, হইয়াছে; দ্বার খোল।"

"এই কটা ভাত খাই।"

"এ যে পেট আর ভরে না; উঠ নহিলে কথা কহিয়া ভাত খাইয়াছ বলিয়া দিব।"

"আঃ নাও; এই উঠিলাম।"

ব্রাহ্মণ গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বার খুলিলে আশ্মানি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দিগ্গজের হৃদ্বোধ হইল, যে প্রণয়িনী আসিয়াছেন, ইহার সরস অভ্যর্থনা করা চাই; অতএব হস্ত আন্দোলন করিয়া কহিলেন,

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি!"

আশ্মানি কহিল, "এটি যে বড় সরস কবিতা; কোথা পাইলে?"

"তোমার জন্যে এটি আজ রচনা করিয়া রাখিয়াছি।"

"সাধ করিয়া কি তোমায় রসিকরাজ বলেছে।"

"রসিকঃ কৌষিকো বাসঃ—সুন্দরি! তুমি বইস; আমি হস্ত প্রক্ষালন করি।"

আশ্মানি মনে মনে কহিল, "অলোপ্পেয়ে, তুমি হাত ধোবে? আমি তোমাকে ঐ এঁটো পাতে আবার খাওয়াব।"

প্রকাশ্যে কহিল, "সে কি! হাত ধোও যে, ভাত খাও না।"

গজপতি কহিলেন, "কি কথা! ভোজন করিয়া উঠিয়াছি, আবার ভাত খাব কিরূপে?"

"কেন? তোমার ভাত রহিয়াছে যে, উপবাস করিবে?"

দিগ্গজ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "কি করি: তুমি তাড়াতাড়ি করিলে।" এই বলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে অন্ন পানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আশ্মানি কহিল, "তবে আবার খাইতে হইবেক।"

"রাধে মাধব! গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, আবার খাইব?"

"হাঁ, খাইবে বই কি—এই খাও, দেখ" বলিয়া আশ্মানি হস্ত ধরিয়া টানিয়া বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজনপাত্রের নিকট বসাইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,

"ছি! ছি! ছি! রাম, রাম, রাম! করিলে কি? করিলে কি? উচ্ছিষ্ট মুখ, তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে?"

"ক্ষতি কি? পিরীতে সব হয়।"

ব্রাহ্মণ নীরব হইয়া রহিলেন।

"খাও।"

"গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, তুমি আবার স্পর্শ করিলে, আবার খাইব?"

"হাঁ, খাইবে বই কি? আমারই উচ্ছিষ্ট খাইবে।"

এই বলিয়া আশ্মানি ভোজন পাত্রহইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল। ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া রহিলেন।

আশ্মানি উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজনপাত্রে রাখিয়া কহিল, "খাও।"

ব্রাহ্মণের বাঙ্নিষ্পত্তি নাই।

"খাও; শোন,"

আশ্মানি গজপতির কাণে কাণে কি কহিল।

ব্রাহ্মণ আসনহইতে অর্দ্ধ হস্ত লাফাইয়া উঠিলেন।

"তবে খাই," বলিয়া দিগ্গজ উচ্ছিষ্ট অন্ন গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন। নিমেষ মধ্যে ভোজনপাত্র শূন্য করিয়া, কহিলেন—

"সুন্দরি! কই?"

"মর, এঁটো মুখে?"

"হুম্ হুম্—আঁচাই আঁচাই" বলিয়া গজপতি আস্তে ব্যস্তে মুখে জল দিতে লাগিলেন; কতক জল লাগিল কতক জল লাগিল না; দন্তমধ্যে আধপোয়া চালের অন্ন পান্তা হাঁড়িতে রহিল।

"কই সুন্দরি—অধরসুধা কই?"

"মর আগে হাত মুখ মোছ্।"

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া কোঁচায় হাত মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। * * * *

"এখন সুন্দরি?"

"এদিকে আইস।" দিগগজ আশ্মানির কাছে গিয়া বসিলেন।

"মুখের কাছে মুখ আন।" দিগগজ আশ্মানির মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

"হাঁ কর।" যা বলে তাই, দিগগজ আধ হাত হাঁ করিলেন। আশ্মানি রুমালহইতে একটি তাম্বূল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল; দিগগজ হাঁ করিয়াই রহিলেন।

পাণ চিবাইয়া পাণের পিক গাল পরিপূর্ণ হইলে আশ্মানি সেই সমুদায় ছেপ্ দিগগজের হাঁর ভিতর নিক্ষেপ করিল।

দিগগজ এক গাল থুতু মুখের মধ্যে পাইয়া মহা অকষ্ট বন্ধে পড়িলেন; প্রেয়সী মুখে পাণ দিয়াছে, ফেলিতে পারেন না, পাছে অরসিক বলে; গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থুতু কেমন করেই বা গেলেন; নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় গালের মধ্যেই রহিল।

এই অবকাশে আশ্মানি একটি খড়িকা লইয়া দিগগজের বিপুল নাসিকার মধ্যে প্রেরণ করিল; হাঁছি আসিল, আর মুখমধ্যস্থ সমুদয় অমৃতরাশি বেগে নির্গত হইয়া দিগগজের ক্ষীণ বপুঃ প্লাবিত করিল।

(এ পর্য্যন্ত গ্রন্থের প্রশংসনানন্তর ইহা বক্তব্য হইয়াছে। যে গ্রন্থকার ইংরাজী গদ্যকাব্যের ভাবে আর্দ্র থাকায় কোন কোন স্থলে হিন্দু ও মোসলমান সম্বন্ধে ইংরাজী বা বিলাতী আচার ব্যবহারের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে স্বভাব বর্ণনার ব্যাঘাত হইয়াছে। ইউরোপ খণ্ডে কোন দুর্গ-পতির কন্যা অনায়াসে রাজ-পুত্র সম্মান বিশিষ্ট কোন বন্দির শুশ্রূষা করিতে পারেন; দেশাচারে তাহা প্রশংসনীয়ও হয়, কদাপি নিন্দনীয় বোধ হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থকারের বর্ণনায় প্রধান সেনাপতি কতলুখাঁর কন্যা আয়েষা যে প্রকারে জগৎ সিংহের বন্দী ও পীড়িতাবস্থায় সেবা করিয়াছে তাহা কদাপি কোন যবন-সম্বন্ধে সংলগ্ন বোধ হয় না। আশ্মানির চরিত্রও স্থানে স্থানে ইউরোপীয় প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর আশ্মানির রূপ ব্যাজস্তুতিতে যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত বর্ণনে তাহার লক্ষণ রক্ষা করা হয় নাই, পরস্পর অত্যন্ত অসংলগ্ন বোধ হয়। গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে বক্তব্য যে তাহা সাধারণতঃ শুদ্ধ ওজোগুণ-বিশিষ্ট এবং স্বভাবসিদ্ধ হইলেও স্থানে স্থানে চ্যুত সংস্কৃতিত্বে আক্লিষ্ট আছে। কয়েক স্থানে গ্রন্থকার "লম্ফ ত্যাগ করিয়া" পদ লিখিয়াছেন, ইহা পরিশুদ্ধ গৌড়ীয় নহে। লোকে লম্ফ "প্রদান" করিয়া থাকে, কদাপি "ত্যাগ" করে না, কেবল পল্লীগ্রাম বাসিরা "লাফ ছাড়িয়া" থাকে, বোধ হয় বঙ্কিম বাবু তাহারই অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক তাঁহার গ্রন্থ খানি যে রসব্যঞ্জক, ভাবদ্যোতক ও নূতন প্রণালীর আদর্শ স্বরূপ হইয়াছে এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সম্যক্ সাধু বাদ করিলাম।)

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সূচী।

২ পর্ব্ব, ২২ খণ্ড।

কলিকাতা স্কুলবুক এণ্ড বর্ণাকুলর লিটরেচর
সোসাইটীর আদেশানুসারে
বাপ্টিস্ত মিষন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

LIST OF BOOKS PUBLISHED BY THE VERNACULAR LITERATURE SOCIETY AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY 12 LALL BAZAR.

Discount 30 *per cent. for cash.*

BENGALI.

	R.	A.	P.
Lamb's Tales, Dr. Roer's, ...	0	3	0
Matsya-Nári, ...	0	2	3
China-deshiyá Bulbul, ...	0	1	0
Sushilá Upakhyan, Part I.	0	6	0
——— ——— Part II.	0	8	0
——— ——— Part III.	0	10	0
Jibrahasya, Part I.	0	3	6
——— Part II.	0	7	0
Life of Lord Clive, ...	0	3	0
Ganges Canal, ...	0	1	6
Silpic Darsan, ...	0	6	0
Robinson Crusoe, ...	0	6	0
Kutsit Haugsa-Shábak, ...	0	2	0
Manoramya Páth, ...	0	3	0
History of Rája Pratápádítya, ...	0	2	0
Brihat Kathá, Part I.	0	4	0
——— Part II.	0	5	0
Khagola Bibaran, ...	0	5	0
Sibaji Charitra, ...	0	3	0
Abodha, ...	0	1	0
Paul and Virginia, ...	0	6	0
Dukhini Mátá, ...	0	1	0
Life of Noorjahan, ...	0	5	0
Ahalyá Haddikár Jiban Bríttántá, ...	0	3	3
Mujáhid Shaw, ...	0	1	6
Báyu-Chatusṭayer Akhyáyika, ...	0	1	6
Chakmaki Báksa, ...	0	1	0
Baḍa Kailás, &c., ...	0	1	0
Bichár, ...	0	1	0
Elizabeth, ...	0	8	0
Hita-Kathábali, ...	0	6	0
Jahánirá Cháritra, ...	0	5	0
Wild Swans, ...	0	1	9
Japan opened.	0	7	9
The Rise and Progress of the Saracens, ...	0	3	0
Tales from Sandford and Merton, ...	0	10	0

BOOKS NOT PUBLISHED BY THE SOCIETY BUT FOR SALE AT THEIR DEPOSITORY.

	R.	A.	P.
Bengali Shishoopalun, Part I.	0	8	0
——— Part II.	0	10	0
„ Pudmini Upakhyan, ...	1	0	0
„ Kurmodevi paper @ 1 ... ... cloth,	1	4	0
„ Krishidurpan, ...	1	0	0
„ Mad khaoa Buru Day, ...	0	8	0
„ Ramarunjika, ...	0	8	0
„ Krishipath, ...	0	4	0
„ Jutkinchit, ...	0	10	0
„ Kalburnan, ...	0	1	3
„ Kavya Nirnaya, ...	1	0	0
„ Bysayika Baybahár, ...	1	8	0
„ Alaler ghurer Doolal, ...	0	12	0
„ Priumbada, ...	0	12	0

সে এবং তাহার অনুষঙ্গিগণ মুসলমান বণিক্ এবং তীর্থযাত্রিদিগের ধন লুঠ করিয়া লইত। তৎকালীয়-রীত্যনুসারে ঐ বণিক্ এবং তীর্থযাত্রীরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিত বটে, কিন্তু রিগ্‌নাল্ডের দৌরাত্ম্য-নিবারণে তাহারা সমর্থ হইত না। সে আক্রমণকারী ব্যক্তি মুসলমানদিগের পবিত্র স্থান মক্কা এবং মদীনা পর্য্যন্ত যাইয়া লোকদিগকে জ্বালাতন করিত। এরূপ অনিষ্ট অতীব মনঃপীড়াকর হইয়া থাকে। সুতরাং সুলতান ইহার যথাযোগ্য-প্রতীকার-করণার্থ রিগ্‌নাল্ডকে এক পত্র লিখিয়া ছিলেন। পরন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। তাহাতে সালাদীন্ অশ্বারূঢ় এবং পদাতিক অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া তাহার প্রতিফল দিতে চাহিলেন। রেমণ্ডনামে এক জন খ্রীষ্টীয়ান স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের বিশ্বাস-ঘাতক হইয়া সালাদীনকে পরামর্শ দিল, "মহারাজ! সাইবিরিয়াসনামে আমার রাজত্ব আপনি আক্রমণ করুন। তাহাতে আপনকার প্রতি শত্রুভাব প্রকাশ করিয়া আমি যে উপায় অবলম্বন করিব, তাহাতে আপনকার বিপক্ষ-পক্ষ অবশ্যই পরাজিত হইবে।" তদনুসারে সালাদীন তাহার সাইবিরিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলে, ঐ প্রতারক রাজ্যরক্ষা করিবার কামনায় যেরূশালমের রাজা গাইডি লুসিগহামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহাতে রাজা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশহইতে সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া সাইবিরিয়াসে গমন করিলেন। ধূর্ত্ত প্রতারক নীচস্বভাব রেমণ্ড বারিহীন স্থানে তাঁহার শিবির স্থাপন করাইয়া দিল, এবং আপনি সেনাপতিত্ব-কর্ম্মের ভার লইল। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সালাদীন্ ঐ সৈন্যগণকে প্রথম আক্রমণ করিলেন। তদ্দৃষ্টে বিশ্বাস-ঘাতক দুরাত্মা রেমণ্ড তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি পলায়ন করিল। এতদবস্থায় খ্রীষ্টীয়ান-সৈন্যগণ সালাদীনের দ্বারা নির্দ্দয়রূপে বিনষ্ট হইল। খ্রীষ্টমন্দিরের প্রধান কর্ত্তা লুসিগহাম আর আর যোদ্ধাদিগের সহিত বিজয়ী সুলতানের করতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া সুলতানের নিকট উপস্থিত করিলে, সুলতান বিশেষ সমাদরের সহিত বরফ মিশ্রিত সুশীতল সরবত তাঁহাকে পান করিতে দিলেন। খ্রীষ্টীয়ান ভূপাল যুদ্ধ ও চিন্তাহেতু সাতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন, অতএব পরমাহ্লাদের সহিত তাহার কিয়দংশ পান করিয়া, অপর অংশ নিকটবর্ত্তী রিগ্‌নাল্ডের হস্তে দিবার জন্য হস্ত বিস্তার করিলেন। কিন্তু সালাদীন তাহা দিতে দিলেন না; বলিলেন, "রাজার দেহ পবিত্র এজন্য তাহার রক্ষাকরণে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য, পরন্তু যে অধার্ম্মিক সন্ধির নিয়ম অন্যথা করিয়া পরস্ব অপহরণ করে, পরধর্ম্মবিনাশক হয়, এবং নানা অপরাধের অপরাধী তাহার প্রাণ নষ্ট করাই বিধেয়।" অতঃপর রিগ্‌নাল্ডকে বলা হইল যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া সে যদি মুসলমান হয়, তবে তাহার প্রাণ রক্ষা হইবে, নতুবা হইবে না। অবমান স্বীকার করিয়া বিবেকের বিপরীত কর্ম্ম করিতে সে সম্মত হইল না, সুতরাং সালাদীন্ তাহার সেই স্থানেই প্রাণ বধ করিলেন। লুসিগহাম কারারুদ্ধ হইয়া দামাস্কস-নগরে প্রেরিত হইলে, পরাজিত লোক বলিয়া তাঁহার প্রতি কেহ তথায় অসদ্ব্যবহার করে নাই, বরং জীবনের পণস্বরূপ মুদ্রা প্রদান করাতে তিনি অচিরাৎ সম্ভ্রমের সহিত কারামুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী যে সকল প্রধান২ লোক যেরূশালমে ছিল, সুলতান তাহাদিগের প্রতি নির্দয়াচরণপূর্ব্বক

প্রতিফল দিতে লাগিলেন। টাইবিরিয়াস-জয়ের পর ক্রুশচিহ্নধারী দুই শত ত্রিংশৎ ব্যক্তি তাহার আজ্ঞায় প্রাণে নিহত হইয়াছিল।

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং নিষ্ঠুরাচরণের পর অন্যান্য নগরের ভূপতিগণ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইল। তাহাতে যেরূশালমকে শাসনকর্ত্তা এবং রক্ষকবিহীন হইতে হইল, এবং সৈন্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট যে যে প্রধান লোক ছিল, তন্মধ্যে এক জন লোকের প্রাণবধ এবং অপর এক জনকে কারারুদ্ধ করাতে তাহারাও ক্রমে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। তিন মাসের মধ্যে সালাদীন যেরূশালমের একপ্রকার একাধিপতি হইলেন; তাঁহার অস্ত্র তদ্দেশীয় লোকের পক্ষে অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

স্বভাবতঃ লোকের মনে এমন একটি চিন্তা জন্মিতে পারে, যে খ্রীষ্টীয়ানমাত্রেই যে নগরকে পবিত্র স্থান জ্ঞান করে, তাহার রক্ষার জন্য অবশ্যই সহস্র২ লোক আগ্রহী হইয়া একত্রীভূত হইবে। কিন্তু যেরূশালমের পক্ষে তাহা হয় নাই; আশিয়া এবং ইউরোপ খণ্ডীয় খ্রীষ্টীয়ান-লোকদিগের মধ্যে তৎকালে মতভেদ এবং পরস্পর বিরোধ ছিল, এজন্য শত্রু নিবারণের চেষ্টা না করিয়া তাহারা বরং বিশ্বাসঘাতক হইয়া উহা সর্ব্বজয়ী মুসলমানের হস্তগত করিতে সাহায্য করিল। পবিত্র-নগরস্থ ইমানস পর্ব্বতের উপরিভাগে সালাদীনের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে, অপর সাধারণ সকলেরই ইহা নেত্রগোচর হইল, তথাপি তাহাদিগের বিবাদ-বিসংবাদের দূরীকরণ হইল না; সকলের উপকারার্থ আত্মাভিমান পরিত্যাগ করা যে অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঐ পাষণ্ডেরা মনোমধ্যে ইহা এক বারও বিবেচনা করিল না। সালাদীন্ শত্রুপক্ষকে দুর্ব্বল দেখিয়া তাচ্ছীল্য প্রকাশ করত তাহাদের রক্ষক সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দিলেন, দুর্গের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে আপন বিজয়ী সৈন্য সকল স্থাপিত করিলেন, এবং মুসলমান-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত জয়পতাকা উহার উপরিভাগে তুলিয়া দিলেন। তত্রত্য প্রজারা শঙ্কাকুলচিত্ত হইয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার নিকট স্তুতি মিনতি করিতে লাগিল। সুলতান এই বলিয়া প্রথমে তাহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, "ক্রুশচিহ্নধারী গড্ফ্রী আমাদিগের ধর্ম্মের প্রতি যে সকল ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে, খ্রীষ্টীয়ানদিগের রক্তপাত ব্যতিরেকে সে অনিষ্টের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। ক্ষমাকরণের সময় এখন অতীত হইয়াছে। আমি এক একটি নির্দোষ মুসলমানের প্রাণবধের প্রতিফল দিবার জন্য এক একটি খ্রীষ্টীয়ান নষ্ট করিব।" সুলতানের এই কথা শুনিয়া তাহারা হতাশ হওত প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, আর সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "সালাদীন্, যে ঈশ্বর মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান এবং অপরধর্ম্মাক্রান্ত সকল লোকেরই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্বর্গীয় পিতা, তাঁহার অনুরোধে তুমি আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর। আমরা কায়মনোবাক্যে বলিতেছি তাহা না করিলে তোমার রাজ্য-শ্রী কখনই থাকিবে না, অভিশপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে তুমি বহু যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" সশঙ্কচিত্ত খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগের এইরূপ দুঃখের কথা শুনিয়া সালাদীনের অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল; তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা অকটোবরে নগর পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিলেন, যাইবার সময়ে এই অনুমতি দিলেন, "গ্রীক্ এবং নিকটবর্ত্তী দেশবাসী অপর খ্রীষ্টীয়ানেরা আমার প্রজা হইয়া থাকিবে, চল্লিশ দিনের মধ্যে ইউরোপীয় খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাব-

লম্বী লোকেরা এদেশ পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়া এবং মিসর দেশে যাইবে, এবং তৎসময়ে কোন-প্রকার দুষ্টাচরণ করিতে পাইবে না। এই লোক-দিগের মুক্তিলাভের মূল্যস্বরূপ প্রত্যেক পুরু-ষের জন্য দশ দশ স্বর্ণমুদ্রা, প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পাঁচ, এবং এক একটি বালক বালিকার নিমিত্ত এক একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে হইবে। এই নিয়মানু-সারে যাহারা মুদ্রা দিতে অপারগ হইবে, তাহা-দিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া চিরকাল আমার অধীন থাকিতে হইবে। তায়র এবং ত্রিপোলী দে-শের খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অন্য কোন দেশে না গিয়া উক্ত দেশে উপনিবাস করিবে।"

পরাজিত লোকদিগের প্রতি বিজয়ী সালাদী-নের এরূপ নিয়ম-নির্দ্ধারণ-কার্য্য করা কোন মতেই কঠিন বলা যাইতে পারে না, এবং তাঁহার প্রতি দোষারোপ করাও যুক্তিযুক্ত নহে। এরূপ নি-য়মে যত মুদ্রা সঙ্গৃহীত হইবার সম্ভাবনা ছিল, ঐ উদারচিত্ত ব্যক্তি দয়াধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া তদপেক্ষা অনেক টাকা ন্যূন লইয়াছিলেন। সাত সহস্র দরিদ্র লোক নিয়মিত-মুদ্রা-দানে অপারগ ছিল বলিয়া তাহাদিগের নিকটহইতে কেবল ত্রিংশৎ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লওয়া হইয়াছিল। তিন সহস্র দীন হীন লোকদিগের নিকট একটি কপর্দ্দকও লওয়া হয় নাই। আর বহুসঙ্খ্যক দাসের মধ্যে কেবল একাদশ-সহস্র দাস রাখিয়া তিনি অপর লোকদিগকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। যেরূশাল-মের শোকাকুলা দুঃখিতা রিগ্নাল্ডের বিধবা রা-ণীর প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছি-লেন, এবং যাহাতে তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দের ব্যাঘাত না হয়, এমত যত্ন সর্ব্ববিধায় করিয়াছিলেন। যে সকল লোক এই যুদ্ধে হত হইয়াছিল, তাহা-দিগের বিধবা ভার্য্যা এবং অনাথ বালক-বালিকা-দিগকে তিনি প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। সেণ্টজন-নামক ধর্ম্মমঠে পরিত্যক্ত-সংসারাশ্রম কতকগুলি সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহারা পীড়িত লোকদিগের সেবা শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিতেন। সালাদীন্ আজ্ঞা করিলেন, এক-বৎসর-কাল ঐ দরিদ্র লোকেরা যেরূশালমে থাকিয়া যেরূপ ধর্ম্মা-চরণ করিতেছিল সেই রূপ করিবে, বৎসরান্তে ইচ্ছা করিলে তাহারা দেশান্তরে যাইতে পারিবে, তাহাতে তাঁহার আত্মসম্পর্কীয় লোকেরা তাহাদি-গের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না।

অনন্তর খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগের পবিত্র ধাম যেরূশালম-পরিত্যাগ-করণের সময় উপস্থিত হইল। বহুকাল-পূর্ব্বে সুবিখ্যাত দাউদ রাজা যে মনোহর ও প্রশস্ত একটি সিংহদ্বার নির্ম্মাণ করি-য়াছিলেন, সালাদীন্ সেই দ্বারের সম্মুখভাগে সিংহাসনোপরি বসিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ আর আর যাজকগণকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে তাঁহার নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন। রাণী সাইলিলা প্রধান প্রধান কুলীনবর্গকে সঙ্গে লইয়া তৎপরে এই দুঃখজনক লোকযাত্রার যাত্রিণী হইলেন। রাণীর পরেই কতকগুলিন স্ত্রীলোক অপোগণ্ড শিশু-কে ক্রোড়ে লইয়া সালাদীনের সম্মুখে-আ-গতা হইয়া বদান্যতা প্রকাশ করত তিনি যে তাহাদিগের পিতা ভর্ত্তা এবং পুত্র কন্যাদিগ-কে কারামুক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য স্তব করিতে লাগিল। সালাদীন্ তাহাদিগের স্তবে সম্প্রীত হইয়া যে যেরূপ কুলোদ্ভবা স্ত্রী তাহাকে সেই রূপ সম্মান করিলেন। তাহারা সকলে প্রস্থান করিলে, অধিরাজ অমাত্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; বাদ্যকরেরা তাঁহার অগ্রে২ যাইয়া সুমধুর বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল, নিশানধারীরা নিশান তুলিয়া কোলাহলশব্দে চলিল। খ্রীষ্টীয়ান-লোকেরা রাজত্বকালে মুসল-মানদিগের যে প্রকাণ্ড মসজিদকে আপনাদের

আরাধনার স্থান করিয়াছিল, প্রথমে তিনি সেই মস্‌জিদে গমন করিলেন; ও গোলাপজলে তাহা ধৌত করিয়া কোরাণ পাঠ করত তাহাকে পুনরায় মুসলমান-ধর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। ঐ মস্‌জিদের গুম্বজের উপর খ্রীষ্টধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ একখানি স্বর্ণক্রূশ ছিল। সুল্‌তানের আজ্ঞায় মুসলমানেরা তাহা নামাইয়া পথিমধ্যে নিক্ষেপ করিল, আর পদদ্বারা মর্দ্দন-করণপূর্ব্বক ঐ চিহ্নের অতিশয় অবমাননা করিল। তদ্দর্শনে খ্রীষ্টীয়ানদিগের মনোদুঃখের আর পরিসীমা রহিল না; কিন্তু মুসলমানেরা তাহাতে আপনাদিগকে অতীব সুখী জ্ঞান করিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রস্থান-সময়ে উক্ত গির্জ্জার অলঙ্কার এবং বাসন-পত্র-সকল হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত চারটি সিন্দুকে পূরিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। বিজয়ী সুল্‌তান্ তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সমস্ত মুসলমান-রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান খলীফাকে উপঢৌকন দেওয়াতে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষ অবমান হইয়াছিল। যত দিন খ্রীষ্টীয়ানেরা সেই সকল সামগ্রী উদ্ধার না করিয়াছিল, তত দিন তাহাদের অবমান ও কলঙ্ক দূর হয় নাই। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় রিচার্ড বহুদিনপরে বিস্তর ধন ব্যয় করিয়া ঐ সকল সামগ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন।

পরবৎসরে সিরিয়া-সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের অধিকার-ভুক্ত অপর যে কয়েকটি প্রদেশ ছিল, তৎসকলের রাজারা একবাক্য হইয়া সালাদীনের অধীনতা স্বীকার করিলেন। এই ভয়ানক সংবাদ ইউরোপে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য লোকেরা উৎসাহিত হইয়া সক্রোধে রাজ্য-রক্ষার বিহিত যত্ন করিল, এবং ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় বার ক্রুশোদ্ধারের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আশিয়াখণ্ডে খ্রীষ্টীয়ান-জাতির নাম যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সেই নাম পুনঃস্থাপিত করাই এই যুদ্ধের বিশেষ তাৎপর্য্য।

ইটালীর লোকেরা প্রথমে এই বিষম যুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করে। তৎপরে ফরাসী নরমাণ্ডী এবং ফ্লাণ্ডর-রাজ্যের লোকেরা তাহাদিগের অনুগামী হয়। সালাদীনের বিরুদ্ধে বিশেষ যুদ্ধের আয়োজন ইউরোপখণ্ডে হইতেছে, এ সংবাদ পূর্ব্বেই তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র সশঙ্কচিত্ত হন নাই, বরং অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, "কারাবরোধ এবং মৃত্যু, এই দুয়ের মধ্যে যেটি মনোনীত হয়, দূর-দেশ-বাসী লোকেরা তাহা গ্রহণ করুক; তাহাদিগের ভূতপূর্ব্ব ভ্রাতৃবর্গের যে দশা হইয়াছিল, তাহাদিগেরও সেই দশা হইবে।" পরন্তু ফরাসী জর্মনী এবং ইংলণ্ডের কুলীনবর্গ লোহময় কবচ * পরিধান করিয়া ভয়ঙ্কর-বেশে যখন যেরূশালমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সুলতান মুসলমান-সৈন্যগণের আর ভয়ের পরিসীমা রহিল না, প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে সকলেই উদ্যত হইলেন। তৎকালীয় ইতিহাসবেত্তারা কহেন, উড্ডয়নকালে শিকারী পক্ষিদের যেরূপ প্রবল বেগে গমন হয়, যুদ্ধকালে পশুরাজ সিংহ যেরূপ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে, সমুদ্রের বালুকা যেরূপ অগণ্য, ঝটিকার বেগ যেরূপ অনিবার্য্য, পর্ব্বত-শিখর-দেশের স্রোতের বেগ যেরূপ ভয়ঙ্কর, ইউরোপীয় লোকেরা সেই রূপ অবস্থায় রণক্ষেত্রে দেখা দিল।

বিপক্ষ-পক্ষের প্রধান অধ্যক্ষের অদম্য উদ্যম ইহাতে ত্রস্ত হইল না; তাঁহার রণশিঙ্গার শব্দে মিসর সিরিয়া আরব প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা সসজ্জ হইয়া রণভূমিতে দণ্ডায়মান হইল। মুহম্মদীয় জয়পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার অনুগৃহীত ভৃত্য সুল্‌তান্

* এই কবচের ভাব প্রস্তাব শিরোভাগস্থ চিত্রে দৃষ্ট হইবে।

তাহাদিগকে মার ২ শব্দোক্তিতে উৎসাহ প্রদান করিয়া পরিচালনে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিকে আশিয়া এবং আফ্রিকা, অপর দিকে ইউরোপ; অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং উৎসাহ-বিষয়ে উভয় দলের কোন দল ন্যূন ছিল না; কোন বার এ পক্ষ জয়ী হয়, কোন বার অপর পক্ষ জয়লাভ করে। কারমেল-নামক একটি ক্ষুদ্রপর্ব্বতের নিকটে নয় বার তুমুল যুদ্ধ হইল, নয় বারই নিশ্চয় জয়লাভ কোন পক্ষের হইল না। আকর-নামক একটী নগরকে শত্রুহস্তহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত খ্রীষ্টীয়ানেরা তাহা পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। যুদ্ধ করিতে করিতে এক বার সালাদীন্ সমস্ত সৈন্যের সহিত সেই নগরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করেন। সেই অবকাশে খ্রীষ্টীয়ানেরা আসিয়া তাঁহার তাম্বু অধিকার করিল। তুরুষ্ক লোকদিগের শিবিরের মধ্যে বহুমূল্য অনেক সামগ্রী আছে, এই লোভে খ্রীষ্টীয়ানেরা যদি লুঠ করণে প্রবৃত্ত না হইত, তবে সেই দিনেই তাহারা সম্পূর্ণ জয় লাভ করিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ধনলুণ্ঠন-কর্ম্মে অভিলিপ্ত হইলে, তাহাদের সৈন্য সকল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। সালাদীন্ সেই সুযোগ পাইয়া আপন সৈন্যকে সুশৃঙ্খল করত ঘোরতর আক্রোশ এবং বিক্রমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে ক্রুশ-চিহ্নধারী খ্রীষ্টীয়ানেরা অনায়াসেই তাড়িত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মুসলমানেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অস্ত্রাঘাতে তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। এক দল খ্রীষ্টীয়ান এই ভয়ানক আক্রমণে ভীত না হইয়া কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছিল। তাহাদের প্রধান সেনাপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া বিজয়ী সালাদীন্ আপন শিবিরে লইয়া গেলেন, এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে সকলের সাক্ষাতে তাহার প্রাণ বধ করিলেন।

ভ্রাতৃবর্গের এরূপ দুর্ঘটনা এবং দুরবস্থার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সিরিয়া-দেশ-নিবাসী খ্রীষ্টীয়ানেরা তৎসাহায্যার্থ পঙ্গপালের ন্যায় আসিতে লাগিল। সুলতান ইহাতে ভয় পাইয়া অমাত্যবর্গকে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে বন্ধুগণ, দেখ, শত্রুপক্ষ নিবিড় মেঘের ন্যায় কেমন আসিতেছে, উহাদিগের কি একতা এবং ধর্ম্মদার্ঢ্য? স্থলে এক জন মরিলে, সমুদ্র-জলহইতে সহস্র লোক একেবারে আসিয়া পড়ে। মুসলমানদিগের এরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস নাই, এ প্রযুক্ত ইহারা ভগ্নচিত্ত এবং উৎসাহরহিত হইয়াছে।"

সিরিয়ার লোকদিগকে দেখিয়া বিশেষ উৎসাহিত হওত ইংলণ্ডীয় এবং ফরাসী সৈন্যগণ সমবেত হওনানন্তর আকর-নগর পুনরায় জয় করিল। তাহাতে সালাদীন্ অত্যন্ত মনোবেদনা পাইলেন। উৎকণ্ঠা এবং চিত্তচাঞ্চল্য প্রযুক্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হওয়াতে ক্রমে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। নিয়ত যুদ্ধদ্বারা ত্যক্ত বিরক্ত হওয়াতে তাঁহার অধীন সৈন্যগণ অনধীনতা প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি হীনবল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিপক্ষ-পক্ষের এরূপ-দৌর্ভাগ্যেতেও খ্রীষ্টীয়ানেরা আপনাদিগের সৌভাগ্য-সাধন করিতে পারিল না। অনৈক্য এবং বিশৃঙ্খলতা ঘনমেঘের ন্যায় তাহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিল। ফরাসীরা ইংলণ্ডীয় লোকদিগের অধীনে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, অষ্ট্রিয়া-দেশের রাজা লিওপোল্ড আপন সৈন্যগণকে রণক্ষেত্রহইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলেন; সুতরাং উভয় পক্ষই তিন-বৎসরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে সম্মত হইল। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর মাসে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে, খ্রীষ্টীয়ানেরা প্রতিজ্ঞানুরূপ পরিত্যক্ত পবিত্র নগর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বা-

নুরূপ ধর্ম্মারাধনা করিতে লাগিল। তাহাদিগের নিরাপদ এবং নির্বিঘ্নতা প্রতীয়মান করণার্থ সালাদীন তাহাদের সঙ্গে২ চলিলেন, এবং বিশেষ শিষ্টাচার করত তাহাদিগের অভ্যর্থনা ও আতিথ্য সংস্কারপূর্ব্বক ভোজনপানাদি করাইলেন।

অতঃপর পালষ্টাইন্ দেশে খ্রীষ্টীয়ানাধিকার কিরূপে নির্ম্মূল হইবে, কত দিনে তিন-বৎসর-কাল অতিবাহিত হইয়া সন্ধিভঙ্গ হইবে, সালাদীন্ দিবারাত্রি কেবল এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং মুহম্মদীয় ধর্ম্মমত বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিলেন। বাহুবলে "ইটালী এবং ফ্রান্স-দেশকে স্বাধিকার-ভুক্ত করিব," অনেক বার তিনি কুলীনবর্গ-সমীপে এমত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না; করালমূর্ত্তি মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল। এই সময়ে সুলতান সাম্রাজ্যের একাধিপতি হইয়াও মনে এই স্থির উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সামান্য অতি দীন দরিদ্র প্রজা অপেক্ষা তিনি কোন মতেই মহান্ নহেন। তৎকালীয় লাটিন-ইতিহাসবেত্তারা কহেন, মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সালাদীন আত্মীয় কুটুম্বগণকে ডাকাইয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "প্রাণত্যাগ হইলে তোমরা আমার মৃত দেহকে একটা সামান্য খাটে শোয়াইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করত দামাস্কস্ নগরের পথে পথে লইয়া বেড়াইও, এবং তৎকালে এক ব্যক্তি আমার শবের অগ্রে২ যাইয়া সাধারণ লোকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে যেন এই কথা বলে, 'আশিয়া খণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল জয়ী মহাবল পরাক্রান্ত সালাদীন্ কেবল এতাবন্মাত্র রাখিয়া লোক যাত্রা সংবরণ করিয়াছেন।' তিনি শেষে উইল অর্থাৎ ইচ্ছাপত্রে স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, "মৃত্যুর পর আমার ধনের কিয়দংশ ভিক্ষাস্বরূপ যেন দরিদ্র লোক মাত্রেই প্রাপ্ত হয়, জাতি বা ধর্ম্মমত প্রভেদের জন্য যেন কোন প্রভেদ না হয়; কি খ্রীষ্টীয়ান কি ইহুদী কি মুসলমান সকলেই যেন এ বিষয়ে অংশ লাভ করিয়া উপকৃত হয়।"

১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ টা মার্চ দিবসে দামাস্কস্ নগরে মহামান্য সালাদীন লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ষট্পঞ্চাশত বর্ষ ছিল। এই ছাপান্ন বৎসরের মধ্যে তিনি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাহুবলে তিনি সুবিস্তীর্ণ যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহা ভিন্ন২ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইল। খ্রীষ্টীয়ানেরা পুনরায় সিরিয়া-রাজ্যের দুর্গ অধিকার করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা এই সুবিখ্যাত সম্রাটের সদ্গুণ ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের বিষয় বাহুল্যরূপে বর্ণন করিয়া এই লিখিয়াছেন যে সালাদীন শুদ্ধ বীরপুরুষ এবং উত্তম শাসনকর্ত্তা ছিলেন না, অতি-ধর্ম্ম-পরায়ণ পবিত্রাচারীও ছিলেন। সামান্য অসূক্ষ্ম লোমশ বস্ত্র পরিধান, সামান্য রূপ ভোজন পান, নিয়মিত উপবাস, যথাকালে ঈশ্বরারাধনা, বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক কোরাণ-নামক ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলন, কি অশ্বারূঢ়াবস্থায় কি রণক্ষেত্রে নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম-যাজনা, ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন যে তিনি বিশুদ্ধ ধার্ম্মিক পবিত্র বাদশাহ ছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ ইতিহাসবেত্তাদিগের মতে শাসনকর্ত্তাদিগকে যে সকল গুণে পরিভূষিত হইতে হয়, সেই সমস্ত গুণই সালাদীনে বর্ত্তিয়াছিল, স্বাধিকারভুক্ত রাজ্যের উন্নতিসাধন তিনি বিশেষরূপে করিয়াছিলেন। নিয়ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজাদিগের নিকটহইতে অধিক রাজকর বা শুল্ক গ্রহণ করিতেন না। তাহারা নিরাপদে

আপনাদিগের সম্পত্তি সম্ভোগ করিত। কি ধনী কি নির্ধন, তিনি ন্যায়-পরতার সহিত সকলের সমান বিচার করিতেন। তাঁহার আজ্ঞায় মিসর, সিরিয়া এবং আরব দেশের স্থানে স্থানে সাধারণ জনপদের উপকারার্থ চিকিৎসালয় বিদ্যালয় এবং ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু আত্ম-সুখের নিমিত্ত একটিও সামান্য উদ্যান বা অট্টালিকা প্রস্তুত করান হয় নাই। সামান্য ভৃত্যদিগের প্রতি তিনি বিশেষ দয়ালু ও ক্ষমা-বান্ ছিলেন, এজন্য তাহারা সকলেই তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় ভক্তি প্রকাশ করিত।

তিনি এক জন উৎকৃষ্ট রাজা এবং প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন বলিয়া তাঁহার যশ! ইউরোপ-খণ্ডের সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার সমকালীয় খ্রীষ্টী-য়ানেরা যদিও তাঁহার ভয়ানক শত্রু ছিল তথাপি সদাচার এবং সদ্‌গুণের নিমিত্ত তাহারাও তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিত। বর্ত্তমান কালের ইতিহাস-লেখকেরা তৎকৃত অনিষ্ট সকল বিস্মৃত হয়েন নাই বটে, পরন্তু আশিয়া-খণ্ডের অপর বাদশাহদিগকে সালাদীনের সহিত তুলনা করিবার সময়ে তাঁ-হারাও বলেন যে এই সুলতান অতিন্যায়-পরা-য়ণ দয়াবান্ এবং উদারচিত্ত মহাত্মা ছিলেন।

ডাইনোথীরিয়ম্।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে ভূমণ্ডলের গাত্র সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকে নাই; সময়ে সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপে তাঁ-হারা দর্শাইয়া থাকেন যে পৃথ্বীর অঙ্গ স্তরে স্তরে স্থাপিত হইয়াছে, এবং ঐ এক একটী স্তর উৎপন্ন হইতে অনেক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। পরন্তু ঐ সকল স্তর উৎপন্ন হইবার সময়ে পৃথিবী জীবহীন ছিল না; প্রত্যুত প্রত্যেক স্তরের উৎপত্তি কালে ভূমণ্ডল নানাবিধ স্বতন্ত্র জীবে আকীর্ণ ছিল। অনুভব হয় যে এক বা দুই তিন স্তর প্রস্তুত হইলে এক এক বার প্রলয় হইয়াছিল, সেই প্রলয়ে স্তরের সমকালিক জীব-সকল বিনষ্ট হয়। পরন্তু অস্থি খোল প্রভৃতি তাহা-দের দেহাবশেষ স্তরমধ্যে প্রোথিত হওয়াতে অদ্যাপি তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। ইদানীং ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা প্রকৃষ্টরূপ পরিশ্রমে সেই সমস্ত আবিষ্কৃত করিয়া পৃথিবীর প্রাকৃতিক পুরারম্ভের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সকল জীবের অস্থির লক্ষণদৃষ্টে তাহাদের স্বভাব ও আকৃতির অনেক বিবরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহার পাঠে একান্ত বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কথিত হইয়াছে যে ঐ সকল জীব বর্ত্তমান জীবশ্রেণীহইতে স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু তাহাতে তাহাদের প্রকৃত লক্ষণ অনু-ভূত হয় না, অতএব দৃষ্টান্তের অনুসরণ আবশ্যক হইয়াছে। তদর্থে আমরা "গোয়ানোডন্" না-মক ভূতপূর্ব্ব জীবের উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত জীব সামান্য গোয়াসাপের সদৃশ ছিল, কিন্তু তাহার অসম্ভব আকৃতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাহা অনৈ-সর্গিক অথবা নিতান্ত কাল্পনিক জ্ঞান হয়; অথচ তাহা নিতান্ত অসম্ভাবনীয় হইলেও তাহার সত্যতা-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭ হস্ত, শরীরের বেড় দশ হস্ত, পুচ্ছ ৩৪ হস্ত, এবং প্রত্যেক পুরঃপদ ৪ হস্ত দীর্ঘ হইত; ফলে বর্ত্তমানের পাঁচ শতটী গোয়াসাপ একত্র করিলেও প্রাচীন একটী গোয়াসাপের তুল্য হইবে না।

যে সময়ে গোয়াসাপ এতাদৃশ বৃহৎ ছিল তৎ-কালে যে অন্য জীবও বৃহৎ হইবে তাহা অনা-য়াসেই অনুভূত হইতে পারে। তাহাই সত্য

ডাইনোথীরিয়ম্।

বটে; প্রাচীন জীব অনেকেই বর্ত্তমানের জীব অপেক্ষা বৃহৎ ছিল! পরন্তু ঐ সকলে সমপরিমাণে বৃহৎ ছিল না। সে সময়ের গোয়াসাপ বর্ত্তমানের পরিমাণাপেক্ষা বিংশতিগুণ বৃহৎ হইলে তৎকালের হস্তী বর্ত্তমানাপেক্ষা দুই গুণ মাত্র বৃহৎ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাহার এক জাতির এক মাত্র দন্ত হইত, অপরের চারি বা ছয় দীর্ঘ দন্ত হইত! পূর্ব্বকালের কোন মনুষ্য ঐ একদন্ত হস্তী দেখিয়া থাকিবেন, তাহা-হইতেই গণেশ-দেবতাকে "একদন্ত মহাকায়" বলিয়া বর্ণন করা হয়। অপর তৎকালে এক কচ্ছপ ছিল তাহা আট হস্ত উচ্চ হইত, তাহার সম্বন্ধে "গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ" অসম্ভব বোধ হয় না! এই উভয়-বিধ জীবের অস্থি হিমালয়-পর্ব্বতে প্রাপ্ত হওয়া-যায়, এবং তাহা এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসাইটী-সভার সঙ্গ্রহালয়ে রক্ষিত হইয়াছে।

কয়েক-প্রকার কুম্ভীরও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা অতি বৃহৎ ও আশ্চর্য্য বলিয়া গণ্য হয়। যে জীবের চিত্র এই পৃষ্ঠার শিরোভাগে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাও অতীব আশ্চর্য্য; তাহার অবয়ব মালাই-দেশীয় টেপর নামক একপ্রকার শূকরের সদৃশ, কিন্তু তদপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ হইত।

টেপরের ন্যায় ইহার খর্ব্ব শুণ্ড হইত এবং দেহও বোধ হয় তদ্রূপ হইত।

সামান্যতঃ যদ্রূপ অনুমানদ্বারা স্থির হয় যে অসম্পূর্ণ দন্ত বা চেরা খুর যে পশুর সে পশু রোমন্থী বা তাহাকে শৃঙ্গবিশিষ্ট পশু মধ্যে গণ্য করা যায়; অথবা দীর্ঘাকার অথচ গ্রীবা খর্ব্ব হইলে সেই জীবের শুণ্ড সাব্যস্ত হয়, তদ্রূপ উপরোক্ত জীবের মস্তক-দর্শনে তাহা ভূজলচর বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহার অধোমাড়ী দুই তিন হস্তের ন্যূন দীর্ঘ নহে, অধিকন্তু তাহাতে দুইটী বৃহৎ দন্ত থাকাতে অতিশয় গুরু হইয়াছে। সেই গুরু-ভার-বহন-পক্ষে স্থলচর জীব মাত্রেরই অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। তদ্বিপর্য্যয়ে এই জলচর জন্তুর স্থূল মাড়ী ও দীর্ঘ দন্ত প্রবল-তরঙ্গ-বিশিষ্ট নদীতে বাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল, যেহেতু দেহ ভাসমান করত শুণ্ড জলোর্দ্ধে রাখিয়া নদীর তটে ইহারা দীর্ঘ দন্ত বিদ্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিত, শ্রোতে ভাসিয়া যাইবার ব্যাঘাত হইত না ও শ্বাস গ্রহণেরও হানি হইত না। ঐ দন্তের সাহায্যে শত্রুকে আক্রমণ তথা জলজ উদ্ভিদ পদার্থ উদ্ঘাটনদ্বারা আহার নিষ্পন্নও হইত। ফ্রান্স্ বেবেরিয়া এবং অষ্ট্রিয়া-দেশে এই পশুর অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার শারীরিক দীর্ঘতা ১২ হাত ও হনু তিন হাত হইত। এই জীবের মস্তকাস্থি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ডার্ম্ষ্ট্যাড্ নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই জীবের পদের অস্থি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, এই প্রযুক্ত তাহার অবয়ব কি প্রকার হইত তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন মৎস্যের ন্যায় ইহার ডানা হইত, কেহ কহেন পদ হইত। ইহার অবিকল নিরূপণ অধুনা কিছুই নাই।

ধোলপুর।

হারাণা লখিন্দর-সিংহহইতে ধোলপুরের রাজবংশের সহিত ইংরাজদিগের সংশ্রব গণনা হইয়া থাকে। তিনি জাট-বংশীয় সর্দ্দার ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাজীরাও পেশবার অধীনে যোগ্যরূপে কর্ম্ম করিয়া খ্যাতি ও সম্ভ্রম লাভ করণদ্বারা স্ববংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, পাণিপতের যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের সংগ্রামবিষয়ে আর তাদৃশ গৌরব ছিল না; তৎপ্রযুক্ত মহারাণা লখিন্দর সিংহের খুল্লতাত রাজদ্রোহী হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু চারি বৎসরের পর মাধাজী সিন্ধিয়া পুনর্ব্বার তাহা অধিকৃত করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম যুদ্ধ শালবাইর সন্ধিদ্বারা শেষ হয়। উপরোক্ত যুদ্ধকালে ইংরাজেরা পশ্চিম-প্রদেশস্থ প্রায় সমুদয় রাজা ও সর্দ্দারদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন। তৎকালে মহারাণা লখিন্দর সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপিত হওয়াতে ধোলপুর রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের বিষয় কর্ম্মের সংশ্রব হইয়াছিল। উক্ত সন্ধি-স্থাপন-বিষয়ে ইংরাজদিগের দুইটী অভিসন্ধি ছিল। প্রথমতঃ এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের অধিকার শত্রুর আক্রমণহইতে নিরাপদ করিয়াছিলেন। অপর দুই বন্ধনে প্রদেশস্থ সংগ্রাম-ব্যাপারের সাহায্য স্বকরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতৎসন্ধিদ্বারা এই রূপ ধার্য্য হইয়াছিল যে, ইংরাজেরা সৈন্য-সাহায্যদ্বারা মহারাণার রাজ্য-রক্ষা বা রাজ্য-বিস্তার করিবেন। তৎপ্রযুক্ত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার চতুর্থ প্রকরণে

লিখিত ছিল যে ধোলপুরের মহারাণা যাবৎ ঐ সন্ধির নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন তাবৎ দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাঁহার রাজ্য-গ্রহণে চেষ্টা করিতে পারিবেন না। পরন্তু শালবাইর সন্ধির পর ইংরাজেরা প্রতিজ্ঞাত নিয়মের লঙ্ঘন হইয়াছে বলিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিভেদ করাতে লখিন্দর সিন্ধু, সিন্ধিয়া, গোহদ এবং গোয়ালিয়র রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

অম্বাজী ইংলিয়ার হস্তে গোহদের সাশনকর্তৃত্বের ভার ছিল। তিনি ইংরাজদিগের বল ও প্রভুত্ব দর্শনে সিন্ধিয়ার পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃটিসপক্ষ অবলম্বন করাতে, গোয়ালিয়র এবং আর কতিপয় প্রদেশ ইংরাজদিগের অধীনস্থ হইয়াছিল। বৃটিস-গবর্ণমেণ্ট শেষোক্ত প্রদেশ মহারাণা লখিন্দরের পুত্র কীরৎ সিংহকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত আর এক সন্ধি হয়। তদ্দ্বারা এই রূপ ধার্য্য হইয়াছিল, যে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট মহারাণাকে পুনর্ব্বার তাহার পৈতৃক রাজ্যে স্থাপন করিবেন, এবং ইংরাজদিগের সহিত সিন্ধিয়ার এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল, যে তিনি বৃটিস গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়াধীন রাজ্য কদাচ গ্রহণ করিবেন না, এতদর্থে ধোলপুর রাজ্যের যে সকল অধিকার তাঁহার অধীনে ছিল, তাহা মহারাণা কীরৎ সিংহকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব করাতে সিন্ধিয়া সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং ধোলপুর-বংশ যথার্থ রাজ্যাধিকারী নহে এবংবিধ প্রতিবাদ দিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। সিন্ধিয়ার সৈন্য বিরক্ত হইয়া রেসীডেণ্ট সাহেবের তাম্বু লুট করিয়া তাঁহাকে বদ্ধ রাখিল। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সিন্ধিয়ার পৈতৃক রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করাতে উক্ত রাজ্য সিন্ধিয়া পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মহারাণাকে তৎপরিবর্ত্তে পরগণা ধোলপুর, বরী, এবং রাজকেরা নামক স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা কীরৎ সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে বর্ত্তমান সর্দ্দার মহারাণা ভগবন্ত সিংহ পিতার সিংহাসন অধিকৃত করিয়াছেন। বিগত সিপাহীবিদ্রোহকালে উক্ত মহারাজের নিকট অনেক ইংরাজ পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রি দেবসিংহ আগরার অন্তর্গত কএকটী গ্রাম লুট করাতে গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৬২ সালে ঐ ব্যক্তি মহারাজার রাজ্যাপহরণের চেষ্টা করাতে কাশীতে বন্দীরূপে প্রেরিত হয়, এবং অধুনা সে তথায় অবস্থিতি করিতেছে।

কিংবদন্তী আছে যে মহারাজ ভগবন্ত সিংহ কৌলিক বিদ্বেষ পরম্পর জৈনমতাবলম্বি সিন্ধিয়ার উপাস্যদেবতা পারশনাথের এক মন্দিরে মহাদেবের মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দেবতাকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত মহারাজার অখ্যাতি হইয়াছিল, কিন্তু এ প্রবাদ প্রমাণসিদ্ধ বোধ হয় না। উক্ত মহারাজ পোষ্যপুত্র-গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইংরাজরাজ্যে আসিলে ১৫ তোপ হইবার অনুমতি আছে। ধোলপুর-রাজ্যের পরিধি ৪৩ বর্গ ক্রোশ, এবং লোক সঙ্খ্যা ৫০০,০০০; বার্ষিক আয় ৬০০,০০০; সৈন্য ২০০০ হাজার। ইহার প্রকৃত নাম ধবলপুর অপভ্রংশে ধোলপুর হইয়াছে। ইংরাজেরা তদপভ্রংশে ঢোলপুর কহেন।

তামাক ও হুঁকার পর্য্যায় অমরসিংহের অনুকরণ।

খর্সান্দোক্তা তমাকুঃ স্যাৎ গুড়াকুঃ গুড়মিশ্রিতঃ।
হুক্কা ডব্বা চিলমী স্যাৎ দীর্ঘনলস্তুবলা।।

প্রতিধ্বনি।

সকলেই অবগত আছেন যে কোন গহ্বর মধ্যে কিম্বা গুম্বজাকৃতি মন্দিরে শব্দ করিলে অকস্মাৎ তাহার অনুকরণ উদ্ভব হইয়া শ্রুতিপুটে প্রবিষ্ট হয়; তাহার নাম "প্রতিধ্বনি।" এই ধ্বনি সর্ব্বত্র তুল্য হয় না; স্থান ও কারণ ভেদে ইহার অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। কোন কোন প্রতিধ্বনি শব্দের স্বর মাত্র প্রতিপন্ন করে, অন্যে দুই তিন শব্দ বা এক-চরণ কবিতা পুনরুৎপন্ন করে; অপরে ঐ এক বা বহু শব্দ পুনঃপুনঃ উচ্চারিত করে।

কিংবদন্তী আছে যে ক্রাশসের পত্নী মেতেল্লার সমাধিমন্দিরে এক বার ধ্বনি করিলে পাঁচ বার ক্রমাগত প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হইত। কোন কোন গ্রন্থ-কার লিখিয়াছেন যে সাইজিকস নগরের রাজ-প্রাসাদে একটি শব্দের শাত বার প্রতিধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইত। বার্থিয়স্ লিখিয়াছেন যে নহানদীর ধারে এক শব্দের ১৭ টী প্রতিরব হইত। তিনি স্বয়ং তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

অপর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে ব্রসলস্ নামক রাজধানীর কোন এক প্রাসাদে এক শব্দের ১৫ টী প্রতিরব শ্রুতিগোচর হয়। তদ্ভিন্ন তিনি আর এক আশ্চর্য্য বিবরণ উল্লেখ করেন, যে যৎ-কালে তিনি মিলান-নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি এক ক্রোশ দূরে একটী পুরা-তন প্রাসাদের নিকটবর্ত্তিনী এক নদীর ধারে একটী পিস্তল ছুঁড়িয়াছিলেন, তাহাতে ৫৩ বার প্রতিশব্দ হইয়াছিল। এডিনবর্গ-রাজধানীর সন্নিকটে অনে-কগুলি প্রতিধ্বনি-জনক স্থান আছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বিখ্যাত; তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি এক বিশেষ আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনির ব্যাপার বর্ণন করিয়াছেন। ঐ নগরের সন্নিকটস্থ কোন পল্লীতে রণবাদ্য বাজিতেছিল। সেই সময়ে একটী ক্ষুদ্র-পর্ব্বত-শিখরে অসঙ্খ্য কামান ধ্বনির সদৃশ প্রতি-ধ্বনি হইয়াছিল।

প্রতিধ্বনি নানা প্রকারে শ্রুত হইয়া থাকে। কোন কোনটী সুশ্রাব্য স্বরের ন্যায় শ্রবণ-মধুর। কোনটী বা দীর্ঘকাল-স্থায়ী। প্লিনি-নামক প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে অলিম্পিয়ান-নগরে শিল্প, সা-হিত্য, কাব্য প্রভৃতি সপ্ত বিদ্যার সম্মানার্থে যে সাতটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে এক এক শব্দের সাতটী প্রতিধ্বনি হইত।

অপর জস্তিন্ নামক স্মৃতিবেত্তা অলিম্পস্ পর্ব্ব-তের এক প্রতিধ্বনির বৃত্তান্ত উল্লেখ করেন। উহা অদ্যাপি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তিনি বলেন, যে আদৌ কতকগুলি শব্দ নিঃসৃত হইয়া তাহা যত সম্মুখস্থ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই বজ্রের শব্দের ন্যায় প্রচণ্ড হইয়া শ্রুতি-গোচর হয়।

আর্গাইল-নামক জেলার এক ঘোষণা-মন্দি-রে এরূপ প্রতিধ্বনি হইত যে তাহার সন্নিকট-বর্ত্তী এক উন্নত স্থানের উপরহইতে কথা কহিলে তাহা ঐ মন্দিরের সমাধি-স্থানের নিকট মনু-ষ্যের কথার ন্যায় স্পষ্ট বোধ হইত। রেণথু না-মক জেলাতে কোন ঘোষণা-মন্দিরের দ্বার যত বেগে বন্ধ করা হইত ততই তাহার প্রতিধ্বনি ঐ মন্দির-মধ্যে বজ্রের মত শ্রবণগোচর হইত।

এতদ্ভিন্ন উত্তমাশা অন্তরীপে, ও ডেল্ফি-নামক দ্বীপে এক প্রকার প্রতিধ্বনি পুনঃপুনঃ হইত তাহা অত্যন্ত শ্রবণমনোহর, ফিরূসী-রাজ্যের তুলরি নামক রাজ-বাটীতে একটী কৃত্রিম প্রতিধ্বনি আছে, তাহাতে এক কবিতার সমস্ত শব্দ প্রতিপন্ন হয়, এক অক্ষরও লুপ্ত হয় না। তদপেক্ষা আশ্চর্য্য প্রতি-ধ্বনি শান্তিসিমা ত্রিনিদাদ নামক নগরের সন্নিকটে বর্ত্তমান আছে। তথাকার পর্ব্বতমালা-মধ্যে একটী

শব্দ হইলে তাহার শত শত প্রতিধ্বনি হয়; এবং পক্ষী সকল আপন গানের প্রতিধ্বনিতে মোহিত হইয়া পুনঃপুনঃ তাহার উত্তর দেয়।

সমুদ্রের কূলে যে প্রতিধ্বনি হয় তাহাও শ্রবণ করিলে অত্যন্ত আমোদ জন্মে। অধিকন্তু রাত্রিকালে দূরশ্রুত নির্ঝর-প্রপাতের প্রতিশব্দও অত্যন্ত মনোহর।

প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা এই আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং প্রকৃতির পরিবর্ত্তে অলীক কল্পনার অনুসরণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ রূপক কল্পনায় তাঁহারা বিশেষ পারগ ছিলেন, এই প্রযুক্ত সকল বিষয়েরই রূপক আখ্যায়িকা কল্পনা করিতেন। প্রতিধ্বনি অত্যন্ত রম্য পদার্থ, তাহার সম্বন্ধে রূপক অবশ্যই সম্ভব, এবং পূর্ব্বকালীয় গ্রন্থে তাহার অভাব নাই। গ্রীক কবিরা লেখেন যে প্রতিধ্বনি পবনের কন্যা। সে একদা তাহার প্রিয়সখী জুনোর স্বামির সহিত রসাভাস করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে তাহার প্রতি তিনি অসন্তুষ্টা হইয়া তাহার বাক্-শক্তি রহিত করেন, কিন্তু প্রতিধ্বনিকরণের ক্ষমতা তাহার অবশিষ্ট রহিল। সে তদবস্থায় বন-মধ্যে বহুকাল ভ্রমণ করিতে২ একদা নারসিস্‌কে অবলোকন করিয়া তাহাকে উদ্বাহের কথা ব্যক্ত করাতে সে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে; সেই খেদে প্রতিধ্বনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহার স্বর ভূমণ্ডলে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এ প্রকার অপরাপর গল্প অনেক আছে, কিন্তু ঐ সকল গল্প যে প্রকৃত নহে, এবং ইহাতে প্রতিধ্বনির প্রকৃত নিরূপণ হয় না ইহা বলা বাহুল্য।

ইদানীন্তন দার্শনিক পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে শব্দ এক প্রকার ঊর্ম্মিমাত্র। জলে লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ করিলে জলের কম্পনে যে প্রকার ঊর্ম্মি উৎপন্ন হয়, বায়ুতে কোন পদার্থ আন্দোলিত হইলে সেই রূপে বায়ুর কম্পনে ঊর্ম্মি উৎপন্ন হয়, এবং সেই ঊর্ম্মি কর্ণমধ্যে গিয়া কোন বিশেষ ত্বচে আহত হইলে শব্দ জ্ঞান হয়। ইহার প্রমাণার্থে পণ্ডিতেরা বায়ুবিহীন স্থানে ঘণ্টা বাজাইয়া দেখিয়াছেন যে তথায় শব্দ উৎপন্ন হয় না, এবং বর্ণবিশিষ্ট বায়ুতে শব্দ করিলে ঐ ঊর্ম্মি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। অপর ইহাও প্রমাণিত আছে যে বায়ু অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক, সুতরাং কোন দৃঢ় পদার্থে আহত হইলে তথাহইতে তাহা প্রতিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং গৃহমধ্যে শব্দ করিলে সেই শব্দের ঊর্ম্মি প্রথম গৃহস্থ মনুষ্যের কর্ণে লাগিয়া এক বার শব্দ জ্ঞান করায়, পরে নিকটস্থ দেয়ালের গাত্রে লাগিয়া তথাহইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া ঐ মনুষ্যকর্ণে পুনঃ আসিয়া আর একটী শব্দ উৎপন্ন করে; তাহা পূর্ব্ব শব্দের প্রত্যাভাসমাত্র; এবং তাহাই প্রতিধ্বনি বোধ হয়। তির্য্যগ্ গতিবিশিষ্ট শব্দ দিয়ালহইতে কর্ণে না আসিয়া অন্যত্র যায়, সুতরাং প্রতিধ্বনি হয় না। এই কারণে সামান্য গৃহ অপেক্ষা গুম্বজবিশিষ্ট মসজিদ্ বা দেবালয়ে সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি হয়, যেহেতু ঐ মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগ বর্ত্তুলাকার, তন্মধ্যে একত্রে যথেষ্ট বায়ু সঙ্কীর্ণভাবে জমা হইয়া থাকে। সেই স্থানে শব্দ আসিলে তাহা ঐ বায়ুদ্বারা সবেগে প্রতিক্ষিপ্ত হয় এবং তদ্দ্বারা প্রতিধ্বনি উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

উপরে যে কারণ নির্দ্দিষ্ট করা হইল। তন্নিয়মানুসারে বোধ হইতে পারে যে স্থানভেদে প্রতিধ্বনির ভিন্নতা হইবে, অর্থাৎ যে স্থানে একটী গুম্বজের পরিবর্ত্তে চারি পাঁচটী গুম্বজ বা দেয়াল পর পর সংস্থাপিত আছে, সে স্থানে এক বার শব্দ করিলে সকল দেয়ালেই তাহা আহত হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহার প্রত্যেকহইতে তাহা প্রতিক্ষিপ্ত হইবে; সুতরাং সে স্থানে যে কএকটী দেয়াল

থাকিবে তত বার প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে। ঢোল, তবলা, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের একটী উদর; তদ্বিধায় তাহাতে এক বার আঘাত করিলে দুই বার প্রতিধ্বনি হয় না। কিন্তু কোন কোন মস্‌জিদের তিন, চারিটী বা ততোধিক চূড়া থাকে। তন্নিমিত্ত সে স্থানে প্রতিধ্বনিরও আধিক্য হইবার সম্ভাবনা। অপর, গৃহের দ্বার রুদ্ধ রাখিলে যে রূপ প্রতিধ্বনি হয়, দ্বার বিমুক্ত থাকিলে তদ্রূপ হয় না, কারণ দিয়ালহইতে প্রতিক্ষিপ্ত বায়ূর্ম্মি দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়, গৃহস্থ মনুষ্যের কর্ণে পুনরায় আইসে না। যে প্রকার প্রাচীরহইতে শব্দোর্ম্মি প্রতিক্ষিপ্ত হয়, সেই প্রকার কূপ তড়াগ নদী সমুদ্রাদির জলহইতেও প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ সকল স্থানেও প্রতিধ্বনির আধিক্য আছে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

(১। পদ্যমালা। শ্রীদীনদয়াল প্রামাণিক প্রণীত।

ই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি শিক্ষার্থি বালক-বৃন্দের অভ্যাসার্থে প্রস্তুত হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে দীর্ঘ ছন্দ, প্রগাঢ় শব্দালঙ্কার, নিগূঢ় ভাবাদি মহৎ আস্ফালনের ব্যাপার কিছুই নাই। সরল কোমল নীতিগর্ভ-কবিতাচয়ে ইহা পরিপূর্ণ, এবং তাহা সুকুমারমতি বালকদিগের মনোনীত এবং উপকারজনক হইবে, সন্দেহ নাই। পদ্যগুলি সকলই গ্রন্থকারের নিজের রচিত নহে; প্রভাকরাদি সংবাদ-পত্রহইতে সঙ্গৃহ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রামাণিক মহাশয় ঐ সঙ্কলন-কার্য্যে সাবধানতা এবং পদ্যগ্রন্থনে বিশেষ কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন।)

(২ কাব্য-নির্ণয়, বাঙ্গলা অলঙ্কার। শ্রীলালমোহন ভট্টাচার্য্য-প্রণীত।)

দুই বৎসর হইল এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয়; পাঠশালাদিতে ইহার বিশেষ সমাদর হওয়াতে এই ক্ষণে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। এতদ্রূপ অপর দুই খানি গ্রন্থ বাঙ্গালী ভাষায় প্রচলিত আছে, কিন্তু তৎসমুদায়ই সংস্কৃত "সাহিত্য-দর্পণের" অনুকরণ মাত্র। ফলে গ্রন্থত্রয়ে সংস্কৃত অলঙ্কারগুলির নাম ও তাহার বাঙ্গালী উদাহরণ সঙ্গৃহ করা হইয়াছে মাত্র; সংস্কৃত সাহিত্যকারদিগের নিষ্প্রয়োজনীয় প্রায়-অননুভবনীয় অসঙ্খ্য প্রকার ভেদাদি বাহুল্যের ত্যাগ-বিষয়ে মনোনিবেশ করা হয় নাই। কএকটি প্রধান অলঙ্কারের নাম ও লক্ষণ জ্ঞাত হওয়াই বঙ্গীয় ছাত্র-বৃন্দের প্রয়োজন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম লক্ষণ ত্যাগ করিয়া সেই প্রধান লক্ষণগুলি কেহ অদ্যাপি সঙ্কলন করেন নাই। অপর বাঙ্গালী-রচনায় কি কি অলঙ্কার উপযুক্ত এবং কোন্ কোন্ অলঙ্কারই বা অনুপযুক্ত এবং কোন্ সময়ে কি অভিপ্রায়ে কোন্ অলঙ্কার সার্থক হয়, ইত্যাদি বিষয়ে অদ্যাপি একখানি গ্রন্থও প্রণীত হয় নাই। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বঙ্গভাষায় ভূরি ভূরি পদ্য গ্রন্থ সত্ত্বেও অদ্যাপি কেহ বাঙ্গালী পদ্যের যথার্থ লক্ষণ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোটি কোটি পয়ার-সত্ত্বে পয়ারের প্রকৃত লক্ষণ অদ্যাপি অনির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার লঘু গুরু ভেদ কি রূপ তাহা কর্ণে সকলেই জ্ঞাত থাকিয়া কেহই বাক্যে তাহা বর্ণন করিতে পারেন না। গ্রন্থ-রচনানুরাগী কোন সুপণ্ডিত এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে বঙ্গভাষার উপকার-সম্ভাবনা আছে। যে সকল অলঙ্কার-গ্রন্থ বাঙ্গালীতে প্রণীত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত লালমোহন ভট্টাচার্য্যের পুস্তক উৎকৃষ্ট বলিয়া মানিতে হইবে।)

(৩। ঋতুদর্পণ। খিদিরপুর-নিবাসী শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত।)

যাঁহারা কালীদাস কৃত ঋতুসংহারের অপরূপ রসমাধুরী সম্ভোগ করিয়াছেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনব ঋতু-বর্ণনরূপ "ঋতুদর্পণের" কনিষ্ঠতা স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়হইতে স্বতন্ত্র হইবেন না, কারণ তিনি তাঁহাদের সহিত ঐকবাক্যে ঋতুসংহারের ঔৎকৃষ্ট্য স্বীকার করিয়া থাকেন। পরন্তু তাহাতে তাঁহার গ্রন্থের কোন হানি হইবে না। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত আদর্শের সহিত কোন বাঙ্গালী গ্রন্থের তুলনা হইতে পারে না—সকলই নানা প্রকারে অধম বোধ হয়। ভাষার মাহাত্ম্য, প্রাচীন কবিদিগের অদ্বিতীয় ক্ষমতা, এবং এই ক্ষণকার স্বল্পমতিতা ও বিষয়ানুরাগ ঐ অধমতার প্রধান কারণ, এবং তৎসত্ত্বে কোন আধুনিক কবি প্রাচীনদিগের তুল্যতা লাভ করিতে পারিবেন না; সুতরাং এ বিধায় ঋতুদর্পণকে ঋতুসংহারহইতে কনিষ্ঠ বলায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন মতে নিন্দা করা হইল না, এবং তাহা আমাদিগেরও অভিধেয় নহে, যেহেতু ঋতুদর্পণে অনেকগুলি সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা আছে, তাহা সহৃদয় মাত্রেরই অবশ্য সমাদরণীয় হইবে। আমরা উপস্থিত "দর্পণে" প্রতিবিম্বিত ঋতুগুলির অবিকল ও মনোহর প্রতিরূপ দর্শনে পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছি, অতএব মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে অন্যেও ঐ দর্পণের আলোকনে তদনুরূপ আনন্দ লাভ করিবেন। অধুনাতনের বঙ্গীয়-কবিবৃন্দ-মধ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন; এই ঋতুদর্পণ-পাঠে সহৃদয়বর্গ জ্ঞাত হইবেন যে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা তাঁহার অনুজেও বিলক্ষণ বর্ত্তিয়াছে। ইহাঁর লেখনীনিঃসৃত অমৃতকণার প্রত্যাশা আমরা সর্ব্বদা করিব। ঐ অমৃতের আদর্শ স্বরূপে এ স্থলে এক বিন্দু উদ্ধৃত হইল।)

নীচুর বর্ণন।

চল হে ভাবুক পান্থ, এখনি হয়ো না শ্রান্ত,
প্রবেশহ কাননের মাজে।
দেখিবে বিচিত্র বর্ণ, ফল তরু নানা বর্ণ,
সাজিয়াছে স্বভাবের সাজে॥
দেশীয় সধনগণ, যত্নে করি অন্বেষণ,
বিদেশীয় ফল-দ্রুমগণ।
উদ্যান-হৃদয়-দেশে, আলবাল সমাবেশে,
করিয়াছ আয়াসে রোপণ॥
অই যে নিকুঞ্জ সম, তরুচয় অনুপম,
দেখিতেছ সরসী অদূরে।
বসিয়াছে দিয়া সারি, করি হাত ধরাধরি,
সুমন্দ অনিলে মৃদু স্ফুরে॥
নীচু নামে খ্যাত বঙ্গে, না আলাপে নীচ সঙ্গে,
বসন্তের প্রিয়কর ফল।
সেই বলে এই কালে, থাকয়ে আবৃত জালে,
খগকুল হেরিয়া বিকল॥
দেখহ ভ্রমণকারি, পরভৃত শুক শারী,*
বসে্য অই নত-চূত-ডালে।
পক্ক নীচু গন্ধ পেয়ে, একদৃষ্টে আছে চেয়ে,
বলে "বিধি দুঃখ দিলে ভালে॥
এলাম কি ভাগ্য ফেরে, জালে আছে ফল ঘেরে,
প্রাণ ফাটে দেখে ফাটা ফলে।
যদি বিধি দিত দন্ত, কাটিয়া জালের অন্ত,
ফলরস পিতুঁ কুতূহলে॥"

---

* কাক শারী বলিলে, স্বভাবের প্রতিরূপ উত্তম হইত।

অনুবাদক সমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

কথাতরঙ্গ,	॥৶০
মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ,	৶০
মৎস্য নারী,	৵৫
চীনদেশীয়-বুলবুল,	৴০
জীব-রহস্য ১ ম ভাগ,	৶১০
——২ য় ভাগ,	৷৶০
শিল্পিক-দর্শন,	৷৵০
রবিন্‌সন্ ক্রুশ,	৷৵০
কুৎসিতহংস-শাবক,	৵০
মনোরম্য পাঠ,	৶০
প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস,	৵০
বৃহৎ কথা ১ ম ভাগ,	৷০
——২ য় ভাগ,	৷৴০
খগোল-বিবরণ,	৷৴০
শিবজী-চরিত্র,	৶০
অবোধ,	৴০
পাল এবং বর্জ্জিনিয়া	৷৵০
দুঃখিনী-মাতা,	৴০
নুরজাহানের জীবন-বৃত্তান্ত,	৷৴০
অহল্যা-হড্‌ডিকার জীবন-বৃত্তান্ত,	৶৫
মজাহিদ শা,	৷১০
বায়ুচতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা,	৴১০
চকমকীর বাক্‌স,	৴০
বড় কৈলাস ও ছোট কৈলাস,	৴০
বিচার,	৴০
এলিজিবেথ কর্তৃক পিতার বিবাসন মোচন,	॥০
হিত কথাবলি,	৷৵০
জাহানিরার চরিত্র,	৷৴০
হংসরূপী-রাজপুত্রদের বিষয়,	৴১০
জেপান,	৷৶১০
লার্ডক্লাইবের জীবনচরিত,	৶০
গঙ্গার খাল,	৴১০
সেক্‌সপিয়র-কৃত-গল্প,	৶০

নিম্নে লিখিত পুস্তক সকল

সোসাইটীর মুদ্রিত নহে, কিন্তু তাহার কার্য্যালয়ে বিক্রয় হয়।

সুশীলার উপাখ্যান ১ ম ভাগ,	৷৶০
—— ২ য় ভাগ,	॥০
—— ৩ য় ভাগ,	॥৶০
শিশুপালন ১ ম ভাগ,	॥০
ঐ ২ য়	॥৵০
পদ্মিনীর উপাখ্যান,	১৲
কর্ম্মদেবী, (কাগজের বাঁধা)	১৲
ঐ (কাপড়ের)	১৷০
মদ খাওয়া বড় দায়,	॥০
রামারঞ্জিকা,	॥০
কৃষিদর্পণ,	১৲
কৃষিপাঠ,	৷০
যৎকিঞ্চিৎ,	॥৵০
কালবর্ণন,	৴৫
কাব্যনির্ণয়,	১৷০
বৈষয়িক ব্যবহার,	১॥০
আলালের ঘরের দুলাল,	৸০
প্রিয়ম্বদ,	৸০

VOL. 2. No. 22.

RAHASYA SANDARBHA:

A

MONTHLY MAGAZINE

OF LITERATURE, SCIENCE AND ART.

CONTENTS.

PUBLISHED BY ORDER OF THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK AND VERNACULAR LITERATURE SOCIETY, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 9, GOVERNMENT PLACE.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1865.

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সূচী।

---

২ পর্ব্ব, ২৩ খণ্ড।

কলিকাতা স্কুলবুক এণ্ড বর্ণাকুলর লিটরেচর
সোসাইটীর আদেশানুসারে
বাপ্টিস্ট মিষন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।

LIST OF BOOKS PUBLISHED BY THE VERNACULAR LITERATURE SOCIETY AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY 12 LALL BAZAR.

Discount* 30 *per cent. for cash.

BENGALI.

	R.	A.	P.
Lamb's Tales, Dr. Roer's,	0	3	0
Matsya-Nárí,	0	2	3
China-deshiyá Bulbul,	0	1	0
Sushilá Upakhyan, Part I.	0	6	0
——— Part II.	0	8	0
——— Part III.	0	10	0
Jibrahasya, Part I.	0	3	6
——— Part II.	0	7	0
Life of Lord Clive,	0	3	0
Ganges Canal,	0	1	6
Silpic Darsan,	0	6	0
Robinson Crusoe,	0	6	0
Kutsit Hangsa-Shábak,	0	2	0
Manoramya Páth,	0	3	0
History of Rája Pratápádítya,	0	2	0
Brihat Kathá, Part I.	0	4	0
——— Part II.	0	5	0
Khagola Bibaran,	0	5	0
Sibaji Charitra,	0	8	0
Abodha,	0	1	0
Paul and Virginia,	0	6	0
Dukhini Mátá,	0	1	0
Life of Noorjahan,	0	5	0
Ahalyá Haddikár Jiban Brittántá,	0	3	3
Mujáhid Shaw,	0	1	6
Báyu-Chatustayer Akhyáyika,	0	1	6
Chakmaki Báksa,	0	1	0
Bada Kailás, &c.,	0	1	0
Bichár,	0	1	0
Elizabeth,	0	8	0
Hita-Kathábali,	0	6	0
Jahánirá Cháritra,	0	5	0
Wild Swans,	0	1	9
Japan opened.	0	7	9
The Rise and Progress of the Saracens,	0	3	0
Tales from Sandford and Merton,	0	10	0

BOOKS NOT PUBLISHED BY THE SOCIETY BUT FOR SALE AT THEIR DEPOSITORY.

		R.	A.	P.
Bengali Shishoopalun, Part I.		0	8	0
——— Part II.		0	10	0
„ Pudmini Upakhyan,		1	0	0
„ Kurmodevi paper @ 1	cloth,	1	4	0
„ Krishidurpan,		1	0	0
„ Mad khaoa Buru Day,		0	8	0
„ Ramarunjika,		0	8	0
„ Krishipath,		0	4	0
„ Jutkinchit,		0	10	0
„ Kalburnan,		0	1	3
„ Kavya Nirnaya,		1	0	0
„ Bysayika Baybahár,		1	8	0
„ Alaler ghurer Doolal,		0	12	0
„ Priumbada,		0	12	0

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব]　　প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।　　বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।　　[২৩ খণ্ড।

গোয়ানা প্রদেশ।
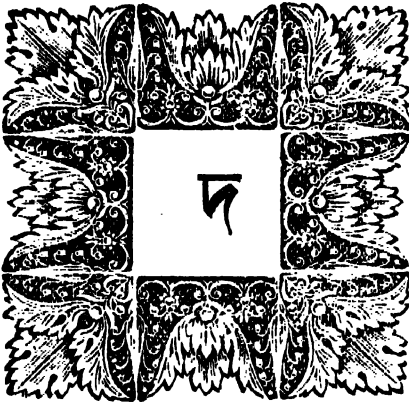
দক্ষিণ আমেরিকার সুবিখ্যাত অরিনকো ও আমেজন নদের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত দেশ পূর্ব্বে গোয়ানা নামে বিখ্যাত ছিল। তৎকালে তাহা ফরাসিস দেশাপেক্ষা তিন গুণ দীর্ঘ ছিল। অধুনা ঐ নাম একটী ক্ষুদ্র প্রদেশের জ্ঞাপনার্থে বিনিযুক্ত হইয়াছে। উহা দক্ষিণামেরিকার উত্তর পূর্ব্ব তটে সংস্থিত, এবং তত্রত্য দুই বৃহৎ নদীদ্বারা তিন অংশে বিভক্ত। উক্ত তিন অংশ ফরাসী ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের অধীনে আছে। এই খণ্ডত্রয়ের মধ্যে ইংরাজদিগের অধিকৃত খণ্ড বিশেষ প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে তত্রত্য উপকূলবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অন্যত্র ইংরাজদিগের কদাপি গম্য ছিল না। পরন্তু বিলাতের ভূগোল-শাস্ত্রানুরাগী সমাজের আনুকূল্যে শোম্বর্গ সাহেব বহুকষ্টে গোয়ানার মধ্যবর্ত্তী অরণ্যে প্রবেশিয়া অনেক অনাবিষ্কৃত স্থান ও নদ্যাদির বিবরণ প্রকটিত করেন। ফরাসী ও ওলন্দাজী গোয়ানার অনেকাংশ অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত আছে। যে সকল নদীদ্বারা ফরাসী ও ওলন্দাজী গোয়ানার সীমা নিবদ্ধ আছে, তাহার উৎপত্তিস্থান অদ্যাপিও নিরূপিত হয় নাই। তৎপ্রযুক্ত তাহার পরিমাণেরও নিরূপণ করা যায় না।

অপরাপর দেশহইতে গোয়ানা-দেশের এক আশ্চর্য্য স্বাতন্ত্র্য এই যে তথায় বৎসরের মধ্যে দুই বার গ্রীষ্ম ও দুই বার বর্ষার আবির্ভাব হয়; তন্মধ্যে বর্ষাই দীর্ঘকালস্থায়ী, এবং তাহা এপ্রিল মাসের পক্ষান্তে আরম্ভ হইয়া আগষ্ট মাসের চরমাংশে স্থগিত হয়। তৎপরেই গ্রীষ্মকাল আগত হইয়া সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, এবং নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত থাকে। ইহার পর মধ্যে মধ্যে জলপতন এবং অল্প গ্রীষ্মের অনুভব হয়। ফলতঃ গোয়ানা নিরক্ষরত্তের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেও তথায় গ্রীষ্মের প্রভাব অল্প। তৎকারণ এই যে আট্লাণ্টিক মহাসাগরহইতে শীতল বায়ু পশ্চিম দিগভিমুখে প্রবাহিত হইয়া গোয়ানার উত্তপ্ত প্রদেশে প্রবহন হইতে থাকে। তদ্বিধায় তথায় বৎসরের সকল সময় আমাদিগের দেশের তুল্য গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়া থাকে, তদধিক হয় না। তথায় বজ্র-ঝটিকা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহা তদ্দেশীয়দিগের পক্ষে
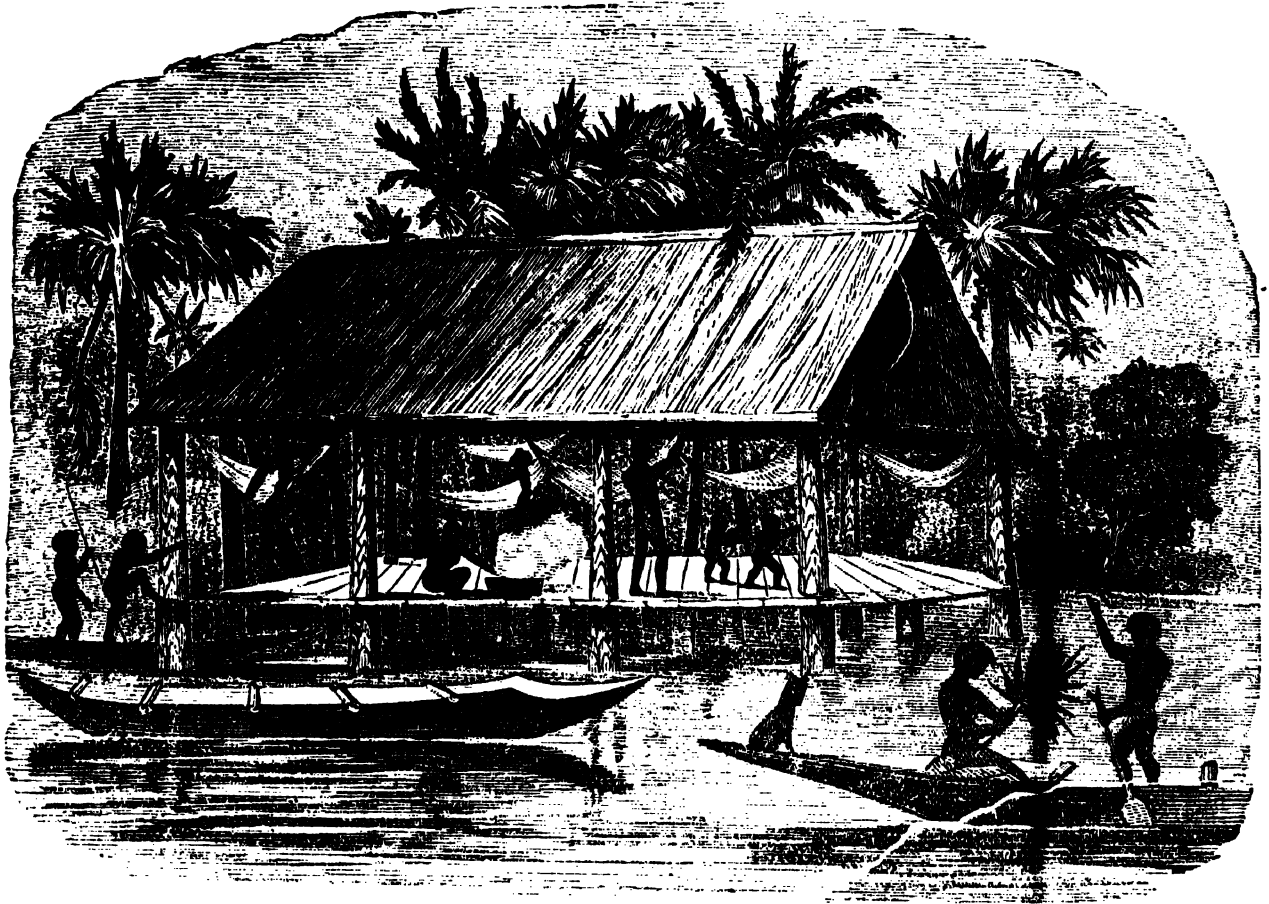
গোয়ানার প্রাচীন বাসীদিগের আবাস।

বিশেষ হানিজনক নহে। অধিকন্তু তন্নিকটস্থ দ্বীপব্যূহে যে ভয়ঙ্কর বাতাবর্ত্ত সমুৎপন্ন হইয়া উক্ত দ্বীপবাসীদিগের মহৎ অনিষ্ট করে, গোয়ানাতে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত।

গোয়ানার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। তদ্বিধায় বৎসরের মধ্যে এক একটী ক্ষেত্রে দুই তিন বার শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথাকার ভূমি অধিকাংশ মেহগ্নী বৃক্ষ ও নানা জাতীয় মহীরুহে সমাকীর্ণ, এবং সে স্থানে ফল শস্যাদিরও অত্যন্ত প্রাচুর্য্য। পরন্তু হম্‌বোল্‌ট সাহেব লিখিয়াছেন যে তথায় গমের উত্তমরূপ চাস হয় না; ইহা আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু উন্নত ভূমি ব্যতীত গমের চাস সুপারিপাট্যরূপে হয় না।

গোয়ানায় ইউরোপীয়, কাফ্রী, ও আমেরিকার আদিম নিবাসী অসভ্য, এই তিন প্রকার জাতীয় মনুষ্য বাস করে। তন্মধ্যে আদিম বাসীদিগের সঙ্খ্যাই অধিক। তাহারা ইউরোপীয় লোকদিগের সংশ্রবে অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহারা কৃষিব্যবসায়াবলম্বনে দিনপাত করে। পরন্তু অদ্যাপিও তাহারা এক স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিতে সম্মত নহে। অতি সামান্য কারণে প্রচুরশস্যশালী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে উঠিয়া যায়, এবং পুনর্ব্বার বনমধ্যে আবাদ করিয়া শস্য-বপনে প্রবৃত্ত হয়।

ইংরাজাধিকৃত গোয়ানার প্রধান নগর জর্জ্জটউন্। তাহা একটী নদীর তীরবর্ত্তী কমনীয়

প্রদেশে সংস্থিত। তাহার চতুর্দ্দিক্ সুন্দর বৃক্ষ-বাটিকায় অলঙ্কৃত, বিশাল বৃক্ষ-শাখাদ্বারা চতুর্দ্দিক্ পল্লবনিকরে আবৃত; নিকটে নদীকল্লোল; আকাশ সুনির্ম্মল; গ্রীষ্মের তাদৃশ উগ্র প্রভাব নাই, অথচ অত্যন্ত শিশির-সম্পাতে তত্রস্থ লোকেরা জড়ীভূতাঙ্গ নহে। তাদৃশ রম্য স্থান অচিরাৎ অতুল সৌভাগ্যের মুখাবলোকন করিবে, সংশয় নাই।

ইংরাজী গোয়ানার নব্যবাসীদিগের মধ্যে ওলন্দাজই অধিক। তাহারা সময়ে সময়ে উক্ত-স্থানে গিয়া উপনিবাস স্থাপন করিয়াছে। তাহাদিগের প্রয়াসে দাসবিক্রয় প্রথা প্রবল হয়। তথায় ইংরাজদিগের অধিকার হওনাবধি ঐ প্রথা নির্ম্মূল হইয়াছে। পরন্তু ঐ প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা দাসব্যবসায়ীদিগের ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ ৪,২৩,৮৮,০৯০ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

তত্রত্য অসভ্য জাতিদিগের মৎস্য ধরিবার এক আশ্চর্য্য প্রকরণ আছে। দুই বুরুল পরিমিত এক জাতীয় বিষ সংযুক্ত উদ্ভিদ্ কাষ্ঠ আঘাত-দ্বারা থেঁতো করিয়া তাহারা তাহা জলে মিশ্রিত করে। তাহাতে সেই জল দুগ্ধের সদৃশ অনুমিত হয়। তাহা নদী বা তড়াগে নিক্ষেপ করিলে প্রায় কুড়ি মিনিট বিলম্বে তাহার সমুদয় মৎস্য জলের উপরি ভাগে ভাসিয়া উঠে। সেই অবকাশে উক্ত অসভ্যেরা লগুড় ও তীরদ্বারা মৎস্য হনন করে। পরন্তু এ প্রক্রিয়াদ্বারা মৎস্য ধৃত করিলে সে মৎস্য ভোজনে হানি-জনক হয় না, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। হিল সাহেব লিখিয়াছেন তাহারা সর্ব্বক্ষণ বাসস্থান পরিত্যাগে এতাদৃশ রত, যে এ বৎসর যে স্থান লোকের বসতিতে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়, পরবর্ষে সেই স্থানে গিয়া দেখিবে তাহা ধূধূ করিতেছে, এবং তথাকার নিবাসীরা বহুশত-ক্রোশ-অন্তরে গিয়া আবাস-স্থাপন করিয়াছে।

হিল্‌হাউল সাহেব বহুদূর ভ্রমণ করিয়া এক স্থানে কতক গুলি তদ্দেশীয় অসভ্যদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহারা ছুরি, কাঁটা, জাল লইয়া কথিত প্রকরণে মৎস্য ধরিতেছিল।

তথাকার লোকদিগের স্বভাব নিতান্ত বন্য নহে। তাহারা ধীরস্বভাব। সর্ আলেকজণ্ডর হোম্‌বোলড্‌ট সাহেব লিখিয়াছেন যে তিনি এক নদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতক গুলি অসভ্য তদ্দেশীয় সাল্‌তীদ্বারা নদী পার হইতেছে। সেই স্থানেই তাহাদিগের আবাস ছিল। তাহা দেখিতে অত্যন্ত সুদৃশ্য, কিন্তু ভূমিতে সংস্থাপিত না হইয়া জল মধ্যে নির্ম্মিত ছিল। ১৭২ পৃষ্ঠায় ইহার প্রতিকৃতি দৃষ্ট হইবে। তাহার উপরিভাগ তালপত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। চতুর্দ্দিক্ অনাবৃত। চাল প্রকাণ্ড তালের খুঁটির উপর সংস্থাপিত। গৃহের মেজে জলহইতে কতিপয় হস্ত ঊর্দ্ধে স্থিত। তাহারা ঐ গৃহের সর্ব্বত্র দোলনা ঝুলাইয়া তদুপরি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যায়। মুদ্রিত চিত্রে মেজের উপরে ক্রীড়া-তৎপর দুইটী শিশু পরস্পর হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। এক ব্যক্তি তাহাদিগের সন্নিকট দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছে। অন্য ব্যক্তিরা মৎস্যাহরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদিগের পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদিতে সৃষ্টি-প্রকরণ-বিষয়ে মহালক্ষ্মীর উৎপত্তি এবং স্বায়ম্ভুব মনু ও নারায়ণের আদি বৃত্তান্ত বিষয়ে যে রূপ আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, তাহাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ তেজোময় পরব্রহ্ম নিদ্রাহইতে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটী বরাঙ্গনা আসিয়া রহিয়াছেন ইত্যাদি প্রায় অবিকল বর্ণন আছে।

দম্পতীস্নেহ।

স্ত্রী জাতির যে সকল গুণ লোকসমাজে আদরণীয় হয়, পাতিব্রত্য গুণটি তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া যে স্ত্রী পতিসেবা ও পতির সন্তোষ বিধানে নিয়ত প্রবৃত্তা থাকে, সে পরমেশ্বরের প্রীতি লাভ করে, এবং লোকসমাজে গণ্যা মান্যা ও ধন্যা হয়। যে স্থলে পতি ও পত্নী উভয়ের সমান স্নেহ, সমানুরাগ, উভয়ের সন্তোষ-বিধানে উভয়ে চেষ্টিত, কেহ কাহাকে অবিশ্বাস করে না, কি সম্পদ্ কি বিপদ্ উভয়েই তাহার সমানাংশী, সে স্থলে সাংসারিক সুখ যে তাহাতে কি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করা দুষ্কর, পৃথিবীতে থাকিয়া ঐ স্ত্রীপুরুষ এক প্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করে। যে স্ত্রী পতিপরায়ণা নহে, সে পরমা সুন্দরী হইলে কি ফল? ইহ কালে সে জনসমাজে জঘন্যা এবং পরকালে ঈশ্বর-সন্নিধানে দণ্ডনীয়া হয়। কুরূপাই হউক বা সুরূপাই হউক পতিব্রতা স্ত্রীর কি মনোহর সৌন্দর্য্য? দেখিলেই তৎপ্রতি লোকের এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাতে শরীর একেবারে আর্দ্র হইয়া পড়ে; স্ত্রীসংক্রান্ত অন্য সৌন্দর্য্য তত্তুলনায় সামান্য তৃণ অপেক্ষায় লঘু। পতিব্রতা স্ত্রীর মাহাত্ম্য পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উল্লিখিত আছে, এদেশীয় যোষাগণ অনেকেই প্রায় তদ্বৃত্তান্ত অবগত আছেন, অনেক গ্রন্থকারও তদ্বিষয়ে উত্তমোত্তম গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশীয় কামিনীকুল এই পারিণয়িক প্রেমের যে গৌরবজনক দৃষ্টান্ত রাখিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করিয়াছেন, রহস্য-সন্দর্ভ-পাঠিকা কুলবালার বোধ হয় অনেকে তাঁহাদের নাম ও বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহেন, অতএব তাঁহাদিগের জ্ঞাপনার্থ কয়েকটি সজ্ঞিপ্ত বৃত্তান্ত এস্থলে লিখিত হইল।

গ্রীস-দেশের অন্তর্গত স্পার্টা-নামক মহানগরে লিয়নিদা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাঁহার কন্যার নাম চিলোনিস্। বিপত্তিসময়ে ঐ বামা প্রথমে পিতৃভক্তি পরে পতিভক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় আশ্চর্য্য, একারণ প্রথমে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল। একদা কোন কারণবশতঃ স্পার্টা-নগরে রাজবিদ্রোহের সম্ভাবনা হয়। লিয়নিদা নগরবাসীদিগের কুমন্ত্রণার কথা জানিতে পারিয়া প্রাণভয়ে নগর-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মিনর্বা দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাতে তাঁহার জামাতা ক্লিওম্ব্রোটস্ প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়া রাজ্যে স্বয়ং রাজা হয়েন। চিলোনিস্ পিতার এই দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া স্বামীর রাজ-নিকেতন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই ধর্ম্ম-মন্দিরে গমন করেন, আর সমস্ত রাজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জনকের সেবা শুশ্রূষা করত তদ্দুঃখের দুঃখভাগিনী হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে লিয়নিদার সৌভাগ্য-সূর্য্য পুনরুদিত হইল। স্পার্টার রাজবিদ্রোহী লোকেরা বিদ্রোহ-ভাব পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। তাহতে ক্লিওম্ব্রোটস্ শ্বশুরের দৃষ্টান্তানুসারে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করত ধর্ম্মমঠে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী চিলোনিস্ ইচ্ছাপূর্ব্বক পিতার বিপদে যেরূপ বিপদগ্রস্তা হইয়াছিলেন, স্বামীর দুঃখে সেই রূপ দুঃখভাগিনী হইলেন। বিদ্রোহী জামাতাকে ভর্ৎসনা করিবার জন্য এক দিন লিয়নিদা সমস্ত সৈন্যের সহিত ক্লিওম্ব্রোট-

সের আশ্রয় স্থান দেবমন্দিরে আসিয়াছিলেন। তথায়, দেখিলেন, যে তাঁহার কন্যা দীন-ক্ষীণ-মলিনাবস্থায় জামাতার বাম পার্শ্বে ধরাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দুইটি পুত্র দুই পদের উপর বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

রাজকন্যা ও রাজস্ত্রী চিলোনিসের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া দর্শকগণ সকলেই বিমোহিত হইল। নেত্রবারি নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ হইল না, এবং রাজকন্যা প্রকৃত পতিব্রতা এবং ধর্ম্মশীলা স্ত্রী এই বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা লিয়নিদা জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রে পাপাত্মা, ক্লিওম ব্রোটস্! কন্যাদান করিয়া পুত্রভাবে আমি যেমন তোর মঙ্গলচেষ্টা করিতাম, তুই তেমনি তার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছিস্। আমি তোর পিতাস্বরূপ; আমার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিয়া রাজমুকুট ও রাজ্য অপহরণ করত আমাকে দেশান্তর করাতে তোর লজ্জা হইল না। ধিক্ রে নরাধম! তোর জন্ম, কর্ম্ম, শরীর-ধারণ, সকলই বৃথা হইয়াছে!" হতভাগ্য ক্লিওম ব্রোটস্ যথার্থ অপরাধী ছিলেন, অতএব মুখ উত্তোলন করিয়া শ্বশুরকে কোন উত্তর করিতে পারেন না, সুতরাং মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আরোপিত দোষ সকলই গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রী প্রাণান্তেও পতিনিন্দা সহিতে পারে না, অতএব চিলোনিস্ পতির বাষ্পপূর্ণ নয়ন এবং মলিন বদন দেখিয়া শোকাকুলিতচিত্তে আপনার আলুলায়িত কেশ এবং জীর্ণ পরিচ্ছদ দেখাইয়া লিয়নিদাকে কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! বিবাহের পূর্ব্বে আপনি আমার এক দশা দেখিয়াছিলেন, এখন আর এক দশা দেখুন; ইহাতেও কি ক্লিওম ব্রোটসের প্রতি আপনকার দয়া হইতেছে না? রাজ্যচ্যুত হইয়া যে দিন আপনি বিপদগ্রস্ত হন, সেই দিন অবধি দুঃখ এবং ক্লেশ অনুষঙ্গী বন্ধুর ন্যায় আমার সঙ্গে২ রহিয়াছে। শত্রু পরাজয় করিয়া এখন আপনি স্পার্টাদেশের রাজা হইয়াছেন। আমি এখনও কি সেই দুঃখে দুঃখিনী হইয়া থাকিব? কি রাজ অট্টালিকায় পুনঃপ্রবেশ করিব, আপনকার কি অনুমতি হয়? পাণিগ্রহণ-কালে আমি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যাবজ্জীবন যে ক্লিওম ব্রোটসের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইব বলিয়া শপথ করিয়াছি, সেই ক্লিওম ব্রোটস্ আপনকার ক্রোধে নিহত হয়, ইহা দেখিয়া আমার রাজনিকেতনে বাস করত সুখসম্ভোগ করা আপনকার বিধানে বিধেয় হয় কি না? তিরস্কারে মৌনাবলম্বন করত ইনি আত্মদোষ আপনি স্বীকার করিতেছেন, ইহাঁর স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় অজস্র অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিতেছে, ইহাতেও যদি আপনকার ক্রোধের শান্তি না হয়, তবে অবশ্যই এ ব্যক্তি মহান্ অপরাধের অপরাধী, গুরুতর দণ্ডের যোগ্য পাত্র; কিন্তু সে দণ্ড আপনাকে দিতে হইবেক না, আমি আত্মহত্যাদ্বারা আপনকার প্রয়োজনীয় দণ্ডাপেক্ষা উহাকে বিষমতর দণ্ড দিব। পিতা যাহার বাক্য শ্রবণ করেন না, ভর্ত্তা যাহার বিহিত বাক্যে বধির হইয়া থাকেন, স্ত্রী সমাজে তাহার তুল্য অভাগিনী নারী এ পৃথিবীতে আর নাই। এ সংসারে তাহার জীবনধারণ করা অপেক্ষা না করা শ্রেয়ঃ। পিতঃ! দেখুন, রাজকন্যা এবং রাজমহিষী হইয়াও আমার ন্যায় জন্মদুঃখিনী পৃথিবীতে কোন্ স্ত্রীলোক আছে? স্বামী রাজা হইলে রাজরাণী হইয়া কোথায় আমি সুখসম্ভোগ করিব, না পিতৃবিপদ্‌বার্ত্তা-শ্রবণে অধীরা হইয়া সকল সুখ বিসর্জ্জন করত পিতার সহিত আমাকে ধর্ম্মমঠে সন্ন্যাসিনী হইতে হইল। আবার পিতার সুদশা হইলে কোথায় আমার সুদশা হইবে, না জন্মের

মত পরম প্রেমাস্পদ পিতা এবং ভর্ত্তা উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে দেহ পরিত্যাগ করিতে হইল! পিতঃ, এ অভাগিনী জন্মদুঃখিনীর কথায় রাগ করিবেন না। আপনকার ব্যবহার লোকসমাজে যদি দূষণীয় না হয়, তবে হতভাগ্য ক্লিওম ব্রোটসের অসদাচারও জনসমাজে দূষণীয় নয়। রাজপদকে সংসারের সার বস্তু জ্ঞান করিয়া যখন আপনি জামাতা ও কন্যা বধে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন, তখন ঐ পদের জন্য এ ব্যক্তি শ্বশুরকে যে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল, তাহা কি তদপেক্ষা অধিক কুকর্ম্ম হইল?"

এই কথার পর পতিপ্রাণা চিলোনিসের মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তিনি পতির মস্তকে আপন মস্তক রাখিয়া অজস্র অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তচ্ছরীরের মনোহর লাবণ্য বিবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার অশ্রুস্রোত হতভাগ্য পতির সমস্ত শরীর বহিয়া ভূমিতে পতিত হইল, মাতাকে শোকে ব্যাকুলা দেখিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দর্শকগণ সাতিশয় বিমোহিত হইলেন। তখন রাজা লিয়নিদা অমাত্যবর্গের সহিত ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া ক্লিওম্ ব্রোটসকে কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! আমি তোকে অভয় প্রদান করিলাম। গাত্রোত্থান করিয়া স্পার্টা-পরিত্যাগপূর্ব্বক তুই দেশান্তরে যা। আমার ধর্ম্মশীলা গুণবতী কন্যা পুত্রদ্বয় লইয়া এ দেশে সুখে বাস করুক।" এই আজ্ঞা করিবা মাত্র ক্লিওম ব্রোটস্ গাত্রোত্থান করিলেন। চিলোনিসও আশ্রয় স্থান যজ্ঞবেদিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত উঠিলেন, আর এক পুত্র তাঁহার ক্রোড়ে দিয়া অপর পুত্রটিকে আত্মক্রোড়ে লইয়া পতির সমভিব্যাহারে চলিলেন। "তোমার কথাতে আমি তোমার দুর্বৃত্ত পতির প্রাণরক্ষা. করিলাম। পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তুমি বিদেশে প্রবাসিনী হইও না। তুমি কোমলাঙ্গী, দেশ-পর্য্যটনের দুরূহ ক্লেশ সহিতে পারিবে না; কত দুর্গতি হইবে। রাজলক্ষ্মি,পিতৃভবনে বাস করিয়া পরমসুখে দিন যাপন কর।" এরূপ স্নেহবাক্যদ্বারা লিয়নিদা চিলোনিসকে দেশে রাখিবার জন্য নানা স্তুতি করিলেন, কিন্তু পতিপরায়ণা চিলোনিস্, পতির সহিত বনবাস এবং তৃণশয্যা শ্রেয়ঃ, পতি ভিন্ন অপরের রাজ অট্টালিকা ভদ্র নহে, এই বিবেচনায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, এবং কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া একান্তমনে পতির অনুগামিনী হইলেন।

প্লুটার্ক নামা লাটিন ইতিহাসবেত্তা চিলোনিসের বৃত্তান্ত-বর্ণন-করণান্তর এই কথা লিখিয়াছেন, "এরূপ গুণবতী ধর্ম্মশীলা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্লিওম ব্রোটসকে যদি দেশান্তরে যাইতে হইত, তবে তিনি যথার্থই দেশান্তরিত হইতেন; এরূপ স্ত্রীর সহিত বনবাসও বনবাস নহে, সহস্র রাজ্যের অধিপতি হওনাপেক্ষা এরূপ ভার্য্যার সহিত সহবাস করা বহুগুণে শ্রেয়স্কর।"

আর্টিমিসিয়া কোরিয়া নাম্নী এক রমণী সুবিখ্যাত মসোলস্ রাজার সহিত বিবাহিত হন। কিন্তু ঐ পরিণয়ের তিন বৎসর পরেই তাঁহার স্বামী মসোলস্ লোকান্তর প্রাপ্ত হন। নবপ্রণয়িনী যুবতি নারী পতির জীবদ্দশাতে যে প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি একান্তানুরাগ প্রকাশ করিয়া পতিসেবা করিয়াছিলেন, মরণান্তেও তদ্ধর্ম্মের কোন ত্রুটি দেখান নাই। পুত্র কন্যা হয় নাই বলিয়া রাজার মরণান্তে রাজকর্ম্মনির্ব্বাহের ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু পতি বিয়োগরূপ দারুণ শেলদ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ এমনি বিদ্ধ হইয়াছিল যে তাহাতে তিনি কোন কর্ম্মে যথাযোগ্য মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। মসোলসের নাম তাঁহার চিত্তের মুখ্য সুখ

ছিল, এ জন্য ঐ নামকে চিরস্থায়ী করণার্থে হ্যালিকর্ণেসস্ নগরে তিনি একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করাইলেন, উহার তুল্য প্রকাণ্ড এবং পরম সুন্দর হর্ম্য তৎপূর্ব্বে কেহ কখন নির্ম্মাণ করে নাই, এজন্য পৃথিবীর সুবিখ্যাত অদ্ভুত কাণ্ডের মধ্যে উহা একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া গণনীয় হইয়াছিল। তৎপরে যে কোন ব্যক্তি ঐ রূপ প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিত, মসোলসের স্মরণার্থে অট্টালিকার নামানুসারে সকলে তাহাকে মসোলিয়ম বলিয়া ডাকিত।

পতির নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত আর্টিমিসিয়া আর অনেকানেক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, তম্মধ্যে তাঁহার একটি কীর্ত্তি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। রাণী মনে করিয়াছিলেন, পিত্তলই হউক বা প্রস্তরই হউক কালে সকল স্তম্ভই বিনষ্ট হইয়া থাকে, কালে ক্ষয় না হয়, এমন মানসিক শক্তিদ্বারা উৎপন্ন স্তম্ভ একটি প্রস্তুত করাইতে হইবে। এই বিবেচনায় তিনি তৎকালীন মহা মহা পণ্ডিতবর্গকে ডাকাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রাণবল্লভ মসোলসের মাহাত্ম্য সূচক একখানি সুললিত মনোহর কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়া দিবেন, আমি তাঁহাকে আমার সমস্ত ধনের চতুর্থাংশ পারিতোষিক দিব।" এই বিশেষ পুরস্কারের লোভে অনেকে কোমল ভাষা এবং মধুর ভাবাপন্ন কবিতা রচনা করিয়া রাজসভায় আনিয়াছিলেন, তম্মধ্যে ইষক্রোটিস এবং তৎশিষ্য থিওপম্পসের রচনা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যের রচনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, এজন্য তিনিই ঐ বিশেষ পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর রাণী দুই বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন না, পরন্তু যত দিন জীবিত ছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঐ গ্রন্থ তাঁহার সমীপে পঠিত হইত, এবং তাঁহার মরণান্তে প্রজাবর্গ সভা করিয়া মাসে এক দিবস ঐ গ্রন্থের অভিনয় করিয়া মহা উৎসব করিত। তদবধি বহুকাল গত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপিও সেই পুরাতন কবিতা কোরিয়া দেশে নূতন কবিতার ন্যায় প্রচলিত আছে।

ইংলণ্ডদেশে সুবিখ্যাত সার ওয়াল্টর রালে রাজ-বিচারে দোষী হইয়া প্রাণ-বধার্হ হইলে, তিনি শর্‌বরণ্ নামক জমীদারী আপন দুঃখিনী স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদিগকে দিয়া যাইতে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তৎকালে ইংলণ্ডদেশে প্রথম জেম্‌স রাজা ছিলেন। সমর্ষেট প্রদেশের আরল্কার-নামক এক ব্যক্তি তাঁহার অতি-প্রিয়-পাত্র ছিল। রাজা ঐ ভূমিসম্পত্তি রালে সাহেবের পুত্র কন্যাকে না দিয়া তাঁহাকেই দিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এজন্য বিপদগ্রস্ত সার ওয়াল্টর এই ভাবে আরল্কারকে এক খানি পত্র লিখিলেন, "ধনলালশায় নির্দ্দোষীকে ধ্বংস করিয়া তৎসম্পত্তি গ্রহণ করা ভদ্রের কর্ম্ম নহে। যে ব্যক্তি নিরপরাধী বালক বালিকার ভূমি-সম্পত্তি অন্যায়তঃ লইয়া তদুপরি বসতবাটী স্থাপন করে, অচিরাৎ তাহার ভিত্তিমূল ভূমিসাৎ হইয়া থাকে। ফলবান্ বৃক্ষকে ছেদন করিলে লোককে যে রূপ অভিশপ্ত হইতে হয়।" পিতৃহীন বালক বালিকার স্বত্ব অপহরণেও সেই রূপ নিন্দা আছে। রাজ-প্রিয়-পাত্র কারের কঠিন অন্তঃকরণে এরূপ পত্রে কোন ফল দর্শিল না। তিনি সার ওয়াল্টরের শর্‌বরণ্ জমীদারী লইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তাহাতে রালের দুঃখিনী পত্নী এক দিন আপন পুত্র কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজসমীপে উপনীতা হইলেন, এবং কর যোড়পূর্ব্বক বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ,

আপনকার কোপে পড়িয়া স্বামীর নিপাত উপস্থিত। সম্পত্তির মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল শর্‌বরণ নামক গ্রামখানিতে যে জমীদারী আছে, তাঁহাও যদি যায়, তবে এই হতভাগ্য অল্পবয়স্ক সুকুমার কুমার-কুমারী দুইটিকে লইয়া আমি কোথায় বাস করিব? এবং কিরূপেই বা ইহাদিগকে প্রতিপালন করিব?" দুর্ব্বলবুদ্ধি রাজা প্রথম জেমসের সদ্বিবেচনা তাদৃশ ছিল না। তিনি হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া বীবী রালেকে উত্তর করিলেন, "শর্‌বরণ জমীদারী লইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। ঐ ভূমি সম্পত্তি লইয়া আমি আরল্‌-কারকে অবশ্যই দিব। যদি তোমার বাসস্থান ও খাদ্যের অভাব হইয়া থাকে, তবে কারাগৃহে যাইয়া তুমি স্বামীর সহিত বাস কর, তিনি যেরূপ ভোজন পান করেন, তুমি ও তোমার পুত্র কন্যা সেই রূপ ভোজন পানাদি করিবে।" পতিপরায়ণা ধর্ম্মশীলা বীবী রালের কারারুদ্ধ পতির সহিত সাক্ষাৎ হওনের কোন সম্ভাবনা ছিল না, অতএব এই রূপ রাজ-আজ্ঞায় সাতিশয় পুলকিতা হইলেন, ও সানন্দচিত্তে কারাবাসী পতির সহিত বাস করিতে চলিলেন। সার ওয়াল্‌টর রালের অপরাধের বিচার পারলিয়া-মেণ্ট নামক মহাসভাতে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ হইয়াছিল তত্তাবৎকাল তাঁহাকে কারাগৃহে অতীব দুঃখে কালযাপন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁ-হার ধর্ম্মশীলা সুশীলা ভার্য্যা সমভিব্যাহারে থাকাতে সে দুঃখে তিনি কাতর হয়েন নাই। বিচারের পর যে দিবস তাঁহাকে ফাঁশী দেওনের আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল, সেই দিবস প্রাতে "প্রাণাধিকার সহিত আজি আমার জন্মের মত বিচ্ছেদ হইল," এই কথা বলিয়া তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু আপন আসন্ন মৃত্যুর জন্য কোন ক্লেশের কথা কহেন নাই। প্রকৃত সাধ্বী স্ত্রী পতিসেবা যেরূপ করিয়া থাকেন, যাবজ্জীবন বীবী রালে সার ওয়াল্‌টরের কারাবস্থাতেও সেই রূপ শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। স্বামীর মরণান্তর পুত্র কন্যার লালন করিয়া তিনি নিদারুণ শোক একোনত্রিংশ বৎসর যাবৎ সহ্য করিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনী নগরী।

রহস্য সন্দর্ভের ঊনবিংশ খণ্ডে সি-ন্ধিয়া রাজ্যের বৃত্তান্ত লিখিত হই-য়াছে। পরন্তু উক্তখণ্ডে ইহার প্র-ধান ও প্রাচীন রাজধানী উজ্জ-য়িনীর বৃত্তান্ত কিছুই বর্ণিত হয় নাই; তদ্ধেতুক সহৃদয় পাঠকবর্গ কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিবেন। অধুনা ঐ নগর-সম্বন্ধে যে যে বিষয় বিখ্যাত আছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

উজ্জয়িনী সিন্ধিয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজ-ধানী, এবং তাহা সিন্ধিয়া বংশাবলীর রাজপাঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উহার প্রাচীন নাম অবন্তী। উহা সিপ্রা নদীর দক্ষিণ কূলে সংস্থা-পিত ছিল।

বিক্রমাদিত্যের সময় উজ্জয়িনী যে রূপ উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিয়াছিল তৎকালে ভূমণ্ডলে অল্প দেশ তাহার উপমাস্থল হইত। কিন্তু অধুনা সে প্রাচীন উজ্জয়িনীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কেবল প্রাচীন গ্রন্থে তাহার অতিরিক্ত বর্ণনামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

যে স্থানে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর ছিল সেই স্থান খনন করাতে ১৫ অবধি ১৮ পাদ ভূমির

নিম্নে প্রাচীন নগরের ভগ্ন প্রস্তর-স্তম্ভাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং উক্ত স্থানহইতে অত্যন্ত প্রাচীন কালের মুদ্রা এবং পূর্ব্ব লোকদিগের ব্যবহার্য্য নানাবিধ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

কিংবদন্তী আছে যে পরম গুণগ্রাহী বিদ্যোৎসাহিবর রাজা বিক্রমাদিত্য স্বর্গগত হইলে তাঁহার উজ্জয়িনী রাজপাট কিয়ৎকাল তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের অধীনে ছিল; তদনন্তর কোন নৈসর্গিক-ঘটনা-দ্বারা উহার ধ্বংস হয়।

নব্য উজৈন নগরের নাম উজ্জয়িনী শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ অপভ্রংশ অতি প্রাচীন। কারণ গ্রীস্ দেশীয় টলমীর গ্রন্থে ঐ নাম দৃষ্ট হয়, ঐ নগরের নব্য প্রতিনিধি উজৈন। ঐ নব্য উজৈন প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরীর অর্দ্ধ ক্রোশ-অভ্যন্তরে সংস্থাপিত। তাহার আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ॥ জ্যোতিষী ক্রোশ; এবং তাহা দৃঢ়-প্রস্তরপ্রাচীর-দ্বারা চেষ্টিত। তথায় প্রসিদ্ধ চারিটী যবনধর্ম্মালয় আছে। তদ্ব্যতীত অনেক গুলি হিন্দু দেবালয়ও বর্ত্তমান দেখা যায়। পরন্তু তত্রস্থ রাজপ্রাসাদ কোন মতে রম্য নহে।

সুপ্রসিদ্ধ যবন-ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজল্ ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষস্থ অনেক গুলি প্রধান প্রধান রাজপাটের কিছু কিছু বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে অবগত হওয়া যাইতেছে যে প্রায় তিন শত অব্দ পূর্ব্বেও উজ্জয়িনী অতি প্রধান রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল। পরন্তু তিনি লিখিয়াছেন যে উহার সন্নিকটস্থ সিপ্রানদীতে কখন কখন দুগ্ধের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময় জন্মাইয়া থাকে; এতদ্বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। ফলে পার্ব্বত্য স্রোতের বৃদ্ধি অনুসারে নদী-জলের বিবর্ণতা এই প্রবাদের কারণ, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। "ঢল নাবিলে" গঙ্গার যে গৈরিক বর্ণ হয় তাহা এবিষয়ের দৃষ্টান্ত।

উজৈন নগরে এইক্ষণে মুসলমানদিগেরই অধিক বসতি। হিন্দুদিগের বদান্যতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু এস্থলে অনেক যবন ভূপতিরাও তাঁহাদিগের সৎপ্রবৃত্তির অনুসরণে জলাশয়-যখন অতিথিশালা স্থাপন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার অবশিষ্টাংশ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ নূতন নগরীর সন্নিকটে সিপ্রানদীর উপকূলে ভূগর্ভহইতে ইদানীন্তন রাজা ভর্ত্তৃহরির তপস্যাশ্রম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা একটী কৃত্রিম গহ্বর; পর্ব্বতের প্রস্তর খনিত হইয়া তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার ছাদ অনেক গুলি সুদৃশ্য স্তম্ভোপরি সংস্থাপিত। তাহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টে বোধ হয়, তাহা কোন সুনিপুণ শিল্পিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যদেশে এক দীর্ঘ বারাণ্ডা আছে; এবং তাহার উভয় পার্শ্বে অনেক প্রকোষ্ঠ আছে, ঐ সকল প্রকোষ্ঠের গাত্রে অনেক মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত আছে। রাজা ভর্ত্তৃহরি সংসারাশ্রম-পরিত্যাগপূর্ব্বক সিপ্রানদীর কূলে এই অনুপম যোগসিদ্ধির স্থান ও পুণ্যতীর্থে কিয়ৎকাল তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া জীবনের সার্থক্য সাধন করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত উক্ত গহ্বরের নাম ভর্ত্তৃহরির রন্ধ্রু বলিয়া খ্যাত আছে। কিংবদন্তী আছে যে উক্ত গহ্বরের পরিধি কাশী ও হরিদ্বার পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে সে প্রবাদ প্রবাদমাত্র, তাহাতে সত্যের লেশও নাই।

১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর প্রথম মুসলমানদিগের অধীন হইয়াছিল। যখন তাহা যবন ভূপতি মহম্মদ শাহের অধিকার-ভুক্ত ছিল তৎকালে উহা সুবিখ্যাত জয়সিংহের অধীনে থাকে। তিনি উহার পূর্ব্বগৌরব অনেক রক্ষা করিয়া-

ছিলেন। উক্ত মহীপাল কচ্ছপ-জাতীয় রাজপুত্র কুশের সন্তান। তিনি অম্বর নাম লোপ করিয়া জয়পুর রাজ্য স্বনামেই বিখ্যাত করেন। তিনি বিদ্যাবিষয়ে সমুৎসাহী ছিলেন। তিনিই সিপ্রা-নদীর তটে গ্রহ-নক্ষত্রাদি-নিরীক্ষণ করিবার জন্য এবং খগোল বিদ্যার উৎসাহের নিমিত্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি নিরীক্ষণ নিমিত্ত একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পরন্ত উজ্জয়িনীর জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিষয়ে সুখ্যাতি তাঁহাহইতে প্রথম স্পষ্ট হয় নাই। তাঁহার অনেক পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের সমকালাবধি জ্যোতির্বেত্তারা উজ্জয়িনীহইতে মাধ্যাহ্নিক রেখার গণনা করিতেন। জয়সিংহের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পরে উজ্জয়িনীর রাজপাট মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত হয়।

আমরা কেনপাণ খাই ?

প[ঞ্জ]াব ও অপর কএক প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তাম্বূলের ব্যবহার প্রচলিত আছে; তত্রত্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অত্যন্ত আগ্রহিতার সহিত উহার সেবনে প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার অভাব অন্নাভাবের সদৃশ ক্লেশপ্রদ অনুভব করেন। সর্ব্বতোভাবে নীরদ অশীতি-পর বৃদ্ধ সকল সুখ বিসর্জ্জন করিয়াও তাম্বূলের আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না; তখনও পিষ্ট তাম্বূল মুখে দিয়া প্রাচীন প্রেমের তৃপ্তি সাধন করেন। ধনাঢ্যা ললনারা সকল কার্য্য পরিচারিকাদ্বারা সম্পন্ন করাইলেও তাম্বূল সাজাইবার ব্যাপার স্বহস্তে সিদ্ধ করিয়া থাকেন; তাদর্থিক পরিশ্রম স্ত্রীদিগের পরিশ্রমমধ্যে গণ্য হয় না। এবং তদর্থে অনুরাগই বা কি ? ও অভিমানই বা কত ? বরং অন্ধা কি কেশ-বিহীনা বলিলে সহ্য হইবে, কিন্তু তাম্বূল-প্রস্তুত-করণে অক্ষমা একথা স্ত্রীজাতির কদাপি সহ্য হয় না। এমত পুরুষ দুই একটি আছেন যাঁহারা তাম্বূল-সেবনে বিরত বা তাহার আস্বাদনে বিমুখ, কিন্তু ষষ্টি-বৎসর-বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে এমত কেহ নাই যিনি ললনাপ্রদত্ত তাম্বূল মুখমধ্যে গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন। অপর এই তাম্বূলে অনুরাগ কেবল ইদানীন্তন দৃষ্ট হয় এমত নহে, অতি প্রাচীন কালাবধি ইহার সমাদর দেখা যায়। শুকোপনিষদ্ গ্রন্থে পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্রের প্রতিজ্ঞা-সংবরণের নিমিত্ত উপদেশচ্ছলে তাম্বূলের উপাদেয়তা উল্লেখ করিয়া ইহলোকের সুখৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রাজবল্লভ গ্রন্থে "স্বর্গেহপি তদ্দুর্ল্লভং" বলিয়া তাম্বূলের প্রশংসা করিয়াছেন। আদিরস-ঘটিত কবিতামাত্রে তাম্বূলের বর্ণনা দেখা যায়, এবং তদ্বিষয়ে উদ্ভট কবিতাও অনেক প্রচলিত আছে। নানা বৈদক গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। রাজনির্ঘণ্ট পুস্তকে টাট্‌কা পাণ অপেক্ষা বাসী পানের গুণ বর্ণিত আছে, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিধবাদিগের তাম্বূল ভক্ষণ নিষেধ লক্ষিত হয়। অপর তাম্বূলের শিরা, বৃন্ত, এবং অগ্রভাগ পরিত্যাগ করা বহুকাল-প্রসিদ্ধ, তৎপ্রমাণ কর্ম্মলোচন গ্রন্থে ও অন্যত্রও বর্ত্তমান আছে।

যব-দ্বীপে পরিণয়ের পূর্ব্বে কন্যা বরের গাত্রে তাম্বূল ক্ষেপণদ্বারা ভাবি আলাপের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে। এতদ্দেশেও তদনুরূপ একবিংশতি পাণপত্রে "হাই আমলা" মুক্ষণ করত বরের গাত্রে দিবার রীতি আছে, তাহাতে বর কন্যার বশীভূত হইবে, লোকে এই প্রত্যাশা করে। টাজালী-

দ্বীপের ললনারা নায়কের নিকট তাম্বূল প্রাপ্ত হইলে তাহার অনন্য-প্রেম নিশ্চিত জ্ঞাত হয়। এতদ্দেশে তাহার অনুকরণ দুষ্প্রাপ্য নহে। ভাগবতে উল্লিখিত আছে, রাধিকা চর্ব্বিত তাম্বুল কৃষ্ণকে দিয়া আপন প্রগাঢ় প্রেম বিজ্ঞপ্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের অনুকম্পার প্রধান চিহ্ন তাম্বূল, এবং নৈষধকার শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতির প্রসাদী তাম্বূল পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানিয়াছিলেন। ঐহিক ব্যাপারে এদেশের উত্তম মধ্যম অধম প্রায় সকল শ্রেণীস্থ লোকেরা যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া-কলাপে তাম্বূল ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং বিবাহাদি মাঙ্গল্য ব্যাপারে তাম্বূল উপাদেয় দ্রব্য বলিয়া বিতরণ করেন।

এতদ্রূপ অনুরাগ সত্ত্বে তাম্বূল অতি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইবে ইহা কোন মতে অসম্ভব নহে। ফলে অনুমিত হইয়াছে যে প্রতিবৎসর দশ কোটি সের পাণ ও ২৫ কোটি সের গুবাক উৎপাদন করা হইয়া থাকে। তাহার বিক্রয়ে যে অর্থ উৎপন্ন হয় রেশম বা নীলের মূল্য তদপেক্ষা অধিক নহে। এই মহান্ অনুরাগ সত্ত্বেও ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে চিকিৎসক ভিন্ন অতি অল্প লোকে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হয়েন। ললনারা অধরপল্লব আরঞ্জনের নিমিত্ত তাম্বূল সেবন করেন কহিতে পারেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত উত্তর নহে, যেহেতু তাহা হইলে ঝাল কশায় তীক্ষ্ণ তাম্বূল চর্ব্বণাপেক্ষা তাঁহাদের পদযুগলের আলক্তে তৎকর্ম্ম অতি কুশলে ও অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। মুখশোধন ও সুবাসের নিমিত্ত এলা লবঙ্গ দারুচীনী প্রভৃতি দ্রব্য তাম্বূলাপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ। অপর দন্তরোগের উপশমন বা অম্লপিত্ত জঠররোগাদির উপকার এতাদৃশ ব্যাপার নহে যে তদর্থে ভারতবর্ষের স্ত্রী-পুরুষ-বালক বিংশতি কোটি ব্যক্তি ও ভারতসমুদ্রের দ্বীপবাসীরা সকলে দিবারাত্র ঐ কুস্বাদ্ দ্রব্যের অনুসরণ করিবে। রোগনিবারণার্থে তদপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ঔষধ আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া পাছে পীড়া হয় এই আশঙ্কায় ইহার সেবা কদাপি সম্ভাব্যও নহে, ও কেহ ইহা স্বীকারও করেন না। সুখসেব্যতা ইহাতে কিছুই নাই, সুতরাং ইহার চর্ব্বণে সুখানুভব-প্রত্যাশা করা বিফল; ও তাহা তাম্বূলের সর্ব্বত্র ব্যবহারের কারণ হইতে পারে না। তামাকুর ধূমপানে শ্রম দূরীকৃত হয়, এই অনুরোধে সকলে তামাকু সেবন করিতে পারেন, কিন্তু তাম্বূল সম্বন্ধে তাহার উল্লেখ নাই, অতএব তাহাও তাম্বূলের সর্ব্বত্র ব্যবহারের কারণ হইতে পারে না। ফলে শ্রমোপশমন তামাকু-ব্যবহারের কারণ হইলে ভদ্রগৃহস্থের বাটীতে বৃদ্ধা গৃহিণীর দোক্তা-সেবনের কারণ দুষ্প্রাপ্য হইত। এবিধায় অনুমিত হইয়াছে যে তাম্বূল গুবাক চূর্ণ ও খদিরের সহযোগে কোন মাদকতা-শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহারই আকর্ষণে এতদ্দেশীয় মনুষ্যমাত্রে তাম্বূল সেবন করিয়া থাকেন। নূতন গুবাকের মাদকতাশক্তি সকলেই জ্ঞাত আছেন, সামান্যতঃ গুবাকের মদকারিত্ব গুণ রাজবল্লভ গ্রন্থে উক্ত আছে। প্রাচীন গুবাকেও যে তাহার কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকে তাহা অনভ্যস্ত ব্যক্তিকে গুবাক খাওয়াইলেই সপ্রমাণীকৃত হয়। অপর দক্ষিণ আমেরিকায় পাণ-জাতীয় "কোকা" নামক এক পত্র আছে তাহা বিশেষ মাদক। পিরু ও ব্রেজীল দেশীয় মনুষ্য মাত্রে প্রত্যহ ৫-৭ বার তাহা ভক্ষণ করে, এবং প্রত্যেক ভোজনের অনন্তরে কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। পাণে তাদৃশ মাদকতা না থাকিলেও ঈষৎ মাদকতা থাকা অসম্ভব নহে। অপর উহার সহযোগী দ্রব্যের সংযোগক্রমে কিঞ্চিৎ অধিক মাদকতা-

শক্তি প্রাপ্ত হওয়া সর্বতোভাবে সম্ভব। সেই মাদকতার আকর্ষণশক্তি তাম্বূলসেবার আদিকারণ, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহা না স্বীকার করিলে তাম্বূলের সর্ব্বত্র ব্যবহার হইবার কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "পানে নেশা" একথা শুনিয়া অনেকে আমাদের প্রতি উপহাস করিবেন, এবং বরাঙ্গনা ললনারা আমাদিগকে বাতুল বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন। পরন্তু তাহাতে তাঁহাদের "নেশা" শব্দের অর্থে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে মাত্র। নেশাশব্দ কেবল উন্মত্ততা জ্ঞাপক নহে,—ঋজুচলনে অক্ষমতা আত্মবিস্মৃতিতা ঢলঢলাঙ্গও নেশার এক মাত্র লক্ষণ নহে। নেশায় ঈষৎ মাদকতা ও আনন্দানুভবও হইতে পারে, ও পথপ্রান্তে ভূমি-শয্যা ও ছুছুন্দরীর মৃগয়াও সম্ভবে। ইহার প্রথম অবস্থাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। পানের সেবনে মনের শ্রান্তিলাঘব ও ঈষৎ আনন্দানুভব হইয়া থাকে, এবং তাহাই তাম্বূল-চর্ব্বণের প্ররোচক। রাজবল্লভ গ্রন্থে তাম্বূলের অপরাপর গুণের মধ্যে ধৃতি ও বাক্‌পটুতার উৎসাহ ও কান্তি, কবিত্ব গুণের উল্লেখ আছে, তাহা ঈষৎ নেশা ভিন্ন কদাপি সম্ভবে না, অতএব তদ্দৃষ্টে পানের মাদকত্ব সপ্রমাণিত হইতে পারে। ঐ মাদকতার সহিত অন্যান্য উপকার হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র তাম্বূল-ব্যবহারের প্ররোচক নহে; কেবল সেই উপকারের নিমিত্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে একবাক্যে তাম্বূল সম্ভোগ করিত না। তামাকেরও এই রূপ মাদকতাশক্তি আছে, এবং তাহাই তাহার ব্যবহারের এক মাত্র প্ররোচক; তাহাতেই তিন শত বৎসরের মধ্যে এদেশে তামাকুকে এমত প্রচলিত করিয়াছে যে তামাকু বিদেশীয় বস্তু—আমেরিকা দেশহইতে আনীত হইয়াছে—এ কথা অধুনা বলিলে লোকে আশু বিশ্বাস করিতে পারে না।

বুঁদী-রাজ্য।

যে কালে রাজস্থানের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না, যখন সিংহ-প্রতাপ ক্ষত্রিয়বংশের অতুল্য প্রভাতে পশ্চিম দেশস্থিত দুরন্ত যবনেরা ভারতবর্ষাক্রমণ আকাশকুসুমের ন্যায় জ্ঞান করিত, তৎসময়ে রাজস্থানে অনেক গুলি ক্ষুদ্র২ রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ ইংরাজদিগের বিপদের সময় সহায়তা ও আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ঐ সাহায্যকারীদিগের মধ্যে মালবের উত্তরে বুঁদী রাজ্যের অধিপতিরা মধ্যম শ্রেণীমধ্যে গণ্য, অথচ তাহাদের বৃত্তান্ত পাঠকবর্গ অনেকেই অবগত নহেন, এতৎ প্রযুক্ত উক্ত রাজ্যের বৃত্তান্ত প্রকটন করা আবশ্যক হইল।

ইহার পূর্ব্ব নাম বান্দী, তদপভ্রংশে বুঁদী বা বুন্দি ব্যবহৃত হইয়াছে। তত্রস্থ রাজারা হরবংশীয় রাজপুত্র। বুঁদীর উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশে একটা পাহাড় আছে। তাহার অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত বুঁদী বংশীয় রাজাদিগের এক প্রকাণ্ড পাথরের অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। তাহা দুর্গের ন্যায় শত্রুগণের আক্রমণ-পথ অবরোধ করিয়াছে। বুঁদী রাজ্য পূর্ব্বে ঋদ্ধিমন্ত ছিল, পরন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাকে ভগ্ন-দশাবশিষ্ট করিয়াছিলেন। বুঁদী-রাজ্য বৃহৎ না হইলেও তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ, যেহেতু মহারাষ্ট্র-দেশহইতে তাহার মধ্য দিয়াই উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে যাইতে হয়।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে হুলকরের সহিত ইংরাজদিগের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে, সেই সময়ে দক্ষিণ দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে লর্ড ওএলেস্‌লী কর্ণেল মন্‌সনের অধীনে তিন হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ পল্‌টন সৈন্য রাখিয়া তিনি অন্যত্র প্রস্থান করিলে, হুলকর ৩০,০০০ অশ্বা-

রোহী এবং ১৯২ টা কামান ও ১৫,০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া মন্‌সনকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে কর্ণেলের সৈন্য সঙ্গ্রামে পরাস্ত হইয়া পলায়ন পরবশ হইয়া অন্য কোন উপায় বিরহে বূঁদীর রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিল। উক্ত মহীপাল ইংরাজদিগের প্রতি অত্যন্ত আনুরক্তি প্রকাশ করিতেন; মন্‌সন্ সাহেবের তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে পরম বন্ধুর মত স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক সেই বিপদের সময় বিস্তর সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও স্তব্ধ থাকিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত উক্ত সর্দ্দারগণের সন্ধি হইলে তাঁহারা পূর্ব্বরাগ স্মরণ করিয়া বূঁদীরাজ্য ছারখার করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া তখন কোন কথাই বলেন নাই।

তৎপর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীরা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলে তাহাদিগের দমনার্থ ইংরাজেরা দেশীয় সর্দ্দারগণের সহিত সন্ধি করিতে লাগিলেন। বূঁদী একটী প্রধান রাজ্য না হইলেও তন্মধ্য দিয়া পশ্চিম রাজ্যে যাইবার বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা তাহার রাজা বিষণ্ (বিষ্ণু) সিংহের সহিত সন্ধি-স্থাপনে প্রবৃত্ত হন। বূঁদী রাজ্য তৎকালে হুলকরকে ৮৮০০০ হাজার টাকা কর প্রদান করিত। ইংরাজেরা তাহা রহিত করিলেন; এবং মহারাষ্ট্রীয় প্রধানগণ বূঁদীরাজ্যের যে যে নগর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ ফিরিয়া দিলেন। তজ্জন্য বূঁদীর পূর্ব্বসৌভাগ্যালোক পুনরুদ্দীপ্ত হইল।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বিষণ্ (বিষ্ণু) সিংহ গত হইলে বর্ত্তমান মহারাজ রাম সিংহ একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পৈতৃক আসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার প্রাপ্তব্যবহার হওন পর্য্যন্ত ভূতপূর্ব্ব মহারাজের চারি জন উপযুক্ত কর্ম্মচারির প্রতি রাজকার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

কিন্তু এই ব্যবস্থা বহুকালস্থায়ী হয় নাই, কারণ অল্পকাল পরেই মহারাণী স্বয়ং প্রতিনিধির ভার গ্রহণ করিয়া বড় শম্ভুরাম নামা এক ব্যক্তিকে মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজা রাম সিংহ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে মাড়বার রাজ্যের অধীশ্বর মান সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

ইংরাজী ১৮৩০ অব্দে যোধ পুরাধিপতির সহিত মহারাণা রাম সিংহের এক গৃহবিচ্ছেদ হয়। তৎকারণ এই যে উক্ত মহারাজ যোধপুরের মহারাজার যে কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি কোন অন্যায়াচরণ হওয়ায় মাড়বারের অধীশ্বর তৎপ্রতিশোধ-গ্রহণার্থ জামাতার বিরুদ্ধে ৩০০ শত অস্ত্রধারী সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা বূঁদী নগরের পার্শ্বে তিন দিবস অবস্থান করে; শেষ দিবসে রাজপ্রাসাদে এক ভয়ঙ্কর হত্যা হয়। রাণীর পক্ষীয় কোন ভৃত্য মহারাজের মন্ত্রি বড় শম্ভুরামকে হত করিয়া অত্যন্ত-গোপনীয়ভাবে প্রস্থান করে। রাজা মন্ত্রির অকস্মাৎ হত্যার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। অপর শম্ভুরামও তাদৃশ সদন্তঃকরণ ধার্ম্মিক লোক ছিলেন যে, তাঁহার নিমিত্ত অনেকের হৃদয়ে শোক উপস্থিত হইয়াছিল। মাড়বার রাজ্যের ঐ সৈন্যেরা এই গুপ্ত বধের কারণ জানিয়া মহারাণা রাম সিংহ তাহারা যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, সেই স্থানে এক দল কামান পঠাইলেন, এবং সেই স্থানের সকল জলাশয় শূন্যজল করাইলেন। তৎপরে প্রধান অপরাধিদিগের প্রাণ বিনষ্ট করণান্তর সামান্য অপরাধিদিগকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করিয়া বৈর নির্যাতন সিদ্ধ করেন। এ ব্যাপারে মহাগোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা উপ-

স্থিত হইয়াছিল, কারণ মাড়বারাধিপতি আপন প্রেরিত সৈন্যের পরাভব দৃষ্টে তুমুল সংগ্রামের আয়োজন করেন, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য রাজপুত্র রাজারাও সমরানুরাগী হয়েন, কিন্তু ইংরাজেরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহার সমাধা করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজা রাম সিংহ ইংরাজদিগের সহিত সখ্যতা বন্ধনে ইচ্ছুক নহেন; এবং এতদ্বাক্য সপ্রমাণ করণার্থ কেহ কেহ কহেন যে বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সন্ধিভেদ হইয়াছিল। ফলতঃ এতদ্বাক্য অভ্রান্তরূপে প্রমাণসিদ্ধ জ্ঞান করা অনুচিত। যেহেতু সিপাহী বিদ্রোহ কালে পশ্চিম রাজ্যের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে ক্ষুদ্র রাজারা তৎসময়ে আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত বিব্রত ছিলেন, সুতরাং তাদৃশ অবস্থায় কোন পক্ষ উত্তম রূপে অবলম্বন করা না করা তাঁহাদের অপরাধের চিহ্ন জ্ঞান করা সুবিচারপর নহে। ইংরাজেরা সে বিষয়ে সন্দেহান্বিত ছিলেন, কিন্তু কএক বৎসর হইল; উক্ত মহারাজের পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন।

বূঁদী রাজ্যের পরিধি প্রায় ৫৭২ বর্গ ক্রোশ হইবে। লোক সঙ্খ্যা ২,২০,০০০; কর আদায় ৫০০০০০ টাকা। বূঁদী-মহারাজ ইংরাজ-রাজ্যে আগমন করিলে ১৭ টী তোপধ্বনি হইবার আজ্ঞা আছে। উক্ত মহারাজের অধীনে ৭০০ অশ্বারোহী, ২৭,০০০ পদাতিক সৈন্য এবং ১২ টী কামান আছে।

ডাইনোথিরিয়ম্।

বিগত খণ্ডে ডাইনোথিরিয়ম্ জীবের বর্ণন-উপলক্ষে ঐ জীবের মস্তকের অস্থির প্রতিকৃতি প্রকটিত করা অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু উপযুক্ত সময়ে চিত্রপ্রাপ্ত না হওয়াতে তাহা সিদ্ধ হয় নাই। অধুনা ঐ চিত্র মুদ্রিত করা গেল; তদ্দৃষ্টে উক্তজীবে অসাধারণ লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ঐ লক্ষণ সকল মধ্যে তাহার নিম্নে প্রলম্বিত দীর্ঘ দন্তদ্বয়ই প্রধান; তদ্রূপ দন্ত কেবল ওয়াল্‌রস নামক সিন্ধুঘোটক পশুতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সিন্ধুঘোটকের দন্ত ক্ষুদ্র ও সামান্য, ডাইনোথিরিয়মের দন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ গুরু ও ভীষণ হইত।

অস্ট্রেলীয় গোবরধেপড়া পক্ষী।

ক্তঞ্চর বিহঙ্গবর্গের অন্তর্ভূত পদার্গস্ পপুএন্সিস নামক এক জাতীয় পক্ষী অস্ট্রেলিয়া দ্বীপে ও ভারতবর্ষের সমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের আকারগত সমুদয় লক্ষণ এদেশীয় গোবরধেপড়া পক্ষীর সদৃশ হইয়া থাকে। যবদ্বীপে অপর এক প্রকার পদার্গস্ জন্মাইয়া থাকে। তাহা দৈহিক-সাদৃশ্যে পূর্ব্বোক্ত জীবের তুল্য। সুমাত্রা ও অস্ট্রেলিয়া দ্বীপস্থ পদার্গস্ পপুএন্সিস্ নানা বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে শিখা সংযুক্ত পদার্গসের অবয়ব ও শারীরিক লক্ষণ পেঁচাহইতে বড় ভিন্ন নহে।

ঐ পক্ষীর চঞ্চু বক্রাগ্র, দৃঢ় ও খর্ব্বাকার। মুখব্যাদান অত্যন্ত দীর্ঘ। রব অতিশয় কর্কশ। তৎপ্রযুক্ত ফরাসী জাতীয়েরা ইহাকে নভোচর ভেক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। বাস্তবিক পতঙ্গাদ শ্রেণীস্থ পক্ষীর মধ্যে কর্কশতা-বিষয়ে ইহারা অদ্বিতীয়।

ইহার বর্ণ সামান্য গোবরধেপড়ার তুল্য, এবং তাহা কোন মতে রম্য নহে। অপর ইহার মস্তক স্থূল। শ্রুতিপুট অপর্য্যাপ্ত পালখে মণ্ডিত। ইহার সতৃষ্ণ-দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল। তদ্বিধায় তাহাদিগের প্রতি পেঁচার ভ্রান্তি অনায়াসে হয়। অধিকন্তু তাহাদের চক্ষে সূর্য্যের তীব্র রশ্মি সহ্য হয়

না। তৎপ্রযুক্ত দিবা-ভাগে পেঁচার ন্যায় ইহারা অন্ধকারাবৃত স্থানে বসিয়া থাকে। প্রদোষান্তে ভূমণ্ডল তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া চরাচর অদৃশ্য হইলে ইহারা রাত্রিঞ্চর পতঙ্গ আহার করিয়া উদর পূর্ণ করে।

ইহাদের পক্ষপুট এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা শূন্যে অধিক ক্ষণ উড্ডীন হইবার উপায় হয় না। তদর্থে ইহারা অধিক ক্ষণ শূন্যে খাদ্যাহরণে অসমর্থ হইলেও তৎসাধনের নিমিত্ত জগদীশ্বর এরূপ উৎকৃষ্ট কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহারা গুরু চঞ্চুর সাহায্যে দৃঢ়াবরণ-বিশিষ্ট চারি পাঁচটা বড় পতঙ্গ অনায়াসেই উদরস্থ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হম্‌বোল্‌ট, ও বঁপ্ল্যাণ্ড সাহেব ষ্টেটরনিস্ নামক এক জাতীয় পক্ষির বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহেন, উক্ত জাতীয় বিহঙ্গ পদার্গসবর্গের অন্তর্গত। এবং গোবরধেপড়া পক্ষীর সদৃশ শেষোক্ত পক্ষীর বিবরণ "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ" পত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ষ্টেটরনিস পক্ষী দক্ষিণ আমেরিকাতেই প্রসিদ্ধ। তত্রস্থ দুইটী পর্ব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী এক অধিত্যকা ইহার বাসস্থান। তাহা অত্যন্ত দুর্গম ও অন্ধকারাবৃত। তৎপ্রযুক্ত হোম্‌বোলট সাহেব লিখিয়াছেন "যে আদৌ আমাদের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে পূর্ব্বোক্ত উপত্যকা দীর্ঘাকৃতি একপ্রকার বাদুড় বা উড্ডয়নশীল কোন নক্তঞ্চর জীবের আবাস। পরন্তু তত্রস্থ অসভ্য লোকদিগের নিকট ইহার বিশেষ তদন্ত করিয়া জানা গেল যে তাহা পদার্গস্ শ্রেণীস্থ পক্ষীর বাসস্থান। ইহার প্রকৃত নাম গুয়াচর।

পদার্গস্ পক্ষী এককালে কয়টী অণ্ড প্রসব করে তাহা নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু তাহা গোবরধেপড়া পক্ষীরই তুল্য হইবে।

গুয়াচর পক্ষী ধৃত করা অল্পায়াস-সাধ্য নহে। বঁপ্ল্যাণ্ড সাহেব প্রোজ্জ্বল বর্ত্তিকা সাহায্যে ইহাদের অন্ধকারাবৃত আবাস গুহা-মধ্যে গিয়া একটা গুয়াচর ধৃত করিয়া তাহা ইউরোপে আনয়নার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জলধিগর্ভে পোত মগ্ন হওয়াতে তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

Vol. 2.

RAHASYA SANDARBHA:

A

MONTHLY MAGAZINE

OF LITERATURE, SCIENCE AND ART.

CONTENTS.

PUBLISHED BY ORDER OF THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK AND VERNACULAR LITERATURE SOCIETY, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 9, GOVERNMENT PLACE.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1865.

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

সূচী।

২ পর্ব্ব, ২৪ খণ্ড।

কলিকাতা স্কুলবুক এণ্ড বর্ণাকুলর লিটরেচর
সোসাইটীর আদেশানুসারে
বাপ্তিস্ত মিষন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

বার্ষিক অগ্রিম মুল্য ২ টাকা।

LIST OF BOOKS PUBLISHED BY THE VERNACULAR LITERATURE SOCIETY AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY 12 LALL BAZAR.

Discount 30 *per cent. for cash.*

BENGALI.

	R.	A.	P.
Lamb's Tales, Dr. Roer's, ...	0	3	0
Matsya-Nárí, ...	0	2	3
China-deshiyá Bulbul, ...	0	1	0
Sushilá Upakhyan, Part I.	0	6	0
———— Part II.	0	8	0
———— Part III.	0	10	0
Jibrahasya, Part I.	0	3	6
———— Part II.	0	7	0
Life of Lord Clive, ...	0	3	0
Ganges Canal, ...	0	1	6
Silpic Darsan, ...	0	6	0
Robinson Crusoe, ...	0	6	0
Kutsit Hangsa-Shábak, ...	0	2	0
Manoramya Páth, ...	0	3	0
History of Rája Pratápáditya, ...	0	2	0
Brihat Kathá, Part I.	0	4	0
———— Part II.	0	5	0
Khagola Bibaran, ...	0	5	0
Sibaji Charitra, ...	0	3	0
Abodha, ...	0	1	0
Paul and Virginia, ...	0	6	0
Dukhini Mátá, ...	0	1	0
Life of Noorjahan, ...	0	5	0
Ahalyá Haddikár Jiban Bríttántá, ...	0	3	3
Mujáhid Shaw, ...	0	1	6
Báyu-Chatustayer Akhyáyika, ...	0	1	6
Chakmaki Báksa, ...	0	1	0
Bada Kailás, &c., ...	0	1	0
Bichár, ...	0	1	0
Elizabeth, ...	0	8	0
Hita-Kathábali, ...	0	6	0
Jahánirá Cháritra, ...	0	5	0
Wild Swans, ...	0	1	9
Japan opened.	0	7	9
The Rise and Progress of the Saracens, ...	0	3	0
Tales from Sandford and Merton, ...	0	10	0

BOOKS NOT PUBLISHED BY THE SOCIETY BUT FOR SALE AT THEIR DEPOSITORY.

	R.	A.	P.
Bengali Shishoopalun, Part I.	0	8	0
———— Part II.	0	10	0
„ Pudmini Upakhyan, ...	1	0	0
„ Kurmodevi, paper @ 1 ... ... cloth,	1	4	0
„ Krishidurpan, ...	1	0	0
„ Mad khaoa Buru Day, ...	0	8	0
„ Ramarunjika, ...	0	8	0
„ Krishipath, ...	0	4	0
„ Jutkinchit, ...	0	10	0
„ Kalburnan, ...	0	1	3
„ Kavya Nirnaya, ...	1	0	0
„ Bysayika Baybahár, ...	1	8	0
„ Alaler ghurer Doolal, ...	0	12	0
„ Priumbada, ...	0	12	0

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র।

২ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [২৪ খণ্ড।

আলবর-রাজ্য।
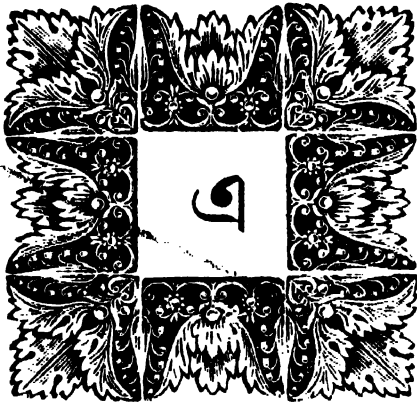
কাদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাতার বংশীয় যবনেরা আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ-পুরঃসর তত্রত্য দেব প্রতিমা সকল ভ্রষ্ট তথা দেবালয় সকল নষ্ট করত, হিন্দু-কুলতিলক সূর্য্য-বংশীয় রাজাদিগের উপর একাধিপত্য স্থাপন করে। তদবধি প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অপলাপ হয়; এবং তদবধি প্রায় সার্দ্ধ-সপ্তশত বর্ষ হইল, হিন্দুরা যবনদিগেরই অধীনে থাকে। ঐ দীর্ঘকাল-পরাধীনতায় হিন্দু-রাজবর্গের বল বীর্য্য সাহস এবং পরাক্রমের বিলক্ষণ খর্ব্বতা হয়। ফলতঃ তৎকালে মুসলমানেরা স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা ও জাতীয়-বিদ্বেষ বশতঃ ভারতভূমির সমগ্র অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং তৎপ্ররোচনায় হিন্দুভূপালবৃন্দের অতুল ঐশ্বর্য্যবতী নগরী শ্রী-সম্পন্ন বিচিত্র রাজপ্রাসাদ এবং অপরিসীম ঋদ্ধিমন্ত রাজ্য, জনপদ সকলের নাম লোপ করত তৎপরিবর্ত্তে যাবনিক নামই প্রচারিত করিয়াছিল। তদবধি যবন নামই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং অধুনা শ্রীবৎসের রাজধানী, আর্য্যবংশীয় ভূপালবৃন্দের কীর্ত্তিস্থল, বহুকষ্টেও নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে।

অপর কেবল মুসলমান বলিয়া নহে ফরাসিস, ওলন্দাজ, দিনেমার, পোর্টুগিস, প্রভৃতি জাতির এতদ্দেশে বহুকাল অবস্থিতি জন্যও অনেক জনপদের নামের বিকৃত অবস্থা বর্ত্তিয়াছে।

এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হইতে পারে যে পূর্ব্বকালের বিদেশস্থ লোকেরা ভ্রান্তিক্রমে এবং আপন আপন ভাষার অনুরোধেও এতদ্দেশীয় রাজাদিগের নামের অপলাপ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে রোমের সম্রাট্ ক্লডিয়সের সাম্রাজ্যকালে সিংহল দ্বীপের অধিপতি রোম দেশে এক জন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোম-নগরের লোকেরা উক্ত দূতের নিকট সিংহলের রাজার সবিশেষ বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিবিদ্যা-বিশারদ প্লিনি নামক পণ্ডিত উক্ত নরপতির নামভ্রমে উপাধি গ্রহণ করত রাজা শব্দের অপভ্রংশে "রাচিয়া" শব্দ ব্যবহৃত করাতে তদ্দেশে তাঁহার রাচিয়া নামই প্রসিদ্ধ ছিল। অপর চন্দ্রগুপ্ত এবং পুরু নামক রাজদ্বয়ের নামাপভ্রংশে

গ্রীকেরা সান্দ্রকোতস্ ও পোরস্ বলিত। সে যাহা হউক বিদেশস্থ ব্যক্তিব্যূহকর্ত্তৃক যে এতদ্দেশীয় রাজ্য, জনপদ, পর্ব্বত, নগরী প্রভৃতির প্রাচীন নাম লুপ্ত হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু বিদেশে এরূপ সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, এবং বর্ত্তমানকালে আমরাও অনেক দেশের নামের অপলাপ করিতেছি।

এই সকল অপভ্রংশের প্রধান কারণ উচ্চারণ-সৌলভ্যের স্পৃহা, তাহাহইতে শব্দ সকল সময়ে২ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সেই কারণে প্রাচীন আলবর রাজ্যের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রথমে আলোর হয়। আবুল ফজল তদপভ্রংশে আলুর শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তৎপরে ক্রমে অধুনা তাহা আলোয়ার বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। যাহা হউক আবুল ফজল্ ব্যতীত প্রায় তাবৎ মুসলমান-ইতিহাস-বেত্তারা আলবর রাজ্যকে "মেবৎ" এবং লোকদিগকে মেবাতী বলিতেন। উক্ত রাজ্য আগরার ঈশান কোণে সংস্থিত, এবং দিল্লীহইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তত্রত্য লোক সকল অত্যন্ত সাহসিক, পরাক্রান্ত, ও বীরভাবান্বিত। তথায় প্রচুর পয়োবতী নদী নাই। তদভাববশতঃ কূপোদকই তত্রস্থ লোকদিগের পানীয় ও সম্যগ্ ব্যবহার্য্য। তত্রত্য জাট আহিরী মেবাতী প্রভৃতি ইতর শ্রেণীস্থ লোকেরা কৃষিকার্য্যব্যবসায়ী। আবুল ফজল ১৫৮২ খ্রীষ্টীয় শতাব্দে আলবর রাজ্যের বিবরণ লিখিয়াছিলেন; তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এই যে তৎকালে আলবর রাজ্য ৪৩ মহলে বিভক্ত ছিল। তাহার পরিমাণ ১৩,৩২,০১২ বিঘা ভূমি, রাজস্ব ৩৯৮৩২২৩৪ দাম মুদ্রা ও সৈন্য ৪৮৫৩৪ যোদ্ধা নির্দ্দিষ্ট ছিল। আলবর রাজ্য সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও বনে আকীর্ণ; সুতরাং তাহাকে স্বভাবের রম্য নিকেতন বলায় কোন হানি নাই।

১৭৮০ খ্রীষ্টীয় অব্দে জয়পুরের মহারাজা অত্যন্ত শিশু ছিলেন। ঐ অবকাশে ময়ূরাক্ষ গোত্রীয় রাজপুত্র কুলোদ্ভব মহারাজা প্রতাপ সিংহ জয়পুরের অধিকারস্থ কএকটি পরগণা বলপূর্ব্বক অধিকৃত করিয়া আলবর রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধন করেন, এবং ভরতপুরের সংগ্রামে মাচেরী দেশ জয় করিয়া আপনার রাজ্য স্থাপন করেন।

মহারাজা প্রতাপ সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার পালকপুত্র বক্তিয়ার সিংহ রাজা হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপ নষ্ট হওয়াতে যশোবন্ত রাও হুলকরের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য অধিকারে লোলুপ হইয়া তদ্বিরুদ্ধে সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পেসবা স্বয়ং ঐ শত্রুদমনে অশক্ত জানিয়া ৩৩ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের এক জমীদারী পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজদিগের সহিত ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি সমাধা করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণ ইহাতে ইংরাজদিগের অধিক শ্লাঘা ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল এই বোধে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ ভীষণ সমরসঙ্কটে অধিক বার অভিভূত হয়েন নাই। প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত উপরোক্ত যুদ্ধ স্থায়ী ছিল; এবং ইংরাজেরা তাহার সমাধার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় রাজা ও সর্দ্দারগণের সহিত সন্ধি স্থাপনদ্বারা সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎসূত্রেই আলবর রাজ্যাধিপতি মহারাজা বক্তিয়ার সিংহের সহিত ইংরাজদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় সংশ্রব হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আলবরের মহারাজকে অগমতা স্বীকার করিতে হয় নাই; এবং কর প্রদান করিতেও হয় নাই। শুদ্ধ উভয় পক্ষে উভয়ের আপৎ কালে সৈন্য

প্রদানদ্বারা সাহায্য করিবেন এই রূপ প্রতিজ্ঞা ধার্য্য ছিল। উক্ত সন্ধি সমাধা বিষয়ে অহম্মদ বক্‌স নামা এক জন প্রধান কর্ম্মকারক ও সর্দ্দার উভয় পক্ষের যথেষ্ট উপকার করাতে তাঁহাকে দুইটী পরগণা পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বক্তিয়ার ইংরাজদিগের অজ্ঞাতে খুস্যালী রাম নামক এক ব্যক্তির জয়পুরের মন্ত্রিত্ব-পদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে সহায়তা করিয়া মাসিক দেড় লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিভূ হওয়াতে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার সন্ধি স্থাপন হইয়াছিল। তাহাতে আলবর মহারাজ এই রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, যে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অনভিমতে কোন রাজ্যেরই সহিত সংশ্রব করিতে পারিবেন না।

কিন্তু তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা বহুকাল স্থায়ী হয় নাই; যেহেতু ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা জয়পুরের অধীনস্থ ধুবী ও সিক্রাবা নামক দুইটী দুর্গ গ্রহণপূর্ব্বক তৎসন্নিধিস্থ এক জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন। দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেব ঐ সংবাদ পাইবামাত্র প্রতিজ্ঞাত সন্ধির অপচয় হইবে এই ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা প্রত্যর্পণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। মহারাজা অধিকৃত দুর্গ কোন ক্রমেই ফিরিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু পরে ইংরাজেরা আলবর রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনে উদ্যত হইলে মহারাজা বিবেচনা করিলেন, "ইংরাজদিগের সহিত অকৌশল করিবার আবশ্যক নাই। যে যে দুর্গ অধিকার করিয়াছি বরং তাহা প্রত্যর্পণদ্বারা সরলতা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য কল্পনা।" এই পরামর্শ স্থির করিয়া দুর্গাদি প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং ইংরাজদিগকে যুদ্ধায়োজনার নিমিত্ত যে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন তাহাও প্রদান করিলেন। তাহাতেই উভয় রাজপুত্র পক্ষে ইংরাজদিগের যে প্রণয়-পাশ শিথিল হইয়াছিল তাহা পুনঃ সুদৃঢ়রূপে আন্তরিক স্নেহের অনুবন্ধনে আবদ্ধ হইল।

১৮১৫ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে মহারাজা বক্তিয়ার সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মৃত্যুতে পৈতৃক-রাজ্যাধিকার-বিষয়ে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বেণী সিংহ নামক ভ্রাতুষ্পুত্রকে পালক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র-কুলীনবর্গ তাঁহারই সপক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান-পক্ষীয় লোকেরা মহারাজের বলবন্ত নামক এক জারজ পুত্রের রাজ্যাধিকার-প্রাপ্তি-বিষয়ে যথেষ্ট অনুকূলতাচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে মধ্যস্থ হইয়া যুক্তি করিলেন যে বেণী সিংহ রাজোপাধি মাত্র প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু বলবন্ত সিংহের প্রতি রাজকার্য্য-সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের ভার অর্পিত হইবে। ইহা স্থির করিয়া সকলে অহম্মদ বক্‌সকে তত্ত্বাবধারক রূপে নিযুক্ত করিলেন। উভয় রাজপুত্রই তৎকালে অতিশয় শিশু ছিলেন। তদ্ধেতুক অহম্মদ্ বক্‌স অত্যন্ত ক্ষমতাবান্ হইয়া বেণী সিংহেরই অনিষ্ট চেষ্টাতে অনুক্ষণ রত ছিলেন, কিন্তু বেণী সিংহ বয়োধিকার প্রাপ্ত হইয়া যবন মন্ত্রির অসৎ ব্যবহারের বিলক্ষণ-প্রতিফল-প্রদানে ত্রুটি করেন নাই। একদা তিনি দিল্লীস্থ রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছিলেন, তদবকাশে কয়েক জন অস্ত্রধারী লোক আসিয়া তাঁহার শরীরে অস্ত্রাদি চালন করিতে লাগিল। অহম্মদ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়া জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এতদ্দেশে সিপাহী বিদ্রোহ

ঘটনার পর মহারাজা বেণী সিংহ স্বর্গগত হন। তাঁহার মৃত্যুতে মহারাজা শিবদীন সিংহ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বাল্যাবস্থাতেই স্বর্গীয় মহারাজের পরলোক প্রাপ্তি হয়, মহারাজার বয়ঃক্রম তৎকালে ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র, সুতরাং তত্রত্য রাজপুত্র কুলীনবর্গ সম্যক্ প্রভুতা প্রাপ্ত হইয়া যবন কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া রাজ্য নিরাপদ করিয়াছিলেন। অধুনা তাহারা বারাণসীতে অতিহেয় অবস্থায় বন্দী আছে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর বৃটিস গবর্ণমেণ্টহইতে এক জন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি আলবর রাজ্যের তত্ত্বাবধানহেতু নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা প্রাপ্তব্যবহার হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তত্ত্বাবধারককে আর দুই বৎসর অতিরিক্ত কাল বড় রাখিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাঁহার বহুদর্শিতা বিলক্ষণরূপে প্রতিলব্ধ হইতে পারিবে।

অধুনা আলবর-রাজ্যের পরিধি ২৫ বর্গ ক্রোশ। তথায় দশ লক্ষ লোকের বসতি আছে। তাহার বার্ষিক আয় দশ লক্ষ টাকা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আলবর-রাজ্য করপ্রদ নহে। তদধীনে ২০০০ হাজার পদাতিক এবং ১৫০০ শত অশ্বারোহী সৈন্য আছে। মহারাজ শিবদীন সিংহ পোষ্যপুত্র-গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং ইংরাজ-রাজ্যে আসিলে ১৫ তোপধ্বনিদ্বারা সম্মানিত হইয়া থাকেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টীয় অব্দে লর্ড লেক কর্তৃক আলবর মহারাজকে যে সমস্ত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নীমরাণা নামক একটী জমীদারী ছিল। উহার ভূস্বামী আলবর-রাজ্যের অনধীন বলিয়া বারম্বার রাজপুরুষগণের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গোল পুনরায় উপস্থিত হইলে সাব্যস্ত হয় যে আলবরের অধিপতি চন্দ্রভানু রাজাকে একটী জনপদ প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ ৮০৪৮ টাকা তাহার কর গ্রহণ করিতেন; কিন্তু তৎপরে চন্দ্রভানু বিদ্রোহী হইবাতে উক্ত জনপদ পুনর্ব্বার আলবর অধিপতি গ্রহণ করিয়া ১৮১৫ অব্দ পর্য্যন্ত স্বাধিকার-ভুক্ত রাখিয়াছিলেন। তৎপরে কোন উপায়ে তাহার কিয়দংশ নীমরাণার অধিপতির অধিকারগত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত তিনি অন্যান্য অংশ গ্রহণার্থ আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। এ বিষয়ে নীমরাণার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কবচ।
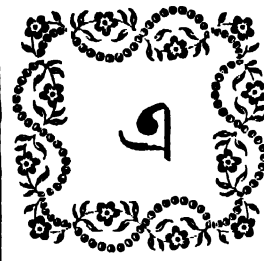
কটা প্রাচীন উদ্ভট বাক্য আছে যে জগদীশ্বর সকল জীবকে সবস্ত্র করিয়াছেন, কেবল মনুষ্যকে উলঙ্গ পাঠাইয়াছেন। পশুর লোম, মৎস্যের আঁইস, পতত্রীর পক্ষ প্রভৃতির তুলনায় মনুষ্যের অনাবৃত ত্বক্ উলঙ্গ বলা কোন মতে অসংলগ্ন নহে। পরন্তু স্বভাবতঃ উলঙ্গ হইলেও বুদ্ধিকৌশলে ও অহঙ্কারের প্ররোচনায় মনুষ্য যে প্রকার দেহাবরণের অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছে অন্য কোন জীবে তাহা দৃষ্ট হয় না। আণ্ডামান দ্বীপবাসী বা নেঙ্গটা কুকীর অদ্যাপি লজ্জা জ্ঞান হয় নাই; তাহারা স্বভাবতঃ পিতা মাতা ভ্রাতা পত্নী সকলে একত্রে দিগম্বর-অবলম্বনে কালযাপন করে, তত্রাপি তাহাদেরও পত্র নির্ম্মিত দেহাবরণ আছে তাহা তাহারা সময়ে সময়ে শীতনিবারণের নিমিত্ত ধারণ করিয়া থাকে। কটকের পশ্চিমে এক জাতীয় অসভ্য মনুষ্য আছে তাহারা "পা-

কবচধারী ইউরোপীয় যোদ্ধা।
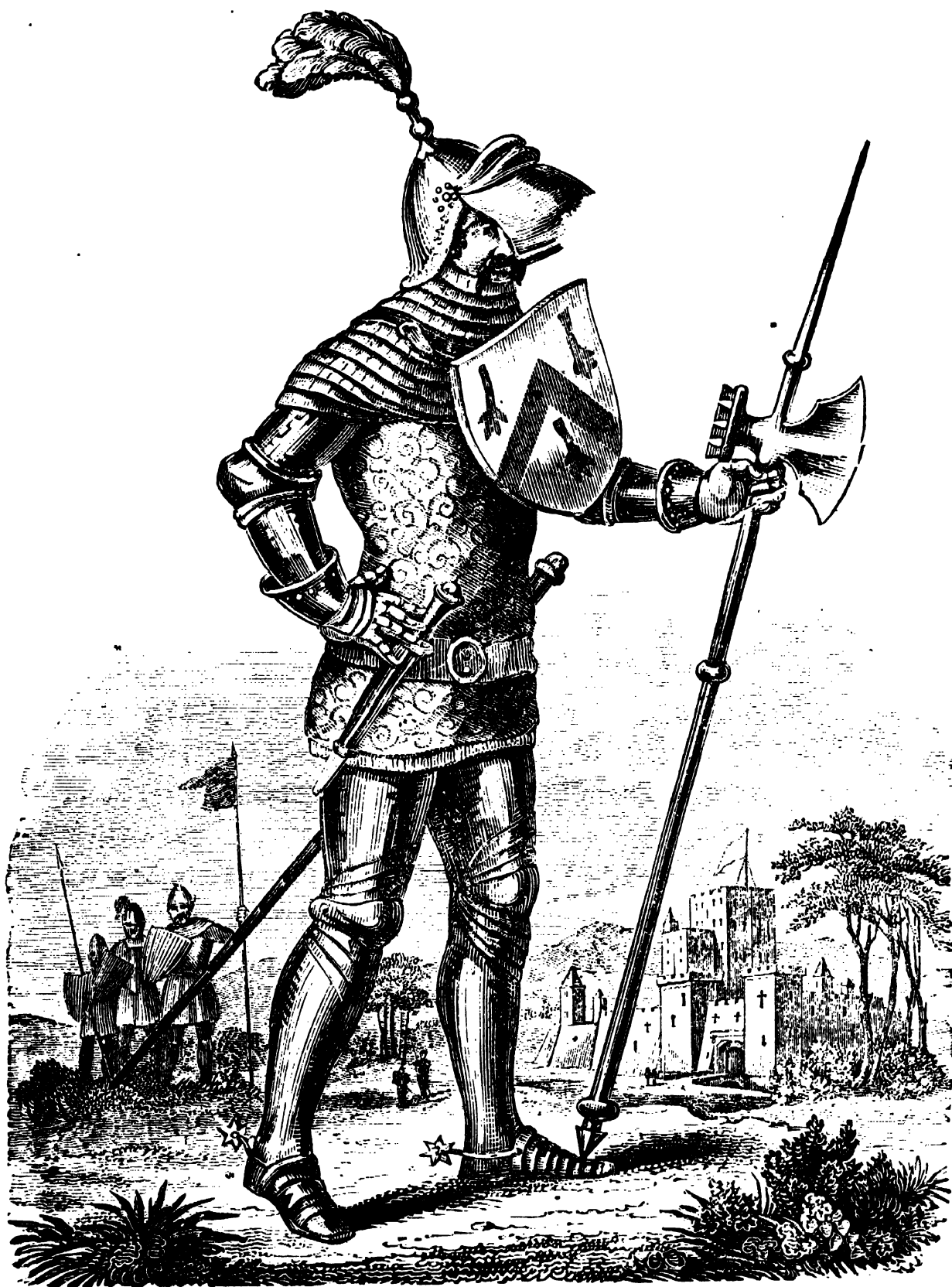
তুয়া” নামে বিখ্যাত, কারণ তাহারা কালী-প্রতিমার নিমিত্ত যে প্রকার হস্তের কট্যাবরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে সেই রূপ শুষ্ক পত্রের কট্যাবরণ প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে; তাহাই তাহাদের লজ্জাবরণ, তাহাই তাহাদের বেশবস্ত্র, এবং তাহাই তাহাদের অহঙ্কারের আস্পদ; তাহারই নির্ম্মাণের ইতর-বিশেষে পাতুয়া ললনারা আমাদিগের ভুবনমোহিনীদিগের ঢাকাইসাড়ী ও চীনাপোতের অভিমান সিদ্ধ করিয়া থাকে। শীতকালে এই কট্যাবরণ-ব্যতীত পত্রের দেহাবরণও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধাঙ্গড় সাঁওতাল কোল ভিল্ল প্রভৃতি অসভ্যেরা পাতুয়াহইতে অনেক অংশে সভ্য। তাহারা সকলেই বস্ত্রবপনে সক্ষম হইয়াছে, এবং পত্রের কট্যাবরণের পরিবর্ত্তে বস্ত্রের কৌপীন ধারণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি সম্ভ্রমশালী সে বস্ত্র লইয়া এক একটা পাগড়ীর কল্পনা করিয়া থাকে, ইহা পাঠকরন্দ সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কৌপীনের কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ করিলেই ভেকধারী বৈষ্ণবদিগের বর্হির্বাস হয়, এবং প্রায় তাহারই পরিধানের প্রকারভেদে গতশতাব্দীর ৩ হাতি টেনা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ৩ হাতিহইতে ১০ হাতি ধুতি ও শান্তিপুরে দীর্ঘ কচ্ছ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে; তাহাতে বুদ্ধির আয়াস অধিক প্রয়োজনীয় হয় না। এই লজ্জাবরণ ভিন্ন শীতনিবারক দেহাবরণ পাছুড়াহইতে পঞ্চ-সহস্র-মুদ্রার যোড়া-পর্য্যন্ত কিছু না কিছু সকলেরই আছে। পরন্তু পূর্ব্বে যে কেবল কটিদেশ আবৃত করিলেই লজ্জানিবারণ হইত তাহার অনেক অন্যথা হইতেছে। সাধারণ লোকের মনে যে প্রকার কৌপীন ও টেনায় লজ্জানিবারণ সম্যক্ সিদ্ধ হয় না, সেই রূপ এইক্ষণকার সুশিক্ষিত যুবকদিগের মনে ধুতির উপর লম্বোদর দীর্ঘীকৃত করিয়া স্কন্ধে রজ্জুসদৃশ পাকান উত্তরীয় রাখিলেই লজ্জা রক্ষা হইল বোধ হয় না। পূর্ব্বে যাহা শীত নিবারক মাত্র বোধ ছিল এই ক্ষণে তাহা লজ্জা নিবারকের মধ্যে নির্ণীত হইতেছে। যে সকল জাতীয়েরা শীত-প্রধান দেশে বসতি করে এবং শীত নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা চরিষ্ণু থাকে তাহাদের ব্যয়ামকারণ বাঙ্গালিদিগের অনায়াসশ্লথ-হওনশীল ধুতি কদাপি উপযুক্ত হইতে পারে না; অতএব তাহারা প্রথমতঃ ধুতিকে অতি দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিত; পরে তাহাকে কাটিয়া অন্যরূপ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছে, এবং নানা কারণে সেই পরিচ্ছদের ক্রমশঃ অনেক স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়া আসিতেছে।

ঐ সকল বস্ত্রের দুই মুখ্য উদ্দেশ্য আছে, এক লজ্জাবরণ, দ্বিতীয় শীতনিবারণ; প্রত্যেক বস্ত্রে তাহার এক না এক অথবা একত্রে উভয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। পরন্তু এতদভিপ্রায়দ্বয় ভিন্ন দেহাবরণের অপর প্রধান উদ্দেশ্য আছে, এবং তন্নিমিত্ত নানাবিধ দেহসজ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সজ্জার সাধারণ নাম “কবচ।” শত্রুপক্ষীয় অস্ত্রহইতে দেহ রক্ষা করাই ঐ সজ্জা সকলের এক মাত্র উদ্দেশ্য; তদর্থে ঐ সকল সজ্জা লোম কার্পাসাদি কোমল পদার্থে নির্ম্মিত না হইয়া ধাতু ও কাষ্ঠে কল্পিত হইয়া থাকে; এবং তন্নিমিত্ত তাহা পরিচ্ছদহইতে স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য হয়। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে মনুষ্য অসভ্যাবস্থায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রথম যষ্টিমাত্র অস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে, ও দূরস্থ ব্যক্তির প্রতি আক্রমণার্থ মৃৎ বা প্রস্তর পিণ্ডই প্রথম ক্ষেপণীয় অস্ত্র বলিয়া গণ্য করিবে। ঐ প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্র দেহোপরি না পতিত হয় এতদভিপ্রায়ে এক খণ্ড কাষ্ঠ সম্মুখে ধারণ করাই মুখ্য উপায়, ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হয়; এবং অসভ্য জাতীয়মাত্র তাহারই অনুসরণ করিয়াছে। এই প্রযুক্ত দেখা যায়

যে অসভ্য জাতীয়মাত্রের ঢাল কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। লঘুতা দৃঢ়তা ও অভেদ্যতা বিষয়ে স্থূল কাষ্ঠ-ফলকহইতে শুষ্ক চর্ম্ম অনেক শ্রেষ্ঠ, তন্নিমিত্ত লোকে কিঞ্চিৎ সভ্য হইলেই কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে শুষ্ক চর্ম্মের ঢাল ব্যবহার শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করে। এই হেতু প্রাচীন গ্রন্থে অসি চর্ম্মের বর্ণন অনেক দেখা যায়। পরন্তু ঢাল মাত্রের এক বিশেষ দোষ আছে; তাহাতে এক হস্ত সর্ব্বদা বিব্রত থাকে, এবং যেহেতু ধনুর্ব্বাণাদিদ্বারা যুদ্ধ এক হস্তে নিষ্পন্ন হওয়া সহজ সাধ্য নহে, এই প্রযুক্ত কালে ঐ ঢাল অঙ্গে বদ্ধ করা প্রয়োজনীয় হয়, এবং তাহাহইতেই কবচের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল জাতীয় মনুষ্য পূর্ব্বকালে লৌহ-ব্যবহারে পারদক্ষ হইয়াছিল তাহারা অনায়াসেই জানিতে পারিয়াছিল যে স্থূল লৌহ জালে বা লৌহ ফলকে দেহ আবৃত করিলে তৎকালীয় কোন প্রক্ষেপণীয় অস্ত্র দেহ ভেদ করিতে পারে না, অতএব ধনাঢ্য যোদ্ধামাত্রেই নানাবিধ লৌহ ফলক ও লৌহ জালে দেহ আবৃত করিত। শেল ও পরশুর যুদ্ধে এই প্রকার কবচ বিশেষ প্রয়োজনীয়, অতএব যে সকল মনুষ্য লৌহদ্বারা শেল ও পরশু নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছিল তাহারা কবচ নির্ম্মাণেও বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্বত্র উপলব্ধ হয়। যজুর্ব্বেদে কবচের উল্লেখ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইয়াছে, এবং ঋগ্‌বেদেও তাহা অপ্রাপ্য নহে। তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থেও কচবের বর্ণন বহুল দৃষ্ট হয়। প্রাচীন রাজপুত্রদিগের মধ্যে কবচ ধারণ করা প্রসিদ্ধ রীতি ছিল, এবং এপর্য্যন্তও মধ্যে২ তাহার ব্যবহার দেখা যায়। রাজবারা-দেশে অনেক প্রাচীন খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তাহাতে কচবের যে প্রতিকৃতি আছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে উরু অবধি লম্বমান লৌহ জালের জামা ঐ কচবের প্রধান অঙ্গ ছিল; তৎসহিত লৌহ পত্রের উষ্ণীষ ও লৌহ জালের গ্রীবাবন্ধন এবং লৌহ পত্রের হস্তাবরণ হইলেই কবচ পূর্ণ হইত। কবচের জামায় শরীরের রক্ষা হইত এই নিমিত্ত তাহা "অঙ্গরক্ষা" নাম প্রাপ্ত হয়, এবং ঐ নামের অপভ্রংশে বস্ত্রের তদনুকরণকে লোকে অধুনা "আঙরাখা" কহিয়া থাকে। বিলাতীয় যোদ্ধাদিগের কবচ প্রায়ঃ রাজপুত্রদিগের কবচের সদৃশ হইত, কিন্তু তাহা রাজপুত্র-কবচ-হইতে অনেক অংশে দৃঢ় হইত। অপর রাজপুত্র-কবচে মুখাবরণ অধিক থাকিত না, বিলাতী কবচে মুখাবরণের নিমিত্ত অতি স্থূল লৌহ ফলক সকল ব্যবহৃত হইত। অপর কণ্ঠ গ্রীবা বক্ষ কনুই জঙ্ঘা ও গুল্‌ফের সবিশেষ রক্ষার নিমিত্ত লৌহ জালের উপর স্থূল লৌহ-ফলক-সকল আবদ্ধ হইত। কেহ কেহ চক্ষু ও নাসিকার ছিদ্র রাখিয়া সমস্ত মুখ আবৃত করিত। তাহার বিশেষ অনুভবের নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবের সহিত তিন খানি প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিলাম, তাহার প্রথম ও তৃতীয় প্রতিকৃতিতে (১৮১ ও ১৮৫ পৃষ্ঠায়) ঈষদাবৃত মুখবিশিষ্ট যোদ্ধার প্রতিমা ও অপরটিতে আবৃত সর্ব্বমুখ বিশিষ্ট যোদ্ধার আদর্শ দৃষ্ট হইবে।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইবে যে এই প্রকারে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলে যোদ্ধারা কেহ কাহাকে চিনিতে পারিত না, ও শত্রু-মিত্রের ভেদ জ্ঞান হওয়া কঠিন হইত। এই ব্যাঘাতের সদুপায়-করণার্থে প্রাচীন যোদ্ধারা আপন আপন ঢালের উপর আপন কীর্ত্তি কি ধর্ম্ম কি কোন দৈব ঘটনার জ্ঞাপক এক বা ততোধিক চিহ্ন চিত্রিত করিতেন। সেই চিত্র দেখিবা মাত্র তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিত। পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ক্রমাগত এক চিহ্ন ব্যবহার করাতে এক এক পরিবারের এক এক বিশেষ চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,

আবৃত সর্ব্বমুখ যোদ্ধা।

এবং সেই চিহ্নে সেই পরিবার সর্ব্বদা লক্ষিত হয়। অপর যেহেতু পূর্ব্বকালে সুচতুর লৌহকারের অসদ্ভাব প্রযুক্ত লৌহ কবচ নির্ম্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল, সুতরাং ধনী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে তাহা ব্যবহার করিতে পারিত না, তদ্ধেতুক ঢালের চিহ্ন ইংরাজদিগের মধ্যে প্রাচীন কালাবধি ধনী ও মানী পরিবারের পরিচায়ক হইয়াছে।

ইহা বলা বাহুল্য যে সুচারু ভার বিশিষ্ট খড়্গ পরশু প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাতে অভেদ্য হইবে এমত কবচ নির্ম্মাণ করিতে হইলে অতি স্থূল লৌহের কবচ গঠন করিতে হয়, সুতরাং ঐ কবচ অত্যন্ত ভারী হইয়া থাকে। অপর কবচের স্থানে স্থানে সন্ধি কল্পনা করিলেও মনুষ্যদেহের স্বাভাবিক গ্রন্থি সকল যে রূপ নমনীয় ও ক্রিয়াতৎপর হয় লৌহ গ্রন্থি সেই রূপ হইতে পারে না। এই দুই কারণ প্রযুক্ত কবচাবৃত যোদ্ধারা শত্রু অস্ত্রের দুর্ভেদ্য হইলেও তাঁহাদের দেহ স্পন্দন ও সঞ্চালন করা কঠিন হইয়া থাকে, ও তাঁহারা এক বার ভূমিতে পড়িলে শীঘ্র গাত্রোত্থান করিতে পারেন না। এবিধায় অশ্বারোহণে যুদ্ধ-করণ-সময়ে তাঁহাদের অশ্ব আহত হইয়া পড়িলে তাঁহাদের নিজ দেহের বিষম আপদ উপস্থিত হইত। তন্নিবারণার্থে যোদ্ধারা যে প্রকারে আপন দেহ আবৃত করিতেন সেই রূপে আপন অশ্বের দেহও দৃঢ় লৌহ কবচে আবৃত করিতেন। উপরস্থ তথা অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে ব্যক্ত হইবে যে যোদ্ধাদিগের দেহ যে

আবৃত হইত অশ্বের দেহ তাহাহইতে কোন মতে অল্প আবৃত হইত না; ফলে ধাবন-সৌকার্য্যের নিমিত্ত অশ্বের কেবল চারিটী পদ অনাবৃত থাকিত, অপর সর্ব্বত্র স্থূল লৌহে অতি প্রযত্নে সংরক্ষিত হইত। রাজপুত্রদিগের মধ্যেও এই অশ্বকবচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, এবং অদ্যাপি তাহাদের দুই একটী যোদ্ধার অশ্ব প্রাচীন-প্রথানুসারে লৌহকবচে আবৃত হইয়া থাকে। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে চতুরঙ্গিণী সেনার মধ্যে অশ্ব সর্ব্বদা উল্লিখিত হইয়া থাকে, ও তাহাতে হয়সঞ্চালনের অনেক উল্লেখ আছে, কিন্তু তৎকালে প্রধান প্রধান যোদ্ধারা রথারোহণে যুদ্ধ করিতেন, অতএব তাঁহাদের অশ্বের অঙ্গ বর্ম্মদ্বারা আবৃত থাকিত কি না তাহা নিরূপিত করা হয় নাই।

কবচ এই প্রকারে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও অধুনা বারূদ বন্দুকের সৃষ্টি হওয়াতে ইহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে, যেহেতু রাইফল নামক বন্দুকের গুলির অভেদ্য কবচ নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহা এত স্থূল করিতে হয় যে তাহার ভার কোন মনুষ্য বহন করিতে পারে না, আর যাহা বন্দুকের গুলীর ভেদ্য তাহা পরিধান করিয়া ভার বহন করা নিষ্ফল; এই হেতু ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা কবচের ব্যবহার রহিত করিয়াছেন, এবং তদ্দৃষ্টে পৃথিবীর

অপর সর্ব্বত্রও তাহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। ঐ কবচের সহিত যুদ্ধের ব্যাপারও মনুষ্যমণ্ডল-হইতে দূরীভূত হইলে সভ্যতার পরম উপকার হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

"প্রিয়পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন।"

বৃন্দারক-বৃন্দ বসি নন্দন কাননে,
চিত্রগুপ্ত লিপি করে গম্ভীর আননে,
ইহ খলু সংসারের যাতনা-নিকর,
পাপরত নরজাতি দণ্ড দুঃখকর।
দয়াবতী কোন সতী অমর বনিতা
মানবজাতির প্রতি হয়ে কৃপান্বিতা,
চিত্রগুপ্তে কন, "পত্রে করহ লিখন,
"প্রিয়পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন॥" (১)

শুনিয়ে দেবীর কথা কাল দণ্ডধর
বিধাতারে কহিতে লাগিল যুড়ি কর;
"ভো বিধাতঃ! দেবীর দারুণ অভিলাষ
লিপিসাৎ হইলে আমারি সর্ব্বনাশ;
সংযমনী নগরের গরিমা কি রবে
আমার প্রচণ্ড দণ্ডে কেবা ভীত হবে?
ধরা হবে স্বর্গ যদি লভে নরগণ
"প্রিয়পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন॥" (২)

প্রণয় প্রাণের পুঞ্জী, সার মূল ধন,
সংসার সুখের নিধি পরশ রতন,
পর হৃদি কুঠীর খাতায় জমা দিয়ে
কত লোক দেওলিয়া ধন প্রাণ নিয়ে।
কিন্তু পুত্র কলত্র মিত্রের মহাজনী—
কভু ক্ষতি নাই, বৃদ্ধি দিবস রজনী।
হুণ্ডী নাহি ফেরে কুঠী সদাই শোভন,
"প্রিয়পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন॥" (৩)

মৃত্যুমুখে নিপতিত মত্ত রণ-মদে,
বিষম বিপদ বিঘ্ন বাঁধা পদে পদে;
মৃত্যুপ্রতি তুচ্ছ ভাব বিষয় বিরাগী,
দেশান্তরে কাল হরে বীর-কীর্ত্তি লাগি।
এ হেন রুধির প্রিয়বীর বৃত্তগণ?
পুত্র, মিত্র, কলত্রের প্রেমে মুগ্ধ মন।
সব ভুলে যায় তারা হেরে যেই ক্ষণ
"প্রিয় পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন॥" (৪)

বনিতা বিরহী বহু দুঃখের ভাজন,
ধন আশে দূরদেশে পরবাসী জন।
কোথায় প্রেয়সী পুত্র কোথা সহচর?
আহা বলে হেন জন না হয় গোচর।
অশনে বসনে কিবা শয়নে স্বপনে
অবিরত তপ্ত তনু বিরহ-তপনে।
কিন্তু কত সুখী যবে করে দরশন
"প্রিয়পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন?" (৫)

সুগন্ধ-বণিক্‌গণ গন্ধ আহরণে
সাগরে গমন করে তরী আরোহণে।
গন্ধময় দ্বীপচয় পরিক্রম করে;
নানা গন্ধ কুসুমেতে মনঃ প্রাণ হরে।
কিন্তু যবে মনে পড়ে গৃহতরুগণ,
যত্র পুত্র মিত্র দারা সহ সংমিলন,
সকল সুরভি ছার, সার সেই ক্ষণ—
"প্রিয়পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন॥" (৬)

জীবনের সুপ্রভাত যৌবন সময়
বিষাদ বারিদ বিন্দু বিলোকিত নয়,
রসরূপ নীহার বিহরে দলে দলে,
ঊষা-বিনিন্দিত আভা কপোলেতে ফলে,
কিন্তু ভাব জরারূপ প্রদোষ কি ঘোর?
সে সময়ে অসুখের নাহি আর ওর।
সেই দুঃখ নিবারণ নিগূঢ় কারণ
"প্রিয়পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন।।" (৭)

কিবা শত-সমর-বিজয়ী বীরবর,
কিবা মহারাজ্যেশ্বর প্রভাত ভাস্কর,
মরণান্তে মৃতদেহ সজ্জিত বিশেষ,
হীরামণি চুনী পান্না সুখচিত বেশ;
নাহি চাই সে সকল শোভা আড়ম্বর,
এই যেন লভে মম মৃত কলেবর,
অশ্রুজল মোতীমালা করিবে গ্রন্থন
"প্রিয়পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন।।" (৮)

বেহুলা নদীর প্রতি।

বিমলা বেহুলা তব বিমল হৃদয়ে,
ভাসিতাম খেলা রসে প্রথম বয়সে,
দেখিতাম কত শোভা দিনেশ উদয়ে
নব জাগরিত অঙ্কুরিত ভাব বশে।

নাহি তব চারুদেহে শৈল সুকঠিন,
মৃদুল মন্থর স্রোত করিবারে রোধ।
মন্দ মন্দ মধুস্বরে বহে অনুদিন;
করিতাম আঁখি মুদি শ্রুতিসুখ বোধ।

নহে জাত তব গর্ভে মকর কুম্ভীর
শিশুক হাঙ্গর আদি মহা জলচর;
নহেক তোমার খাত ভয়াল গম্ভীর,
পরিহরে শিশুগণ মজ্জনের ডর।

তোমার হৃদয়ে ভাসে শফরী চঞ্চল,
কাচের কৌটায় যথা হীরকের হার;
মধুরালী যথা অর্থে মধুরালী দল
ঝাঁকে ঝাঁকে পাকে পাকে করিছে বিহার।

কি সুন্দর মনোহর রঙ্গ প্রকাশিয়া
বিরাজিত দুই তটে নবতৃণ ঘটা?
গঙ্গাজলী শালে যেন অসিত হাঁসিয়া—
স্ফাটিক ফলকে কিবা ইন্দ্রনীল ছটা।

যথায় বিরাজ করে বালীর কঞ্চট;
তথায় বিচিত্র শোভা, নারি বর্ণিবারে;
বিহরে বিনোদ বেশধারী সে চিঙ্গট,
খরতর দিনকর কর পরিহারে।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে লোহিত রোহিত,
থেকে থেকে শান্তিময় তোমার হৃদয়ে—
দুরন্তের ডরে যথা শান্ত ভীত চিত—
শিহরি পলায় বুঝি বোদালী উদয়ে?

তোমার আবর্ত্ত নহে কোন বিঘ্নময়,
সরল জলের যেন হসিত মাধুরী।
কভু দুই এক মাত্র বিম্বের উদয়,
অতি ধীর গমনেতে নাচে ঘুরিঘুরি।

নাহিক তোমার তীরে নিবিড় কানন,
নাহি সুখাসন-সম চিত্র উপবন;
স্থানে স্থানে ব্রীহিক্ষেত্র হসিত আনন,
শস্য-শিষে বীচি-মালা উঠায় পবন।

কোথায় কেদার রম্য? নব শষ্পময়
প্রফুল্ল কন্দলী দাম হরিত বরণ।
শ্যামলী পিয়লী সুধবলী ধেনুচয়,
বৎসগণ-সহ সুখে করে বিচরণ।

শাবক সহিত মেষ বেড়াইছে খেলি;
কত রঙ্গ, ভঙ্গ, লম্ফ, ঝম্প, কুতূহলে?
কভু মেলি করে কেলী, কভু যায় ফেলি,
কাতর হইয়া ডাকে শাবক সকলে।

এই রূপ শান্তিময় তব চারু তটে।
সুখের কিশোর কাল করেছি যাপন।
ছিল না কুচিন্তা জাল মনের নিকটে।
আর কি সে সুসময় হইবে প্রাপণ?

সেই তো আছহ তুমি, সেই সব শোভা,
সেই তৃণ, সেই মীন, সেই সুধানীর,
সেই তো গোধনগণ জন মনোলোভা,
সেই তো মঞ্জুল বন বঞ্জুল বালীর;

কিন্তু আর সে ভাবে না করি নিরীক্ষণ—
তেমন তরুণ ভাব হবে না কি আর?
সে নয়ন সেই মন কোথায় এখন,
যে আখী যে, মন ছিল শৈশবে আমার?

তথাপি বেহুলা তোরে ভুলিবারে নারি,
অদ্যাপি হৃদয়ে রূপ জাগিছে তোমার,
অদ্যাপি স্মরিয়া তব সুধাসম বারি,
অন্য নীরে তৃষ্ণা তৃপ্ত না হয় আমার।

দেখিলাম নদী মহানদী কত শত,
তরল তরঙ্গময়ী দেশ দেশান্তরে;
কিন্তু তব শান্তমূর্ত্তি জনমের মত
অঙ্কিত থাকিবে সদা আমার অন্তরে।

ভেল্‌সা তামাক।

প্রচণ্ড তেজোবিহীন সুস্বাদু তামাক "ভেল্‌সা তামাক" নামে বিখ্যাত আছে, কিন্তু ঐ নামের কারণ অতি অল্প লোকে জ্ঞাত আছেন। ফলে নর্ম্মদার সন্নিকটে "ভিল্‌সা" নামে এক প্রদেশ আছে; তথায় অতি উত্তম তামাক জন্মিয়া থাকে, এবং তাহাহইতে অপর সুস্বাদু তামাককেও লোকে ভেল্‌সা কহে।

চীনী শব্দের ব্যুৎপত্তি।

পূর্ব্বকালে এদদ্দেশের লোকে গুড় খাঁড় দোলো শর্করা প্রস্তুত করিত, কিন্তু চীনী প্রস্তুত করিতে জানিত না। প্রথমতঃ চীন দেশহইতে চীনী আনীত হয়, তন্নিমিত্ত তাহা "চীনী" অর্থাৎ চীন দেশীয় এই নামে বিখ্যাত হয়, এবং সেই কারণেই উহা বিদেশজাত অশুদ্ধ বলিয়া অদ্যাপি জগন্নাথ দেবের ভোগে বিনিযুক্ত হয় না।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

বাপ্তিস্ত মিষন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২১।

সূচী।

এতৎ পর্ব্বস্থ চিত্রের সূচী।

CONTENTS OF VOL. II.